পল্লীবোধন

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য

শ্রীমৎ স্বামী সমাধিপ্রকাশ আরণ্য

পল্লীবোধন

পরমহংস পরিব্রাজক আচার্য

শ্রীমৎ স্বামী সমাধিপ্রকাশ আরণ্য

সাহায্য—চারি টাকা

প্রকাশক ঃ
শ্রীমৎ ধীরপ্রকাশ ব্রহ্মচারী
'সমাধি মঠ', পোঃ ভূপালপুর
জেঃ পশ্চিম দিনাজপুর

প্রথম সংস্করণ—২,১০০
বৈশাখী পূর্ণিমা, ১৮৭৫

ঠিকানা ঃ—
পরমহংস পরিব্রাজক আচার্য
শ্রীমৎ স্বামী সমাধিপ্রকাশ আরণ্য
প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি, আর্য্যসঙ্ঘ
'সমাধি মঠ', পোঃ ভূপালপুর, জেঃ পশ্চিম দিনাজপুর

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহ রায়
শ্রীসরস্বতী প্রেস লিঃ
৩২, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা - ৯

বিষয়-সূচী

রাজসাহী সেণ্ট্রাল জেলে আড়াই বৎসর সশ্রম জেল-ভোগান্তে চৌষট্টি বৎসর বয়সে
পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য শ্রীমৎ স্বামী সমাধিপ্রকাশ আরণ্য

পল্লীবোধন

পল্লীবোধনের বোধনকল্প

(ভূমিকা)

ঋগ্‌বেদের কবিঋষি আমাদিগকে যুগযুগান্ত পূর্ব্বে শুনাইয়াছিলেন : "সূর্য্যাচন্দ্রমসৌধাতা যথা পূর্ব্বমকল্পয়ৎ"—ঋগ্বেদ, ১০ম মণ্ডল. ১৯০ সূক্ত। ধাতা ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির পুর্ব্বে পূর্ব্বেকার ন্যায় সঙ্কল্প করিলেন। সঙ্কল্প, কল্পনা হইতে সৃষ্টি। কবির সঙ্কল্প, কল্পনা রসরাগমাধুরীর কাব্যকুসুমে ফুটিয়া উঠে। কলাবিদের শিল্প রচনার পূর্ব্বকল্পনা এক মানস প্রতিমা। ব্রতের পূর্ব্বে সঙ্কল্প। অটুট সঙ্কল্পের বজ্রাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই সাধক বলেন :

"ইহ মম ত্বচ মাংসং শুষ্যতামস্থিমজ্জা
ন চ অহু অস্পৃশিত্বা বোধিং উন্মেষ্যে অস্মাৎ ॥"

—ললিত বিস্তরঃ, চতুর্বিংশাধ্যায়ঃ।

অর্থাৎ এই স্থানে আমার ত্বক্, মাংস, অস্থি, মজ্জা শুষ্ক হউক। আমি বোধিলাভ না করিয়া এই আসন হইতে উঠিব না। তাই শক্তি-সাধক ভারতীয় পূজারী বিশ্বজননী আদ্যাশক্তির উদ্বোধনকল্পে 'নবম্যাদি' বা 'প্রতিপদাদি' বা 'ষষ্ঠ্যাদি' বা 'সপ্তম্যাদি' 'কল্পারম্ভঃ দেব্যা বোধনং' করেন। আমাদের এই পল্লীদেবীর এই 'পল্লীবোধন'-এর পূর্ব্বেও আমাদের মানসপীঠে এমনই এক প্রকার সঙ্কল্প, কল্পারম্ভ, কল্পনা জাগে।

তাহারই এক প্রগল্‌ভ, মুখর বিকাশ প্রায় ২৫।২৬ বৎসর পুর্ব্বে 'গোয়ালন্দ পল্লীমঙ্গল সম্মিলনী'র বালিয়াকান্দি অধিবেশনে পরিণত হয়। ইহার সভাপতি ছিলেন 'কুমিল্লা অভয় আশ্রম'এর বিখ্যাত নায়ক স্বদেশসেবক ত্যাগবীর ডাক্তার সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি 'অসহযোগ' আন্দোলনে যোগদান করিয়া গভর্নমেণ্টের আই. এম্. এস্. চাকরী পরিত্যাগ করেন। আর ইহার অন্য এক প্রধান উদ্যোক্তা স্বদেশসেবক, ত্যাগী শ্রীমান তারাপদ লাহিড়ী নিজে 'তন্ত্রধার' সাজিয়া সকলে মিলিয়া আমাকে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে পৌরোহিত্যে নিয়োগ করেন। ইহার অভ্যুদয়কল্পে যে নান্দীবচন পাঠ করি তাহাই বর্দ্ধিতায়তন 'নব কলেবর' ধারণ করিয়া 'পল্লী-বোধন' রূপে প্রকাশিত হইল। ঐ সম্মিলনীতেই উহাকে ছাপাইয়া প্রকাশিত করিবার জন্য স্তুতিবাদপূর্ব্বক এক প্রস্তাব গৃহীত হয়; কিন্তু অর্থাভাবে এবং উদ্যোগাভাবে তাহা এতদিন কার্য্যে পরিণত হয় নাই।

অতি তাড়াতাড়িতেই এই মানস পুত্রের 'জাতকর্ম্ম' সম্পন্ন করিতে হয়; কারণ এই 'গোয়ালন্দ পল্লীমঙ্গল সম্মিলনী'র অধিবেশনের কিছুদিন পুর্ব্বেই 'পালং শিল্প প্রদর্শনী'র দ্বারোদ্ঘাটনের জন্য আমাকে পালং যাইতে হইয়াছিল। এই তাড়াতাড়ির জন্য, এ সম্বন্ধে উপযুক্ত পুস্তকাবলী হাতের মাথায় না পাওয়ায় এবং এই গ্রন্থের 'নব কলেবর' করাইবার মাঝখানে অমৃত সন্ধানের এক উদ্বেল আহ্বানে তীর্থযাত্রী হইয়া পড়ায়, সঙ্কল্প অনুযায়ী ষোড়শোপচারে পূজা আয়োজন করিতে পারি নাই; হয়তো পঞ্চোপচারেই আয়োজন হয় নাই। নানান্ মালীর কুঞ্জভবন, পুষ্পবীথিকা, বৃক্ষবাটিকা হইতে অনেক কুসুমচয়ণ, পত্রপুষ্পাদি আহরণ করিয়াছি মালীর বিনানুমতিতেই। সমস্ত বাগান স্বামীকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাঁহাদের অনুমতি লওয়ার সুযোগ, অবকাশ ও সম্ভাবনা ছিল না। ভাবের বাজারে দোকানদারী,

পাটোয়ারী ভারতীয় বাণী সাধকদিগের ছিল না। ভারতীয় যৌথ পরিবারের ন্যায় পূজারীর আহৃত কাব্যসুধা, সাহিত্যরত্ন, তত্ত্বনিধি অপূজারীদিগকেও নিৰ্ব্বিবাদে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইত। নৈমিষারণ্য, বদরিকাশ্রম, ঋষিপত্তন, অবন্তিপুর, নালন্দ, তক্ষশিলা, বিক্রমশিলা, ওদান্তপুরী, পাহাড়পুর প্রভৃতি স্থানে যে ভাবের হাট, বিদ্যাবিপণি ছিল, তাহাতে পণ্যের আদান প্রদান, বিনিময়ই কেবল হইত। তাহার ভিতর বৈশ্যনীতিতে 'সর্ব্বস্বত্বসংরক্ষিত' করিয়া বিদ্যা বিতরণে কৃপণতা বা বণিকবৃত্তি ছিল না। "যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে" ছিল তাহার মূলমন্ত্র। এই অনার্য্যরীতি তখনকার বৈশ্যসমাজেও গর্হিত ছিল। কিন্তু এখন তাহা নাই। এই জন্য আমি যাঁহাদিগের নিকট হইতে সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি, তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকারপূর্ব্বক অনুমতি ভিক্ষা করিতেছি। ভারতে এখনও দেবদেবীর পূজায় পুষ্পাহরণে অধিকাংশ স্থলে মালী বা বাগান স্বামীর (সাহেব ছাড়া) অনুমতি গ্রহণে অপেক্ষা করিতে হয় না—ইহাই আমার ভরসা। আমি সাহিত্য বণিক্ নহি, সাহিত্য পুরোহিতও নহি। এই বিদ্যাপণ্য বেচিয়া ধনশালী হওয়ার বা দেবীর ভোগে স্ত্রীপুত্রাদি সংসার প্রতিপালনের সম্ভাবনা আর আমার নাই। পল্লীবোধনের উপর আমলাতন্ত্রের কৃপাকটাক্ষ না পড়িলে, উহার বিক্রয়লব্ধ অর্থ পল্লীদেবীর সেবাদি সৎকার্য্যেই নিয়োজিত হইবে। এই উদ্দেশ্যের জন্যও কি গ্রন্থকার, কি পাঠক, সকলের নিকটই সাহায্য দাবী করিতে পারি। পল্লীদেবীর এই বোধন পূজা যে তাঁহাদেরই। এক পূজারীরূপে তাঁহাদিগকে এই মহাপূজায় যোগদান করিতে আহ্বান করিতেছি মাত্র।

হতভাগ্যদেশে দেশের পূজা করাও রাজনৈতিক হিসাবে দারুণ পাপ, মহাপরাধ। আমার এই পূজা নিবেদন, অর্ঘ্য, পুষ্পাঞ্জলিও

মহাপাপ, দারুণ অপরাধ বলিয়া ইংরাজ আমলাতন্ত্রের নিকট পরিগণিত হইতে পারিত। ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিলে মুসলমান 'জেহাদ' ঘোষণা করে, ইংরাজ crusade (ধর্ম্মযুদ্ধ) করে, আর ভারতবাসী পল্লীবাসী কেবল বৈষ্ণবীয় 'মাথুর' রচনা করিয়া অজস্র অশ্রু ঢালে। ভাবুক ভারত বংশীধারীর ব্রজলীলাটাই কেবল না লইয়া যদি তাহার সঙ্গে সঙ্গে চক্রধারীর মথুরালীলা, কুরুক্ষেত্রলীলাটাও গ্রহণ করিত, তবে তাহাকে এমন করিয়া 'হা হতোস্মি' বলিতে হইত না। সভাসমিতিতে কাগজকলমে লেখায় বক্তৃতায় ইংরাজ বা দেশীয় আমলাতন্ত্রের কেবল দোষোদ্ঘাটন করিয়া 'বাহবা' লইবার বা সস্তায় লোকপ্রিয় হইবার একটা দাসসুলভ মনোবৃত্তি আমাদিগকে পাইয়া বসিয়াছে। এ যেন পাড়াগাঁয়ের 'কুন্দুলে' মেয়েদের গালাগালি 'তর্জ্জন গর্জ্জন'। ইংরাজের বা বিদেশীয়, দেশীয় আমলাতন্ত্রের দোষ, ত্রুটী যথেষ্টই আছে। ইংরাজ ভারতে ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন করিতে আসিয়াছিলেন না। তিনি আসিয়াছিলেন পেটের দায়ে; অন্নসংস্থানে, ধনশোষণে। পল্লীই তাঁহার প্রধান ক্ষেত্র। ঐতিহাসিক গবেষণা, অনুসন্ধান না করিয়াও এ তথ্য সকলেই সহজে বুঝিতে পারেন। ইংরাজ আমলাতন্ত্র যতদিন এই লুণ্ঠন লীলা, শোষণ অভিচার চালাইয়াছিলেন ততদিন ভারতবাসী তাঁহাকে আন্তরিক ভালবাসিতে পারে নাই, বন্ধু মনে করিতে পারে নাই। স্বার্থলোলুপ, ভণ্ড, মুর্খ এবং গোলাম জীব ছাড়া অন্য কোনও ভারতবাসী বহুদিন হইতেই ইংরাজ আমলাতন্ত্রকে ভালবাসেন নাই। বিদ্বেষহীন মহাত্মা গান্ধীও ইহাকে "Satanic Government" (সয়তান গবর্নমেণ্ট) বলিয়াছিলেন। ইহা ভারতবাসীর আন্তরিক, অকপট কথা। ইংরাজ এত মূর্খ নহেন, যে ইহা বুঝিতে পারিতেছিলেন না। আসল কথা ইংরাজ জানিতেন এবং আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্র নায়কেরাও জানেন যে, ভীরু ভারতবাসী এই disaffection বা প্রণয় ভঙ্গের কথা মুখে বলিতে সাহস পায় না

এবং কোথাও কোথাও বাক্যে কিছু কিছু প্রকাশ করিলেও, এই ইংরাজ স্বামীর সঙ্গে অসহযোগ করিয়া পৃথক্ হইবার সাহস এবং তেজস্বিতা তাহার নাই। এই মুদ্গর ভীতিকে পতিভক্তি এবং গুলিভীতিকে রাজভক্তি বলিয়া প্রচার করায় উভয় পক্ষেরই পরিণামে সমূহ ক্ষতি। এই মিথ্যা রাজভক্তির মায়ামুখোস খোলাটাই ভারতের প্রধান কাজ। পল্লীবোধনে এই মুখোস খুলিতে চেষ্টা পাওয়া গিয়াছে। বিদ্রোহী বলিয়া কুলটা অখ্যাতি দিয়া লাঠ্যৌষধি দ্বারা প্রণয়মিলন করিতে যাওয়ার মতো বোকামী আর নাই। ধনমদে, অস্ত্রগর্ব্বে ইংরাজ প্রভুরা কি এত বোকা, এত গণ্ডমূর্খ হইয়াছিলেন? আর আধুনিক রাষ্ট্রপ্রভুরাও কি তাহা হইবেন? পল্লীবোধনের প্রচেষ্টার উপরও বিদ্রোহী, কুলটা অখ্যাতি দিয়া লাঠ্যৌষধি, লৌহবলয় বা 'গলবন্ধ' (Necktie নহে) দ্বারা তাহার কণ্ঠরোধ করা যাইতে পারে; কিন্তু তাহাতে যে কলহ ঝঙ্কৃত হইবে, তাহাতে 'কলহান্তরিতা'র অনুতাপ আদৌ থাকিবে না। তাহার পরিণাম কেবল পরস্পরে বিচ্ছেদ, divorce, বিরোধ, ভাঙ্গাভাঙ্গি। আমাদের আমলাতন্ত্র নাগর যদি ভাবিয়া থাকেন "হরিকো হরিজন বহুৎ হেঁয় হরিজনকো হরি এক। শশীকো কুমুদন্ বহুৎ হেঁয় কুমুদন্‌কো শশী এক॥" তবেই দেখিতেছি 'নাগরালী চতুরালী'তে তাঁহার বুদ্ধিবিপর্য্যয় হইয়াছে। পল্লীবোধনে এই নাগরেরও অনেক শিক্ষনীয় বিষয় আছে, যদি শিক্ষা গ্রহণ করিবার মত ধৈর্য্য ও সুবুদ্ধি তাঁহার সম্পূর্ণ নষ্ট না হইয়া থাকে। কত কণ্ঠ রোধ করিবে? 'সপ্তকোটী কণ্ঠ কল কল নিনাদ করালে'র স্থানে পঁয়তাল্লিশ কোটী কণ্ঠ নিনাদ করালে ঝঙ্কৃত, অনুরণিত, স্বনিত, হুঙ্কারিত হইয়া উঠিতেছে যে! ইংরাজ আমলাতন্ত্রের দোষত্রুটী, অপরাধ অপেক্ষা আমাদের দোষত্রুটী, অপরাধ যে ঢের বেশী ইহা গালিগালাজের বাক্য জালে ঢাকিতে যাওয়ার ন্যায় মূর্খতা এবং হীনতা আর নাই। চরিত্রে,

ধর্ম্মে, ইংরাজ অপেক্ষা অনেক সদ্‌গুণ আমাদের দেশবাসীর আছে; সেইরূপ অনেক অসদ্‌গুণও আমাদের আছে। আমাদিগের এই দীর্ঘকালের পরাধীনতাই এবং স্বাধীনতা পাইয়াও অনেক ক্ষেত্রে তাহার অপব্যবহার তাহার জলন্ত প্রমাণ। পল্লীবোধনের প্রস্তাবসমূহ আমাদিগের প্রধান প্রধান অন্তরায় এবং জাতীয় দোষগুলি অনুধাবন করিবার চেষ্টা করিয়াছি। এ দোষ স্বাধীনতা পাইয়াও হিন্দুস্থান পাকিস্তানবাসী আমাদের অধিকাংশেরই আছে। প্রাণের গভীর বেদনাতেই জ্বালাময়ী বাণীতে 'বোধন' পল্লীবাসী ভারতবাসীর প্রসুপ্তি ভাঙ্গিতে চেষ্টা করিয়াছে। বাক্যের কশাঘাতে সে যে জাগরণ আনিতে প্রয়াস পাইয়াছে, তাহার ব্যঞ্জনা দাসত্বের গঞ্জনা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে; তাহার উদ্দাম আবেগ অত্যাচার নির্য্যাতনের কুলিশ প্রহারেই প্রপাত-বেগে বহির্গত হইয়াছে। আমার প্রাণের আগুন, আমার রক্তের তরঙ্গ, আমার বুকের দাপট, আমার কণ্ঠের ভেরী, আমার আকুল আহ্বান, আমার নয়নের বিদ্যুৎ চাহনী, তোমাদের প্রাণে, রক্তে, বুকে, নেত্রে দিয়া প্রবুদ্ধ ভারতের হিন্দুস্থান পাকিস্তানের কল্প রচনা করিয়াছি। দেশাত্ম-বোধেই দেশের ভাই-ভগিনীদিগের দোষক্রটী, ময়লা গ্লানি, দুর্ব্বলতা দূর করিতে চেষ্টা পাইয়াছি। যথার্থ আত্মকর্তৃত্বপূর্ণ স্বাধীনতা আমাদিগকে ব্রহ্মতেজে, ক্ষাত্রবীর্য্যে, বৈশ্যশক্তিতে জীবনযুদ্ধে অর্জ্জন করিতে হইবে—ইহা নিশ্চয়। ইহার পরিপন্থী যে সব দোষ, দুর্ব্বলতা, ক্লেদ, আবর্জ্জনা তাহা যে আমাদিগকেই পরিবর্জ্জন করিতে হইবে, তাহা কঠোর ভাষাতে নির্দ্দেশ করিয়াছি আমার দেশবাসীর চেতনা সঞ্চারের জন্য। ইহাতে যদি সফলকাম হই তবে তাহা আমার দেশবাসীর গুণেই হইব; আর যদি ইহাতে বিফলকাম হই, তবে তাহা আমারই দোষ, ক্রটী, অপরাধ, দেশাত্মবোধাভাব; আমি তেমন ভাবে ভাবুক হইয়া ভাবের বন্যা বহাইতে পরি নাই; আমার কর্ম্মযজ্ঞে তেমন করিয়া প্রাণ প্রতিষ্ঠা

করিতে পারি নাই ; আমি তেমনি করিয়া চক্ষু উপহার, জীবন বলি দিয়া মায়ের পূজা করি নাই। দীনতার ভণিতা না করিয়া আমি তাই এই ভাবেই আমার ভাই-ভগিনীদিগকে ডাকিয়াছি, 'আজান' করিয়াছি, প্রভাতী বোধন গাহিয়াছি।

আমাদের সবচেয়ে বড় দোষ, মহাপরাধ—ভীতি। ভারতের নিখিল পল্লীবাসী, দেশবাসী যে দিন এই শঙ্কাকে ডঙ্কা মারিয়া মৃত্যু-খেলারঙ্গে মাতিবে সেইদিনই তাহার গলদেশে জয়মালা, শিরোদেশে রাজমুকুট শোভা পাইবে। বিদ্রোহ বিপ্লবের, অসহযোগ প্রতিরোধের দীপক রাগ পল্লীর কণ্ঠে কণ্ঠে, নগরের বুকে বুকে, উপকণ্ঠে উপকণ্ঠে গাহিয়া বেড়াও। ভয় ভাঙ্গিবে, সাহস বাড়িবে। অন্তরে অন্তরে আমলা-তন্ত্রের সহিত জনসাধারণ তোমাদের প্রণয়বিচ্ছেদ, মনোমালিন্যত হইয়াছেই ; তাহা আর ধামাচাপা দাও কেন? লক্ষ কণ্ঠে কোটী কণ্ঠে ঘোষণা কর যে আমরা বিদ্রোহী, প্রভুতন্ত্র আমলাতন্ত্রদ্রোহী, অসহযোগী, প্রতিরোধী। আগে বাক্যে ঘোষণা কর, তাহার পর কার্য্যে অসহযোগী, বিদ্রোহী, বিপ্লববাদী হও। আগে সঙ্কল্প তাহার পর যজ্ঞ। মুখে যে বলিতে সাহস পায় না, সে কার্য্যে করিতে সাহস পাইবে? বিপ্লব, বিদ্রোহ প্রজাপীড়ক আমলাতন্ত্ররাজদ্রোহ যে অপরাধ নহে, পাপ নহে, অধর্ম্ম নহে, তাহার নীতি কথা, ethics জনগণকে শিখাও, বুঝাও। ভ্রূভঙ্গে এই ভয়ভঙ্গ, প্রণয়ভঙ্গ-ভয়ভঙ্গ প্রচার কর, ঘোষণা কর, জলদগম্ভীর স্বরে, বজ্রনিনাদে। ইহাই তোমার রণভেরী, তূর্য্যনিনাদ।

বিপ্লব, বিদ্রোহ, প্রজাপীড়ক আমলাতন্ত্ররাজদ্রোহ অপরাধ কেন, পাপ কেন? কর্ত্তা বলিয়াছেন তাই? হিতোপদেশের ব্যাঘ্র মহাশয়ও মেষ শাবকের নিম্নস্রোতে জল পানে এবং বাদানুবাদে বিদ্রোহ, প্রভু-দ্রোহ দেখিয়াছিলেন। মদ্যপ লম্পটও শেষরাত্রিতে শুধু জলযোগান্তে

তন্দ্রা যাইতে দেখিয়া স্ত্রীকে পতিভক্তিহীনা পাপীয়সী বলে। ভারতের বা পাকিস্তানের প্রভু রাজাধিরাজ কে? জনগণ? মিথ্যা কথা। ভারতের বা পাকিস্তানের রাজাধিরাজ দণ্ডধর আমলাতন্ত্র, সপরিষদ বড়লাট বা গভর্নর-জেনারেল, ছোটলাট বা গভর্নর ও মন্ত্রীমণ্ডলী। রাজা কে? রাজার ধর্ম্ম কর্ম্ম কি? আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন:

"মনোবাগ্‌বৃত্তিভিঃ সৌম্যৈর্গুণৈঃ সংরঞ্জয়ন প্রজাঃ।
রাজেত্যধান্নামধেয়ং সোমরাজ ইবাপরঃ॥"

—৪র্থ স্কন্ধ, ২২ অধ্যায়, ৫৫ শ্লোক।

সুন্দর মন, বাক্য, বৃত্তি এবং গুণের দ্বারা প্রজাগণের সম্যক্ রঞ্জন করায় অপর সোমরাজের (চন্দ্রের) ন্যায় তাঁহার 'রাজা' এই উপাধি হইয়াছিল। আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র মহাভারত বলিতেছেন:

"রঞ্জিতাশ্চ প্রজাঃ সর্ব্বাস্তেন রাজেতি শব্দ্যতে॥"

—শান্তিপর্ব্ব, ৫৯ অধ্যায়, ১২৫ শ্লোক।

"তিনি সুপ্রণালীক্রমে প্রজারঞ্জন করিতেন বলিয়া রাজা উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন"—কালীপ্রসন্ন সিংহ।

বিষ্ণু সংহিতা বলিতেছেন:

"অথ রাজধর্ম্মাঃ। প্রজাপরিপালনম্ বর্ণাশ্রমাণাং স্বে স্বে ধর্ম্মে ব্যবস্থাপণম্।" "অথ রাজধর্ম্ম, প্রজাপালন, বর্ণ এবং আশ্রমের স্ব স্ব ধর্ম্মে স্থাপনা করা কর্ত্তব্য।"—শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন। আমাদের প্রকৃত রাজা আমলাতন্ত্র যে কিরূপ প্রজারঞ্জন এবং প্রজাপালন করিতেছেন তাহার কিছু কিছু পল্লীবোধনে বলিয়াছি এবং অন্নহীন, বস্ত্রহীন, অর্থহীন, স্বাস্থ্যহীন, শিক্ষাহীন, দীনাতিদীন, অতিহীন পল্লীবাসী ভারতবাসী ও পাকিস্তানবাসী তাহা হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছে। রাজা বা শাসক বা আমলাতান্ত্রিক প্রভুগোষ্ঠী যদি কর্ত্তব্যভ্রষ্ট, ধর্ম্মহীন হন তবে

তাঁহাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা, রাজদ্রোহী হওয়া পরম মঙ্গলপ্রদ এবং পুণ্যজনক। মহাভারত বলিতেছেন :

"প্রাচেতসেন মনুনা শ্লোকৌ, চেমাবুদাহৃতৌ।
রাজধর্ম্মেষু রাজেন্দ্র তাবিহৈক মনাঃ শৃণু ॥
ষড়েতান্ পুরুষো জহ্যাদ্ভিন্নাং নাবমিবার্ণবে।
অপ্রবক্তারমাচার্য্যমনধীয়ানমৃত্বিজম্ ॥
অরক্ষিতারং রাজানাং ভার্য্যাং চাপ্রিয়বাদিনীম্।
গ্রামকাঞ্চ গোপালং বনকামঞ্চ নাপিতম্ ॥

—শান্তিপর্ব্ব, ৫৭ অধ্যায়, ৪৩—৪৫ শ্লোক।

"মহর্ষি প্রাচেতস মনু রাজধর্ম্ম কীর্ত্তনকালে কহিয়া গিয়াছেন, মৌনাবলম্বী আচার্য্য, অধ্যয়ন পরাঙ্মুখ ঋত্বিক, অরক্ষক রাজা, অপ্রিয়বাদিনী ভার্য্যা, গ্রাম্য পর্য্যটনোৎসুক গোপাল ও বনগমনাভিলাষী নাপিতকে অর্ণব মধ্যে ভগ্ন নৌকার ন্যায় অবিলম্বে পরিত্যাগ করাই শ্রেয়স্কর"—৺কালীপ্রসন্ন সিংহ।

ইহার বক্তা ভীষ্ম এবং শ্রোতা যুধিষ্ঠির। সুতরাং মহর্ষি মনু ভীষ্ম এবং যুধিষ্ঠিরের মতে অরক্ষক রাজার বিদ্রোহী হওয়া উচিত। আর পুরাকালে বহু রাজদ্রোহ ধর্ম্মসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। বেণ রাজাকে মহর্ষিরা সংহার করেন। বেণ রাজা "প্রজাদ্রোহী" ছিলেন।

"তং প্রজাসু বিধর্ম্মাণং রাগদ্বেষ বশানুগম্।
মন্ত্রভূতৈঃ কুশৈর্জ্জঘ্নু ঋষয়ো ব্রহ্মবাদিনঃ ॥"

—মহাভারত, শান্তি পর্ব্ব, ৫৯ অধ্যায়, ৯৪ শ্লোক।

"বেণ পিতার নিধনান্তর রাজ্য লাভ করিয়া যাহারপরনাই অধর্ম্মনিরত হইয়া উঠিলেন। ব্রহ্মবাদী মহর্ষিগণ তাঁহাকে ক্রোধদ্বেষ পূর্ণ ও অধার্ম্মিক দেখিয়া মন্ত্রপূত কুশদ্বারা তাঁহার প্রাণ সংহার করিলেন।" —৺কালী প্রসন্ন সিংহ।

"ইত্থং ব্যবসিতা হন্তুমৃষয়ো রূঢ়মন্যবঃ।
নিজঘ্নুর্হুঙ্কৃতৈর্বেণং হতমচ্যুত নিন্দয়া॥"
—শ্রীমদ্ভাগবত, ৪র্থ স্কন্ধ, ১৫ অধ্যায়, ৩৪ শ্লোক।

"মুনিগণের ক্রোধ পূর্ব্বে গূঢ় ছিল; এক্ষণে তাহা দ্বিগুণ তেজে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তাঁহারা ভয়ঙ্কর হুঙ্কার শব্দেই বেণকে বধ করিলেন। ঐ দুরাত্মা ভগবান্ অচ্যুতের নিন্দা করাতে পূর্ব্বেই হতপ্রায় হইয়াছিল।" —শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন।

রামচন্দ্র রাজদ্রোহী সুগ্রীবকে কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্য দিবার জন্য বালী রাজাকে বধ করেন। রাজদ্রোহী শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক মহারাজ কংসের নিধন এবং মথুরার সিংহাসনে উগ্রসেনকে সংস্থাপন, ভারতবাসীর সুবিদিত। রাজদ্রোহী চাণক্য পণ্ডিত মহারাজ মহানন্দ সহিত নন্দবংশ উৎসাদিত করিয়া মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্তকে মগধের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠাপিত করেন। প্রজার অর্থশোষণে, প্রজাপীড়নে যে রাজা উন্মুখ তিনি সবান্ধবে নষ্ট হন, প্রজাপীড়নসমুদ্ভূত হুতাশন রাজার কুল, শ্রী এবং প্রাণ দগ্ধ না করিয়া নিবৃত্ত হয় না।

"অন্যায়েন নৃপো রাষ্ট্রাৎ স্বকোষং যোঽভিবর্দ্ধয়েৎ।
সোঽচিরাদ্বিগত শ্রীকো নাশমেতি সবান্ধবঃ॥
প্রজাপীড়ন সন্তাপ সমুদ্ভূতো হুতাশনঃ।
রাজ্ঞঃ কুলং শ্রিয়ং প্রাণান্ নাদগ্ধ্বা বিনিবর্ত্ততে॥"
—যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা, ১ম অধ্যায়, ৩৪০—৩৪১।

"দীর্ঘং কালংঽপি সম্পীড্যমানো বিদ্যুৎ সম্পাতমপি বা নোর্জ্জিতঃ স্যাৎ" মহাভারত, শান্তি পর্ব্ব, ১২০ অধ্যায়, ৪৪। "যে রাজা বহুকাল প্রজাদিগকে পীড়ন করেন, তাঁহাকে বিদ্যুতের ন্যায় অচিরাৎ নিমীলিত হইতে হয়।"—৺কালী প্রসন্ন সিংহ। এইরূপ প্রজাদ্রোহীর বিরুদ্ধে

রাজদ্রোহী হওয়াই কর্ত্তব্য এবং ধর্ম্ম। সমস্ত দেশ বিদেশের প্রাচীন এবং আধুনিক ইতিহাস ইহা সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করে। ঐতিহাসিক যুগের কথাই বলি।

সম্রাট্ আকবরের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহী হইয়াই ভারতগৌরব, বীরাগ্রগণ্য রাণা প্রতাপসিংহ ইতিহাসে প্রাতঃস্মরণীয় হইয়াছেন। রাণা প্রতাপের বিদ্রোহ-কাহিনী প্রাণদকাব্য, জ্বলন্ত উপন্যাস, জীবন্ত নাটক। পল্লীবাসী ভারতবাসী কবে রাণা প্রতাপের শিষ্য হইবে? বীরসিংহ প্রতাপ সিংহকে ইংরাজ সিংহেরাও বীর সম্মান দিয়াছেন। আর এক বিদ্রোহী বীর ভারতমাতার পুত্ররত্ন ছত্রপতি মহারাজ শিবজী সম্রাট আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহী হইয়াই স্বাধীন মহারাষ্ট্র রাজ্য সংস্থাপিত করেন। শিবজীর বাণী, শিবজীর জীবনী, শিবজীর কাহিনী মৃতপ্রায় ভারতের প্রাণদমন্ত্র, সঞ্জীবনী সুধা। এই রাজদ্রোহী বীরকেশরীর মুক্তিমন্ত্র ভুলিয়াই ভারতবাসী ইংরাজ রাজ্যের ভিত্তিপত্তন সম্ভব করিয়াছিল। যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্য, মহম্মদপুরের রাজা সীতারাম রায় রাজদ্রোহী হইয়াই বাঙ্গলার দুইটি অঞ্চলে স্বরাজ্যের স্বপ্ন সম্ভব করিয়া তুলিয়াছিলেন। রাজদ্রোহের অধর্ম্মপাপে ভারত ডোবে নাই; ভারত ডুবিয়াছে আত্মদ্রোহে, স্বদেশদ্রোহে। এই জঘন্য, আত্মঘাতী আত্মদ্রোহ, স্বদেশদ্রোহই ভারতের দারুণ অপরাধ, মহাপাপ। এই রাজদ্রোহেরই পূজারী হইয়া জালিয়াৎ ক্লাইভ নবাব সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে রাজদ্রোহী হইয়া ইংরাজ রাজত্বের ভূমিপত্তন করেন। ইংরাজ রাজদ্রোহীর উপার্জ্জিত সম্পত্তি ভোগ করিয়াছেন! ভারতে ইংরাজ রাজ্যের ইতিহাস একটি সফলকাম রাজদ্রোহেরই ক্রমইতিহাস। রাজদ্রোহের তিত নামের উপর একটা চিনির প্রলেপ দিয়া তাহার নামকরণ হইয়াছিল 'Annexation Policy'. কি সুন্দর 'যোগনীতি'! সম্প্রতি ভারত রাষ্ট্র ও পাকিস্তান রাষ্ট্র ইংরাজ-

রাজের বিদ্রোহী হইয়া স্বাধীনতা অর্জ্জন করিয়াছেন। তাহার পর আজকালকার সব সভ্য দেশের কথা?

১২১৫ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের ব্যারনেরা ষ্টিফেন ল্যাঙ্‌টনের (Stephen Langton) নেতৃত্বে রাজদ্রোহী হইয়া কিং জনের (King John) নিকট হইতে বিখ্যাত সনদ 'Magna Charta' বা 'The Great Charter' বলপূর্ব্বক আদায় করিয়া লন। ১৬৪২—১৬৪৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের রাজা প্রথম চার্ল্‌স্‌-এর (Charles 1) বিরুদ্ধে 'লং পার্লিয়ামেণ্ট'র (The Long Parliament) বিখ্যাত বিদ্রোহে (The Great Rebellion of England) রাজা প্রথম চার্ল্‌সকে ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দে হত্যা পর্য্যন্ত করা হইয়াছিল। রাজদ্রোহী অলিভার ক্রমওয়েল (Oliver Cromwell) স্বাধীন বীর ("the Great Independent") বলিয়া ইংলণ্ডে পূজিত হইয়াছিলেন এবং 'কমন্‌ওয়েল্‌থ অভ্‌ ইংল্যাণ্ড'-এর (Commonwealth of England) 'লর্ড প্রটেক্‌টর' (Lord Protector) হইয়াছিলেন। ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দের বিদ্রোহে 'উইলিয়ম অভ্‌ অরেঞ্জ' এবং 'মেরী' (William of Orange and Mary) একত্রে সিংহাসনাধিরোহণ করেন। ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে এই উইলিয়ম এবং মেরীর নিকট হইতে প্রজাগণ "The Declaration of Right" বা "Bill of Rights" দ্বারা প্রজাদিগের সমিতি পার্লিয়ামেণ্টের প্রভুত্ব আদায় করেন। ইহার পরে ১৭০১ খৃষ্টাব্দে 'Act of Settlement' দ্বারা প্রজারা রাজার ক্ষমতা আরও সঙ্কুচিত করিয়া আপনাদের স্বাধীনতা এবং অধিকার আরও নিরাপদ করেন। ঐ 'Act of Settlement'-এর উদ্দেশ্য উহার ভাষাতেই বলি: "The further limitation of the crown and better securing the rights and liberties of the subject" অর্থাৎ রাজার ক্ষমতা আরও সঙ্কীর্ণকরণ এবং প্রজার অধিকার ও স্বাধীনতা আরও ভালরূপে দৃঢ়ীকরণ।

১৭৯৮ খৃষ্টাব্দের আইরিশ বিদ্রোহের (Irish Rebellion) ফলে ১৮০০ খৃষ্টাব্দে 'Act of Union' পাশ হইয়া ১৮০১ খৃষ্টাব্দে উহা আইনে পরিণত হইলে আয়ার্লণ্ড ইংলণ্ডের পার্লিয়ামেণ্টে কিছু ক্ষমতা লাভ করেন। ড্যানিয়েল ও কনেল (Danial O'Connell) ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে 'Catholic Association' গঠিত করিয়া ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে "Catholic emancipation' (ক্যাথলিকদিগের মুক্তি) লাভ করেন। কিন্তু তিনি 'Union' বাতিল করিয়া আরও স্বাধীনতা লাভের জন্য প্রবল আন্দোলন চালাইতে থাকিলে, রাজদ্রোহের অপরাধে ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে বন্দী হন। তাঁহার মৃত্যুর (১৮৪৭ খৃঃ) পরে 'Young Ireland Party' বিদ্রোহের আন্দোলন চালাইতে থাকেন। আইরীশ রাজদ্রোহীদিগের মন্ত্র ছিল 'Ireland for the Irish' (আয়র্লণ্ড আইরীশদিগের জন্য)। পরে ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে 'National Land League'র সভাপতিরূপে পার্নেল (Charles Stewart Parnell) রাজদ্রোহী হইয়া ইংলণ্ডের সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করিতে ব্রতী হন। এই 'Land League'ই বিখ্যাত 'বয়কট' নীতি প্রথম অবলম্বন করেন। Lord Erne-এর এজেন্ট কাপ্তেন বয়কট-এর (Captain Boycott) সহিত 'Connemara'র অধিবাসীরা সমস্ত সামাজিক, লৌকিক, আর্থিক সম্বন্ধাদি ছিন্ন করিয়া তাঁহাকে 'একঘ'রে' করে, কারণ তিনি অনেক প্রজাকে ভূমি গৃহাদি হইতে খাজনা না দেওয়ার জন্য বেদখল (evict) করেন। এই আয়র্লণ্ডই আজকালকার রাজনৈতিক বয়কটের গুরু। পার্নেল রাজদ্রোহের অপরাধে বন্দী পর্য্যন্ত হন। আয়ার্লণ্ডে 'হোম রুল' (Home Rule) আন্দোলনের ফলে ফিনিক্স উদ্যানের হত্যা (Phoenix Park murders) প্রভৃতি নৃশংস কাণ্ড পর্য্যন্ত হয়। তদানীন্তন রাজমন্ত্রী গ্লাডষ্টোন (William Ewart Gladstone) এই 'হোম রুল বিল' পাশের জন্য প্রভূত চেষ্টা করিতে

থাকিলে আয়ার্লণ্ডের আলষ্টার (Ulster) প্রদেশও রাজদ্রোহী হইয়া অনেক দাঙ্গা-হাঙ্গামা করে। পার্নেলের মৃত্যুর পর রেডমণ্ড (John Edward Redmond) তাঁহার অনুচরবর্গের নেতৃত্ব করিতে থাকেন এবং 'Irish Nationalist Party'র নায়ক হইয়া এই রাজদ্রোহ আন্দোলন চালাইতে থাকেন। পরে এস্‌কুইথ (Herbert Henry Asquith) তাঁহার মন্ত্রীত্বকালে পুনরায় 'হোম রুল' বিল পাশ করার চেষ্টা করায় আলষ্টার নায়ক স্যার এড্‌ওয়ার্ড কার্সন (Sir Edward Carson) রাজদ্রোহী হইবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়া সৈন্যসংগ্রহ পর্য্যন্ত করেন। কিন্তু ইংলণ্ডের কর্ত্তারা তাহাতে শিষ্টশান্ত ভদ্রলোকের ন্যায় নীরব থাকেন। তাহার পরে রাজদ্রোহী সিন্‌ফিনারস্‌দের (Sinn Feiners) বিদ্রোহযাত্রা, ডি ভ্যালেরার (Eamonn Devalera) নেতৃত্বে 'ডেল আইরীন্' (Dail Eireann) নামক আইরীশ প্রজাতন্ত্র (republic) প্রতিষ্ঠিত করিয়া, ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের প্রতিদ্বন্দ্বী এক তুল্য গভর্নমেণ্ট (Parallel Government) প্রতিষ্ঠিত করিয়া পরাধীন জাতির ইতিহাসে এক অভিনব অধ্যায় রচনা করেন। Sinn Fein কথার আইরীশ অর্থ 'ourselves' আমরা। অন্বর্থনামা সিন ফিনারস্‌রা কর্য্যতঃ তাহা দেখাইয়াছে। এই ডি. ভ্যালেরার নেতৃত্বে সিন্ ফিনারস্‌রা আয়ার্লণ্ডে যে রাজদ্রোহ প্রচলিত করে তাহার ফলেই আয়ার্লণ্ড আজ 'Free State' বলিয়া গণ্য হইয়া স্বাধীন হইয়াছে। গ্রেট ব্রিটেন এবং আয়ার্লণ্ডের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে প্রজারা তাহাদিগের সমস্ত অধিকার, প্রভুত্ব কেবল রাজদ্রোহ, বিদ্রোহ, বিপ্লবের বলেই অধিকার করিয়াছে। রাজদ্রোহী বিদ্রোহী হইয়া স্বাধীনতার জয়পতাকা উড্ডীন করার এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত আমেরিকার ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌স্। ইংলণ্ড বলপূর্ব্বক আমেরিকার উপর কর ধার্য্য করিতে যাইয়া ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে বোষ্টন বন্দরে ৩৪০

সিন্দুক চা ফেলা ব্যাপারে যে 'Boston Tea Party' ঘটনার সূত্রপাত করেন তাহাই বিদ্রোহের, রাজদ্রোহের দাবানলে প্রজ্বলিত হইয়া ইংলণ্ডের প্রভুত্বগর্ব্ব ভস্মসাৎ করিয়া ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে ৪ঠা জুলাই তারিখে আমেরিকার "Free and Independent States'এর 'Declaration of Independence' বা স্বাধীনতা ঘোষণায় পরিণত হয়। রাজদ্রোহী, বিদ্রোহী বীর আমেরিকা-যুক্ত-রাজ্যের প্রথম সভাপতি জর্জ্জ ওয়াশিংটন (George Washington) ইংরাজেরও ভক্তিপূজা পাইয়া আসিতেছেন। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে এই রাজদ্রোহী প্রবল বিদ্রোহীকে স্বাধীন বলিয়া মানিয়া লইতে ইংলণ্ডও বাধ্য হন। এই রাজদ্রোহীর সাহায্য লইয়া ইংলণ্ড জার্ম্মানীকে গত দুইটি ইউরোপীয় যুদ্ধে অবসন্ন করেন ; আর এই রাজদ্রোহীর সহিত বন্ধুত্ব প্রণয়ডোর, আলিঙ্গন ('সেয়ানায় সেয়ানায় কোলাকুলি ?') নিবিড় করিবার জন্য ইংরাজ আজকাল খুবই লালায়িত। ছি! ছি! রাজদ্রোহীর সঙ্গে প্রেমালিঙ্গন! আর এক রাজদ্রোহী ম্যাট্‌সিনি (Giuseppe Mazzini) অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া যে 'Giòvane Italiâ' (Young Italy তরুণ ইটালী) সমিতি গঠন করিয়াছিলেন তাহা ইটালীরই মুক্তিফৌজ রূপে ইটালীর একতা এবং স্বাধীনতার অগ্রদূত রূপে দাঁড়ায়। এই সময়েই ইটালীর আর এক বিদ্রোহী বীর এই আন্দোলনে যোগদান করিয়া তাহাকে আরও সাফল্যমণ্ডিত করেন। সেই স্বদেশপ্রেমিকের নাম গ্যারিবল্ডি (Giuseppe Garibaldi)। ইটালীর এই দুই মুক্তি পুরোহিতকে কে আজ পাপিষ্ঠ, রাজদ্রোহী বলিতে সাহস পাইবে ? ফরাসী দেশে মণ্টেস্‌কিউ (Montesquieu), এন্‌সাইক্লোপিডিষ্ট্‌স্ (the Encyclopedistes), ভল্টেয়ার (Voltaire), রুশো (Rousseau) তাঁহাদিগের সাহিত্য রচনায় যে রাজদ্রোহের অগ্নিবীণা স্বনিত করিয়াছিলেন তাহাই

ফরাসীর প্রজাতন্ত্রশাসনযন্ত্রে পরিণত হয়। রুশোর 'Le Contract Social' গ্রন্থ বিদ্রোহেরই অগ্নিগর্ভবাণীতে ভরপূর থাকিলেও আজ তাহা পাশ্চাত্য সুধীগণের নিকটও সমাদৃত। বুরবন্ (Bourbon) রাজার বিরুদ্ধে ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে রাজদ্রোহ ঘোষণা করিয়া ফরাসীর জাতীয় সেনা (the National Guard) ১৪ই জুলাই তারিখে যে বাষ্টিল (Bastille) দুর্গ জয় করে তাহা ফরাসীর ইতিহাসে এক গৌরবজনক ঘটনা। এই রাজদ্রোহের ফলে ১৭৯১ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারীতে বুরবন্ রাজ ষোড়শ লুইকে (Louis XVI) জ্যাকোবিন্‌রা (the Jacobins) হত্যা পর্য্যন্ত করে। রাশিয়ার প্রবল প্রতাপান্বিত সম্রাট জার দ্বিতীয় নিকোলাস-এর (the Tsar Nicholas II) বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের ফলে যে বর্ত্তমান বলশেভিক সোভিয়েট (Bolshevic Soviet) গণতন্ত্রের জন্ম, তাহা অল্প দিনেরই ঘটনা। এই রুশ রাজদ্রোহীরা ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ২রা আগষ্ট তারিখে ভূতপূর্ব্ব জার দ্বিতীয় নিকোলাস এবং তাঁহার সমস্ত পরিবারবর্গকে হত্যা পর্য্যন্ত করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসের এই বিরাট জাতীয় বিদ্রোহের প্রধান কারণ ইউক্রেনীয়ান্ (Ukrainian) 'Cultural self-determination' (জাতীয় আত্মকর্ত্তৃত্ব) আন্দোলন দমনের প্রচেষ্টা এবং তাহার পরিণামে ক্রমশঃ ধরপাকড়, জেল, নির্ব্বাসনাদি কঠোর দণ্ডদানের প্রচেষ্টা, যেমন ভারতের 'স্বরাজ' আন্দোলন দমনে হইয়াছিল। এই নৃশংস অত্যাচার এবং দমন নীতির ফলেই ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ৩১শে জানুয়ারী তারিখে 'All Russia Congress of the Councils of Workmen's, Soldiers' and Peasants' Deputies' নামক, বলশেভিক গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহাই বর্ত্তমান সোভিয়েট রাশিয়া। এই বিরাট বিদ্রোহের প্রধান নায়ক ছিলেন লেনিন (Vladimir Ilitch Ulianov Lenin) এবং

ট্রট্স্কি (Lev Davidovich Trotsky)। জার্ম্মান সমাজতান্ত্রিক (Socialist) মার্কস-এর (Heinrich Karl Marx) শিষ্য লেনিন তাঁহার বিখ্যাত 'The State and Revolution' গ্রন্থে যে বিদ্রোহবাণী ঘোষণা করিয়াছেন তাহা ইউরোপীয় ইতিহাসে কার্ল মার্ক্স-এর 'Das Capital'এর সঙ্গে মিলিত হইয়া এক অভিনব শক্তি সৃষ্টি করিয়াছে। অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরই মত যে ব্রিটিশ পর্লিয়ামেণ্ট অপেক্ষা সোভিয়েট রাশিয়া অধিকতর গণতান্ত্রিক (Democratic)। রাজদ্রোহী লেনিন ও ট্রট্স্কীর সোভিয়েট রাশিয়া কার্য্যতঃ দেখাইয়াছিল যে—প্রকৃত গণতন্ত্র একটি সর্ব্বক্ষম প্রতিনিধি সভাতে নহে ; সমক্ষমতাপন্ন অঙ্গরূপে বিবেচিত কতকগুলি সমিতির এক সম্মিলনীতেই প্রকৃত গণতন্ত্র। "Real democracy is to be found not in a single omni-competent representative assembly but in a system of coordinated functional representative bodies." 'রুশ সোভিয়েট' কথার অর্থ মন্ত্রণা সভা বা Council। রুশ রাষ্ট্র একটি 'Congress of Soviets' বা 'aggregation of Soviets' অর্থাৎ কতকগুলি সভার সম্মিলনী বা সংসদ। আমাদের ভারতের প্রাচীন 'পঞ্চায়েৎ' 'গ্রামমণ্ডলী' কতকটা এই ভাবের ছিল। এইভাবে রুশ বিদ্রোহ পাশ্চাত্যের গণতন্ত্রকে আরও গণতান্ত্রিক করিয়া যে জয়ধ্বজা তুলিয়াছে, তাহাকে অধর্ম্ম, পাপ বলিতে কে সাহসী হইবে ? 'জনবুল' 'রক্ত রাশিয়া' ('Red Russia') রূপ রক্ত বস্ত্র (Red-rag) দেখিয়া গত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আর আতঙ্কিত না হইয়া তাহার সহিত প্রেমালিঙ্গন করিয়া বন্ধুত্ব করিতেছিলেন। রুশ প্রজার এই রাজদ্রোহ রুশ ইতিহাসের এক পরম গৌরবপূর্ণ অধ্যায়। জার্ম্মান সম্রাট দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ কাইজার উইলিয়মের (Kaiser William II) বিরুদ্ধে জার্ম্মান প্রজার রাজদ্রোহের ফলে জার্ম্মান গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাও অল্প দিনেরই ঘটনা। জার্ম্মান

জাতিকে রাজদ্রোহের কলঙ্কপঙ্কে লিপ্ত করিতে ইংরাজও তখন পরাঙ্মুখ ছিলেন। ইংরাজ আনন্দের সহিত এই রাজদ্রোহ সমর্থন ও অনুমোদন করিয়া প্রজাতান্ত্রিক জার্ম্মানীর সহিত কুটুম্বিতা করিয়াছিলেন। নব্য তুরস্ক, নবীন চীন রাজদ্রোহের জয়যাত্রার ভিতর দিয়াই প্রজাতান্ত্রিক জাতীয় জীবন পরিচালিত করিয়াছে। তরুণ তুর্কীর (Young Turks) রাজদ্রোহের ভিতর দিয়াই স্বাধীন তুরস্ক জন্মলাভ করিয়াছে। তরুণ তুর্কীর জাতীয় নেতা গাজি মুস্তাফা কামাল পাশাকে দমন করিতে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টও ১৯২০ খৃষ্টাব্দে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু বিদ্রোহী বীর কামাল পাশা জয়মণ্ডিত হইয়াই নববলে বলীয়ান্ স্বাধীন তুরস্ক প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। তুরস্কের সুলতান ওয়াহিউদ্দীন এফেন্দি ব্রিটিশের পরামর্শে কামালকে "বিদ্রোহী" বলিয়া ঘোষণা করেন এবং তাঁহার মাথা লইবার জন্য মূল্য নির্দ্ধারণ করেন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দের ১৬ই মার্চ তারিখে ব্রিটিশেরা স্তাম্বুলে (Stamboul) তুরস্কের পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দিলে কামাল বাধ্য হইয়া আনাটোলিয়ার কৃষকদিগকে লইয়া মাত্র পঁচিশ হাজার সৈন্য সংগ্রহ করিয়া লক্ষাধিক গ্রীক সৈন্যকে সাখারিয়ার বিখ্যাত যুদ্ধে পরাজিত করেন। স্তাম্বুলে খলিফা ইংরাজের ঘুষ খাইয়া ("bribed by British gold") কামাল এবং তাঁহার অনুচরগণকে নির্যাতিত করিতে আসিয়া জাতীয় তুর্কীদিগের (Nationalist Turks) ক্ষতি করিতে থাকিলে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে এ্যাঙ্গোরা সভাতে (Angora Assemblyতে) নূতন খলিফা আব্দুল মজিদকে বিতাড়িত করিয়া স্বাধীন নব্য তুরস্ককে স্বাধীনতার পূর্ণ গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করেন। বিদ্রোহী তুরস্ককে ইংরাজাদি সাদরে "League of Nations"এর অন্তর্ভুক্ত করেন।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতেই 'অসভ্য' 'আফিংখোর' চীন পাশ্চাত্য রাষ্ট্রধুরন্ধরদিগের অবাধ লুণ্ঠনভূমি বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিতেছিল। ১৮৪০—৪২ খৃষ্টাব্দের 'আফিং যুদ্ধে' (Opium

War) ব্রিটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা চীনের প্রভূত অর্থ এবং কিছু কিছু সম্পত্তি ভাগবাটারা করিয়া লইয়া ক্রমশঃ শনৈঃ শনৈঃ লুণ্ঠন-লীলা চালাইতে থাকেন। বৈদেশিক লুঠ্‌তরাজ অসহ্য বোধ করিয়া ১৯০০ খৃষ্টাব্দে বিদেশীদিগকে উৎসাদিত করিবার জন্য বক্‌সার বিদ্রোহে (Boxer Risings) চীন যে চেষ্টা করে তাহাতে ব্রিটেন, জার্ম্মানী, ফ্রান্স রাশিয়া, আমেরিকা, জাপান রথীবৃন্দ অভিমন্যুরূপ চীনকে গ্রাস করিবার চেষ্টা করেন। চীনকে প্রভূত ক্ষতি সহ্য করিয়াই সে যাত্রা নিষ্কৃতি লাভ করিতে হয়। ভীরু, দুর্ব্বল চীন সম্রাটদিগের হস্ত হইতে দেশ উদ্ধার করিতে না পারিলে এই অবাধ বৈদেশিক লুণ্ঠন বন্ধ করা যাইবে না বলিয়া একদল তরুণ চীন যুবক রাজদ্রোহী হইয়া দাঁড়ায়। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ১৪ই নভেম্বর চীন সম্রাট কঙ্‌হ্‌-সিউএর (Kwang-Hsu) মৃত্যুর পরে ডিসেম্বরে দুই বৎসর বয়সে পুয়ি (Pu Yi) সম্রাট্ হইলে চীন রাজ্য প্রতিনিধি সভা দ্বারা শাসিত হইতে লাগিল। তাহাতে বৈদেশিক কবল হইতে মুক্তির কোন পথ না দেখিয়া ডাক্তার স্যন্‌ইয়ৎ সেন-এর (Dr. Sunyat Sen) নেতৃত্বে তরুণ চীন যুবকেরা ১৯১১ খৃষ্টাব্দে রাজদ্রোহী হইয়া দাঁড়ায় এবং স্যন্‌ইয়ৎ সেনকে নবপ্রতিষ্ঠিত চীন প্রজাতন্ত্রের সভাপতি করে। কিন্তু এই রাজদ্রোহী ত্যাগবীর চীননায়ক সে গৌরব-মুকুট নিজমস্তকে না লইয়া ইউয়ান্ সিহ্‌কাই-এর (Yuan Shih kai) মস্তকে দেন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারী তারিখে সিহ্‌-কাইকে সভাপতি করিয়া চীন প্রজাতন্ত্র শাসন (Republic) প্রতিষ্ঠিত করে। ইংরাজ প্রমুখ পাশ্চাত্য লুণ্ঠনকারীরা নবীন চীনের জাতীয় তরণীখানাকে 'পীতসাগরে' (Yellow Sea) ডুবাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বহু ঝড়-ঝঞ্ঝা, উত্তাল তরঙ্গমালা উত্তীর্ণ হইয়া চ্যাঙ কাইসাকের নেতৃত্বে চীন আত্মকর্ত্তৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। রাজদ্রোহের কণ্টক পথে জয়যাত্রা করিয়াই চীন বিদেশীর কবলমুক্ত হইয়া বিজয়পতাকা উড্ডীন

করিয়াছিল। বণিক্-বুদ্ধি চিরদিনই প্রবলের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে। ইংরাজও রাজদ্রোহী চীনকে 'My dear friend' (আমার প্রিয় বন্ধু) বলিয়া প্রেমালিঙ্গন দিয়াছেন। 'পীতাতঙ্ক'? প্রেমের গুণে ইংরাজের সে 'পীতাতঙ্ক' যকৃতের দোষ কমিয়া গিয়াছে।

আরব্য, মিশর, পারস্য, তুরকী,
তাতার, তিব্বত অন্য কব কি?
চীন, ব্রহ্মদেশ, অসভ্য জাপান,
তারাও স্বাধীন, তারাও প্রধান
দাসত্ব করিতে করে হেয় জ্ঞান,
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।"—হেমচন্দ্র।

জগতের ইতিহাসে সর্ব্বস্থলেই প্রজাদ্রোহী, প্রজাপীড়ক রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা, বিপ্লব সৃজন করা ন্যায় ও ধর্ম্মসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত, অনুমোদিত এবং প্রশংসিত হইয়াছে। আসল কথা শাস্ত্র, ইতিহাস, প্রমাণ, বিচার সবই ভুয়ো, বাজে। সার যুক্তি হইতেছে, সাচ্চা নীতি হইতেছে—"জোর যা'র মুল্লুক তা'র", "বীরভোগ্যা বসুন্ধরা", "জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্" রূপ 'লগুড় যুক্তি', ইংরেজীতে যাহাকে বলে 'club-law', ল্যাটিন ন্যায়ে যাহাকে বলে 'argumentum baculinum' (the argument of the stick)। রাজদ্রোহ, বিদ্রোহ সফলকাম হইলে তাহা আইনসঙ্গত, মঙ্গলপ্রদ এবং পুণ্যজনক; আর বিফল হইলেই তাহা বে-আইনী, অমঙ্গল ও পাপ। এই সহজ তত্ত্বকথাটা হৃদয়ঙ্গম করিয়া কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলেই পল্লীবোধন, ভারত উদ্ধার সম্ভব হইবে। কল্যাণের আর দ্বিতীয় পন্থা নাই। "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।"

ভারতবাসী প্রকৃতপক্ষে রাজদ্রোহী হইতেও চাহে না। ইংরাজ তাহাদিগের রাজ্যকে যে ভাবে, যে শক্তিতে, যে অধিকারে, যে অবস্থায়

রাখিয়াছেন, ভারতবাসীও তাঁহাকে সেইরূপ রাখিতে সম্পূর্ণ ইচ্ছুক ছিল। রাজার বিরুদ্ধে ভারতবাসীর কোন অভিযোগ নাই। তাহার সমস্ত অভিযোগ রাজকর্ম্মচারী, আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে স্থতরাং ভারতবাসীকে রাজকর্ম্মচারীদ্রোহী বা আমলাতন্ত্রদ্রোহী বলাই সঙ্গত এবং যুক্তিযুক্ত। রাজার দোহাই দিয়া যদি রাজার প্যায়দা, বরকন্দাজ, সেপাই, কর্ণমর্দ্দন, 'অর্দ্ধচন্দ্র', 'নাগরাপেটা'র, বেটন, লাঠি, গুলি মারার ব্যবস্থা করিতে থাকেন এবং 'জানে প্রাণে' মারিতে থাকেন, তবে সে সব বরদাস্ত করিয়া বেমালুম হজম করিতে না পারিয়া 'সভ্য অবাধ্যতা' বা 'civil disobedience' করা আদৌ অসভ্যতা নহে এবং তাহাকে রাজদ্রোহ সংজ্ঞা দেওয়া সত্যের সম্পূর্ণ অপলাপ।

ভারতের এই জাতীয় আন্দোলন 'স্বরাজ' আন্দোলনকে রাজদ্রোহ ত বলা যাইতে পারেই না, এমন কি ইহাকে 'revolution, rebellion' বিদ্রোহ বা বিপ্লব পর্য্যন্ত বলা যায় না। বিদ্রোহ বলিতে বিদ্বেষ, অনিষ্টাচরণ বুঝায়। বিপ্লব অর্থে বিনাশ, উপদ্রব। মহাত্মা গান্ধির প্রবর্ত্তিত অহিংস অসহযোগ (Non-violent Non-co-operation) আন্দোলনের মূলনীতি উহাদিগের বিরুদ্ধে। ভারতীয় অসহযোগীরা (Non-co-operators) আমলাতন্ত্রের শোষণ ও লুণ্ঠন প্রতিরোধ করিতে চাহেন, কেবল আত্মরক্ষার জন্য, প্রাণের দায়ে। জাতীয় আত্মকর্তৃত্ব বা স্বরাজ লাভ করিতে না পারিলে এই আত্মরক্ষা অসম্ভব। ভারতবাসীর স্বার্থ রক্ষা করিতে গেলেই ইংলণ্ডবাসীর স্বার্থহানি হইবেই। ভারত ইংরাজকে বিনাশ করিতে বা তাঁহার অনিষ্টাচরণ করিতে চাহে নাই। ইংরাজের মধ্যে এরূপ বহু সদাশয়, উন্নতপ্রাণ, ভারতহিতৈষী ব্যক্তি আছেন, যাঁহাদিগকে ভারত ভালবাসে, ভক্তি করে, পূজা করে। এই ভারতের আমলাতন্ত্রের মধ্যে পর্য্যন্ত বহু ব্যক্তি আছেন, যাঁহাদিগকে ভারতবাসী বিদ্বেষ ত করেই না,

বরং শ্রদ্ধা করে, ব্যক্তিগতভাবে ভালবাসে। ভারত হিতকামী ভারতবাসী ইংরাজকে ভারত আপনার বন্ধু ভাই বলিয়াই মনে করে। ধর্ম্মপ্রাণ ভারতবাসী ধার্ম্মিকের কাছে, হউন তিনি স্বদেশীয় বা বিদেশীয়, চিরদিনই নতমস্তক। ভারত বহুদিন ইংরাজের বন্ধুরূপে এই ইংরাজ আমলাতন্ত্রের সহিত আপোষে নিষ্পত্তি বা amicable settlement করিতে চেষ্টা করিয়াছে। প্রায় তিপ্পান্ন বৎসরের নিখিল ভারত কংগ্রেসের অধিবেশন তাহার সাক্ষ্য। কিন্তু ব্রিটিশ আমলাতন্ত্র যখন কিছুতেই ভারতের এই আবেদন নিবেদনে কর্ণপাত করিলেন না তখনই তাহার সহিত অসহযোগ প্রবর্ত্তিত হইল। ভারতবাসী হিংসা, বিদ্বেষ, অনিষ্ট, উপদ্রবের বশবর্ত্তী হইয়া অহিংসা অসহযোগ আরম্ভ করে নাই। সে কেবল ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের অন্যায় অত্যাচারে বাধা দিতে চেষ্টা করিয়াছে। ব্রিটিশের দাসত্ব, গোলামী করিতে ভারত আর চাহে নাই। ভারতবাসী ব্রিটনবাসীর সমকক্ষ হইয়া সমান অধিকার লাভ করিতে চাহিয়াছে। ইংরাজ আমলাতন্ত্র তাহার পরিপন্থী বলিয়া ভারত তাহাকে সেস্থান হইতে সরাইয়া আত্মকর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিল। ইহাতে যদি ভারতবাসীকে রাজদ্রোহী, বিদ্রোহী, বিপ্লববাদী বলা হয়, তবে ভারতবাসী রাজদ্রোহী, বিদ্রোহী, বিপ্লববাদী। কিন্তু তাহার রাজদ্রোহী, বিদ্রোহী, বিপ্লববাদী নামকরণ না হইয়া 'অসহযোগী', 'প্রতিরোধী' নামকরণ হওয়া উচিত। তাহার জাতীয় ধর্ম্ম 'নন-কোঅপারেশন', 'সিভিল ডিস্‌ওবিডিয়েন্স', অসহযোগ, নিরস্ত্র প্রতিরোধ। তাহা পাশ্চাত্যের Revolution, Sedition, Anarchism জাতীয় পদার্থ নহে। ইউরোপ আমেরিকাদির নিয়ম, শাস্ত্র, ইতিহাস, যুক্তির দিক্ দিয়া তাহা পাপ, অপরাধ না হইলেও, আধ্যাত্মিক ভারত তাহার স্বাধীনতা, আত্মকর্ত্তৃত্ব, স্বরাজলাভের জন্য যে পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছে তাহা অহিংসাত্মক ন্যায় পথ, ধর্ম্মমার্গ। তাহার মূলমন্ত্র আধ্যাত্মিক

শক্তির উদ্বোধন, রাষ্ট্রীয় এবং আধ্যাত্মিক মুক্তি। পল্লীবোধন তাহাই বলিতে চেষ্টা করিয়াছে।

ভারতের কংগ্রেসে স্বরাজলাভের আকাঙ্ক্ষার যে দুইটি প্রবল ধারা দেখা যায় তাহার কোনটিই হিংসা, বিদ্বেষ, বিনাশের পক্ষপাতী নহে। বর্ত্তমানে কেবল কম্যুনিষ্টরাই হিংসা, বিদ্বেষ, বিনাশের পক্ষপাতী। মহাত্মা গান্ধীর অনুচর অসহযোগীরা খদ্দর প্রচার, কাউন্সিল বর্জ্জন ও স্কুল কলেজ অফিস আদালতাদি বর্জ্জনের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। আর ৺দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের অনুচর 'স্বরাজী'রা কাউন্সিলের ভিতরে থাকিয়াই আমলাতন্ত্রকে পরিবর্ত্তিত করিতে চাহেন। ইউরোপে কার্ল মার্কস-এর (Heinrich Karl Marx) অনুচরবর্গের মধ্যে যেরূপ দুই দল হইয়াছে, আমাদের জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যেও সেইরূপ দুই দল হইয়াছে। মার্ক্‌স্‌-এর একদল অনুচর খণ্ডে খণ্ডে সংস্কার (piecemeal reforms) গ্রহণের বিরোধী; কারণ তাহা ধনিকতন্ত্রের (Capitalism-এর) উচ্ছেদ সাধনে বিলম্ব জন্মায় এবং জাতীয় একত্ব ও পূর্ণ আত্মবোধে (Self-conscious unity-তে) বিঘ্ন জন্মায়। ইহাদিগকে 'মার্কসিষ্ট' (Marxist) বা রিভোলিউশনারী (Revolutionary) বলে। অপর দল যতখানি সংস্কার পাওয়া গেল তাহা গ্রহণ করিয়া আরও সংস্কারের জন্য চেষ্টা করিয়া এবং অশ্রমিকদিগের (Non-proletarian) সহিত কিছু কিছু সংযোগ করিয়া ক্রমশঃ অগ্রসরের পক্ষপাতী। ইহাদিগকে 'রিভিসনিষ্ট' ('revisionist') বা 'রিফর্ম্মিষ্ট' ('reformist') বলে। আমাদের কংগ্রেসে অসহযোগীদিগকে প্রথমোক্তের মত এবং 'স্বরাজী'দিগকে দ্বিতীয়ের মত বলা যাইতে পারে। পূর্ব্বে 'মডারেট' বা মধ্যপন্থীদিগের এইরূপ পদ্ধতি থাকিলেও তখন স্বরাজীরাই ক্রমশঃ এইরূপ মধ্যপন্থী হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। পূর্ব্বের মধ্যপন্থীরা প্রায় তিরোহিত

হইয়াছিলেন। স্বরাজীদিগের কাউন্সিলের গর্ত্ত মধ্যে ঢুকিয়া কাউন্সিলের উদর বিদারণ কার্য্যতঃ কিছুই হয় নাই। অসহযোগের তালিকাভুক্ত অন্যান্য কর্ম্মপদ্ধতি তাঁহারা অবলম্বন করেন নাই। কার্য্যতঃ তাঁহারা অধিকাংশস্থলে গভর্নমেণ্টের সহিত সহযোগই করিতেছিলেন। স্বরাজীরা কাউন্সিলের কার্য্যাদিতে ব্যাপৃত থাকায় পল্লীসংগঠন কার্য্যে আত্মনিয়োগ করেন নাই। অসহযোগীরাও উদাসীনতা বশতঃ পল্লী-গঠন কার্য্যে খুব সামান্য আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। পূর্ণ অসহযোগীদিগকে কাউন্সিল, স্কুল, কলেজ, অফিস, আদালতাদি বর্জ্জন, খদ্দর প্রচারাদি করিতে হইলে পল্লীই তাহার কর্ম্মক্ষেত্র হইবে। অসহযোগীরা যদি পল্লীগঠন কার্য্যে এবং স্বরাজীরা পল্লীর অনুকূল আইন প্রণয়নে ও পল্লীর প্রতিকূল আইন প্রণয়নে বাধাদানে চেষ্টিত হইয়া কার্য্য করিতেন তবে উত্তম হইত। কংগ্রেসের মধ্যে থাকিয়াই উভয় দল নিজ নিজ কার্য্যপদ্ধতি অনুসারে কাজ করিতে পারিতেন। বর্ত্তমানে স্বাধীন ভারতে একদিকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাপ্রাপ্ত কংগ্রেসদল এবং অন্যদিকে বিপক্ষে হিন্দুমহাসভা, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ, সমাজতন্ত্রবাদী ও কম্যুনিষ্টদল। ইহাদের মধ্যেও আদর্শ ও কর্ম্মপন্থায় সংঘর্ষ খুবই লাগিয়াছে। পাকিস্তানে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাপ্রাপ্ত মুস্লিম লীগ দল এবং জাতীয়তাবাদী মুসলমানগণ ও কতক পশ্চিম সীমান্ত পাঠানীস্থানীগণ ও হিন্দুগণে আদর্শে ও কর্ম্মপন্থায় খুবই সংঘর্ষ লাগিতেছে। তাঁহারা পাড়াগাঁয়ের শেয়াল পণ্ডিত মহাশয়ের কাছে এবিষয়ে নীতি শিক্ষা করিলে পারেন। কুকুরের বাচ্চাগুলির নধর দেহ দ্বারা নৈশভোজন সম্পন্ন করিবার জন্য এবং ভাবী শত্রুর বংশ নাশ করিবার জন্য একদল সাহসী, ক্ষিপ্রগতি, বলবান্, চরমপন্থী (Extremists) শৃগাল কুকুর জননীকে সম্মুখযুদ্ধে আহ্বান করিলে মূর্খ জননী যখন তাহাদিগকে তাড়াইয়া লইয়া যায় তখন সেই অবসরে অপর কতকগুলি

মধ্যপন্থী (Moderates) শৃগাল আসিয়া কুকুরের বাচ্চাগুলিকে লইয়া পলায়ন করে। স্বাধীন ভারতরাষ্ট্রে ও পাকিস্তানে গণতন্ত্রকামীদলগুলিও এইরূপ একযোগে মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিলে ভাল হয়। বেশীর ভাগ যদি 'ডিনার পার্টি' বা ভোজসভার তালিকাভুক্ত হইতে চাহেন, তবে ভোজন ত দূরের কথা, জলযোগও যে আদৌ মিলিবে না তাহা যেন মনে থাকে। ঠিক এইরূপ পদ্ধতিতে বার্দ্দোলী তালুকে যে অসহযোগ আন্দোলনের সফলতা বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল কবে তাহার সম্পূর্ণ ফল সমস্ত রাষ্ট্রে ধরিবে? বার্দ্দোলীর জয়যাত্রা যেরূপ পূর্ণভাবে অহিংসাত্মক এবং ন্যায় ও ধর্ম্মসঙ্গত ছিল তাহাতে তাহাকে রাজদ্রোহ, বিদ্রোহ বা বিপ্লব বলিতে গভর্নমেণ্টও সঙ্কুচিত হইয়াছেন। ভারতের অসহযোগী ও স্বরাজী কেহই যখন রক্তবিদ্রোহ বা 'bloody revolution', আস্ত্রিক বিপ্লব বা 'armed rebellion'-এর পক্ষপাতী নহেন, তখন এই জাতীয় আন্দোলন সম্পূর্ণ ন্যায় ও ধর্ম্মসঙ্গত। বার্দ্দোলীর ন্যায় জলন্ত, জীবন্তভাবে প্রত্যেক পল্লী তাহা বাক্য, মন এবং কার্য্যের দ্বারা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করুক। পল্লীবোধনের কণ্ঠে সেই বাণীই গুঞ্জরিত হইয়াছে। সঙ্কল্পপূর্ব্বক এই ধর্ম্মকর্ম্ম উদ্‌যাপনের কার্য্যই পল্লীর প্রধান ব্রত।

জাতির জীবনে ক্ষাত্রনীতি অপেক্ষা ব্রহ্মতেজের উদ্বোধনেই ভারতীয় রাষ্ট্রের মুক্তি নিহিত। ইউরোপ, আমেরিকা, তুরস্ক, চীন, জাপানাদির আদর্শে ভারত যদি ক্ষত্রনীতি বা militarisim, বৈশ্যনীতি বা commercialism দ্বারা অনুপ্রাণিত হইতে চাহে, তবে তাহার দশা প্রাচীন গ্রীস, রোম, এসিরিয়া, ব্যাবিলন আদির ন্যায় হইবে। পাঁচ-সাত বা বড় জোর দশ-বার শতাব্দীর উজ্জ্বল আলোকে, ভাস্বর দীপ্তিতে জ্বলিয়া সে উল্কাপিণ্ডের ন্যায় কালাকাশে নিবিয়া যাইবে। ইউরোপ, আমেরিকাদিও ক্ষত্রনীতি বা militarism, বৈশ্যনীতি বা commercialism-এর

আত্মঘাতী ভৈরবী লীলায়, দানবী রঙ্গে ক্লান্ত হইয়া উঠিতেছে। প্রলয়ের তাণ্ডব নৃত্যে, অস্ত্রবিদ্রোহের ঝন্ ঝনায় যে হাহাকার গর্জ্জনে রক্তগঙ্গা ছুটিয়াছে, জাতির জীবনে তাহাতে সুখশান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। রাষ্ট্রক্ষেত্রেও ব্রহ্মণ্যধর্ম্মের, আত্মশক্তির, soul power-এর স্বপ্ন সেও দেখিতেছে। ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতবর্ষ যদি এখন একযুগ অগ্রসর হইয়া (in advance) এই ব্রহ্মণ্যধর্ম্ম, আত্মশক্তি, soul power-কে রাষ্ট্র-ক্ষেত্রেও বরণ করিয়া না লয়, তবে হয়তো খৃষ্টীয় একবিংশতি শতাব্দীতেই সে দেখিবে যে ইউরোপ, আমেরিকাদি সব ব্রহ্মতেজ, soul power-এর পূজারী হইয়া ব্রহ্মণ্যধর্ম্মের দ্বারা রাষ্ট্র চালাইতেছে ; আর ভারত যেমন পাশ্চাত্যের ক্ষাত্র-বৈশ্যযুগে কেবল শূদ্রধর্ম্মী ছিল, তদ্রূপ পাশ্চাত্য যখন ব্রাহ্মণধর্ম্মী হইবে, তখন ভারত কেবল বৈশ্যধর্ম্মী বা ক্ষত্রিয় ধর্ম্মী হইয়া নিখিল জাতির জয়যাত্রার পশ্চাতেই পড়িয়া থাকিবে। এখন হইতেই ভারত যদি আত্মশক্তির, ব্রহ্মতন্ত্রের (Brahmacracy-র), ব্রহ্মতেজের পূজারী হইয়া ব্রহ্মণ্যধর্ম্মাবলম্বী হয়, তবে বিশ্বে তাহাকে পশ্চাতে পড়িতে ত হইবেই না, রাষ্ট্রক্ষেত্রেও সে যুগাচার্য্য হইয়া, নবশক্তি সাধনার বিশ্বযুদ্ধ বিরতির এক আদর্শ রাষ্ট্র সে হইবে। ভারতের বাণী 'Democracy' (গণতন্ত্র) বা 'Theocracy' (পুরোহিততন্ত্র) নহে। ভারতের বাণী, ভারতের 'Mission' 'Brahmacracy' (ব্রহ্মতন্ত্র), the Kingdom of Soul, যীশুখৃষ্ট যাহাকে 'the Kingdom of Heaven' বলিয়াছেন ইহলোকে তাহারই সংস্থাপন, পরলোকে নহে। ভারতের 'ধর্ম্মরাজ্য' 'Dharmacracy'ই, ব্রহ্মরাজ্য বা 'Brahmacracy'ই ইমার্সনের (Ralph Waldo Emerson) 'the externisation of the Soul'. এই ব্রহ্মরাজ্য 'Ueber mensch' বা 'Superman' সমূহের দ্বারা, ঋষিমণ্ডলী দ্বারা, বোধিসঙ্ঘ দ্বারা পরিচালিত হইবে। 'কলির ব্রাহ্মণ মেটে সাপ' দেখিয়া ব্রহ্মতেজে, আত্মিক তপস্যায় আস্থা,

বিশ্বাস হারাইও না। আর্য্য হিন্দুরই বাণী : 'ধর্ম্মেণবর্ষয়স্তীর্ণাঃ ধর্ম্মে লোকাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ। ধর্ম্মেণ দেব ববৃধু র্ধর্ম্মেচার্থঃ সমাহিতঃ॥" অর্থাৎ "ধর্ম্মের দ্বারা ঋষিরা উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ধর্ম্মে লোক সকল প্রতিষ্ঠিত আছে, ধর্ম্মের দ্বারা দেবতারা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন, ধর্ম্মেতে অর্থসিদ্ধি নিহিত আছে।" যীশুখৃষ্টও বলিয়াছেন : "But rather seek ye the kingdom of God ; and all these things shall be added unto you".—St Luke, 12-31. অর্থাৎ তোমরা বরং ধর্ম্মরাজ্য (শ্রীভগবানের রাজ্য) অনুসন্ধান কর ; তাহা হইলে এই সমস্ত বস্তুও তোমরা পাইবে। আত্মশক্তি বিরুদ্ধে অস্ত্রবিপ্লবে, soul force versus armed rebellion-এ, হে ভারত, হে পল্লীবাসী, তোমরা আত্মশক্তি, ব্রহ্মতেজ বা soul force-এর পক্ষভুক্ত হও। আত্মতত্ত্ব, যোগ, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের গীতাবাণী বিষাদযুক্ত অর্জ্জুনকে অস্ত্রযুদ্ধে রত করিতেও প্রযুক্ত হয়। সাংখ্যযোগের পুরুষকারবাণী অমর আত্মার মৃত্যুবরণ, বৈষ্ণবী ভক্তিতে আবেগময়, ব্রহ্মজ্ঞানের পূত, নির্ম্মল কর্ম্মযোগ হে ভারত, হে পল্লীবাসী, তোমরাই সনাতন পথ, চিরাভীষ্ট পথ। হে পথভ্রান্ত পথিক, তোমার পথ চিনিয়া লইয়া তাহাতে জয়যাত্রা 'রথযাত্রা' আরম্ভ কর। গীতা সেই সঙ্কল্পেরই বাণী। গীতার উদ্দীপনায়, প্রেরণায় অর্জ্জুনের সঙ্কল্প জাগিয়া উঠিয়াছিল। বোধন কল্পিত হইয়াছিল। আত্মশক্তি উদ্বোধনের সেই পথ, সেই "মহাজনো যেন গত স পন্থাঃ"ই পল্লীবোধন দেখাইতেছে।

পল্লীবোধনের 'morale' (সৈন্যদিগের তেজ ও বিশ্বাসের মূল মানসিক অবস্থা) এই সঙ্কল্প। সে বজ্রের উপাদান আত্মত্যাগের অস্থিতে নির্ম্মিত। এই অমোঘ, দুর্জ্জয় সঙ্কল্পই ধর্ম্ম্য কর্ম্মের প্রথম প্রতিজ্ঞা। মরণজয়ী মন, দমনজয়ী পণ দিয়া এ্যারিষ্টটলের (Aristotle) কথায় পল্লীবাসী জনগণকে 'ethise' (নৈতিক ভাবে অনুপ্রাণিত) করার প্রয়োজন আসিয়াছে। পল্লীবাসীর প্রাণে প্রাণে সঙ্কল্প, অটুট সঙ্কল্প

জাগাও, বাজের আগুন তাহাতে স্ফূরিত হইবে। এই অচল, অটুট সঙ্কল্পই পৌরাণিক রক্তবীজের ন্যায় মৃত্যুরঙ্গে সহস্র দেহে বৰ্দ্ধিত হয়। জার্ম্মান শক্তিপূজারী নিট্‌শেরই (Nietzsche) বাণী "Life itself is will to power" (শক্তি লাভের সঙ্কল্পই প্রকৃত জীবন)। এই সঙ্কল্প, এই will গগনে পবনে, ভবনে কাননে, সলিলে অনলে দেহ রচনা করিয়া থাকিয়া যায়। প্রেততত্ত্ব (Spiritualism) যাঁহারা আলোচনা করেন, তাঁহারা জানেন যে 'thought forms' বা 'ভাবদেহ' জীবিত থাকিয়া অন্যকেও তদ্ভাবে ভাবুক করে। 'হিপ্‌নটিজ্‌ম' (hypnotism) যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে ইচ্ছাশক্তি hypnotiser (আবেশক) কর্ত্তৃক প্রচালিত হইয়া medium বা আবিষ্টেতে কিরূপ অলৌকিক কার্য্য করে। ব্যায়ামবিদেরা জানেন যে will power বা সঙ্কল্পই শারীরিক শক্তি, নাগবল লাভের প্রধান উপাদান। এই 'ভাবদেহ' বা চিন্তাশক্তিকে R. L. Stevenson-এর ভাষায় 'the ardour of the mind' (মনের রাগবেগ) বলা যায়। 'Divine afflatus' বা ঐশী প্রেরণার ইহা 'medium' (আবেশযন্ত্র)। রক্ত-মাংসের দেহ নষ্ট হইয়া গেলেও এই 'ভাবদেহ' বা 'thought forms' থাকিয়া যাইয়া ভাবুকের গোচরীভূত হয়। বার্গসন্ (Bergson) যাহাকে 'intuition' বলিয়াছেন, অয়কেন (Eueken) যাহাকে 'Gemuth' বলিয়াছেন, বৌদ্ধেরা যাহাকে বোধি, প্রজ্ঞা বলিয়াছেন, সাংখ্যযোগীরা যাহাকে বুদ্ধি, অস্মীতিমাত্র, মহদাত্মা বলিয়াছেন, তাহা সাক্ষাৎকার করিলেই আমরা উপলব্ধি করিতে পারি যে এই জগৎ প্রধানতঃ মনোময়, ভাবশরীর মাত্র। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক Sir Oliver Lodge, F. R. S. প্রভৃতিও একথা স্বীকার করিয়াছেন। 'Eddies in ether'-এর (ইথার আবর্ত্ত) মত সেখানে যে আবর্ত্ত সৃষ্টি হয় তাহা ক্রিয়াজননীরূপে বহুকালই কার্য্য করিতে থাকে। মরণজয়ী

মন ও দমনজয়ী পণের ভাব দেহকে প্রজ্ঞারঞ্জনে উদাসীন প্রজানিপীড়ক আমলাতন্ত্র বন্দী করিতে পারিবেন না, ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাইতে পারিবেন না, তোপের মুখে উড়াইতে পারিবেন না। রাষ্ট্রীয় মুক্তির সঙ্কল্পমন্ত্র, পল্লীর বোধনবাণী, প্রাণমন ঢালিয়া পল্লীর হাটে বাটে, গোঠে মাঠে, দীঘির কালো জলে, বিলে খালে, ধানের ক্ষেতে, ফসল ভুঁয়ে, চাষীভাইদের প্রাণে প্রাণে, পল্লীবধূর কানে কানে, গাছে মাঠে জলেফেরা বিদ্রোহী ওই ছেলেমেয়েগুলির নগ্নদেহের খোলা মনে ভরপুর করিয়া দাও। ভাবুক চাষী ভাই, এই ভাবের 'বেছন' বুনতে পারো? একটা বৎসর, একটা মাস ভারতের ও পাকিস্তানের ঘরে ঘরে, পল্লীর কুঞ্জে কুঞ্জে এই ভাবের বন্যা, চিন্তার স্রোত, সঙ্কল্পের ভাগীরথী যদি বহাইতে পার, তবে ভারত উদ্ধার, হিন্দুস্থান পাকিস্তান উদ্ধার সহজ হইবে।

"All we have willed or hoped or dreamed of good shall exist ;
Not its semblance but itself ; no beauty, nor good, nor power
Whose voice has gone forth but each survives for the melodist
When eternity affirms the conception of an hour."

—Browning in Abt Vogler.

অর্থাৎ—যাহা কিছু সৎ আমরা ইচ্ছা করিয়াছি, আশা করিয়াছি বা স্বপ্ন দেখিয়াছি তাহা সমস্তই থাকিবে, তাহার অনুরূপ বস্তু নহে, তাহা নিজেই থাকিবে। যে কালে এক ঘণ্টার চিন্তাকেও অনাদি অনন্তকাল দৃঢ় করিয়া ধরিয়া রাখে, তখন এমন কোন সৌন্দর্য্য, মঙ্গল বা শক্তির বাণী বহির্গত হয় নাই যাহার প্রত্যেকটি গায়ক বা গীতিরচকের নিকট বাঁচিয়া থাকে নাই।

ভাবের, চিন্তার, সঙ্কল্পের প্রাণপ্রবাহে 'soulify' চৈতন্যময় করাই পল্লীবোধনের যুগবাণী।

এস পল্লীবাসী, এস ভারতবাসী, এস হিন্দুস্থানবাসী, এস পাকিস্তানবাসী, এস তরুণ, এস নবীন, পল্লীবোধনে, নিখিল ভারত উদ্বোধনে 'তন্‌মন্‌ধন্‌' সঁপিয়া ব্রত সঙ্কল্প করি। ওই যে ছান্দোগ্যোপনিষদের ঋষি পুরোহিত আমাদিগকে মন্ত্র বলিতেছেন :

"তানি হ বৈতানি সঙ্কল্পৈকায়নানি সঙ্কল্পাত্মকানি সঙ্কল্পে প্রতিষ্ঠিতানি সমক্লপতং দ্যাবা পৃথিবী সমকল্পেতাং বায়ুশ্চাকাশঞ্চ সমকল্পতামাপশ্চ তেজশ্চ তেষাং সংক্লৃপ্ত্যৈ বর্ষং সঙ্কল্পতে বর্ষস্য সংক্লৃপ্ত্যা অন্নং সঙ্কল্পতেঽন্নস্য সংক্লৃপ্ত্যৈ প্রাণাঃ সঙ্কল্পন্তে প্রাণানাং সংক্লৃপ্ত্যৈ মন্ত্রাঃ সঙ্কল্পন্তে মন্ত্রাণাং সংক্লৃপ্ত্যৈ কর্ম্মাণি সঙ্কল্পন্তে কর্ম্মণাং সংক্লৃপ্ত্যৈ লোকঃ সঙ্কল্পতে লোকস্য সংক্লৃপ্ত্যৈ সর্ব্বং সঙ্কল্পতে সএষ সঙ্কল্প সঙ্কল্পমুপাস্বে'ত ॥"

—ছান্দোগ্য উপনিষৎ, ৭।৪।২

অর্থাৎ : পূর্ব্বোক্ত সমস্তই সঙ্কল্প হইতে প্রলয় পায়, সঙ্কল্পে উৎপন্ন হয় এবং সঙ্কল্পে অবস্থিতি করে। স্বর্গ ও পৃথিবী সঙ্কল্প বশতই হইয়াছে। বায়ু, আকাশ, তেজ, জল ইহারাও সঙ্কল্পাধীন। ইহাদিগের সঙ্কল্প হইতে বর্ষণ হয়। বর্ষণের সঙ্কল্প হইতে অন্ন এবং অন্নের সঙ্কল্প হইতে প্রাণ হয়। প্রাণের সঙ্কল্প হইতে মন্ত্রসকল, মন্ত্রসকলের সঙ্কল্প হইতে কর্ম্মসকল এবং কর্ম্মের সঙ্কল্প হইতে লোকসকল জন্মে। লোকের সঙ্কল্পেই সমস্ত জগৎ সঙ্কল্পিত হয়। সেই এই সঙ্কল্প। তুমি সঙ্কল্পের উপাসনা কর।

এই সঙ্কল্পই আমাদের পল্লীবোধনের বোধনকল্প। প্রস্তাবের প্রস্তাবনা, প্রবোধনের প্রভাতী।

ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি।

মঙ্গলাচরণ

"অসতো মা সদ্‌গময়।
তমসো মা জ্যোতির্গময়।
মৃত্যোর্মাঽমৃতঙ্গময়।"—বৃহদারণ্যক, ১।৩।২৮
"আবিরাবির্মএধি।"—ঐতরেয় আরণ্যক, ২।৭
······রুদ্র! যত্তে দক্ষিণং মুখং
তেন মাং পাহি নিত্যম্।"—শ্রুতি।

অসত্য হইতে আমাদিগকে সত্যে লইয়া যাও; অন্ধকার হইতে আমাদিগকে জ্যোতিতে লইয়া যাও; মৃত্যু হইতে আমাদিগকে অমৃতে লইয়া যাও; হে স্বপ্রকাশ, তুমি আমাদিগের নিকট প্রকাশিত হও। হে রুদ্র! তোমার যে অপার করুণা, তাহা দ্বারা আমাদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা কর।

পল্লী-বোধন

প্রথম প্রস্তাব

অতীত গৌরবের কঙ্কালে প্রাণপ্রতিষ্ঠা

দেবি ! অনেক ভক্ত এসেছে তোমার চরণ-তলে
অনেক অর্ঘ্য আনি ;
আমি অভাগ্য এনেছি বহিয়া নয়নজলে
ব্যর্থ সাধনখানি !

*   *   *

ওগো ব্যর্থ সাধনখানি,
দেখিয়া হাসিছে সার্থক ফল
সকল ভক্ত প্রাণী।
তুমি যদি দেবী পলকে কেবল
কর কটাক্ষ স্নেহ সুকোমল,
একটি বিন্দু ফেল আঁখিজল
করুণা মানি,
সব হ'তে তবে সার্থক হবে
ব্যর্থ সাধনখানি।"—৺রবীন্দ্রনাথ।

ভারতবর্ষের বক্ষদেশ জুড়িয়া সাড়ে সাত লক্ষ পল্লীবল্লী বনভবন রচনা করিয়া বিরাজিত রহিয়াছে। দুর্দ্দশার দুর্জ্জয় ভার জগদ্দল পাথরের

মতো ইহার বুকের উপর চাপিয়া বসিয়াছে। অর্থহীন, অন্নহীন, বস্ত্রহীন, জলবিহীন, জঙ্গলাকীর্ণ, স্বাস্থ্যহীন, ধর্ম্মহীন, শিক্ষাহীন, উদ্যোগ উৎসাহহীন এই সবকে আর বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় "কমলাং অমলাং অতুলাং সুজলাং সুফলাং শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাং ধরণীং ভরণীং" বলা যায় না; ইহাদিগকে এই সমস্তের একটা বিরাট্ অস্থিকঙ্কালস্তূপ বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

বাংলার, ভারতের পল্লীভবন একদিন আনন্দনিকেতন ছিল। সুখসৌন্দর্য্যে, স্বাস্থ্যসম্পদে, আনন্দশান্তিতে পল্লীশ্রী পরম শ্রী ধারণ করিয়া প্রকৃতই শ্রীনিকেতন ছিল। এই পল্লীরই কোলে শত শত তপোবন, আশ্রম, চৈত্য, বিহার, সঙ্ঘারাম, নৈমিষারণ্য, বদরিকাশ্রম, অজান্তা, নালন্দ, তক্ষশিলা, বিক্রমশিলা, ওদন্তীপুর, পাহাড়পুর প্রভৃতি বিনির্ম্মিত হইয়া দেশবিদেশে ভারতীয় ধর্ম্ম ও সভ্যতা প্রচার করিয়াছে।

"প্রথম সামরব তব তপোবনে, প্রথম প্রচারিত তব বনভবনে, জ্ঞান ধর্ম্ম কত পুণ্য কাহিনী"—রবীন্দ্রনাথ। ভারতের তপোবনের, বনভবনের এক অপূর্ব্ব অর্ঘ্যদান এই আর্য্য হিন্দুসভ্যতা। পল্লীরাণীর নন্দদুলাল বৃন্দাবনের বনে বনেই আর্য্য হিন্দুসভ্যতার মূর্ত্তরূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন। এই ভারতীয় গ্রামেই জাতীয় সভ্যতা প্রতিভা উন্মেষিত, বিকশিত এবং সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যে প্রোদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল। স্বাবলম্বী, স্বাধীন গণতন্ত্রে পরিচালিত গ্রামমণ্ডলগুলির প্রায় কোন অভাবই ছিল না। এই আদর্শ গ্রামের প্রস্ফুট বর্ণনা আমরা ইংরাজ নথিতেও পাই। ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে পার্লিয়ামেণ্টারি কমিটির সমক্ষে সাক্ষ্য দিবার সময় ক্লাইভও একটি নগরের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা তৎকালীন পল্লীরই সমৃদ্ধিশালী একটি নগরের বর্ণনা: "The city of Muzadabad is as extensive, populous and rich as the city of London, with this difference that there are

individuals in the first possessing infinitely greater property than any of the last city. The inhabitants there must have amounted to some hundred thousands; and if they had an inclination to have destroyed the Europeans, they might have done it with sticks and stones."—Clive's evidence before the Parliamentary Committee, 1766. অর্থাৎ :—মুর্শিদাবাদ লণ্ডন নগরের ন্যায় সমান বিস্তীর্ণ, জনাকীর্ণ এবং ধনশালী ; পার্থক্য এই যে প্রথমোক্তটিতে এরূপ অনেক ব্যক্তি আছেন যাঁহারা শেষোক্ত নগরের যে কোন ব্যক্তি অপেক্ষা অমিত পরিমাণে সম্পত্তিশালী। ঐ স্থানের অধিবাসীর সংখ্যা কয়েক লক্ষ হইবে ; এবং তাহারা যদি ইউরোপীয়-দিগকে বিধ্বস্ত করিতে উন্মুখ হইত, তবে তাহারা লাঠি ও ঢিলের দ্বারাই তাহা সম্পন্ন করিতে পারিত। —১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে পার্লিয়ামেণ্টের এক কমিটির সম্মুখে ক্লাইভের সাক্ষ্য। বাংলার বর্ণনায় ক্লাইভ বলেন যে ইহা "the country of inexhaustible riches capable of making its masters the richest corporation in the world" অর্থাৎ—ইহার মনিবদিগকে জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ধনশালী সম্প্রদায় করিতে সক্ষম অপরিসীম ধনের দেশ। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দের তদন্তে বাঙ্গলার অবস্থা যাহা ছিল তাহার কি হইল ? সে বাঙ্গলা কোথায় গেল ? "We appeal to the testimony of those who marched through Bengal after the death of Surage-ut-Dowla, that at that time, it was one of the richest, most populous and best cultivated kingdoms in the world. The great men and merchants were wallowing in wealth and luxury. The inferior tenants and the

manu acturers were blessed with plenty, content and ease."—An enquiry into the state of Bengal in 1782. অর্থাৎ :—যাঁহারা সিরাজউদ্দৌল্লার মৃত্যুর পর বাঙ্গলার ভিতর দিয়া গমন করিয়াছিলেন আমরা তাঁহাদেরই সাক্ষ্যের প্রতি নির্দ্দেশ প্রার্থনা করিতেছি যে ঐ সময়ে ইহা জগতের মধ্যে একটি সর্ব্বাপেক্ষা ধনশালী, জনবহুল এবং সমুন্নত রাজ্য ছিল। বড় লোক এবং বণিকেরা ঐশ্বর্য্য এবং বিলাসে গড়াগড়ি দিতেছিল; নিম্নতন রাইয়ত এবং শিল্পীরা প্রাচুর্য্য, তৃপ্তি এবং আরামে সুখী ছিল।—১৭৮২ খৃষ্টাব্দে বঙ্গের অবস্থা সম্বন্ধে তদন্ত। Howel তাঁহার 'Tracts upon India'তে বাঙ্গলা সম্বন্ধে বলিয়াছেন: "Here the property, as well as the liberty of the people, are inviolate The traveller, with or without merchandise, becomes the immediate care of the Government, which allots him guards, without any expense, to conduct him from stage to stage··· If···a bag of money or valuables is lost in this district, the person who finds it, hangs it on a tree and gives notice to the nearest guard. "—'India Reform Pamphlet' No. 9, (issued by the India Reform Society, which had 37 Members of Parliament on its Committee), p. 21. অর্থাৎ—এখানে লোকের সম্পত্তি ও স্বাধীনতা অক্ষত বা অটুট। পণ্যদ্রব্যসহ বা বিহীন পর্য্যটক তখনই সরকারেরই তত্বাবধানে আসে; সরকার বিনা খরচায় তাহাকে রক্ষী দিয়া এক স্থান হইতে স্থানান্তরে লইয়া যায়। যদি···একটি টাকার থলি বা মূল্যবান্ দ্রব্য এই জেলায় হারাইয়া যায়, তাহা হইলে যে ব্যক্তি উহা পায় সে তাহা গাছে ঝুলাইয়া রাখিয়া নিকটতম রক্ষীকে খবর দেয়। বাঙ্গলার এই সত্যযুগ

কি হইল? আলিবর্দ্দী খাঁর সময়েও বাঙ্গলার যে সুন্দর শাসনাবস্থা ছিল তাহা ইংরাজের কুশাসনেই গিয়াছে। ষ্টুওয়ার্ট (Stewart) সাহেব বলিয়াছেন: "Such was the state of Bengal when Alivardy Khan···assumed its Government. Under his rule···the country was improved, merit and good conduct were the only passports to his favour. He placed Hindus on an equality with Mussalmans in choosing ministers, and nominating them to high military and civil command. The revenues instead of being drawn to the distant treasury of Delhi were spent on the spot."—Stewart quoted in India Reform Pamphlet, p. 22. অর্থাৎ—আলিবর্দ্দী যখন শাসনভার গ্রহণ করিলেন, তখন বাঙ্গলার অবস্থা এইরূপ ছিল। তাঁহার শাসনাধীনে দেশটি উন্নত হয়; তাঁহার অনুগ্রহলাভে গুণ ও সচ্চরিত্রতাই একমাত্র অনুমতিপত্র ছিল। মন্ত্রী নিয়োগে এবং তাঁহাদিগকে উচ্চ সামরিক বা রাজ্য পালন সম্বন্ধীয় পদে মনোনীত করিতে তিনি হিন্দুদিগকে মুসলমানের সহিত সমপদে রাখিতেন। রাজস্বসমূহ দিল্লীর রাজকোষে না লইয়া ঐ স্থানেই ব্যয়িত হইত। আলিবর্দ্দীর বাংলা যে ইংরাজের শোষণ ও ভেদ-বিবাদে বিনষ্ট হইয়াছে এবং বর্ত্তমানে মুশ্লিম লীগের শাসনে ও শোষণে এবং হিন্দু-মুসলমানের ভেদ-বিবাদে আরও বিনাশের পথে যাইতেছে তাহা কি পূর্ব্ববঙ্গীয় হিন্দু-মুসলমান বুঝিবে না? অথবা বুঝিয়াও মেষের ন্যায় নীরব, শান্ত রহিবে? মুসলমান আলিবর্দ্দীর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া পূর্ব্বপাকিস্তান পূর্ব্ব বাংলার রাষ্ট্রনায়কেরা যদি এখনও চলিতে থাকেন তবে সেই পুরাতন সোনার বাংলা আবার সোনার বাংলা হইতে পারে। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ৭ই নভেম্বরের ৮৪ নং

'মিনিটে' ইংরাজ নথিই প্রকাশ করিতেছেন : "The village communities are little republics having nearly everything they want within themselves and almost independent of foreign relations." অর্থাৎ—গ্রাম সমিতিগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণতন্ত্র রাজ্য ; বৈদেশিক সংশ্রব হইতে প্রায় স্বাধীন হইয়া তাহারা যাহা চাহিত তাহা তাহাদিগের নিজেদের মধ্যেই ছিল। ভারতীয় গ্রাম তখন বার্দ্ধক্যে লোল হইতে বসিয়াছে। এই সমস্ত গ্রামমণ্ডলীর যখন পূর্ণ যৌবনশ্রী ভাবরাগরসলীলায় ডগমগ করিত তখনই তাহার সভ্যতা উত্তুঙ্গ শিখরে বিরাজিত ছিল। জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন এই আর্য্য হিন্দু ধর্ম্মের সভ্যতা ও culture গ্রামের শ্যামল কোলেই পরিপালিত ও পরিপুষ্ট হইয়াছিল। লোকমান্য বালগঙ্গাধর টিলক আর্য্যসভ্যতার জন্মকাল যীশুখৃষ্টের জন্মের চারি পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বের স্থির করিয়াছিলেন। মোহেঞ্জোদাড়ো ও হারপাড়ার আবিষ্কারের ফলে এখন অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাই সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে আর্য্যসভ্যতা যীশুখৃষ্টের জন্মের কুড়ি হাজার বা পঁচিশ হাজার বৎসর পূর্ব্বের। এই সনাতন সভ্যতাকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ভক্তিবিনম্রচিত্তে প্রণাম করিয়া তাহার জয়গান করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন। টড্ সাহেব তাঁহার রাজস্থানের ইতিহাসের প্রথম খণ্ডে লিখিয়াছেন যে "হিন্দু সভ্যতাই সমুদয় পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ।" কাউণ্ট বোর্ণষ্টার্ণ তাঁহার "Theogony of the Hindus"এর ৫০ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন যে "পৃথিবীর আর কোন জাতিই হিন্দুগণের সহিত তাহাদের সভ্যতা ও ধর্ম্মের প্রাচীনতা সম্বন্ধে স্পর্দ্ধা করিতে পারে না।" মিল বলেন যে "হিন্দুরা একদিন জগতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শক্তিশালী ও সর্ব্বপ্রধান জাতি ছিল।" ডেল্‌বো তাঁহার "Hindu Superiority"র ১৬১

পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, "সহস্র সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে ভারতে যে সভ্যতার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহারই প্রভাব এখনও আমাদের চতুষ্পার্শ্বে ও দৈনিক জীবনের মধ্যে দেখিতেছি। তাহা সভ্যজগতের প্রান্তসীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। ইউরোপ বা আমেরিকায় যাও, দেখিবে অনুগঙ্গপ্রদেশ হইতে যে সভ্যতা প্রথমে আসিয়াছিল, তাহারই প্রভাব সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছে।" History of British India, I-এর ৩ পৃষ্ঠায় থর্ণটন লিখিয়াছেন: "Ere yet the pyramids looked down upon the valley of the Nile,—when Greece and Italy, those cradles of European civilization, nursed only the tenants of a wilderness,—India was the seat of wealth and grandeur. A busy population had covered the land with the marks of its industry; rich crops of the most coveted productions of Nature annually rewarded the toil of husbandmen; skilful artisans converted the rude produce of the soil into fabrics of unrivalled delicacy and beauty; and architects and sculptors joined in constructing works, the solidity of which has not, in some instances, been overcome by the evolution of thousands of years....... The ancient State of India must have been one of extraordinary magnificence."—Thornton's History of British India, p. 3. "যখন পিরামিডসকল নীল নদের উপত্যকার উপর চক্ষুনত করিয়া দর্শন করিতে আরম্ভ করে নাই, যখন ইউরোপের সভ্যতার জননী গ্রীস ও ইতালী বনজঙ্গলে আচ্ছন্ন ছিল ও কেবল অসভ্য বর্ব্বরের আবাস স্থান ছিল, সেই সময় ভারতবর্ষ ধনৈশ্বর্য্য

ও বিভবের আসন ছিল। কার্য্যে নিবিষ্ট অধিবাসিগণ তাহাদের পরিশ্রমের চিহ্নদ্বারা দেশকে ছাইয়া ফেলিয়াছিল; প্রকৃতির সর্বপ্রধান লাভজনক উৎপাদন প্রচুর শস্যসমূহ প্রতি বৎসর কৃষকগণের শ্রমকে পুরস্কৃত করিত। নিপুণ শিল্পীগণ ক্ষেত্রের অপরিষ্কৃত উৎপন্ন দ্রব্যকে অনুপম সূক্ষ্ম ও সুন্দর বস্ত্রে পরিবর্তিত করিত; এবং স্থপতি ও ভাস্করগণ সেই সমস্ত কার্য্য-নির্মাণে যোগ দিত যাহার দৃঢ়তা অনেক ক্ষেত্রে সহস্র সহস্র বৎসরের বিবর্তনও পরাভূত করিতে পারে নাই।...প্রাচীন ভারতীয় রাজ্যসমূহ অসাধারণ সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল। ডব্লিউ. ডি. ব্রাউন তাঁহার "Hindu Superiority"র ৪০৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, "পক্ষপাতশূন্য মনে ও সাবধানে পরীক্ষা করিলে, একথা স্বীকার না করিয়া পারা যায় না যে, হিন্দুরাই সমুদয় পৃথিবীর সাহিত্য ও ধর্ম্মশাস্ত্রের জনক। ম্যাক্সমূলার, জেকোলিয়ট, স্যার উইলিয়ম জোন্স্ প্রভৃতি মনীষিগণ হিন্দুদের সংস্কৃত ভাষার পরীক্ষা ও অনুসন্ধান করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল প্রমাণ বাহির করিয়াছেন যে, ভারতের প্রাচীন গ্রন্থাবলী হইতেই পরবর্ত্তী ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ তাঁহাদের অনেক বা প্রায় সমুদয় ধর্ম্মমতই গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং যেরূপ সচরাচর মনে করা যায়, হিন্দুগণ সেরূপ পৌত্তলিক, মূর্খ, অসভ্য বা বর্ব্বর ছিলেন না। পরন্তু তাঁহাদের মধ্যে এমন মনীষা ছিল যে বর্ত্তমানের অতি অহঙ্কৃত জাতিও তাহার ঈর্ষা করিতে পারে। আমার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই যে প্রাচীন হিন্দু সাহিত্যের অনুবাদ তথাকথিত আধুনিক সভ্যতার বিপর্য্যয় সাধন করিবে ও সকলেই ভাবিবে ভারতবর্ষ যেন "শতাব্দী ফুলের" ন্যায় আবার মনোহর সৌগন্ধ চতুর্দ্দিক ছড়াইতে ছড়াইতে সম্পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত হইতে উদ্যত হইয়াছে। সন্দেহ নাই যে, সকলেই আবার তাহার শাখা হইতে একটি কিশলয় লইতে লালায়িত হইবে।" ফরাসী পণ্ডিত জেকোলিয়ট তাঁহার "Bible in India" গ্রন্থের ৮-১০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, পৃথিবীর

সমুদয় জাতিরই আদি বাসভূমি ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষই পৃথিবীর সকল জাতির সাধারণ জননী। ভারতই তাহার সন্তানদিগকে পাশ্চাত্য দেশের প্রান্ত সীমা পর্য্যন্ত প্রেরণ করিয়াছিল। ভারতই আমাদের ভাষা, সাহিত্য, আইন, নীতি ও ধর্ম্ম প্রদান করিয়া, আমরা যে কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছি, তাহার অবিনশ্বর প্রমাণ রাখিয়া গিয়াছে। হে প্রাচীন ভারতবর্ষ, সমুদয় মানবজাতির আদি বাসভূমি, আমি তোমাকে বন্দনা করি, পুনঃপুনঃ অভিবাদন করি। তুমিই প্রাচীন ও সুদক্ষ ধাত্রী। শত শত শতাব্দীর পাশবিক আক্রমণও তোমাকে বিস্মৃতির সমাধিগর্ভে প্রোথিত করিতে সমর্থ হয় নাই। ধর্ম্ম বিশ্বাস, প্রেম, পত্ম ও জ্ঞানের জন্মভূমি, আমি তোমাকে নমস্কার করি।" জার্ম্মান পণ্ডিত ম্যাক্স্মূলার তাঁহার "India, what it can teach us." গ্রন্থের ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন : "If I were to look over the whole world to find out the country most richly endowed with all the wealth, power and beauty that nature can bestow—in some parts a very paradise on earth—I should point to India. If I were asked under what sky the human mind has most fully developed some of its choicest gifts, has most deeply pondered on the greatest problems of life, and has found solutions of some of them, which well deserve the attention even of those who have studied Plato and Kant—I should point to India. And if I were to ask myself from what literature we, here in Europe, we who have been nurtured almost exclusively on the thoughts of the Greeks and the Romans, and

of one Semitic race, the Jewish, may draw that corrective which is most wanted in order to make our inner life more perfect, more comprehensive, more universal, in fact more truly human, a life, not for this life only but a transfigured and eternal life, again I should point to India"—India, what it can teach us, p. 6., by Max Muller. "যদি আমাকে সমুদয় পৃথিবীর মধ্যে এমন একটি দেশ দেখাইয়া দিতে হয় যেখানে প্রকৃতি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শক্তি, সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্য ঢালিয়া দিয়াছে—কোন কোন বিষয়ে স্বর্গ সদৃশ করিয়া দিয়াছে, তাহা হইলে আমি ভারতবর্ষকেই দেখাইয়া দিব। যদি কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করে যে কোন্ আকাশতলে মানুষের মন তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শক্তিসমূহকে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্দ্ধিত করিয়াছিল, জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় সমস্যাগুলির সর্ব্বাপেক্ষা অধিক চিন্তা করিয়াছিল এবং তাহার মধ্যে কোন কোন সমস্যার এমন সমাধান করিয়াছিল যে তাহা যাঁহারা প্লেটো ও ক্যাণ্টের দর্শন শাস্ত্রও পাঠ করিয়াছেন তাঁহাদেরও ভাবিবার বিষয়, তাহা হইলে আমি ভারতবর্ষকে দেখাইয়া দিব। যদি আমি আমাকেই জিজ্ঞাসা করি জগতের কোন্ সাহিত্য হইতে আমরা ইউরোপবাসী যাঁহারা শুধু গ্রীক, রোমান ও এক সেমেটিক জাতি ইহুদীদিগের চিন্তাধারা পরিপুষ্ট হইয়াছি, সেই সত্য গ্রহণ করিতে পারি যাহা আমাদের আভ্যন্তরীণ জীবনকে সমধিক সম্পূর্ণ, সমধিক উদার, সমধিক বিশ্বজনীন, এক কথায় সমধিক মনুষ্যোচিত করিতে পারে, কেবল ইহলোকের জন্য নহে কিন্তু উচ্চ রূপান্তরিত ও শাশ্বত জীবনের জন্যও, তাহা হইলে আমি পুনরায় ভারতবর্ষকেই দেখাইয়া দিব।" মিঃ সি. এফ. গর্ডন কমিং তাঁহার "In the Himalayas

and on the Indian Plains" গ্রন্থে লিখিয়াছেন: "Hindoos whose marvellous self-denial in the service of their Gods does certainly put out self-indulgent practice of Christianity to the blush—no one who studies the creed and practice of this race with unbiased mind, can fail to be struck with their intense earnestness in living up to the teaching which however distorted, has in it rich veins of thought....which we deem most sacred···so too although we Christians are taught that whether we eat or drink or whatsoever we do we should do all to the glory of God." I think it can scarcely be a transgression of charity to judge that comparatively few habitually obey this precept, whereas the most casual observer cannot fail to see that in the daily life of the average Hindoo this is the ruling principle." অর্থাৎ: হিন্দুদিগের দেবকার্য্যে তাঁহাদিগের চমৎকার আত্মোৎসর্গ আমাদিগের আত্মভোগপরায়ণ খৃষ্টধর্ম্মকে নিশ্চয়ই লজ্জিত করিবে। যাঁহারা এই জাতির ধর্ম্মমত এবং চর্য্যা নিরপেক্ষ মনে পর্য্যালোচনা করেন তাঁহারাই ইহাদিগের শিক্ষানুযায়ী জীবনযাপনে অত্যধিক উৎসাহের দ্বারা আকৃষ্ট না হইয়া পারেন না। এই শিক্ষার যতই বিপরীত অর্থ করা হউক আমরা যাহা পরম পবিত্র বলিয়া মনে করি এইরূপ চিন্তার সমুন্নত প্রবাহ ইহার ভিতর আছে। তদ্রূপ যদিও খৃষ্টীয়ান আমরা শিক্ষা পাইয়া থাকি "আমরা আহার করি বা পান করি বা যাহা কিছু করি তাহা সমস্তই ঈশ্বরের মর্য্যাদার জন্য করি" তথাপি যদি বিচার করি যে, তুলনায়

খুব কম ব্যক্তিই স্বাভাবিকভাবে এই বিধি পালন করে, অথচ আদৌ চিন্তা না করিয়া যে কোন দর্শক ইহা না দেখিয়া পারিবেন না যে গড় হিন্দুর দৈনন্দিন জীবনে ইহাই প্রধান নীতি, তাহা হইলে বোধ হয় উদারতা লঙ্ঘন করা হইবে না। Abbe J A Dubios নামক একজন মিশনারীও বলিয়াছেন : "I see with a kind of indignation hat these peaceable and submissive people have of late years been a kind of target, to aim at them the shafts of calumny and malevolence and to debase them by the most unfair means.

Alas! It is not Bibles the poor Hindoos want or ask for. It is food and raiment. When the belly is empty and the back bare the best disposed even among the Christians feel themselves but very little inclined to peruse the Bible......Bibles cannot be to them (the Hindoos) of the least utility.......It has at present become a kind of fashion to speak of improvements and ameliorations in the civilization and institutions of the Hindoos and everyone has his own plans for effecting them ; but if we could for an instant lay aside our European eyes and European prejudices and look at the Hindoos with some degree of impartiality, we should perhaps find that they are nearly our equals in all that is good and our inferiors only in all that is bad.······In fact, in education, in manners, in accomplishments and in the discharge of social duties

I believe them superior to some European nations and scarcely inferior to any ···If you will take the trouble to attend to the subject and examine with impartiality the character and conduct of the persons of the same condition in our countries and in India, and compare husbandman to husbandman, artificer to artificer, mechanic to mechanic etc., etc., I apprehend that you will find that in education and manners the Hindoo shines far above the European. Without a knowledge of alphabet the Hindoo females are dutiful daughters, faithful wives, tender mothers and intelligent housewives·· such is the result of my own observations." অর্থাৎ—আমি একরূপ ঘৃণামিশ্রিত ক্রোধের সহিতই দেখিতেছি যে সম্প্রতি এই শান্তিপ্রিয় এবং বিনম্র জাতিকে একরূপ 'চাঁদমারি' (যে চিহ্ন লক্ষ্য করিয়া তীর বা গুলি ছোড়া হয়) করা হইয়াছে, অপবাদ এবং দ্বেষরূপ তীর তাঁহাদিগের প্রতি লক্ষ্য করা হইতেছে এবং অতীব অসঙ্গত উপায়ে তাঁহাদিগকে নিকৃষ্ট করা হইতেছে। অহো! এই দরিদ্র হিন্দুরা বাইবেলের অভাব জানায় না বা তাহা যাজ্ঞা করে না। তাহারা অন্ন এবং বস্ত্রই চাহে। উদর যখন শূন্য এবং পৃষ্ঠ যখন নগ্ন, তখন খৃষ্টানদিগের মধ্যেও পরম সমুৎসুক ব্যক্তি বাইবেল পড়ার জন্য খুব কম ইচ্ছাই বোধ করিবে। বাইবেল তাহাদিগের (হিন্দুর) বিন্দুমাত্রও কার্যোপযোগী হইতে পারে না। হিন্দুদিগের সভ্যতাতে এবং প্রতিষ্টানে উন্নতি এবং সংস্করণের প্রস্তাব করা বর্ত্তমানে এক প্রথায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে এবং তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য প্রত্যেকেরই

নিজ নিজ একটা মতলব আছে, কিন্তু আমরা যদি মুহূর্ত্তের জন্য আমাদিগের ইউরোপীয় চক্ষু এবং ইউরোপীয় কুসংস্কারগুলি পাশে রাখিয়া দিই এবং কতক পরিমাণে নিরপেক্ষতা দ্বারা হিন্দু দগকে দেখি, তাহা হইলে আমরা দেখিব যে, যাহা কিছু ভাল তাহাতে তাঁহারা প্রায় আমাদিগের সমকক্ষ এবং যাহা কিছু মন্দ কেবল তাহাতেই তাঁহারা আমাদিগের অপেক্ষা নিকৃষ্ট।......বস্তুতঃ আমার বিশ্বাস যে শিক্ষায়, আচরণে, সদ্‌গুণসমূহে এবং সামাজিক কর্ত্তব্য কার্য্যে তাঁহারা কতকগুলি ইউরোপীয় জাতি হইতে উৎকৃষ্ট এবং ইউরোপীয় যে কোন জাতি হইতে কদাচিৎ নিকৃষ্ট।......আপনারা যদি কষ্ট স্বীকার করিয়া এ বিষয়ে মনোযোগ দেন এবং নিরপেক্ষভাবে আমাদের দেশসমূহে এবং ভারতবর্ষে একই অবস্থার লোকদিগের চরিত্র এবং ব্যবহার পরীক্ষা করেন এবং কৃষকে কৃষকে, শিল্পকারে শিল্পকারে, কারিকরে কারিকরে, ইত্যাদিতে তুলনা করেন, তাহা লইলে আমি অনুধাবন করি যে আপনারা দেখিবেন যে, শিক্ষায় এবং আচরণে হিন্দুরা ইউরোপীয়দিগের অনেক উপরে প্রভাবান্বিত হইয়াছেন। বর্ণজ্ঞান ব্যতিরেকেও হিন্দুস্ত্রীলোকেরা কর্ত্তব্যপরায়ণা কন্যা, পতিব্রতা স্ত্রী, স্নেহাশীলা জননী এবং বুদ্ধিমতী গৃহিণী...আমার নিজ পর্য্যালোচনার ফল এইরূপই।

ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের দশম অধিবেশনের সভাপতি মিঃ আলফ্রেড ওয়েব মহাশয় কর্ত্তৃক সংগৃহীত এবং বোম্বাইয়ের শ্রীহরিশ্চন্দ্র আনন্দ রাও কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'The People of India' গ্রন্থে ভারতবাসীর উন্নত চরিত্র ও নীতি সম্বন্ধে পঁচাত্তর জন ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর বিখ্যাত শ্বেতাঙ্গ মহোদয়গণের উক্তি উদ্ধৃত করা হইয়াছে। বাহুল্য ভয়ে নিম্নে কয়েকটি মাত্র মত দেওয়া গেল।

সার জি. বি. ক্লার্ক, জি. সি. এস. আই. মহোদয় বলিয়াছেন:

"I should say that the morality among the higher classes of the Hindus was of a high standard and among the middling and lower classes remarkably so: there is less of immorality than you would see in many countries in Europe." অর্থাৎ—আমার বলা উচিত যে হিন্দুদিগের উচ্চশ্রেণীর মধ্যে নৈতিক চরিত্র উন্নত ধরণের এবং মধ্য এবং নিম্নবর্ণের মধ্যে ইহা বিশেষভাবে উন্নত। ইউরোপের বহুদেশে যেরূপ দেখিবেন তদ্রূপ নৈতিক চরিত্রহীনতা এদেশে কম। জেনারেল ব্রিগ্‌স্ সাহেব বলিয়াছেন: "I find among my acquaintances who have long resided in India, that after travelling over Europe they have reason to think more highly of the natives of India every day." অর্থাৎ—আমার পরিচিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে যাঁহারা বহুকাল ভারতবর্ষে বাস করিয়াছেন তাঁহাদিগের মধ্যে দেখিতে পাই যে ইউরোপে ভ্রমণ করিয়া ভারতের অধিবাসীদিগকে প্রতিদিন অধিকতর উন্নত ভাবিবার কারণ তাঁহাদের আছে। এম্. এলফিন্‌ষ্টোন সাহেব বলিয়াছেন: "No set of people among the Hindu are so depraved as the dregs of our great towns. Including the Thugs and Dacoits the mass of crime is less in India than in England." অর্থাৎ—হিন্দুদিগের মধ্যে কোনও সম্প্রদায় আমাদিগের বড় বড় সহরের আবর্জ্জনার (বদলোকের) মত ভ্রষ্ট নহে। ঠগ এবং ডাকাইতদের লইয়া পাপের পরিমাণ ইংলণ্ড হইতে ভারতে কম। স্যার লেপেল গ্রিফিন বলিয়াছেন: "Judged by any truthful standard the people of India are on a far higher level of morality than English man." অর্থাৎ—যে

কোন সত্যময় নিদর্শনের দ্বারা বিচার করা যাউক, নৈতিক চরিত্রে ভারতীয় লোকেরা ইংরাজের বহু উচ্চ স্তরে। ডব্লিউ. সি. বেনেট্ মহাশয় বলেন: "Their whole social system postulates an exceptional integrity." অর্থাৎ—তাঁহাদিগের সমগ্র সামাজিক ব্যবস্থা অবাধ-সাধুতাকেই প্রমাণ ব্যতিরেকে গ্রহণ করে। সার টমাস্ মন্‌রো মহোদয়ের উক্তিও এই সঙ্গে দিলাম: "I do not exactly know what is meant by civilising the people of India. In the theory and practice of good government they may be deficient but if a good system of agriculture, if unrivalled manufactures if a capacity to produce what convenience and luxury demand, if the establishment of schools, in every village, for reading and writing, if the general practice of kindness and hospitality, and above all, if a scrupulous respect and delicacy towards the female sex are amongst the points that denote a civilised people, then the Hindus are not inferior in civilisation to the people of Europe." অর্থাৎ—ভারতের লোকদিগকে সভ্য করিবার অর্থ আমি ঠিকরূপে জানি না। উৎকৃষ্ট শাসনের কল্পনে এবং সাধনে তাঁহাদিগের অপূর্ণতা থাকিতে পারে, কিন্তু যদি কৃষির উন্নত প্রণালী, অদ্বিতীয় শিল্প কর্ম্ম, সুবিধা এবং বিলাসের প্রয়োজনীয় বস্তু উৎপাদন ক্ষমতা, লেখাপড়ার জন্য প্রতি গ্রামে বিদ্যালয় সংস্থাপন, দয়া এবং আতিথেয়তার সাধারণ চর্চ্চা এবং সর্ব্বোপরি স্ত্রীজাতির প্রতি সতর্ক সম্ভ্রম এবং সুস্বভাব, সভ্যলোকবাচক গুণসমূহের মধ্যে পরিগণিত হয়, তবে হিন্দুরা ইউরোপীয় লোকদিগের অপেক্ষা সভ্যতায় ন্যূন নহে।

হিন্দু সভ্যতা যুগযুগান্ত ধরিয়া শত শত দুর্যোগ, বিপর্য্যয়, ঝঞ্ঝাবাত, বৈদেশিক আক্রমণ, অত্যাচার, ঘাতপ্রতিঘাত সহ্য করিয়া কল্পতরুর ন্যায় অচল অটল রহিয়াছে। হিন্দুর এই সনাতন ভাব, culture (সভ্যতা বা কৃতি) এবং tradition (ধারা) এর সাক্ষ্য Edmund Burke তাঁহার 'Impeachment of Warren Hastings'এর ৫০ পৃষ্ঠায় দিতেছেন: "My Lords, these Hindu people are the original people of Hindustan. They are still beyond comparison, the most numerous. Faults this nation may have, but God forbid we should pass judgment upon people who framed their laws and institutions prior to our insect origin of yesterday. With all the faults of their nature and errors of their institutions, their institutions which act so powerfully on their natures have two material characteristics which entitle them to respect—first, great force and stability, and next, excellent moral and civil effects. Their stability had been proved by their holding on a uniform tenor for a duration commensurate to all the empires with which history has made us acquainted and they still exist in a green old age, with all the reverence of antiquity, and with all the passion that people have to novelty and change. They have stood firm on their ancient base, they have cast their roots deep in their native soil, perhaps because they have never spread them anywhere else than in their native

soil. Their blood, their opininons, and the soil of their country make one consistent piece; admitting no mixture, no adulteration, no improvement: accordingly their religion has made no converts, their dominion has made no conquests; but in proportion as their laws and opinions were concentrated within themselves, and hindered from spreading abroad, they have doubled their force at home. They have existed in spite of Mahomedan and Portuguese bigotry in spite of Tartarian and Arabian tyranny, inspite of all the fury of successive foreign conquest, in spite of a more formidable foe—the avarice of English Dominion" অর্থাৎ—হুজুর! এই হিন্দুরা হিন্দুস্থানের আদিম অধিবাসী। তাঁহারা এখনও অতুল সংখ্যাবহুল। এই জাতির দোষ থাকিতে পারে, কিন্তু আমাদিগের গতকলাকার কীটজন্মের পূর্ব্বে যাঁহারা তাঁহাদিগের বিধান এবং প্রতিষ্ঠানসমূহ রচনা করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের উপর যেন বিচার বিধান না করি, ঈশ্বর এইরূপ করুন। তাঁহাদের প্রকৃতির সমস্ত দোষ, প্রতিষ্ঠানের সমস্ত ভ্রম সত্ত্বেও তাঁহাদিগের প্রতিষ্ঠানগুলির, যাহা তাঁহাদিগের প্রকৃতির উপর এত প্রভাবান্বিত হইয়া কার্য্য করে, দুইটি বাস্তবিক বিশেষ লক্ষণ আছে যাহা তাঁহাদিগকে মাননীয় করে। প্রথম, প্রভূত শক্তি এবং স্থায়িত্ব এবং তৎপর অত্যুৎকৃষ্ট নৈতিক এবং সামাজিক বিধান। ইতিহাস আমাদিগকে যে সমস্ত সাম্রাজ্যের সহিত পরিচিত করাইয়া দেয় তাহাদিগের সমপরিমাণ কালব্যাপী অভিন্ন ধারা রক্ষণ দ্বারা তাহার স্থায়িত্ব প্রমাণিত হইয়াছে; এবং তাঁহারা পুরাকালের সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা এবং নূতনত্ব ও পরিবর্ত্তনের উপর

লোকের যে অনুরাগ থাকে তাহা লইয়া তাঁহারা 'নবীন বার্দ্ধক্যে' বর্ত্তমানেও বিরাজমান আছেন। প্রাচীন ভিত্তির উপর তাঁহারা দৃঢ়ভাবেই দণ্ডায়মান আছেন; তাঁহাদের স্বদেশের মৃত্তিকায় তাঁহাদের মূল দৃঢ় নিবদ্ধ করিয়াছেন; তাহার কারণ বোধ হয় এই যে স্বদেশের মৃত্তিকা ছাড়া আর কোথায়ও তাঁহারা তাঁহাদিগকে বিস্তৃত করেন নাই। তাঁহাদিগের রক্ত, মত এবং তাঁহাদিগের দেশের মৃত্তিকা এক ঐক্য রচনা করে যাহার ভিতর কোন মিশ্রণ, দূষিতাবস্থা বা উন্নতি নাই; তদনুযায়ী তাঁহাদিগের ধর্ম্ম কোনও স্বধর্ম্মত্যাগীকে গ্রহণ করে নাই; তাঁহাদিগের রাজ্য কোনও দেশ জয় করে নাই; কিন্তু যে পরিমাণে তাঁহাদিগের নিয়ম এবং মত আপনাদিগের ভিতর কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল এবং বিদেশে বিস্তারিত হইতে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই পরিমাণে তাঁহাদিগের শক্তি স্বগৃহে দ্বিগুণিত হইয়াছিল। মুসলমান এবং পর্ত্তুগীজদিগের ধর্ম্মান্ধতা সত্ত্বেও, তাতার এবং আরবের আত্যাচার সত্ত্বেও, উপর্য্যুপরি বৈদেশিক আক্রমণের প্রকোপ সত্ত্বেও, ইংরাজের রাজ্যলোভরূপ ভীষণতর শত্রু সত্ত্বেও তাঁহারা টিকিয়া আছেন। ঐ পুস্তকের ৫১ পৃষ্ঠায় Burke আরও বলিতেছেন: "It is confirmed by all observation, that where the Hindu religion has been established that conntry has been flourishing." অর্থাৎ—সর্ব্বপ্রকার পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা ইহা নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে যেখানেই হিন্দুধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সেইখানেই সেই দেশ উন্নতিশীল হইতেছে। ইহার নমুনাস্বরূপ তিনি Holwell সাহেবের বাক্য উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছেন যে ইংরাজ শাসনের পূর্ব্বেই এই বাংলার অবস্থা কিরূপ সুন্দর ছিল। তখনকার Province of Burdwan (বর্ত্তমানে বর্দ্ধমান জিলা বা বিভাগ অপেক্ষা অনেক বিস্তৃত প্রদেশ) সম্বন্ধে হলওয়েল সাহেব নিজেই বলিতেছেন: "In

truth it would be almost cruelty to molest this happy people ; for in this district are the only vestiges of the beauty, purity, piety, regularity, equity and strictness of the ancient Hindustan government. Here the property as well as the liberty of the people are inviolate. Here no robberies are heard of, either public or private." অর্থাৎ—এই সুখী লোকদিগকে বিরক্ত করা সত্যই প্রায় নিষ্ঠুরতা হইবে কারণ প্রাচীন হিন্দুস্থান রাজত্বের সৌন্দর্য, পবিত্রতা, ধার্ম্মিকতা, নিয়মনিষ্ঠা, পক্ষপাত—শূন্যতা এবং দৃঢ়তার নিদর্শনমাত্র এই জেলাতেই আছে। এখানে লোকের সম্পত্তি এবং স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে আছে। এখানে প্রকাশ্যে বা গোপনে কোন দস্যুতা শোনা যায় না।

ইংরাজ আগমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্তও হিন্দু, মুসলমান, শিখদিগের প্রতিভা ও শিক্ষা যে কিরূপ সমুন্নত ছিল তাহার বিবরণ Dr. G. W. Leitzer নামক একজন সাহেবই (ইনি প্রথমে Lahore Govt. Collegeএর Principal এবং পরে পাঞ্জাবের Director of Public Instruction হন) দিয়াছেন: "I cannot forbear from bearing any testimony to the great desire and appreciation of education among all classes of the Hindu, Muhammadan and Sikh communities, as also to the great talents which this 'land of the sun' has so prodigally bestowed among its children...Now, as 3,000 years ago, the East is the home of mental discipline, culture and repose, where genius is as universal as it is ignored, in consequence chiefly of the

want of publicity and of easy communication. Without these advantages we should now be behind the Orientals, whom we despise. The one intelligent European among a thousand of his dull brethren is able to pass off his views and inventions as the embodiment of the civilization of his continent. When the whole East will have its press and railways—provided always that it does not seek to slavishly imitate the West in its reforms—it must resume the position it once held, owing to the native genius of its peoples."—Dr. G. W. Leitzer's History of Indigenous Education in the Punjab, p. 85. অর্থাৎ—সর্ব্বশ্রেণীর হিন্দু, মুসলমান ও শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার গুণ গ্রহণ ও প্রবল ইচ্ছা এবং যে মহাপ্রতিভা এই 'সূর্য্যের দেশ' তাহার সন্তানগণের মধ্যে অপরিতমিতভাবে প্রদান করিয়াছে, আমি তাহার সাক্ষ্য না দিয়া পারিতেছি না। ...৩,০০০ বৎসর পূর্ব্বের ন্যায় এখনও প্রাচ্য মানসিক সংযম, শিক্ষা বা সভ্যতা এবং শান্তির আবাসস্থান; এখানে প্রধানত প্রচার ও সহজ আদান প্রদানের বা বিজ্ঞাপনের অভাবে প্রতিভা যেরূপ সর্ব্বজনীন, তদ্রূপ অগ্রাহ্য। এই সমস্ত সুবিধা ব্যতিরেকে যে প্রাচ্যদিগকে আমরা ঘৃণা করি, আমরা আশা করি, আমরা তাহাদের এখন পশ্চাতে থাকিতাম। তাহার সহস্র মূর্খ ভাইয়ের মধ্যে একজন বুদ্ধিমান ইউরোপীয়ান তাহার মত ও আবিষ্কারসমূহ তাহার দেশের সভ্যতার প্রতিরূপ বলিয়া চালাইতে পারে। সমগ্র প্রাচ্য যখন তাহার সস্তা মুদ্রাযন্ত্র ও রেলপথ পাইবে, তখন যদি সে পাশ্চাত্যের সংস্কারসমূহের

দাসোচিত অনুকরণ না করে, তবে সে তাহার লোকগণের আজন্মসিদ্ধ প্রতিভার জন্য পুনরায় পূর্ব্বাবস্থা লাভ করিবে।

এই হিন্দু সভ্যতাই প্রকৃত ভারতীয় সভ্যতা। হিন্দুস্থান ভারতবর্ষেরই নামান্তর; হিন্দুস্থানের জয়গান, যশগৌরব ভারতেরই একান্ত নিজস্ব ধন। রাশিয়ার মহামনীষী টলষ্টয় অনেক স্থলেই ভারতীয় সভ্যতার এবং আধ্যাত্মিকতার প্রশংসা করিয়াছেন। বর্ত্তমানকালেও ফ্রান্সের রোঁমা রোঁলা (M. Romain Rolland), প্রফেসার বার্ট্রাণ্ড রাসেল (Bertrand Russel), প্রসিদ্ধ সঙ্গীতবিদ্ বিটোভেন (Beethoven) পর্য্যন্ত ভারতীয় আদর্শ, সভ্যতা এবং 'কালচারের' জয়গান গাহিয়াছেন।

রোঁমা রোঁলা বলেন, - "Its polyphony, discordant and confused at first to unaccustomed ears, discovers to the trained ears its secret hierarchy and great hidden form. Moreover, those who have once heard it can no longer be satisfied with the rude and artificial order imposed amid desolation by Western reason and its faith or faiths, all equally tyrannical and mutually contradictory"—The life of Ramkrishna by Romain Rolland, Vol. I, p. 22 (1931 ed., tr. from the original Fr. by E. F. Malcolm Smith)। অর্থাৎ—ইহার (ভারতের) বহুস্বর অনভ্যস্ত কর্ণের কাছে প্রথমে শ্রুতিকটু (বিস্বরযুক্ত) ও বিশৃঙ্খল হইলেও, শিক্ষিত কর্ণের কাছে ইহার গূঢ় পুরোহিততন্ত্র ও মহান্ গুপ্ত রূপ আবিষ্কার করিয়া দেয়। অধিকন্তু, যাহারা একবার ইহা স্মরণ করিয়াছে, তাহারা পাশ্চাত্যের যুক্তির এবং তাহার বিশ্বাসের বা বিশ্বাসসমূহের সকলেরই তুল্যভাবে অত্যাচারী এবং পরস্পরবিরোধী

বিনাশ মধ্যে ন্যস্ত পাশ্চাত্যের স্থূল এবং কৃত্রিম শৃঙ্খলার উপর আর কখনও সন্তুষ্ট হইতে পারে না। রোঁমা রোঁলা আরও বলেন: "If there is one place on the face of the earth where all the dreams of living men have found a home from the very earliest days when man began the dream of existence, it is India."—ঐ p. 21. অর্থাৎ পৃথিবীর উপরিভাগে যদি কোনও একটি স্থান থাকে যেখানে মানুষ যখন জীবনের স্বপ্ন দেখিতে আরম্ভ করিয়াছিল সেই প্রাচীনতম যুগ হইতে, জীবিত মনুষ্যগণের সকল স্বপ্ন বাসস্থান পাইয়াছিল, তবে তাহা ভারতবর্ষ। এড্‌মাণ্ড হোল্‌ম্‌স্‌ও বলেন: "It is India then—the India of the Upanishads and of Buddha—that the West must go for the ideas, both central and subordinate, which shall rescue it from its embarrassments and restore it to a state of spiritual solvency. The central idea for which it is waiting is that of the reality of the soul."—The Creed of Buddha by Edmond Holmes, Chapt. IX, p. 249. অর্থাৎ,—কেন্দ্রের এবং তদধানস্থ উভয়ের যে সমস্ত ভাব পাশ্চাত্যকে তাহার বিপন্নাবস্থা হইতে উদ্ধার করিতে এবং তাহার আধ্যাত্মিক স্বচ্ছলতার অবস্থায় পুনঃ তাহাকে স্থাপিত করিবে, তাহার জন্য তাহাকে উপনিষদসমূহের এবং বুদ্ধের ভারতবর্ষের কাছেই তাহা হইলে যাইতে হইবে। যে কেন্দ্রের ভাবের জন্য ইহা (পাশ্চাত্য) অপেক্ষা করিতেছে তাহা হইতেছে আত্মার বাস্তবতার ভাব।

স্পেনের বিখ্যাত নাটককার জ্যাসিঁটো বেনাভাঁটে (Jacinto Benavante)ও পাশ্চাত্য সভ্যতাকে (culture) নদীর সহিত এবং প্রাচ্য সভ্যতাকে মহাসাগরের সহিত তুলনা করিয়াছেন। ডাক্তার

রাদারফোর্ড (Dr. Rutherford) তাঁহার "মডার্ণ ইণ্ডিয়া" (Modern India) গ্রন্থে আধুনিক ভারতবাসীরও শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিয়াছেন: "Speaking of British officials and fitness to rule, common justice demands that I should place on record my observations on this head after attending debates in the Legislative Assembly and some of the provincial legislatures in India. With a natural bias in favour of my countrymen, truth compels me to state that I found a definite inferiority in talent among Britons as compared with Indians and this inferiority was most marked in the Assembly." অর্থাৎ—শাসনযোগ্যতা এবং ব্রিটিশ আমলাবর্গ সম্বন্ধে বলিতে যাইয়া সাধারণ ন্যায় বিচার চাহে যে ভারতীয় আইন পরিষদে এবং ভারতের প্রাদেশিক আইন পরিষদে এবং ভারতের প্রাদেশিক আইন পরিষদসমূহের বাদানুবাদে উপস্থিত হইয়া এ সম্বন্ধে আমার পর্য্যবেক্ষণসমূহ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখি। আমার স্বজাতির প্রতি স্বাভাবিক পক্ষপাতিত্ব লইয়া সত্য আমাকে বলিতে বাধ্য করে যে ভারতীয়দিগের সহিত তুলনায় ব্রিটনের প্রতিভায় নিশ্চিত নিকৃষ্টতা দেখিয়াছি এবং এই নিকৃষ্টতা ভারত পরিষদে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লক্ষ্য হইয়াছিল। তিনি আরও বলেন: "Indians far surpass their English rivals in brilliancy, wit, logic, knowledge, breadth of vision and ideals of statesmanship." অর্থাৎ—প্রভায়, বুদ্ধিতে, তর্কে, জ্ঞানে, দৃষ্টির প্রসারতায় এবং রাজনৈতিক আদর্শে ভারতীয়েরা তাহাদিগের প্রতিদ্বন্দ্বী ইংরাজের অপেক্ষা বহু উচ্চে অতিক্রম করে। বিখ্যাত ফরাসী সাহিত্যিক রেণে গুনন্ (Rene Gunon) হিন্দুধর্ম্ম সম্বন্ধে একখানা প্রকাণ্ড পুস্তক

লিখিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, হিন্দুধর্ম্ম পৃথিবীর একমাত্র জ্ঞানের ধর্ম্ম আর সব অজ্ঞানের ধর্ম্ম। জার্ম্মান দার্শনিক অস্‌ওয়াল্‌ড্‌ স্পেঙ্গলার (Oswald Spenglar) এবং কোর্ট কেইসারলিং (Court Keyserling) হিন্দুধর্ম্মের মায়া ও অহিংসার সঙ্গে ক্যাণ্ট (Kant) এবং তাঁহার পরবর্ত্তী জার্ম্মান দার্শনিকগণের মত যে এক করিয়া চালাইতে চাহিয়াছেন তাহা হিন্দুত্বের শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন। কিছুদিন পূর্ব্বে প্রফেসার ই. পি. হরউইজ (Prof. E.P. Horrwitz Lecturer in Sanskrit and Oriental Culture in the City of New York College) ভারত পরিদর্শনে আসিয়া বলিয়াছেন : "This my first visit to India and coming from commercialised America the note of spiritual touch amongst al classes and conditions of men is most refreshing"—The A. B. Patrika, 19th. January 1928. অর্থাৎ—ইহাই আমার প্রথম ভারত সন্দর্শন এবং বাণিজ্যতান্ত্রিক আমেরিকা হইতে আসিয়া সর্ব্বশ্রেণীর এবং সকল রকমের লোকের মধ্যে আধ্যাত্মিক স্পর্শের চিহ্ন খুবই তৃপ্তিপ্রদ।

"সোনেকা হিন্দুস্থান", "সোনার বাংলা" অন্বর্থনামা ছিল। পল্লীর হাটবাট ঘাটমাঠ লক্ষ্মীরাণীর শ্রীধাম ছিল। পল্লীর শ্রী সম্পদে তাই কবি রবি বাউলের ন্যায় বাউলের সুরেই গাহিয়াছিলেন :—

"আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী।
ওমা ফাল্গুনে তোর আমের বনে
ঘ্রাণে পাগল করে, (মরি হায় হায়রে)
ওমা অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে,
কি দেখেছি মধুর হাসি॥

কি শোভা কি ছায়া গো
কি স্নেহ কি মায়া গো
কি আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে
নদীর কূলে কূলে।
ধেনু-চরা তোমার মাঠে
পারে যাবার খেয়া ঘাটে,
সারাদিন পাখী ডাকা ছায়ায় ঢাকা
তোমার পল্লী বাটে,
তোমার ধানে ভরা আঙিনাতে
জীবনের দিন কাটে। (মরি হায় হায়রে)
ওমা আমার যে ভাই তারা সবাই
তোমার রাখাল তোমার চাষী॥"

সে সোনার বাংলা, সে পল্লীবাট কই? সে ভরা ক্ষেত, ধানে-ভরা আঙিনা, সে আমার রাখাল চাষী ভাই কই? তারা যে আজ দুর্জ্জয় দুরবস্থায় জর্জ্জর। ওই যে অজ্ঞাত কবি সোনার হিন্দুস্থানের দুর্দ্দশা লাঞ্ছনায় তাহার গৌরব স্মরণ করিয়া নয়ন লোরে ঝুরিতেছেন।

"মেরা সোনেকা হিন্দুস্থান!
তু হামারা দিল্‌কী রোশনী, তু হামারা জান্।
চারু চন্দ্র তপন তারা উজল আসমান্
তুহারি ছাতিপর শ্যামল তরুয়া ছায়া করত দান॥
তুহারি কুঞ্জমে ফুটত ফুল্‌য়া, পঞ্ছী গায়ত গান।
তুহারি ক্ষেতিপর ডোরত ক্যায়সা, হাওয়াসে সোনেকা ধান॥
যুগ যুগান্তর তব তপোবপর, কতহুঁ ধরম বাখান।
বিমান কম্পই উঠত নিতিহুঁ গভীর ওঙ্কার তান্॥

যমুনাকী তটপর কৈসন মনোহর শ্যামকী বন্‌শী বয়ান্।
যো'হি দরশ কিয়া যমুনাকী পানিয়া চঞ্চল্ চলত উজান ॥
অব ওহি ভারত পরপদলাঞ্ছিত বিহীন বীর্য্য যশমান।
সোহি দরশ কিয়া দিনহুঁ রাতিয়া ঝুরত মেরা নয়ান ॥"

সেই সোনার হিন্দুস্থান, সোনার বাংলার আর সে গৌরব মহিমা নাই। এখন সে দারিদ্রলাঞ্ছিত, বীর্য্যযশমান বিহীন, সে আজ একটি বিরাট্ শ্মশানে পরিণত। ভারতবর্ষের প্রাণধারা যে সাড়ে সাত লক্ষ পল্লীতে উৎসারিত তাহা আজ পঙ্কিল শৈবালদামে অবরুদ্ধ। পল্লী সব জঙ্গলাকীর্ণ, প্রায় অর্দ্ধ জনশূন্য। চারিদিকে কেবল বিস্তৃত অনন্ত জঙ্গল; সীমাহীন, অন্তহীন গাছ গাছালী গ্রামের বক্ষোদেশ জুড়িয়া বসিয়াছে। জীবের জীবন জল দূষিত, বিষাক্ত, অপেয় হইয়া উঠিয়াছে। রোগের বীজাণুতে বায়ুমণ্ডল সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে। দূষিত ও বিষাক্ত বায়ু 'asphyxiating gas' (এক প্রকার প্রাণঘাতী বিষাক্ত গ্যাস) এর মতো পল্লী জীবনকে কালের করাল কবলে টানিয়া লইতেছে। অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার আজ অন্নশূন্য। Chronic famine, চির দুর্ভিক্ষ আমাদের দেশে 'permanent settlement' বা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিবার উপক্রম করিয়াছে। পূর্বে গত ত্রিশ বৎসরে ২৭টি দুর্ভিক্ষ হইয়াছে। আর পাকিস্তান পূর্ব্ববাংলায় দুর্ভিক্ষ আজ দুই বৎসর লাগিয়াই আছে। রোগের চিকৎসক নাই। প্রতি পঞ্চাশ হাজার ব্যক্তির জন্য একজন মাত্র শিক্ষিত ডাক্তার। চিকিৎসকের ঔষধ নাই। রোগীর পথ্য নাই; ঔষধ কিনিবার অর্থ নাই। পল্লীতে পল্লীতে আছে কেবল রোগ আর মহামারী! সোনার বাংলা, সোনার হিন্দুস্থানের পল্লীর বুকের উপর কেবল কলিজাভাঙা বেদনারাশি রক্তের লেখায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। হিন্দুস্থান গোরস্থানে পরিণত হইয়াছে। অন্নপূর্ণাকে আজ অন্নভিখারিণী কাঙালিনী করিল কে? বাসরসজ্জার কলহাসিতে কে বৈধব্যের

কুলিশ প্রহার করিল? Burke তাহাদিগকে "Birds of prey and passage" (যাযাবর শিকারী পাখী) বলিয়াছেন। "Impeachment of Warren Hastings-এর ৫৩ পৃষ্ঠায় Burke বলিতেছেন: "I shall leave it to your Lordship's judgment whether you will suffer such fair monuments of wisdom and benevolence to be defaced by the rapacity of your governors" অর্থাৎ—হুজুরের বিচারবুদ্ধির উপরই নির্ভর করিয়া বলিতেছি যে হুজুর কি এই সুন্দর জ্ঞান ও বদান্যতার স্তম্ভটিকে (ভারতবর্ষকে) ভারতের শাসকদিগের অত্যধিক লালসা দ্বারা লুপ্ত হইতে দিবেন! এই অত্যাচারী শাসকসম্প্রদায়কে লক্ষ্য করিয়া Burke আরও বলিতেছেন: "Here (in England) the manufacturer and husbandman will bless the just and punctual hand that in India has torn the cloth from the loom or wrested the scanty portion of rice and salt from the peasant of Bengal or wrung from him the very opium in which he forgot his oppression and oppressors" অর্থাৎ—বিলাতের শিল্পী এবং কৃষকেরা ইংরাজের সেই ন্যায় এবং নিয়মপরায়ণ হস্তকে (!) ধন্যবাদ দিবে যাহা ভারতবর্ষে তাঁত হইতে কাপড় ছিঁড়িয়া লইয়াছে এবং বাঙ্গলার কৃষকদের যৎসামান্য অন্ন ও লবণ পর্য্যন্ত ছিনাইয়া লইয়াছে এবং ভারতবাসীর নিকট হইতে সেই আফিং পর্য্যন্ত বলপূর্ব্বক লওয়া হইয়াছে যাহা খাইয়া সে তাহার অত্যাচার এবং অত্যাচারীকে ভুলিয়াছিল। হার্বার্ট স্পেনসার (Herbert Spencer) বলিয়াছেন: "The Anglo Indians of the last century—'birds of prey and passage—' as they were styled by Burke showed themselves only a shade

less cruel than their prototypes of Peru and Mexico." অর্থাৎ গত শতাব্দীর ইংরাজেরা—বার্ক যাহাদিগকে যাযাবর শিকারী পক্ষী বলিয়াছেন—পেরু ও মেক্সিকোর নিষ্ঠুর অধিবাসী হইতে নিষ্ঠুরতায় নাম মাত্র কম। "Education in India under the East India Company"র ১৭ পৃষ্ঠায় মেজর বামনদাস বসু মহাশয় লিখিতেছেন: "But with the destruction of the village communities and the impoverishment of the people which were inseparably connected with the British mode of administration of India, educational institutions which used to flourish in every village of note became things of the past.

The baneful effect of the administration of the British merchants constituting the East India Company was observable not only in the destruction of Indian trades ond industries, but also in that of the indigenous system of education.

The British administrators of India of those days were actuated by political motives in keeping Indians ignorant."—ঐ, ১৮ পৃঃ। অর্থাৎ—ভারতীয় গ্রামমণ্ডলীর ধ্বংসের সহিত এবং জনসাধারণের দারিদ্র্যের সঙ্গে সঙ্গে, যাহা ইংরাজের ভারত শাসন পদ্ধতির সহিত অবিমিশ্রভাবে সম্বদ্ধ, ভারতের প্রত্যেক খ্যাত গ্রামে যে শিক্ষালয়গুলি ছিল তাহা অন্তর্হিত হইয়াছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীরূপে গঠিত ব্রিটিশ বণিকদিগের বিষময় শাসনের ফল কেবলমাত্র ভারতীয় ব্যবসা এবং শিল্পের ধ্বংসেই দৃষ্ট হইতে লাগিল এরূপ নহে, অধিকন্তু স্বদেশী শিক্ষা প্রণালীর ধ্বংসেও দৃষ্ট হইতে লাগিল। তদানীন্তন কালের ভারতের ব্রিটিশ শাসকেরা

ভারতীয়দিগকে মূর্খ রাখিতে রাজনৈতিক মতলবের দ্বারাই প্রণোদিত হইয়াছিলেন। স্যর ডিগ্‌বী বলেন: "Every Viceroy, every Governor, every Lieutenant-Governor, every Chief-Commissioner, aided by their respective subordinates ("they are pastmasters in the use of language which deceives"—ঐ, p. 43)··· have brought India to its present condition so far as its native inhabitants are concerned—of national, mental and social degradation."—'Prosperous' British India by William Digby, pp. 42-43. অর্থাৎ—প্রত্যেক বড়লাট, প্রত্যেক ছোটলাট, প্রত্যেক লেফটেনাণ্ট-গভর্ণর, প্রত্যেক চীফ্ কমিশনার তাঁহাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ অধীনস্থ কর্ম্মচারিগণের দ্বারা ("যে ভাষ প্রতারণা করে তাহার ব্যবহারে তাঁহারা পাকালোক") সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া ভারতবর্ষকে, অন্ততপক্ষে তাহার দেশীয় অধিবাসীদিগের জাতীয়, মানসিক এবং সামাজিক হীনতার তাহার এই বর্ত্তমান অবস্থায় আনিয়াছে। মণ্টেগু সাহেবও বলিয়াছেন: "The Government of India is too wooden, too iron, too inelastic, too antidiluvian to be of any use for the modern purposes ·····the Indian Government is an indefensible system of Government." -The Rt. Hon. Edwin S. Montagu, Secretary of State for India—১৯১৭ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে হাউস্ অভ্ কমন্স্-এ বক্তৃতাকালে। অর্থাৎ—ভারত গভর্ণমেণ্ট আধুনিক উদ্দেশ্যে কোনও কাজে ব্যবহৃত হইবার পক্ষে অত্যধিক কাষ্ঠময়, লৌহময়, অনমনীয় এবং (বিখ্যাত) জলপ্লাবনেরও পুর্ব্বেকার অর্থাৎ অতীব প্রাচীন।···ভারতীয় গভর্ণমেণ্টের শাসনপদ্ধতি অসমর্থনযোগ্য।

মহারাণী ভিক্টোরিয়া, সম্রাট্ সপ্তম এড্ এয়ার্ড ও পঞ্চম জর্জ্জ প্রমুখ কর্ত্তারা লম্বা লম্বা 'মিঠা বুলি' বা proclamations জাহির করিয়া মূর্খ ভারতবাসীকে বোকা বানাইলেও দুই চারিজন স্পষ্ট বক্তা ইংরাজের মুখ দিয়া অনেক সময় খাঁটী কথা বাহির হইয়া গিয়াছে। লর্ড স্যালিসবারি (Lord Salisbury), লর্ড কার্জ্জন (Lord Curzon) ইংরাজের মতলব, অভিসন্ধি যেরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন তদপেক্ষা অধিক ব্যক্ত করিয়াছেন স্যার ডব্লিউ জয়নসন্ হিক্স্ (Sir W. Joynson Hicks)। তিনি বলিয়াছেন : "We did not conquer India for the benefit of the Indians. I know it is said in missionary meetings that we conquered India to raise the level of the Indians. That is cant. We conquered India as the outlet for the goods of Great Britain. We conquered India by the sword and by the sword we should hold it......I am not such a hypocrite as to say we hold India for the Indians. We hold it as the finest outlet for British goods in general and for the Lancashire cotton goods in particular." অর্থাৎ—ভারতীয়দের উপকারার্থে আমরা ভারত জয় করি নাই। আমি জানি যে ধর্ম্মপ্রচারকদিগের সভায় কথিত হয় যে আমরা ভারতীয়দিগকে সমুন্নত করিবার জন্যই ভারত জয় করিয়াছি। ইহা ভণ্ডামি। গ্রেট ব্রিটেনের মাল নির্গমনের পথের জন্যই আমরা ভারত জয় করিয়াছি। তরবারি দ্বারাই আমরা ভারত জয় করিয়াছি এবং তরবারির দ্বারা আমরা উহা রাখিব।.........আমি এরূপ কপট নহি যে বলিব আমরা ভারতীয়দের নিমিত্তই ভারত রাখি। সাধারণতঃ ব্রিটিশ পণ্যের এবং বিশেষতঃ ল্যাঙ্কাশায়ারের বস্ত্রপণ্যের

সর্ব্বোত্তম নির্গমন-প্রণালী রূপেই আমরা ভারত রাখি। হিক্‌স্ সাহেবের একটা যায়গায় কেবল অনৈক্য বা ভুল আছে। তরবারির সাহায্যে ইংরাজ ভারত জয় ততটা করেন নাই যতটা করিয়াছেন মিথ্যা, প্রবঞ্চনা ও জালিয়াতি দ্বারা। ক্লাইভের জালিয়াতি, হেষ্টিংসের মিথ্যা প্রবঞ্চনা, ডালহাউসির ডাকাইতি, কার্জ্জনের কারসাজি, ডায়ারের নরনারীশিশুহত্যা, 'ডাণ্ডাবাজি' ইত্যাদি ইতিহাসেরই কথা। ডাঃ রাদারফোর্ড বলিয়াছেন: "British rule, as it is carried on in India is the lowest and most immoral system of Government in the world—the exploitation of one nation by another"—Modern India: its Problems and their Solutions. By Dr. V. H. Rutherford, p. 77. অর্থাৎ—এক জাতির দ্বারা আর একজাতিব শোষণ বা আত্মসাৎকরণরূপ ব্রিটিশ শাসন ভারতে যেরূপ চালিত হয় তাহা জগতের মধ্যে নীচতম ও চরম পাপজনক শাসনপদ্ধতি।

ইংরাজ শাসনের কুফলে ভারতবর্ষের যে দুর্দ্দশা হইয়াছে তাহার সাক্ষ্য ইংরাজেরাই অনেক দিয়াছেন। মিঃ হিণ্ড্‌ম্যান (H. M. Hyndman) লিখিয়াছেন: "Even as we look on India is becoming feebler and feebler. The very life blood of the great multitude under our rule is slowly, yet ever faster ebbing away"—Bankruptcy of India, p 152. অর্থাৎ—এমনকি আমরা যেরূপ দেখিতেছি তাহাতে ভারত ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইতেছে। আমাদিগের শাসনাধীনে বিপুল জনগণের জীবন-রক্ত পর্য্যন্ত ধীরে ধীরে অথচ সর্ব্বসময়ে দ্রুততর গতিতে হ্রাস হইতেছে। Sir Danial Hamilton তাঁহার "Finance and People of India" গ্রন্থের ১৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন: "If Britain has to leave

India as suddenly as Rome had to leave Britain then England shall leave behind a country minus education, minus sanitation and minus money.” অর্থাৎ—রোমকে যেমন হঠাৎ ব্রিটেনকে ত্যাগ করিয়া যাইতে হইয়াছিল সেইরূপ যদি ব্রিটেনকে ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া যাইতে হয় তবে ইংলণ্ড ভারতবর্ষে একটি শিক্ষাহীন, স্বাস্থ্যহীন ও ধনহীন দেশ রাখিয়া যাইবে। আজ হইয়াছেও তাহাই। ভারত ত্যাগ করিয়া আজ ইংরাজ হিন্দুস্থান ভারত রাষ্ট্র ও পাকিস্তান রাষ্ট্র উভয়কেই শিক্ষাহীন, স্বাস্থ্যহীন, ধনহীন করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। মণ্টেগু চেম্‌স্‌ফোর্ড রিপোর্টও (Montagu Chemsford Reports) আমাদিগের দুর্দ্দশা স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন : “The immense masses of the people are poor, ignorant and helpless, far beyond the standards of Europe.” অর্থাৎ—লোকদিগের এই বিরাট্ জনসমষ্টি ইউরোপীয়-দিগের তুলনায় বহু পরিমাণে দরিদ্র, অজ্ঞ এবং সহায়হীন। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের ২১শে মার্চ তারিখের অমৃতবাজার পত্রিকায় বার্ণার্ড হাফ্টন (Bernard Houghton) লিখিয়াছেন : “Here it is. Literacy 8 per cent, death rate 31 per cent. These appalling, these terrible figures are the real indictment of the British rule in India. Time it is and more than time that they handed the seals of office to those, who as elected representatives of the whole Indian people, will place before foreign interests their education, their wealth and the material prosperity of the land....one might point out that, on whatever plea it would be rationalised, all foreign rule is of necessity bad. It

petrifies the life of the subject nation." অর্থাৎ—এই দেখ। শতকরা ৮ জন শিক্ষিত ; মৃত্যুর হার শতকরা ৩১। এই ভীষণ, ভয়ঙ্কর অঙ্কলেখই ভারতবর্ষে ইংরাজ রাজত্বের বিরুদ্ধে প্রকৃত অভিযোগ আনে। অন্য কেহ দেখাইতে পারে যে, যে ভাবেই সমর্থন কর না কেন, সমস্ত বৈদেশিক শাসনই প্রয়োজনতঃ মন্দ। ইহা বিজিত জাতির জীবন প্রস্তরীভূত করে। বড়লাট লর্ড লিটনের (Lord Lyton) বন্ধু মিঃ ব্লাণ্ট (Mr. Wilfrid Scawen Blunt) ভারতবর্ষ পরিদর্শন করিয়া লিখিয়াছেন : "In India the 'natives', as they call them, are a race of slaves, frightened, unhappy, terribly thin... I own to being shocked at the bondage in which they are held, and my faith in British Institutions and the blessings of English rule has received a severe blow.... and have come to the conclusion (p. 438) that if we go on developing the country at the presant rate, the inhabitants will have sooner or later to resort to cannibalism, for there will be nothing other left to eat."—লালা লাজপত রায়ের "Unhappy India"র ৪৩৮-৪৩৯ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত। অর্থাৎ—ভারতবর্ষে যাহাদিগকে তাহারা 'নেটিভ' বলে তাহারা ভীত, অসুখী ও ভয়ঙ্কররূপে শীর্ণ একটা গোলামের জাতি।... তাহারা যে বন্ধনে ধৃত আছে তাহাতে আমি যে মনে আঘাত পাইয়াছি ইহা আমি স্বীকার করি এবং ব্রিটিশ প্রতিষ্ঠানসমূহের ও ইংরাজ শাসনের সুফলসমূহের উপর আমার বিশ্বাস কঠোর আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে। ...এবং (আমি) এই সিদ্ধান্তে আসিয়াছি যে; এইভাবে বর্ত্তমান প্রকারে যদি আমরা দেশটিকে উন্নত করিতে থাকি, তবে ইহার অধিবাসীরা শীঘ্রই অথবা পরে নরমাংস ভোজনে প্রবৃত্ত হইবে, কারণ ইহা ছাড়া আর কিছুই

খাইতে থাকিবে না। মহাত্মা গান্ধী ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের ১২ই জানুয়ারী তারিখের 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'তে গভীর মনোবেদনাতেই লিখিয়াছিলেন : "I would accept chaos in exchange for it (English yoke), for English peace is peace of the grave. Anything would be better than this living death of a whole people. This satanic rule has well nigh ruined this fair land—materially, morally and physically." অর্থাৎ—ইহার (ইংরাজ যোয়ালের) পরিবর্ত্তে আমি প্রলয় পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে রাজী, কারণ ইংরাজের শান্তি মৃত্যুর শান্তি। সমগ্র জাতির এই জীবন্ত মৃত্যু অপেক্ষা যাহা তাহাই ভাল। এই সয়তানী শাসন এই সুন্দর দেশকে আর্থিকভাবে, নৈতিকভাবে এবং শারীরিকভাবে প্রায় ধ্বংস করিয়াছে। আমেরিকার Dr. Jabez T. Sunderland তাঁহার "India in Bondage" গ্রন্থে ভারতে ব্রিটিশের কার্য্য সম্বন্ধে লিখিয়াছেন : "They have made a graveyard and they call it peace." অর্থাৎ—তাঁহারা একটা গোরস্থান রচনা করিয়াছেন এবং তাহার নামকরণ করিয়াছেন শান্তি। ইংরাজ শাসকসম্প্রদায় পল্লীবাসীকে এমনভাবেই বিধ্বস্ত করিয়াছেন যে সে একটি sleeping leviathan, একটা বিরাট্ ঘুমন্ত জানোয়ারে পরিণত হইয়াছে। স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া শাসকসম্প্রদায় পল্লীবাসীকে, সমগ্র ভারতবাসীকে এই দুরবস্থায় রাখিয়াছিলেন। পল্লীকে দুর্ব্বল রাখিতে না পারিলে ইংরাজ শাসনযন্ত্র চলিবে না। তাই সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করিবার বিপুল প্রয়াস চলিয়াছিল।

ভারতের শক্তি ও সভ্যতা decentralised বা সর্ব্বদেশে সঞ্চারিত হইয়া বিস্তৃত ছিল। সমস্ত ধমনী বাহিয়া রক্তস্রোতের ন্যায় সে আপাদ মস্তকে প্রবাহিত হইত। তাহার ফলে প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গই পরিপুষ্ট

হইত। জগতে দুইটি শক্তির ক্রিয়া চলিতেছে—একটি centrifugal বা কেন্দ্রাপসারিণী, অপরটি centripetal বা কেন্দ্রাভিসারিণী ; একটি সম্প্রসারিত বা বিস্তৃত, অপরটি আকুঞ্চিত বা সঙ্কোচিত। শাসক সম্প্রদায় সমস্ত শক্তি সঙ্কুচিত করার ফলে দূর প্রত্যঙ্গগুলি দুর্ব্বল ও পঙ্গু হইয়া পড়িতেছে। তাই পল্লীগুলির এই দুর্দ্দশা। ইহার পরিণামে শাসনযন্ত্রটাই অচল হইয়া পড়িবে। ইংরাজ শাসনের পূর্ব্বে হিন্দু বা মুসলমান যুগে পল্লীর এরূপ সঙ্কুচিত অবস্থা ছিল না। ভারতের সভ্যতা, সাধনা গ্রামে গ্রামে বিস্তারিত হইয়া নগরগামী এবং সর্ব্বমুখী ছিল। ইহাই ভারত সভ্যতার বিশিষ্ট অর্ঘ্য ; ইহাই ভারতের স্বধর্ম্ম। Dr. Annie Besant তাঁহার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'Kamala Lecture' এ 'Indian Ideals in Education' প্রবন্ধে লিখিয়াছেন : "It is worthy of notice that in India education spread downwards ; it was not built up from below. Indian civilisation was a product of the country, not of the town, of the forest, not of the city. Greek civilisation evolved in her cities and reached its highest point in the city State." অর্থাৎ—ইহা দ্রষ্টব্য যে ভারতবর্ষে শিক্ষা নিম্নদিকে প্রসারিত হইয়া ছিল ; ইহা নিম্ন হইতে উর্দ্ধমুখে নির্ম্মিত হয় নাই। ভারতীয় সভ্যতা পল্লীরই, বনেরই উৎপাদন, নগর বা সহরের নহে। গ্রীক সভ্যতা তাহার সহরেই বিকশিত হইয়াছিল এবং পৌররাজ্যেই চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথও বলিয়াছেন : "A most wonderful thing that we notice in India is that here the forest not the town is the fountainhead of all its civilisation ...It is the forest that has nurtured the two great

Ancient Ages of India—the Vaidic and the Buddhistic. As did the Vaidic Rishis Lord Buddha also showered His teaching in many woods of India. The Royal palace had no room for Him : it is the forest that took him into its lap. The current of civilisation that flowed from its forests inundated the whole of India." অর্থাৎ—ভারতে একটা পরম আশ্চর্য্য বিষয় আমরা দেখি যে এখানে ইহার সর্ব্বপ্রকার সভ্যতার মূল প্রস্রবণ বনে, নগরে নহে।···ভারতবর্ষের বৈদিক এবং বৌদ্ধ এই দুইটি প্রাচীন মহাযুগকে অরণ্যই পরিপুষ্ট করিয়াছে। বৈদিক ঋষিদিগের ন্যায় ভগবান্ বুদ্ধও তাঁহার শিক্ষা ভারতের অনেক বনেই বর্ষণ করেন। রাজপ্রাসাদে তাঁহার স্থান ছিল না ; অরণ্যই তাঁহাকে তাহার কোলে লইয়াছিল। ইহার অরণ্য-সকল হইতে যে সভ্যতার ধারা প্রবাহিত হইয়াছিল তাহা সমগ্র ভারতবর্ষকে প্লাবিত করিয়াছিল। "প্রথম সামরব তব তপোবনে, প্রথম প্রচারিত তব বন ভবনে, জ্ঞানধর্ম্ম কত পুণ্য কাহিনী।" —রবীন্দ্রনাথ

পল্লীর, অরণ্যের এই সভ্যতা মুসলমান আমলে অনেক আলোড়িত, আন্দোলিত হইলেও ধ্বংস হইয়াছিল না। ইংরাজ তাহার আমূল পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে। Cultural conquest সংস্কৃতির বিজয় দ্বারা ইংরাজ এই পল্লীতন্ত্রের আমূল পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। এই পল্লী ধ্বংস করিয়া যে, গভর্ণমেণ্ট জাতীয় জীবন এবং তাহার সমবেত ও উদ্ভাবনী শক্তি ধ্বংস করিতেছিলেন তাহার সাক্ষ্য "The Economic Revolution of India and the Public Works Policy'র গ্রন্থকার Mr. A K. Connel সাহেবও দিয়াছেন : "If the life of the village (and the communal city) be destroyed,

Indian society is in a state of spiritual dissolution and is only held together by the external force of an omnipotent Government which protects the individual rights it has itself bestowed but paralyses the sense of social obligations which have been handed down from the past and crushes the creative powers of the present." অর্থাৎ—যদি গ্রামের (এবং সাধারণ-তান্ত্রিক সহরের) জীবন নষ্ট করা হয় তাহা হইলে ভারতীয় সমাজ এক আধ্যাত্মিক মৃত্যুতে পড়ে এবং এক সর্ব্বশক্তিশালী শাসনযন্ত্রের বাহ্য শক্তিতেই একত্রিত রক্ষিত হয়; এই শাসনযন্ত্র ইহার নিজ প্রদত্ত ব্যক্তিগত অধিকার রক্ষা করে, কিন্তু অতীতকাল হইতে প্রাপ্ত সামাজিক আনুগত্য পঙ্গু করে এবং বর্ত্তমানের সৃজনীশক্তিসমূহকে বিধ্বস্ত করে। কোয়াম্বটরের ভূতপূর্ব্ব ম্যাজিষ্ট্রেট এবং মান্দ্রাজ মিউনিসিপালিটির ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ মিঃ আরুণ্ডেল সাহেবও অনুরূপ সাক্ষ্য দেন। তিনি বলিয়াছিলেন : "It is a singular feature of the centralising tendency of our bureaucratic rule, that the village communities have lost much of the power of self-rule and self-help they formerly possessed. The native jury system, the panchayet has been rudely shaken." অর্থাৎ—আমাদিগের আমলাতান্ত্রিক শাসনের কেন্দ্রাভিমুখী প্রবণতার ইহা একটি বিশিষ্ট গঠন যে স্বায়ত্তশাসন এবং স্বাবলম্বন ছিল, তাহার অনেকটাই তাহারা হারাইয়াছে। দেশীয় পঞ্চায়েত নামক জুরীপ্রথা নিষ্ঠুরভাবে প্রকম্পিত হইয়াছে। ভারত গভর্ণমেণ্টের রাজস্ব ও কৃষি বিভাগের ভূতপূর্ব্ব সেক্রেটারী সার এডওয়ার্ড বক্ বোম্বাইএর মালাবারি মহাশয়কে যে পত্র

লেখেন তাহাতেও অনুরূপ সাক্ষ্য আছে : "During the first half of the last century, we destroyed the village community in this part of India. Sir Richard Temple striking the final blow in the Central Provinces." অর্থাৎ—গত শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে আমরা এ প্রদেশস্থ গ্রামমণ্ডলী ধ্বংস করি ; স্যার রিচার্ড টেম্পল ইহার শেষ আঘাত মধ্যপ্রদেশে দেন। এই পল্লীমণ্ডলী ধ্বংস করিয়াই ইংরাজ ভারতকে সম্পূর্ণ পদানত করিয়াছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগেও এই পল্লীমণ্ডলীগুলি শত শত যুদ্ধবিগ্রহ পরিবর্ত্তন বিপর্য্যয়ের মধ্যেও আপনাদের ভাগ্যনিয়ন্তা ছিল এবং কল্যাণের পথেই অগ্রসর হইতেছিল। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে মিঃ এল্‌ফিন্‌ষ্টোন লিখিয়াছেন : "Their village communities are almost sufficient to protect their members if all other government are withdrawn." অর্থাৎ—যদি অন্য সব শাসনযন্ত্র অপসৃত হয় তবে তাহার জনবৃন্দকে রক্ষা করিতে তাহাদিগের গ্রামমণ্ডলীগুলি প্রায় পর্য্যাপ্ত। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে সার চার্লস্ মেট্‌কাফও লিখিয়াছিলেন : "The village communities are little republics having nearly everything they want within themselves. They seem to last where nothing else lasts. Dynasty after dynasty tumbles down, revolution succeeds to revolution, Hindu, Pathan, Moghul, Marhatta, Sikh, English are masters in turn but the village communities remain the same...... The union of the village communities, each one forming a little separate state in itself, has, I conceive, contributed more than any other cause to the preservation of the people of India

through all revolutions and changes which they have suffered and it is in a high degree conducive to their happiness and to the enjoyment of great portion of freedom and independence." অর্থাৎ—গ্রামমণ্ডলীগুলি ক্ষুদ্র প্রজাতন্ত্ররাজ্য ; তাহারা প্রায় যে সমস্ত বস্তু চাহে তাহা তাহাদিগের মধ্যেই আছে। যেখানে কিছুই স্থায়ী হয় না সেখানে তাহারা স্থায়ী হয় বলিয়া মনে হয়। রাজবংশের পর রাজবংশ উল্টাইয়া পড়ে, রাজবিপ্লবের পর রাজবিপ্লব অনুগামী হয়, ক্রমান্বয়ে হিন্দু, পাঠান, মোগল, মহারাট্টা, শিখ, ইংরাজ প্রভু হয় কিন্তু গ্রামমণ্ডলীগুলি একরূপই থাকে। তাহারা যে সমস্ত বিপ্লব এবং পরিবর্তন সহ্য করিয়াছে তাহার ভিতর দিয়া প্রত্যেকে নিজের ভিতরে একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে গঠিত হইয়া এই গ্রামমণ্ডলীগুলির সংহতি, আমার বিবেচনায় ভারতীয় লোকদিগকে রক্ষাকল্পে অন্য সকল কারণ অপেক্ষা অধিকতর সাহায্য করিয়াছে এবং ইহা তাহাদের সুখ এবং অনেকাংশে স্বাধীনতা ও স্বতন্ত্রতা উপভোগে অনেকটা পরিমাণে সাহায্য করিয়াছে। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের ২২শে নভেম্বর তারিখে সার জন সলিভান জেনারেল ব্রিগ্স্ মহাশয়কে যে পত্র লেখেন তাহাতেও উহার সাক্ষ্য আছে। "Considering the incessant wars and revolutions in which they had been engaged for a full century after the Moghul Empire broke up, it is quite a wonder that there was any government at all. Yet in the midst of incessant fighting the civil institutions were undisturbed and almost everywhere the country was flourishing." অর্থাৎ—মুঘল সাম্রাজ্যের ধ্বংসের পর পূর্ণ এক শতাব্দী ব্যাপী যে অবিরাম যুদ্ধ বিপ্লবে তাহারা লিপ্ত ছিল তাহা

ভাবিলে, ইহা সম্পূর্ণ আশ্চর্য্যের বিষয় যে একেবারে কোনও শাসনযন্ত্র ছিল। তথাপি এই অবিশ্রান্ত বিগ্রহের মধ্যেও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি নিরুপদ্রবে ছিল এবং প্রায় সর্ব্বত্রই দেশ বর্ধিষ্ণু হইতেছিল।

অসীম ধৈর্যের আধার পল্লীবাসীর জীবন-নিংড়ান রক্ত দিয়াই এই ব্রিটিশ সাম্রাজ্য গঠিত হইয়াছিল। ক্ষুধিত পল্লীবাসীরই মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়া ইংরাজ সরকারের ট্যাকস্ আদায় হইয়াছে এবং এখনও এই স্বাধীনতার যুগেও তাহাই হইতেছে। ভারতীয় 'সিভিল সার্ভিস্' হইতে অবসরপ্রাপ্ত এক মহাশয় 'Al Carthil' নাম ধারণ করিয়া লিখিয়াছেন: "The whole of India is divided into villages. There are hundreds of thousands of them. A cluster of mud huts, a temple or two, some old trees, a well; an open space in the centre is the nucleus. Round about lie the arable pasture and waste of the village. Here lives and dies the peasant. The real Indian nation is there, that hardy patient folk whose labour pays the taxes and whose blood has built up the Empire and kept the gates."—The Lost Dominion (London; Blackwood, 1924), pp 305-6. অর্থাৎ সমগ্র ভারত গ্রামসমূহে বিভক্ত। তাহাদের সংখ্যা শত শত সহস্র। মৃন্ময় কুটীরগুচ্ছ, একটি বা দুইটি মন্দির, কতকগুলি পুরাতন বৃক্ষ, একটি কূপ, কেন্দ্রস্থলে একটু খোলা যায়গা হইতেছে মধ্যবস্তু। চারিদিকে পড়িয়া আছে কৃষিযোগ্য গোচারণ ভূমি এবং গ্রামের পতিত অংশ। এখানেই কৃষক বাস করে এবং দেহত্যাগ করে। এখানেই সেই প্রকৃত ভারতীয় জাতি, সেই দৃঢ় সহিষ্ণু লোকসমূহ যাহাদের পরিশ্রম ট্যাক্সসমূহ দান

করে এবং যাহাদের রক্ত সাম্রাজ্য গঠন করিয়াছে এবং তোরণদ্বার রাখিয়াছে। সংক্ষেপে আজিও ইহাই বর্তমান পল্লীর স্বরূপ। সোনার পল্লীর এই শ্মশানশয্যা দেখিয়াও হতভাগ্য ভারতসন্তানের চোখে জলের লেশ নাই, প্রাণে বেদনায় বেদনায় বিপ্লবের প্রলয় আগুন নাই, জীবনে মানুষের মতো বাঁচিবার দুর্নিবার গতিবেগ, কর্মউদ্দীপনা নাই। স্বাধীনতা পাইয়াও এ দুরবস্থা ঘুচিতেছে না। হায়রে পল্লী-সন্তান!

পল্লীর শিক্ষাদীক্ষা, পল্লীর সভ্যতা, পল্লীর স্বায়ত্তশাসন, পল্লীর পঞ্চায়েৎ প্রথা সব বিদেশীয় আক্রমণে এবং নিষ্ঠুর আঘাতে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। পল্লীধ্বংসের ফলে জাতীয় জীবন পঙ্গু ও জরাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। পল্লীবাসীর, ভারতবাসীর প্রকৃত কল্যাণ সাধন করিতে গেলে আবার এই পল্লীর শিক্ষাদীক্ষা সভ্যতাকে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে, তাহাদিগের অসাড় প্রাণে পুনরায় শক্তি সঞ্চার করিতে হইবে। পল্লীর উদ্বোধন যজ্ঞ পূর্ণ না হইলে ভারতের স্বাধীনতা, ভারতের কল্যাণ সুদূর পরাহত। এই তত্ত্ব আজকাল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনীষীরাও উপলব্ধি করিতেছেন। মিঃ লায়ন (Mr. Lyon) তাঁহার 'পলিটিক্যাল ফিলসফি' প্রবন্ধে লিখিয়াছেন: "If we wish to erect a political edifice that will endure, we must begin, as we are beginning in the case of social and economic edifices, at the foundation rather than with the roof. A representative depends for his importance on the influence and the powers of his constituency. A leader can be nothing more than a leader in name unless there is strength and vitality in the party which he leads, and it is from the bottom—from the towns

and villages of the interior—that the strength of all expressions of public opinion must be derived." অর্থাৎ আমরা যদি কোনও স্থায়ী রাজনৈতিক প্রাসাদ নির্মাণ করিতে চাহি, তবে আমরা যেরূপ সামাজিক এবং অর্থনৈতিক প্রাসাদ সম্বন্ধে আরম্ভ করিতেছি তদ্রূপ ছাদ অপেক্ষা বরং ভিত্তি হইতেই আমাদিগকে গঠন আরম্ভ করিতে হইবে। একজন প্রতিনিধিকে তাহার প্রভাব এবং প্রতিপত্তির প্রয়োজনে তাহার নিয়োগকর্তার উপর নির্ভর করিতে হয়। একজন দলপতি নামমাত্র দলপতি ছাড়া আর কিছুই হইতে পারেন না যদি যে দলকে তিনি চালনা করিতেছেন তাহাতে শক্তি এবং জীবন না থাকে; এবং তলদেশ হইতেই, অভ্যন্তরের সমস্ত নগর এবং গ্রাম হইতেই, জনমতের সমস্ত অভিব্যক্তির শক্তিলাভ করিতে হইবে। লায়ন সাহেবের এই উক্তিগুলি সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। আমাদের দেশের যে দলপতির পল্লীর উপর প্রভাব প্রতিপত্তি বেশী, পল্লীর জন-সাধারণকে যিনি তাঁহার সৈন্যদল ভুক্ত করিয়াছেন, তিনিই অসাধারণ ক্ষমতাশালী হইয়াছেন। পল্লীশক্তি পশ্চাতে থাকার ফলেই তাঁহারা বিজাতীয় শত্রুর বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া সফলকাম হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। দেশবরেণ্য, স্বদেশ প্রেমিকের অগ্রগণ্য রাণা প্রতাপ সিংহ পল্লীবাসী কোল ভীল এবং সাধারণ লোকজন লইয়াই মহা-প্রতাপান্বিত সম্রাট আকবরের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। আর এক পরম স্বদেশ প্রেমিক মহারাষ্ট্র নায়ক মহাবীর শিবাজী পল্লীবাসী মাওয়ালী বা মাবলা সৈন্য দ্বারাই প্রবলপ্রতাপশালী ধূর্ত-চূড়ামণি আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া মহারাষ্ট্র সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। যশোহরের প্রতাপাদিত্য, মহম্মদপুরের রাজা সীতারাম রায় পল্লী সৈন্যসামন্তের বলেই বলীয়ান হইয়া মুসলমান নৃপতির বিরুদ্ধে মস্তক উত্তোলন করিতে সক্ষম হন। সীতারাম রায়ের মেলাহাতী,

রূপচাঁদ ঢালি, চাঁদ সর্দার পল্লীমায়েরই দান। লোকমান্য মহামতি টিলক, মহাত্মা গান্ধি এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের প্রধান্ শক্তি পল্লীর mass বা জনশক্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত। এই পল্লীশক্তিকে যদি আবার জাগরিত এবং নিয়ন্ত্রিত করা যায়, তবে পল্লীর কল্যাণ, ভারতের কল্যাণ আপনা হইতেই ফুটিয়া উঠিবে। স্বরাজ সাধনার মূলভিত্তি এই পল্লী ; তাহা জননায়ক শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ও 'সার্চ লাইটে' বলিয়াছিলেন। যদিও পরে কার্যতঃ তিনি এই জনশক্তির ক্ষেত্র হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়াই রাজনৈতিক মৃত্যুলাভ করিয়াছিলেন। "When India had a free political life, the Hindu State was also fundamentally a federation of self-governning groups or guilds. This being our past history and tradition and the Hindus being the largest group in the mixed population of modern India, the future national state in India or what we call Swaraj, must necessarily follow the Federal ideal in building it up. And the unit of this great India Federation must be the village community revived and reconstructed to meet modern requirements. Here in these rural groups comprised either in one large village or in a combination of two or more neighbouring small villages must be laid the plinth and foundation of our Swaraj or future national state." অর্থাৎ ভারতের যখন স্বাধীন রাজনৈতিক জীবন ছিল তখন হিন্দুরাষ্ট্র মূলতঃ কতকগুলি আত্মশাসিত দল বা সমাজে সন্ধিবদ্ধতন্ত্র ছিল। ইহাই আমাদিগের অতীত ইতিহাস এবং প্রচলিত প্রথা

হওয়ায় এবং বর্তমান ভারতের মিশ্রিত অধিবাসীদিগের মধ্যে তাহারা বৃহত্তম সম্প্রদায় হওয়ায়, ভারতের ভবিষ্যৎ জাতীয় রাষ্ট্র বা যাহাকে আমরা স্বরাজ বলি তাহা, ইহার গঠনে এই ঐক্যবদ্ধ আদর্শই প্রয়োজনতঃ অনুসরণ করিবে। এবং এই ঐক্যতান্ত্রিক বৃহৎ ভারতের মূল বর্তমানের প্রয়োজনানুযায়ী নবসঞ্জীবিত এবং নবগঠিত গ্রামমণ্ডলীই হইবে। এখানেই, এক বৃহৎ গ্রাম বা দুই বা ততোধিক নিকটবর্তী ক্ষুদ্র গ্রামসমূহ লইয়া এই জানপদ সমষ্টি-সকলেই আমাদিগের স্বরাজ বা ভবিষ্যৎ জাতীয় রাষ্ট্রের ভিত্তি এবং তলপ্রদেশ স্থাপিত করিতে হইবে। কৌন্সিল অভ্ স্টেটের মেম্বর অনারেবল রামদাস পণ্টলু মহাশয়ও উক্ত মতের সমর্থন করেন। তাঁহার "Foundation of Swaraj" এবং "Rural Reconstruction" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। তিনি লিখিয়াছেন : "It is man's spirit that is the source of his will. Place a dead weight on a spring, its elasticity and resistance will be gone It is, therefore, no wonder that our village folk, who form 75 per cent of the population, and who live in rural India among most depressing surroundings, are not only economically crippled, but are weak, disorganised and disunited. The problem for us to solve, therefore, is, can we achieve freedom for the motherland without reconstructing our rural life ? I feel no hesitation in saying that unless we make a religious resolve to employ all the energy, talent and initiative which the nation can command, in the task of village reorganisation, no material or political progress is

possible.” অর্থাৎ—মানুষের ইচ্ছার মূল তাহার আত্মাই। স্প্রিংএর উপর একটা গুরুভার অর্পণ করিলে তাহার স্থিতিস্থাপকতা এবং বাধকতা তিরোহিত হইবে। সুতরাং ইহা আশ্চর্যের বিষয় নহে যে আমাদের গ্রামবাসীরা, যাহারা লোকসংখ্যার শতকরা ৭৫ অংশ এবং যাহারা গ্রাম্য ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা বিষন্নকর পরিবেষ্টনের মধ্যে বাস করে, সেই গ্রামবাসীরা কেবল যে অর্থনৈতিক হিসাবেই খঞ্জ হইয়াছে তাহা নহে, তাহারা দুর্ব্বল, বিশৃঙ্খলিত এবং ভেদযুক্ত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং আমাদিগকে যে সমস্যা পূরণ করিতে হইবে তাহা এই যে গ্রাম্যজীবন পুনর্গঠিত না করিয়া আমরা কি আমাদের মাতৃভূমির স্বাধীনতা অর্জন করিতে পারি? ইহা বলিতে আমি দ্বিধা বোধ করি না যে, যে পর্যন্ত না আমরা গ্রামের পুনর্গঠন কার্যে জাতির পরিচালনে যে সমস্ত শক্তি, প্রতিভা এবং প্রারম্ভ সূচনা আছে তাহাদিগের নিয়োগে ধর্মপণ না করি, ততদিন আর্থিক বা রাজনৈতিক কোন উন্নতিই সম্ভব নহে। শিবরাও ‘The Commonwealth of India Bill’এতেও ভারতের জাতীয় গঠনে গ্রামের উপরই জোর দিয়াছেন।

শান্তি এবং শৃঙ্খলার (law and order) দোহাই দিয়া শাসক সম্প্রদায় জাতীয় পল্লীজীবনকে যেরূপ হীন, দুর্বল, পঙ্গু ও পক্ষাঘাতগ্রস্ত করিয়া ফেলিয়াছেন, তাহার তুলনায় মুসলমান রাজত্বের সময়ে গ্রামে গ্রামে দেশে দেশে দাঙ্গাহাঙ্গামা মারামারি কাটাকাটি অনেক ভাল। ইহার ফলে জাতীয় শক্তির স্ফুরণ হয়, আত্মশক্তি সঞ্চয়ের প্রবল চেষ্টা হয় এবং সদাজাগ্রত একটি কর্মশীলতার সৃষ্টি হয়। “Preparedness for war is the best guarantee of peace” অর্থাৎ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হওনত্ব শান্তির শ্রেষ্ঠতম প্রতিভূ—পাশ্চাত্য মনীষীরই বাক্য। অযোধ্যার অরাজকতা এবং হিংসার কথা উল্লেখ করিয়া কোন ইংরাজ

লেখক Calcutta Review, Vol I, pp. 190-191এ লিখিয়াছেন: "And it may be safely averred, that even the ceaseless struggles, which prevail in that turbulent kingdom, denote a political and social frame of more healthful vigour and activity than the palsied lethargy of despair which characterises the festering and perishing masses under the rule of the British". অর্থাৎ—এবং ইহা নিরাপদে নিশ্চয়রূপে বলা যায় যে সেই বিবাদময় রাজ্যে এমন কি যে অবিশ্রান্ত যুদ্ধবিগ্রহ প্রবল ছিল, তাহা ব্রিটিশ রাজত্বের অধীনে গলিত, ধ্বংসপ্রাপ্ত জনসাধারণের বিশিষ্ট নিরাশার পঙ্গুগ্রস্ত সুপ্তি অপেক্ষা অধিকতর স্বাস্থ্যপূর্ণ তেজ এবং কার্য্যশক্তির একটা রাজনৈতিক ও সামাজিক গঠন বুঝায়। এই "festering and perishing masses" এই গলিত ধ্বংসপ্রাপ্ত জনসাধারণ আমাদেরই পল্লীবাসী যে! কর্তাদের সোহাগে পঙ্গু হওয়ার চাইতে জীবনযুদ্ধে বীরের ন্যায় মরণও যে বাঞ্ছনীয়। সোনার খাঁচায় পোষা পাখী বনে যাইয়া মরিবে তবু সোনার খাঁচায় আরাম পোষণে ফিরিবে না। সিংহের লেজের চাইতে শিয়ালের মাথাটাই মূল্যবান্। কর্তাদের nature (লালন) হইতে আমাদের ঝগড়াটে nature (প্রকৃতি) ঢের ভাল। ভাইয়ে ভাইয়ে মারামারি করি বলিয়াই আবার কোলাকুলির নিবিড় প্রেমানন্দটা পাই। কর্তাদের aw and order (শান্তি এবং শৃঙ্খলা) বন্দুক কামান চালাইয়া মারামারিটা বন্ধ করে বটে, কিন্তু প্রেমালিঙ্গনের পথটা যে একেবারেই seditious (বিদ্রোহাত্মক) হইয়া দাঁড়ায়।

ভারতের জাতীয় জীবনকে আবার সম্বুদ্ধ ও সমুন্নত করিতে হইলে, পল্লীর এই যজ্ঞীয় বেদীতেই হোমকার্য আরম্ভ করিতে হইবে। যজমানের আসনে পুরোহিত প্রতিনিধিকে বসাইয়া পূজা সম্পাদন

করিতে গেলে পুরোহিতের লক্ষ্য কেবল নৈবেদ্য, 'পূর্ণপাত্র,' এবং দক্ষিণার দিকে থাকিবে। পল্লীমঙ্গল যজ্ঞে ইংরাজ পুরোহিত দ্বারা যজ্ঞ করাইয়া সুখসম্পদরূপী দেববৃন্দের আগমনে যজ্ঞস্থলী পূর্ণ হয় নাই। পুরোহিতের উপর অতিরিক্ত প্রতিনিধিত্ব অর্পণ করার ফলে যজমানগণ আজকাল যেরূপ কেবল 'সাপের মন্ত্র' আওড়াইয়া যান, কোন্ মন্ত্রে কোন্ দেবতাকে কোন্ ভাবে আবাহন নিবেদন করা হইল সে সম্বন্ধে মূর্খ যজমান একেবারেই অজ্ঞ, সেইরূপ আমাদিগের এই রাজনৈতিক পুরোহিতেরাও অতিরিক্ত 'ট্রাস্টী' (Trustee), অতিরিক্ত প্রতিনিধি হওয়ার ফলে পল্লী যজমানের ক্রিয়াকলাপাদি সমস্তই লোপ পাইয়াছে, সন্ধ্যা গায়ত্রী পর্যন্ত ভুল হইয়াছে। পল্লীবাসীকে নিজের কাজ নিজ হাতে করিতে হইবে। গভর্নমেণ্টকে non-interference বা non-intervention policy, নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করিতে হইবে। পল্লী দুলালকে বেশী কোলে রাখিলে সে 'ন্যাংড়া' (খোঁড়া—আম নহে) হইবে। তাহাকে কোল হইতে নামাইয়া প্রকৃতির কোলে, মাটীর বুকে ছাড়িয়া দাও। সে হয়তো কিছুদিন ধূলাকাদা মাখিবে, খাইবে, এমন কি বাহ্যি প্রস্রাব করিয়া হয়তো তাহাতেই 'ভূত' সাজিবে। কিন্তু সে গায়ে পায়ে হাতে বল পাইবে, দৃঢ়শক্তিশালী স্বাস্থ্য পাইবে, আর পাইবে বিরুদ্ধ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করিয়া বাঁচিবার শক্তি ও আনন্দ। Nature versus nurture (প্রকৃতি বিরুদ্ধে কৃতি) এ ইংরাজ সরকারের Nurture হইতে পল্লীর Nature অনেক ভাল। উইলসনের Self-determination বা আত্মকর্তৃত্ব কেবল কি কাব্যেই শোভা পাইবে ? রাজনীতি ক্ষেত্রেও 'Physiocrats' দিগের 'ordre natural' সুন্দর নীতি। French physiocracyও ইহাকে "Laissez faire, laissez passer" বলে। ইহাদিগের অর্থ গভর্নমেণ্ট প্রজাদিগের বিষয়ে যত কম হস্তক্ষেপ করিয়া প্রজাদিগকে স্বাধীনতা

দিবেন ততই প্রজার মঙ্গল। ইংরাজ রাজনীতিবিদ্ Adam Smithও তাহাই বলেন।

হিন্দু সভ্যতা যে বহু প্রাচীনকাল হইতে শত সহস্র ঝড় ঝঞ্ঝার ভিতর চলিয়াও এখনও জীবনক্ষেত্রে টিকিয়া আছে তাহার প্রধান কারণ গ্রামে গ্রামে পঞ্চায়েৎ প্রথার পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন। চীন দেশেও এই নীতি যীশুখৃষ্টের জন্মের অন্ততঃ ৫।৬ শত বৎসর পূর্ব হইতে প্রচলিত ছিল। মহাপ্রাজ্ঞ দার্শনিক চীনের অর্থনৈতিক কর্ণধার লাউ-ৎসে (Lao-tze) তাঁহার অমূল্য গ্রন্থ 'তাও তেহ কিং-এ (Tao-Teh King অর্থাৎ Nature versus Nurture)এ অনুরূপ নীতি ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার উক্তির সনাতন সত্যতা আজ প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পরেও রাজনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক ধুরন্ধরদিগের প্রতি পালনীয় হইয়া রহিয়াছে। ("Democracy and Finance in China" by Mr. Kinn Wei Shaw, Ph. D., Secretary of the China Institute in America, New York city, formerly Professor in Government College of Law and Political Sciences, Hangkow, China দ্রষ্টব্য)। তিনি বলিয়াছেন: "As restrictions and prohibitions are multiplied in the state the people grow poorer and poorer; the greater the number of laws and enactments, the more thieves and robbers there will be. So long as the ruler practises non-interference the people will work out their own salvation; so long as he preserves an attitude of detachtment, they will develop in the right direction; if only he refrains from undue expansion of governmental functions they will of their own

accord become industrious and prosperous ; and if only he frees himself from avarice and pretension, they will naturally follow his example, and return to simplicity and honesty." অর্থাৎ—রাষ্ট্রে যেরূপ বাধা এবং নিষেধ বহুগুণিত হয় জনসমূহ তদ্রূপ ক্রমশঃ দরিদ্রতর হইতে থাকে ; আইন এবং বিধির সংখ্যা যত বেশী ততই সেখানে দস্যুতস্করের সংখ্যা বেশী। শাসনকর্তা যে পর্যন্ত অপ্রতিবন্ধকতা আচরণ করেন ততদিন জনগণ তাহাদিগের নিজের মুক্তি নিজেরাই বিধান করে ; যতদিন পর্যন্ত তিনি পৃথক্‌ভাব রক্ষা করেন ততদিন তাহারা সঙ্গত পথেই বর্ধিত হইতে থাকে, তিনি যদি কেবল শাসন সম্বন্ধীয় কর্মের অযথা বিস্তৃতি হইতে বিরত থাকেন, তাহা হইলে তাহারা নিজেদের সম্মতিক্রমেই শ্রমশীল এবং উন্নতিশীল হইবে ; এবং তিনি যদি নিজেকে লোভ এবং 'দাওয়া' হইতে মুক্ত করেন তবে তাহারা স্বভাবতঃই তাঁহার উদাহরণ অনুসরণ করিবে এবং অকপটতা ও সততায় ফিরিয়া আসিবে। প্রাচীন চীন-ভারতের এই সমীচীন স্বাধীনতা, স্বধর্ম আবার পল্লীতে পল্লীতে উদ্বুদ্ধ করিতে না পারিলে পল্লীউদ্ধারণ ব্রত উদ্‌যাপিত হইবে না। পল্লীর এই আত্ম-কর্তৃত্ব, self-determinationই পল্লীমায়ের বোধনষষ্ঠী, উদ্বোধন। পল্লীবোধন যজ্ঞের ইহাই প্রথম প্রস্তাব।

দ্বিতীয় প্রস্তাব

ভারতবাসীর মরণ দশা ; বাঁচার উপায়

নগরে সহরে জীবিকানির্বাহ যেরূপ দুর্বহ হইয়াছে তাহাতে আমাদিগকে 'back to village' গ্রামে প্রত্যাবর্তন নীতি অবলম্বন করিতেই হইবে। গ্রামের উন্নতি না হইলে দেশের উন্নতি, জাতীয় কল্যাণ সাধন হইতে পারে না। গ্রামকে রক্ষা করিতে গেলে রুদ্র দেবের যে ধ্বংসলীলা এখানে অপ্রতিহত প্রভাবে চলিতেছে তাহা বন্ধ করিতে হইবে। যাহাদের কল্যাণে পল্লীবোধন যজ্ঞ তাহারা যদি ভবলীলা সাঙ্গ করিয়াই চলিল, তবে যজ্ঞ পূজা করিবে কে ? মৃত্যু বিষাণের প্রলয় রোল হইতে ওই যে তীব্র আর্তনাদ, করুণ ক্রন্দন আকাশ বাতাস ভেদ করিয়া বাহির হইতেছে—"ম'লাম, ম'লাম, বাঁচাও বাঁচাও।" বাংলার কথা ধরা যাউক। প্রতি দশ বৎসরে প্রতি দশ হাজারে হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি কিরূপ হইতেছে দেখা যাউক।

	১৮৮১	১৮৯১	১৯০১	১৯১১	১৯২১
হিন্দু—	৪৮৮২	৪৭৬৭	৪৭০০	৪৫২৩	৪৩৭২
মুসলমান—	৪৯৬৯	৫০৬৮	৫১১৯	৫২৩৪	৫৩৫৫

বঙ্গের হিন্দুর শতকরা হ্রাসবৃদ্ধি কিরূপ তাহা নিম্নের তালিকাতেও প্রস্ফুট হইবে।

১৮৮১—১৮৯১ পর্য্যন্ত শতকরা ৫.০ বৃদ্ধি
১৮৯১—১৯০১ " " ৬.২ "
১৯০১—১৯১১ " " ৩.৯ "
১৯১১—১৯২১ " " ০.৭ "

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে হাজার করা ১১ জন বৃদ্ধি, ১৮৯১তে হাজার করা ৫ জন বৃদ্ধি, ১৯০১এ হাজার করা ২ জন বৃদ্ধি, ১৯১১তে হাজার করা ১ জন হ্রাস, ১৯২১এ হাজার করা ২ জন হ্রাস। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ১৩, ৫৯, ৯১৩ জন জন্ম গ্রহণ করে ; কিন্তু মানুষ মরিয়াছিল ঐ খৃষ্টাব্দে ১৪,৮১,৬১২। সুতরাং জন্ম অপেক্ষা মৃত্যু হইয়াছিল ১,২১,৬৯৯ বেশী। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে ১৩,০১,০০১ জন জন্মিয়াছিল ; কিন্তু মরিয়াছিল ১৪,০৩,০৩০ ; জন্ম অপেক্ষা মৃত্যু ১,০২,০২৯ বেশী। এইরূপ প্রতি বৎসরই প্রায় লক্ষাধিক লোক কমিতেছে। বাংলা দেশে ১৯২০ ও ১৯২১ খৃষ্টাব্দে প্রধানতঃ ম্যালেরিয়া ও তাহার পর কম পরিমাণে অন্যান্য জ্বরে যথাক্রমে ১১,৪৪,৪২১ ও ১০,৭০,৩৬৮ জন লোকের মৃত্যু হয়। মোটামুটি বৎসরে দশ লক্ষ লোকের মৃত্যু কেবল ম্যালেরিয়ায় হয়। কি সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার! অন্যান্য রোগেও যথেষ্ট প্রাণহানি হইয়া থাকে। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ওলাউঠায় ১২৪, ৯৪৯ জনের এবং বসন্তে ৩৭,০১০ জনের মৃত্যু হয় এবং এক বৎসর বয়স হইতে না হইতেই ১৯২০ ও ১৯২১ খৃষ্টাব্দে যথাক্রমে ২,৮২,০৯০ ও ২,৬৮,১৬২টি শিশু বাল্যলীলা সংবরণ করে। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে সন্তানপ্রসবঘটিত কারণে ৬০,০০০ জননী ভবলীলা সাঙ্গ করেন। ইহার মধ্যে আবার হিন্দুর মৃত্যু সংখ্যা বেশী। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারিতে দেখা যায় সমগ্র বাংলার লোকের মধ্যে মোটামুটি ২ কোটী হিন্দু এবং ২॥০ কোটী মুসলমান; অথচ ৫০ বৎসর পূর্ব্বে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে হিন্দুর সংখ্যা মুসলমান অপেক্ষা ৪৬ লক্ষ অধিক ছিল। বাংলার বিশেষতঃ পূর্ব ও উত্তর বাংলার হিন্দুজাতি ধ্বংসের পথে চলিয়াছে। সর্বনাকল্যে প্রতি বৎসরে ভারতবর্ষে প্রতি হাজারে প্রায় ৪০ জন ভবলীলা সাঙ্গ করিতেছেন ; কিন্তু গ্রেট ব্রিটেন, আয়ার্লণ্ডে ইহার সংখ্যা প্রায় ১৭, জাপানে ২০, ডেনমার্কে ১৫ এবং নিউজিলণ্ডে ৯। দেশ বিদেশের শিশু মৃত্যুর হার তুলনা করিলে

আমাদের বংশক্ষয় কিরূপ ভয়ঙ্কর হইতেছে তাহা উপলব্ধি হইবে। ইংলণ্ডে হাজার করা শিশু মৃত্যু ৭০, আমেরিকায় ৬৬, জাপানে ১২৫, বোম্বায়ে ৬৬৬, কলিকাতায় ৩১০, বাংলায় ২৪০, ভারতবর্ষে ২৩৫। ডাক্তার বেণ্টলী বলিয়াছেন যে বাংলায় শিশুমৃত্যুর হার হাজার করা ২৫০এর মধ্যে। কি ভয়ঙ্কর! ১৫ বৎসরের নীচে বালক বালিকার মধ্যে প্রতিদিন ১৮০৭টী প্রাণ দেহত্যাগ করিতেছে, বাংলায় দুই মিনিট অন্তর একটি শিশু মারা যায়। প্রতিদিন ৩৬০টি বাঙ্গালী দেহত্যাগ করিতেছে। কোন্ কর্মবিড়ম্বনায় দারুণ বিধির এই নিদারুণ বিধি আমাদের ভাগ্যে! আজ ভারতবর্ষে প্রতি মিনিটে ২৩ জন লোক মারা যায়। লণ্ডন, প্যারিস, বার্লিন, টোকিও সব যায়গায় সবাই শিশুমৃত্যু কমাইয়াছে; আর আমরা?

	১৯১০	১৯১৫	১৯২০	১৯২৪
লণ্ডন	১০০	৯১	৭৬	৭০
প্যারিস	১১৭	—	১০৫	৯৬
বার্লিন	১০২	—	৯৩	৮২
টোকিও	১৬৪	১৫৬	১৩৬	১০৫
কলিকাতা	৩৪২	৩৪৮	২৪৮	৩১০

সব জাতি তাহাদের মৃত্যু কমাইয়া বাঁচিতে জানে। আর আমরাই কেবল আঁস্তাকুড়ের পোকামাকড়, খানাডোবার মশামাছির মতো তুচ্ছ প্রাণটাকে ফুৎকারে উড়াইয়া মারিয়া ফেলিতে থাকিব? লিলি লিখিয়াছেন, (India and its Problems by W. S. Lily) যে প্রতি ২৫ বৎসরে ভারতে দুর্ভিক্ষের ফলে নিম্নলিখিতরূপ মৃত্যুসংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে:—

১৮০০-১৮২৫—দশ লক্ষ ১৮২৫-১৮৫০—চার লক্ষ
১৮৫০-১৮৭৫—পঞ্চাশ লক্ষ ১৮৭৫-১৯০০—দেড় কোটি

অর্থাৎ বৎসরে ছয় লক্ষ লোকের উপরেও মরিতেছে না খাইয়া কেবল পোড়া পেটের দায়ে। অন্যান্য দেশের তুলনায় হাজার করা জন্ম ও মৃত্যুহারের অবস্থা ভারতে কত তাহাও বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। প্রতি এক হাজার লোকে জন্মমৃত্যু হার :—

দেশ	১৯৩১-৩৫		১৯৩৯		১৯৪৩	
	জন্মহার	মৃত্যুহার	জন্মহার	মৃত্যুহার	জন্মহার	মৃত্যুহার
ভারত	৩৪·৪	২৩·৫	৩৩·০	২২·০	৩০·০ (১৯৪২)	২২·০ (১৯৪২)
ব্রহ্মদেশ	২৮·৮	১৮·৪	৩২·০	২২·৯	—	—
সিংহল	৩৬·৯	২৪·৭	৩৬·০	২১·৮	৪০·৫	২১·৩
জাপান	৩১·৬	১৭·৯	২৬·৩	১০·৬	২৯·৯ (১৯৪১)	১৫·৪ (১৯৪১)
গ্রেট ব্রিটেন	১৫·৫	১২·২	১৫·২	১২·২	১৬·৭ (১৯৪২)	—
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র	১৬·৯	১১·৬	১৭·৩	১০·৬	২১·৫	১০·৯
ক্যানাডা	২১·৪	৯·৭	২০·৩	৯·৬	২৪·০	১০·০
জার্ম্মানী	১৬·৬	১১·২	২০·৫	১২·৭	১৬·২	১২·৬
ফ্রান্স	১৬·৫	১৫·৭	১৪·৬	১৫·৫	১৫·৯	১৬·৪
আয়ারল্যাণ্ড	১৯·৪	১৪·০	১৯·১	১৪·২	২১·৮	১৪·৭
ইটালী	২৩·৮	১৪·১	২৩·৫	১৩·৪	২০·৫	১৪·২
ইজিপ্ট (মিশর)	৪২·৯	২৭·৪	৪২·২	২৬·০	৩৮·১ (১৯৪২)	২৮·৬ (১৯৪২)
অষ্ট্রেলিয়া	১৬·৯	৯·০	১৭·৭	৯·৯	২০·৭	১০·৩

এই তালিকায় লক্ষ্য করিবার বিষয় যে ক্যানাডার এবং অষ্ট্রেলিয়ার তুলনায় মৃত্যুহার কম।

এক বৎসর বয়সের নীচে শিশু মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে (গড়পড়তা)

দেশ	১৯৩১-৩৫	১৯৩৯	১৯৪৩
ভারত	১৭০	১৫৬	১৬৩ (১৯৪২)
ব্রহ্মদেশ	১৯৫	২০৪	—
সিংহল	১৮২	১৬৬	১৩২
জাপান	১২০	১১৪ (১৯৩৮)	—
গ্রেট ব্রিটেন	৬৫	৫৪	৫২
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র	৫৯	৪৮	৪০
ক্যানাডা	৭৫	৬১	৫৪
জার্মানী	৭৪	৬০	৬৬
ফ্রান্স	৭৩	৬৩	৭৫
আয়ারল্যাণ্ড	৭৮	৭০	৭৮
ইটালী	১০০	৯৭	১০৮ (১৯৪২)
ইজিপ্ট (মিশর)	১৬৫	১৬১	১৬৮ (১৯৪২)
অস্ট্রেলিয়া	৪১	৩৮	৩৬

এই তালিকায় লক্ষ্য করিবার বিষয় যে এক বৎসর বয়সের নীচে শিশু মৃত্যুহার ব্রহ্মদেশে সবচেয়ে বেশী, তাহার পরেই কম সিংহল এবং তাহার পরেই কম ভারত। আর অস্ট্রেলিয়ায় উহা সর্বাপেক্ষা কম। তাহার চেয়ে বেশী আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে এবং তাহার পরে গ্রেটব্রিটেন। বাংলায় প্রকৃতপক্ষে মুসলমানের বৃদ্ধি হিন্দু অপেক্ষা কম।

হিন্দু ও মুসলমানের বৃদ্ধির হার বাংলায়

সাল	হিন্দু	মুসলমান	সাল	হিন্দু	মুসলমান
১৯৩৩	৬·৬	৪·২	১৯৩৬	৯·১	৮·৭
১৯৩৪	৫·৫	৫·৭	১৯৩৭	৮·৯	৯·৮
১৯৩৫	৯·১	১০·৬	১৯৩৮	৪·৩	৩·৬

সাল	হিন্দু	মুসলমান	সাল	হিন্দু	মুসলমান
১৯৩৯	৮·৭	১১·১	১৯৪১	৯·০	৭·৫
১৯৪০	৯·০	১১·৫	১৯৪২	৫·৬	২·১
১৯৩৩-৩৭	৩৯·২	৩৯·০	১৯৩৮-৪২	৩৬·৬	৩৫·৮

১৯১৮ খৃষ্টাব্দের প্রবল ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগে সারা তুনিয়াটায় মারা গেল ৩৫ লক্ষ লোক; আর ১৯১৯এর ব্লুবুকের মতে এক ভারতবর্ষেই মারা গেল ৭২ লক্ষ লোক। গত জগদ্ব্যাপী তুই যুদ্ধেও এত লোক মারা যায় নাই। ইউরোপীয় যুদ্ধে এত লোক মারা গেলে সমস্ত দেশময় বিপুল আন্দোলনের প্রবল ঝঞ্ঝা সৃষ্টি হইত। আর ভারতবর্ষে? প্রাণহীন, পরাধীন, নিস্পন্দ, জড় ভারতের আবার মৃত্যু কি? "মরণরে তুঁহু মেরা শ্যাম সমান" "মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা" এটা আর বেশী কি?

পূর্বের ন্যায় দীর্ঘজীবনও এখন আর নাই। "শতং জীবতু" আশীর্বাদ এখন "ষাট্ ষাট্" আশীর্বাদে পরিণত হইয়াছে। ভীষ্মদেব ১৭০ বৎসর, ব্যাসদেব ১৫৭, বসুদেব ১৫৫, ধৃতরাষ্ট্র ১৩৫, এবং শ্রীকৃষ্ণ ১২৬ বৎসর জীবনধারণ করিয়াছিলেন। আধুনিক কালেও বারদীর লোকনাথ ব্রহ্মচারীজী, ত্রৈলঙ্গ স্বামীজী দেড়শত বৎসরের অধিক জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন। পাড়াগাঁয়ে এখনও শতাধিক বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা দেখা যায়। ফরিদপুর জেলার বালিয়াকান্দি থানার অন্তর্গত নলিয়ার নিকট ছাবনীপাড়া গ্রামের নজিমদ্দি মাতব্বর আমাদের পরিচিত ব্যক্তি। তাঁহার বয়স ১১৩ বৎসর যখন তখনও তিনি চলিয়া ফিরিয়া বেশ বেড়াইতে পারিতেন। ১১৫।১১৬ বৎসরে তাঁহার দেহ-ত্যাগ হয়। কিন্তু ইহাদের সংখ্যা ক্রমশঃই হ্রাস পাইতেছে। হিন্দু যুগে হিন্দুরা যেরূপ দীর্ঘজীবী হইতেন মুসলমান যুগে তদ্রূপ না হইলেও মুসলমানের অপেক্ষা দীর্ঘজীবী ছিলেন। মৌলানা মিন্দ হাজিউদ্দিন

বলেন যে মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুর দীর্ঘজীবন বেশী। তুল্য আব-হওয়ার মধ্যেই হিন্দু গড়পড়তায় ১০২ বৎসর এবং মুসলমান গড়পড়তায় ৭৬ বৎসর জীবনধারণ করেন। ফৈজীও এইরূপ সাক্ষ্য দেন। আবুল ফজল বলেন যে, হিন্দুর জীবনকাল গড়পড়তায় ৯০ বৎসর এবং মুসলমানের ৭৮ বৎসর। মুসলমান যুগ হইতে ইংরাজ যুগে হিন্দুর জীবনকাল কিরূপ কমিয়া আসিতেছে তাহা নিম্নের তালিকায় দৃষ্ট হইবে।

মুসলমান যুগে হিন্দুর জীবনকাল:—

দিল্লীর	হিন্দুর	৮৪ বৎসর
আগ্রার	,,	৮১ ,,
ফতেগড় পরগণার	,,	৮০ ,,
সেকেন্দরাবাদের	,,	৭০ ,,
মারওয়ারের	,,	৬৮ ,,
বেলগায়ের	,,	৬৭ ,,
গুলবর্গের	,,	৬৬ ,,
সোমালির	,,	৬৪ ,,
কর্ণাটের	,,	৬০ ,,
কাশ্মীরের	,,	৫৭ ,,
বাংলার	,,	৫৪ ,,
বেহারের	,,	৫৩ ,,

ব্রিটিশ যুগে হিন্দুর দীর্ঘ জীবনকাল কিরূপ নিম্নগামী হইয়াছে তাহা নিম্নের তালিকা দৃষ্টে বুঝা যাইবে:—

সিন্দের হিন্দুর আয়ুষ্কাল	৫৩ বৎসর
ত্রিবাঙ্কুর কোচীন এবং মালাবারের হিন্দুর ,,	৫০ ,,

ভারতের মধ্যপ্রদেশ এবং মালোয়ার হিন্দুর আয়ুষ্কাল	৪৭ বৎসর
গুজরাট কাথিবার ও কচের হিন্দুর "	৪৬ "
দাক্ষিণাত্যের হিন্দুর . "	৪৬ "
মহারাষ্ট্রের " "	৪৫ "
মহীশূর, কর্ণাট এবং আর্কটের " "	৪৪ "
মেওয়ার এবং মারোয়ার " "	৪৩ "
পাঞ্জাবের " "	৪৩ "
উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের " "	৪১ "
বাংলার " "	৩৬ "
উড়িষ্যার " "	৩৩ "
আসামের " "	৩০ "

হিন্দু, অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর আয়ুষ্কালের তুলনায় তোমার স্থান যে সর্বনিম্নে!

আর্য বৌদ্ধের আয়ুষ্কাল	৮১ বৎসর
খৃষ্টানের "	৬২ "
মুসলমানের "	৫৩ "
আর্য জৈনের "	৪৯ "
আর্য শিখের "	৪১ "
আর্য হিন্দুর "	৩৮·৭ "

হিন্দুর মধ্যে আবার বর্ণাশ্রম অনুযায়ী চারিবর্ণের জীবনকাল হিসাবে ব্রাহ্মণ সর্বনিম্নে। হায় ব্রাহ্মণ!

শূদ্রের	জীবনকাল	৪২ বৎসর
বৈশ্যের	"	৩৯ "
ক্ষত্রিয়ের	"	৩৭.৫ "
ব্রাহ্মণের	"	৩৫ "

অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতবর্ষের গড় আয়ুহার যে কেবল কম তাহা নহে। স্বাধীন দেশের আয়ুহার ক্রমশঃ বাড়িয়াছে আর পরাধান ভারতবর্ষের কেবল কমিয়াছে।

গড় আয়ুর হার:—

	১৮৯০	১৯০০	১৯১০	১৯২৩	১৯২৫
আমেরিকার	৪২.২	৪৭	৫৪	৫৬	৫৬.২
ইংলণ্ডের	৪০.৫	৪২.২	৪৭	৫০.৭	৫১.৩
জাপানের	—	৩৬	৩৯	৪৩.৩	৪৪.১
ভারতবর্ষের	—	৩২.৪	২৭.৫	২২.৯	২২.৮

স্বাধীন জাতিরা একদিকে যেমন তাহাদের আয়ুষ্কাল বাড়াইতেছে অন্যদিকেও আবার তাহারা তাহাদিগের মৃত্যুর হার কমাইতেছে। সব জাতির জয়যাত্রা মরণ জয় করিয়া জীবন পথে অগ্রসর, আর আমরাই কেবল পরাজয়ের পঙ্কিল পথে অবলুণ্ঠিত, বিধ্বস্ত হইব? গোলামের জাতির কি প্রাণের কদর নাই? প্রাণ নিয়া ছিনিমিনি খেলিয়া ফুকিয়া উড়াইয়া দিবে? ওরে মরণোন্মুখ গোলামের জাতি, অন্য জাতির জয়যাত্রা ছ্যাখ্।

	১৯০০	১৯১০	১৯২০	১৯২৫
আমেরিকা	১৭.৫	১৪.৩	১১.৮	৮.৫
ইংলণ্ড	১৮.২	১৬.৪	১২.৫	৯.৭

	১৯০০	১৯১০	১৯২০	১৯২৫
ফ্রান্স	২০.৪	১৮.৫	১৩.১	১১.৫
জার্মানী	১৯.৫	১৭.২	১৩.২	১২.২
জাপান	২৪.৫	১৯.৩	১৬.২	১৪.৫
ভারতবর্ষ	৩০.৫	৩৭.৪	৩৭.৪	৩২.২

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় যেমন ভারতবর্ষের অবস্থা অতীব শোচনীয়, তদ্রূপ ভারতের অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলার অবস্থা আরও শোচনীয়। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের স্বাস্থ্য বিভাগের বার্ষিক রিপোর্টই তাহা প্রকাশ করিতেছে। ঐ বৎসর হাজার করা জন্ম, মৃত্যু ও লোক সংখ্যা বৃদ্ধি নিম্নলিখিত তালিকা দৃষ্টে পরিস্ফুট হইবে।

প্রদেশ	জন্মের হার	মৃত্যুর হার	লোক সংখ্যা বৃদ্ধির হার
মধ্যপ্রদেশ	৪৩.৯	২৭.৩	১৬.৬
পাঞ্জাব	৪০.১	৩০.১	১০.১
বিহার ও উড়িষ্যা	৩৫.৬	২৩.৭	১১.৯
বোম্বাই	৩৪.৭	২৩.৭	১১.০
মান্দ্রাজ	৩৩.৭	২৪.৪	৯.৩
আগ্রা-অযোধ্যা	৩২.৭	২৪.৮	৭.৯
সীমান্ত প্রদেশ	২৬.৯	১৯.৮	৭.১
বর্মা	২৫.৪	১৮.৭	৬.৭
আসাম	২৯.১	২২.৫	৬.৬
বাংলা	২৯.৬	২৪.৯	৪.৭

বাংলার পাব্লিক হেল্‌থের ডিরেক্টার ডাক্তার সি. এ. বেণ্টলী তাঁহার ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের পাব্লিক হেল্‌থ রিপোর্টে যে তালিকা দিয়াছেন তাহাও দিলাম।

প্রদেশ	জন্মহার (Per mille বা হাজারকরা)	মৃত্যুহার (Per mille বা হাজারকরা)	বৃদ্ধিহার (Per mille বা হাজারকরা)
মধ্যপ্রদেশ (Central Province)	৪৬·০	৩৪·৩	১১·৭
পাঞ্জাব	৪১·৬	৩৬·৩	৫·৩
বিহার ও উড়িষ্যা	৩৭·৩	২৫·৭	১১·৬
বোম্বাই	৩৭·০	২৮·৫	৮·৫
মান্দ্রাজ	৩৬·১	২৫·৬	১০·৫
যুক্তপ্রদেশ (United Provinces)	৩৪·২	২৫·১	৯·১
আসাম	৩০·৮	২৩·০	৭·৮
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ (N.-W. Frontier Provinces)	৩০·২	২১·৭	৮·৫
বর্মা	২৭·৬	২০·৯	৬·৭
বাংলা	২৭·৪	২৪ ৭	২·৭

ইহার আর এক সাক্ষ্য মিঃ এফ. ডব্লিউ. জনস্টোন (Mr. F. W. Johnstone, American representative to the League against Imperialism at Berlin) তাঁহার কারারুদ্ধ হইবার প্রাক্‌কালে ইণ্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে বক্তৃতা প্রসঙ্গে দেন। "The British Imperialists claimed, proceeded the speaker, that they had assured peace in India. What a peace indeed that the whole people had been driven near to the region of death at a high speed! What was more terrible than the silent warfare carried on by

Imperialism in the land the toll of which was the sapping of the race-vitality both mental and physical? The casualties of this silent warfare were the terrifying high mortality of the children, the unwarranted death rate of the mothers at childbirth and the reduction of the span of life to 20 years only. Was the six million death necessary and unavoidable or was it due to their silent warfare? Influenza and plague were the war epidemics and the terrific death rate of the Indians was the result of the warfare carried on by the British Imperialists"—The Forward, December 22, 1928. অর্থাৎ বক্তা বলিতে লাগিলেন যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা দাবী করেন যে তাঁহারা ভারতে শান্তি নিশ্চিত করিয়াছেন। প্রকৃতই কি ইহা শান্তি—যে দ্রুতগতিতে সমগ্র জনসমষ্টি মৃত্যুরাজ্যের সন্নিকটে বিতাড়িত হইয়াছে। এদেশে সাম্রাজ্যবাদীরা শারীরিক এবং মানসিক উভয়বিধ জাতীয় জীবনীশক্তির গোপনে ক্ষতিরূপ শুল্কের দ্বারা যে নিঃশব্দ যুদ্ধকর্ম চালাইতেছেন তাহাপেক্ষা আর কি ভয়ঙ্কর হইতে পারে? এই নিঃশব্দ যুদ্ধকর্মের মৃত্যুহানি হইতেছে শিশু মৃত্যুহারের ভয়ঙ্কর উচ্চতায়, প্রসবকালে জননীদিগের অসঙ্গত মৃত্যুহারে এবং জীবনকালের বিংশতি বৎসর মাত্রায় হ্রাসে। ঐ ষাট্ লক্ষ মৃত্যু কি প্রয়োজনীয় এবং অপরিহার্য অথবা ইহা তাঁহাদের নিঃশব্দ যুদ্ধকর্মের জন্যই? ইনফ্লুয়েঞ্জা এবং প্লেগ যুদ্ধকালীন মহামারী এবং ভারতীয়দিগের ওই ভয়ঙ্কর মৃত্যুহার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদিগের দ্বারা পরিচালিত যুদ্ধকর্মেরই পরিণাম। ইংরাজ আমলে আধ্যাত্মিক ভারত নশ্বর ভৌতিক দেহত্যাগ করিয়া যেরূপ দ্রুতবেগে অগ্রসর

হইতেছিল তাহাতে শীঘ্রই ভারতবর্ষ প্রেতভূমি বা 'a land of spirits'এ পরিণত হইবে। 'Spiritualists' দিগের একটা সুন্দর 'ল্যাবরেটরী' বা পরীক্ষাগার এই ভারতবর্ষ হইবে। Sir Oliver Lodge (এখন পরলোকে) এবং Arthur Connan Dyle এর নিকট একটি 'wireless telegram' বা বেতার টেলিগ্রাম করা উচিত—"Here's a land for your experiment haunted by hosts of ghosts in the astral plane." অর্থাৎ—আপনাদের পরীক্ষার জন্য ভুবর্লোকে প্রেতচমূঅধ্যুসিত এক দেশ এখানে পাইবেন।

যম রাজার এই toll বা শুল্ক যে কমান যাইতে পারে তাহা ইউরোপ আমেরিকা প্রমাণ করিতেছে। ঐ সব দেশীয় চিকিৎসকদিগের মতে যে সমস্ত রোগে অধিকাংশ লোক মারা যায় তাহার অধিকাংশই preventible বা নিবার্য। ইহার প্রতিবিধান উপায় 'Preventive Medicine'এর অন্তর্গত। ইহার মানে কেহ যেন শিশি বোতলপূর্ণ ঔষধ মনে না করেন। শরীর পালন এবং স্বাস্থ্যবিষয়ক বিজ্ঞান (hygiene) এবং পারিপার্শ্বিক বেষ্টনের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা (sanitation) ইহার অন্তর্গত। Mark F. Boyd, M. D. 'Preventive Medicine'কে ব্যবহৃত জীবনবিজ্ঞানের বা Applied Biologyর এক শাখা বলিয়াছেন, যাহার দ্বারা পীড়ার নিদানসমূহ পরিবর্তন বা দূরীকরণ করিয়া ব্যাধির কোপ কমান বা উচ্ছেদসাধন করা যায়। ভারতের পল্লীতে পল্লীতে এই 'প্রিভেন্টিভ মেডিসিনের' তত্ত্বসমূহ প্রচার করিয়া তদনুযায়ী কার্য করিলে এবং করাইলে পল্লীসমূহ যে আবার যম রাজার প্রাণঘাতী কটাক্ষ হইতে মুক্তি পাইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমেরিকার নিউইয়র্ক সিটিতে এই তত্ত্বানুযায়ী কার্য করার ফলে যে তদ্দেশবাসীর জীবনকাল বাড়িয়া গিয়াছে তাহা মার্ক এফ. বয়েড, এম. ডি. মহাশয়ের উক্তি

হইতেই দৃষ্ট হইবে। "New York city furnishes us with a concrete example of the influence that improved hygiene and sanitation exerts in prolonging human life. In 1882 Dr. J. S. Billings prepared a life table for New York city based upon the mortality experience for the years 1879, 1880 and 1881. At that time a male child five years of age could expect to live 39·7 years longer and a female child 42·8 years longer. In 1913 a similar table was prepared based upon the experience of the years 1909, 1910 and 1911. Males at the age of five have an expectation of 50·1 further years of life and females an expectation of 53·8 years. Thus in this period of 30 years the expectation of life for males at the age of five years has incresed by 10·4 years and that of females by 11 years···. This increase in the expectation of life is observed at all ages up to 35, while at all ages above 43 is a constantly increasing diminution in the duration of life. This change in the expectation of life in New York city is justly referable to improved hygiene and sanitation as New York city was one of the first cities in the country to organise an efficient health department, which has since been maintained on a high plane of efficiency"—Chapter 1, Introduction of "Preventive Medicine" by Mark F. Boyd, M. D., published by W. B.

Saunders Company, Philadelphia and London. অর্থাৎ—উন্নত স্বাস্থ্যনীতি এবং শরীর পালন মানবের আয়ুষ্কাল বর্ধনে যে প্রভাব সাধন করে তাহার বাস্তব উদাহরণ নিউইয়র্ক সহরই আমাদিগকে দিতেছে। ১৮৭৯, ১৮৮০ এবং ১৮৮১ খৃষ্টব্দের মৃত্যুহারের অভিজ্ঞতার উপর ১৮৮২ খৃষ্টব্দে ডাঃ জে. এস্. বিলিংস্ নিউইয়র্ক সহরের জন্য একটি জীবন তালিকা প্রস্তুত করেন। সেই সময়ে পাঁচ বৎসর বয়স্ক প্রত্যেক বালকের জীবনকাল ৩৯·৭ বৎসর এবং বালিকার ৪২·৮ বৎসর আশা করা যাইত। ১৯০৯, ১৯১০ ও ১৯১১ খৃষ্টাব্দের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করিয়া ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে অনুরূপ একটি তালিকা প্রস্তুত করা হয়। পাঁচ বৎসর বয়স্ক বালকদিগের জীবনকাল ৫০·১ বৎসর অধিক এবং বালিকাদিগের ৫৩·৮ বৎসর অধিক আশা করা যায়। এইরূপে এই ৩০ বৎসরে পাঁচ বৎসরের বালকের আয়ুষ্কাল ১০·৪ বৎসর এবং বালিকার আয়ুষ্কাল ১১ বৎসর বাড়িয়াছে। আয়ুষ্কালের এই বৃদ্ধি ৩৫ বৎসর পর্যন্ত সর্ববয়সেই দেখা যায়, আর ৪৩ বৎসরের পর সর্ববয়সেই আয়ুষ্কালের হ্রাস সর্বদা বৃদ্ধি পাইতেছে। নিউইয়র্ক সহরে আয়ুষ্কালের এই পরিবর্তন উন্নত স্বাস্থ্যনীতি এবং শরীর পালনের সহিতই ন্যায়সঙ্গতভাবে সম্বন্ধযুক্ত; কারণ এই দেশে এক কার্যকরী স্বাস্থ্য বিভাগ গঠন করিতে, যাহা তদবধি কার্যকারিতার এক উচ্চ স্তরে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে, এরূপ যে সমস্ত প্রধান সহর আছে নিউইয়র্ক সহর তাহার মধ্যে একটি। এই 'হাইজিন' এবং 'স্যানিটেশন'এর, এই স্বাস্থ্যরক্ষা ও শরীর পালনের এবং পারিপার্শ্বিক বেষ্টনের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা দ্বারা পল্লীরও যে পরম কল্যাণ সাধিত হইতে পারে তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। কিন্তু স্বাধীন দেশের স্বাধীন নগরে যাহা হইতে পারে, পরাধীন দেশের 'গোলামখানা' সকলে তাহা হইতে পারে না। তথাপি নামে মাত্র স্বাধীন ভারতীয় মন্ত্রীদের হাতে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য বিভাগ যাওয়ায়

যতটুকু এ বিষয়ে উন্নতি হইয়াছে, প্রকৃত লোকায়ত্ত পূর্ণ স্বরাজ পাইলে তাহা অপেক্ষা যে আরও উন্নতি হইবে তাহা নিশ্চয়। ১৯১৬-১৭তে গবর্ণমেণ্ট এ জন্য কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে মোট ব্যয় করেন ১,২৯,৮৬,৪৯৮৲ টাকা আর ১৯১৮-১৯এ ব্যয় করেন ১,৬৬,৪৩,০৫৩৲ টাকা। কিন্তু ১৯১৯-১৯২০ সালের পরে দেশীয় মন্ত্রীদের হাতে ইহার কতকটা কর্তৃত্ব গেলে এই বাবদে ব্যয় ভারত সরকারের তহবিল হইতে ২৬,০৭,২৭১৲ টাকা ও প্রাদেশিক তহবিল হইতে ৩,০৪,২০,১৬৯৲ টাকা, মোট ৩,৩০,২৭,৪৪০৲ টাকা। যথার্থ লোকায়াত্ত পূর্ণ স্বরাজ পাইলে আমরা যে কি করিতে পারি ইহা তাহারই ইঙ্গিত। মূর্খ পল্লীবাসী ধর্মহীন হইয়া শরীর পালন, পল্লী পালন সবই ভুলিয়াছে। মহামূর্খ পল্লীবাসী পাশ্চাত্যের আদর্শে শরীর পালন, দেশ পালন তত্ত্বও বুঝে না; আবার এদিকে ধর্ম্মশাস্ত্রকারদিগের শৌচ বিধিনিষেধগুলি দিয়া কেবল 'শৌচকর্মই' করে। ধর্মহীন ভারতবাসী খাদ্যে অখাদ্য ভেজাল মিশাইবে; ঔষধ পথ্য বিকৃত করিবে; জল, আলো, বাতাস, যাহা তাহার প্রধান খাদ্য এবং যাহা রোগ প্রতিষেধক, তাহাকেই সহস্রভাবে দূষিত করিবে। এই মহা পাপ হইতে বিরতির শিক্ষা গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে খুব কমই দিবেন; সুতরাং পল্লীবাসীর স্বাবলম্বন নীতি অবলম্বন করা ছাড়া আর গত্যন্তর নাই। 'Self-help is the best help.' হারকিউলিশের উপদেশ "God helps him who helps himself". যে নিজে নিজের সহায় ভগবান তাহার সহায়। গ্রামের উন্নতির ভার আমাদিগকেই বহিতে হইবে। ডাক্তার উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় যাহাকে 'dying race' বলিতেছেন সেই মরণোন্মুখ জাতিকে বাঁচাইতে হইলে পল্লীর দিকেই আমাদিগকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে হইবে; কারণ ভারতবাসীর শতকরা প্রায় ৮০ জন বা ৮৫ জন পল্লীবাসী। ইংরাজ রাজত্বে পল্লীবাসী হিন্দু-মুসলমান সকলেই

ধ্বংসের পথে যাইতেছিল। পল্লীর উন্নতি বিধান না করিলে এই মৃত্যুলীলা প্রতিহত করা যাইবে না। গ্রামে গ্রামে গ্রাম্য 'সেবক মণ্ডলী' গড়িতে হইবে। তাহারা জার্মানীর সেবকবৃন্দ 'Wander Vogels'এর ন্যায় সামান্য বস্ত্রে, সামান্য খাদ্যে সন্তুষ্ট হইয়া গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া গ্রামবাসীদের জীবনযাত্রার মধ্যে অপূর্ব সহানুভূতি, সহমর্মিতা আনিবে। পল্লীর বাণী, পল্লীর কাহিনী, পল্লীর বেদনা, পল্লীর দুঃখ দারিদ্র্য তাহারা আপনার মনে করিবে। গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া 'Preventive Medicine'এর তত্ত্ব তাহাদিগকে বুঝাইতে হইবে; নতুবা যমরাজার করাল কবল হইতে আর তাহাদের নিস্তার নাই। আমেরিকা, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, জাপান, ইতালী, রুশ সবাই বলিতেছে: 'Health is purchasable', স্বাস্থ্য কেনা যায়, কিন্তু ভারতবাসী পল্লীবাসী স্বাস্থ্য কি দিয়া কিনিবে? "Health is purchasable but where is the purchasing capacity of India with six pence income a day per capita?" অর্থাৎ—স্বাস্থ্য কেনা যায়; কিন্তু প্রত্যেকের দৈনন্দিন ছয় পয়সা আয়ে ভারতের ক্রয়শক্তি কোথায়? অর্থনীতিজ্ঞ Adam Smith বলিয়াছেন যে একটি জাতির স্বচ্ছলতা তাহার মৃত্যুহারের দ্বারা প্রমাণিত হয়। আমাদের অত্যধিক মৃত্যুহার প্রমাণ করে যে আমরা অর্থহীন ও অন্নহীন। তাই চাই অন্নসংস্থান। (১)

———

(১) গ্রন্থকারের 'পল্লীবোধনে অন্নসমস্যা' পুস্তক এই স্থলে দ্রষ্টব্য।

তৃতীয় প্রস্তাব

কৃষকের বল, 'কৃষিবলে'র মরণ কাহিনী, জীবন দানের মন্ত্র

পল্লীর, ভারতের অন্নসমস্যা দূরীকরণের আর একটি প্রধান উপায়—গো-মহিষাদি জাতির উন্নতি সাধন। নন্দিনী, শবলা, সুরভী, কামধেনুর দেশ, দুগ্ধের অফুরন্ত ভাণ্ডার ভারত আজ দুধের কাঙ্গাল। পল্লীবাসী, ভারতবাসী আজ দুগ্ধাভাবে ক্ষীণ, ম্লান, দীর্ণ, জীর্ণ, অস্থিকঙ্কালসার। এই দুগ্ধাভাবের কারণ আমাদের গোধনের অবনতি। যে ভারতে গো-জাতি দেবী এবং মাতার সম্মানে পূজিত হইত, যে ভারতের গো-গৃহে পর্যাপ্ত পরিমাণে ক্ষীর, সর, নবনী পাওয়া যাইত, সেই ভারত আজ দুগ্ধহীন হইতে বসিয়াছে। সম্রাট্ আকবরের সময়েও দিল্লীর অনেক গাভী প্রত্যেকে পনর সের করিয়া দুধ দিত এবং তাহাদের প্রত্যেকের দাম দশ টাকার বেশী ছিল না। (Unhappy India by Lala Lajpat Rai, p.299 ও The Conditon of Cattle in India by N. Chatterjee, p. 12 দ্রষ্টব্য)। লজপত রায় আরও লিখিয়াছেন : "They would walk faster than horses and could fight with tigers and elephants (Bernier quoted by Chatterji). Only 25 years ago Bengal cattle used to yield from 3 to 5 seers of milk per head on an average but now the yield has dwindled down to one seer only per head per day. (Blackwood : 'A Survey and Census of Cattle of Bengal' in the Calcutta 'Englishman' ; quoted by Chatterji). And this figure applies generally to all milch cattle in India (Sir John Woodroffe, quoted by

Chatterji)—Unhappy India by Lajpat Rai, pp 299—300 2nd edition. অর্থাৎ—তাহারা অশ্ব অপেক্ষা দ্রুততর হাঁটিতে পারিত এবং ব্যাঘ্র ও হস্তীর সহিত যুদ্ধ করিতে পারিত (ঐ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক উদ্ধৃত বার্নিয়ার সাহেবের মত)। কেবল ২৫ বৎসর পূর্বেও বাঙ্গলার গাভী গড়পড়তায় মাথা প্রতি ৴৩ হইতে ৴৫ সের দুধ দিত। কিন্তু উহা বর্তমানে কমিয়া দিন মাথা প্রতি ৴১ সেরে দাঁড়াইয়াছে (কলিকাতার 'ইংলিশম্যান' পত্রে 'ব্ল্যাকউড্' সাহেবের ঐ প্রবন্ধ হইতে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কর্তৃক উদ্ধৃত) এবং এই অঙ্ক ভারতের সমস্ত দুগ্ধবতী গাভীর প্রতি সাধারণভাবে প্রযোজ্য (ঐ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কর্তৃক উদ্ধৃত স্যার জন উড্রফের মত)। কেবল যে দুগ্ধবতী গোমহিষাদির অভাব হইয়াছে তাহা নহে, ভূমি কর্ষণোপযোগী বলদেরও তুল্যভাবে অভাব হইয়াছে। এ দেশের দুগ্ধবতী গাভীর দুর্দশা চূড়ান্ত হইতে বসিয়াছে। এ দেশে এক একটি গাভী গড়পড়তায় একসের করিয়া দুধ দেয়। কিন্তু ইংলণ্ডে দেয় দশ সের, ডেনমার্কে দশসের, এবং আমেরিকায় যুক্তরাজ্যে পাঁচসের। ব্রিটিশ ভারতে লোক সংখ্যা ২৪,৪২,৬৭,০০০ এবং দুগ্ধবতী গাভীর সংখ্যা প্রায় পাঁচ কোটী। ক্যাপ্টেন মাটুসেন (Captain Matusen) এবং মিঃ জে. আর. ব্ল্যাকউডএর (Mr. J. R. Blackwood) মতে প্রত্যেক গাভী বৎসরে ৭ মাস গড়ে রোজ সোয়া একসের (৴১।০) মাত্র দুধ দেয়। এই হিসাবে আমরা গড়ে প্রত্যেকে প্রতিদিন মাত্র আড়াই ছটাক দুধ খাইতে পাই। অন্যান্য দেশে প্রত্যেক লোকে দুধ খায় প্রতিদিন—কানাডায়—৫৬·৮ আউন্স, নিউজিল্যাণ্ডে—৫৫·৬ আউন্স, সুইজারল্যাণ্ডে—৪৯·২ আউন্স, ফিনল্যাণ্ডে—৪৫·৫ আউন্স, গ্রেটবৃটেনে—৪০·৭ আউন্স, আর ভারতে মাত্র—৫·৩ আউন্স দুধ। কিন্তু ডাক্তারেরা বলেন যে লোকের প্রতিদিন অন্ততঃ ৴১। দুধ খাওয়া দরকার। গরুর সংখ্যা ব্রিটিশ ভারতে প্রায় চৌদ্দ কোটী ছিল। ডেনমার্কে এবং

নিউজিল্যাণ্ডে উভয় ক্ষেত্রেই তাহা প্রায় কুড়ি লক্ষ। লোক সংখ্যা ভারতে—২৪,৪২,৬৭,০০০; ডেনমার্কে—২,০৫,০০,০০০; নিউজিল্যাণ্ডে—১২,০০,০০০। ১৯১৪—১৫ খৃষ্টাব্দে গরুর সংখ্যা ছিল ১৪,৭০,০০,০০০; ১৯১৯-২০ খৃষ্টাব্দে ইহার সংখ্যা ১৪,৫০,০০,০০০ এবং ১৯২৪-২৫ খৃষ্টাব্দে প্রায় ১৪ কোটীর কাছাকাছি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে এক জোড়া বলদ প্রত্যেক ঋতুতে মাত্র পনর বিঘা ভূমি চাষ করিতে পারে। ব্রিটিশ ভারতে ৬৮,৪০,০০,০০০ বিঘা কৃষিক্ষেত্র ছিল। কর্ষণোপযোগী যে বলদ আছে তাহার মধ্যে শতকরা ২৫টি বৃদ্ধ, রুগ্ন, দুর্বল ও শিশু; বাকী শতকরা ২৫টি গাড়ীটানাদি কার্যে ব্যবহৃত হয়। এইভাবে বাদ দিলে কৃষিকার্যের জন্য প্রায় দুই কোটী চল্লিশ লক্ষ মাত্র বলদ অবশিষ্ট থাকিল। ইহাতে প্রত্যেক জোড়া বলদের প্রতি ঋতুতে ৫৭ বিঘা ভূমি চাষ করিতে হয়—যাহা করিতে প্রকৃত পক্ষে ৪ জোড়া বলদের প্রয়োজন। হিন্দু নাকি শাস্ত্র মানে! হিন্দুর স্মৃতি অত্রি সংহিতা বলিতেছেন যে "ধর্মিষ্ঠগণ আটটি বৃষ দ্বারা হল চালনা করেন; ছয়টি বৃষ দ্বারা চালানও সমাজগর্হিত নহে; নির্দয় ব্যক্তিরা চারিটি বৃষ দ্বারা হলচালনা করে; আর যাহারা দুইটি বৃষ দ্বারা হলচালনা করে তাহারা ত গোহত্যাকারী। বৃষদ্বয় বাহিত হল ১ প্রহর পর্যন্ত, বৃষ চতুষ্টয় বাহিত হল মধ্যাহ্ন পর্যন্ত, ষড়বৃষ বাহিত হল তৃতীয় প্রহর পর্যন্ত এবং অষ্টবৃষ বাহিত হল সম্পূর্ণ একদিন চালিত করিতে পারেন।" ২১৭।২১৮।২১৯। মহামুনি পরাশরও বলিতেছেন: "হলমষ্টগবং ধর্ম্যং ষড়গবং মধ্যমং স্মৃতম্। চতুর্গবং নৃশংসানাং দ্বিগবং বৃষঘাতিনাম্॥" পরাশর সংহিতা, ২।৩। অর্থাৎ—আটটি বলদের দ্বারা হল চালাইলে ধর্মানুযায়ী কাজ হয়। ছয়টির দ্বারা মধ্যম ধর্ম, চারিটির দ্বারা নৃশংসের কার্য এবং দুইটি গো দ্বারা চালাইলে বৃষঘাতী হইতে হয়। দুইয়ের

অধিক বৃষবাহিত হল চালান একপ্রকার উঠিয়া গিয়াছে। মাত্র তুইটি বৃষ দ্বারা সারাদিন হল চালনা করিতে আমরা একটুও কুণ্ঠিত নহি। আমরা প্রকৃতই 'গোহত্যাকারী'। ইহার ফলে বলদের যে কিরূপ স্বাস্থ্যহানি হইয়াছে তাহা আর কাহাকেও দেখাইতে হইবে না। ইহার ফলে দেশে শস্য উৎপাদনও কম হইতেছে। প্রতি একরে (প্রায় তিন বিঘায়) ভারতে তুই মণ পঁচিশ সের পরিমাণ শস্য জন্মিতেছে; কিন্তু গ্রেট ব্রিটেনে ৭ মণ ৫ সের, জাপানে ৭ মণ চব্বিশ সের, সুইজারল্যাণ্ডে ৭ মণ ২৮ সের, কানাডায় ৪ মণ ২ সের, মিশরে ৪ মণ ২ সের জন্মিতেছে। এ বিষয়ে দেশীয় সামন্ত রাজ্যগুলির বা Native States গুলির অবস্থা ইংরাজের অধীন ভারত (British India) বা বর্তমানের স্বাধীন ভারতরাষ্ট্র ও পাকিস্তান হইতে অনেক ভাল।

বিঘা প্রতি ধানের ফলন

খৃষ্টাব্দে	দেশীয় রাজ্যে (Native States)	ইংরাজ রাজ্যে (British India)
১৯১০	৭ মণ ২১ সের	৭ মণ ১৫ সের
১৯১৩	৭ „ ২৪ „	৭ „ ৮ „
১৯১৬	৭ „ ২৬ „	৬ „ ৩৫ „
১৯১৯	৭ „ ৩০ „	৬ „ ২৫ „
১৯২২	৭ „ ৩৫ „	৬ „ ১০ „
১৯২৫	৭ „ ৩৮ „	৫ „ ৩৮ „

দেশীয় রাজ্যে ধানের ফলন বাড়িয়াছে আর বিদেশীয় ইংরাজ ভারতে উহা ক্রমশঃ কমিয়াছে, কেবল 'গজমূর্খ' এবং 'ধামাধরারাই' বলিত ইংরাজ রাজত্বে আমাদিগের খুব উন্নতি হইতেছিল।

লোক সংখ্যা তুলনায় অন্যান্য দেশের গরুর সংখ্যাও বেশী। প্রতি একশত জন লোকের জন্য ভারতবর্ষে বড় জোর ৫৯টি গরু আছে; কিন্তু ডেনমার্কে ৭৪, যুক্তরাজ্যে ৭৬, কানাডায় ৮০, কেপ কলোনীতে ১২০, নিউজিল্যাণ্ডে ১৫০, অষ্ট্রেলিয়ায় ২৫৯, আর্জেণ্টাইনে ৩২৩, উর্গায় ৫০০। একেত গরুর সংখ্যা আমাদের দেশে কম, তাহার উপর অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে যেগুলি আছে তাহাদেরও স্বাস্থ্যভঙ্গ। ইহার উপর আবার তাহারা পর্যাপ্ত ও পুষ্টিকর আহার পায় না। উপযুক্ত গোচারণ ভূমির জন্যও গোজাতির ধ্বংস হইতেছে। এখন উপযুক্ত গোচারণ ভূমি প্রায়ই মেলে না। বিশেষতঃ বাঙ্গলার পল্লীতে পল্লীতে গোচারণ ভূমিগুলিতে পাটের আবাদ করা হইতেছে। গোজাতির স্বাস্থ্য ভাল করিতে হইলে পল্লীতে পল্লীতে ইউনিয়ন বোর্ড হইতে বা গ্রাম মণ্ডল হইতে সমবেতভাবে বিস্তৃত গোচারণ ভূমি রাখিবার ব্যবস্থা আশু প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে।

গোজাতির অবনতির আর একটি প্রধান কারণ গোহত্যা। ব্রিটিশ ভারতে নানা কারণে প্রতি বৎসরে প্রায় এক কোটী গোহত্যা হইত। এই হত্যার কারণ গোরা সৈন্য এবং সাধারণ খৃষ্টান, মুসলমান লোকদের আহারের জন্য মাংস সরবরাহ, চামড়ার ব্যবসা এবং মাংসের রপ্তানী। কলিকাতার টাঙ্গরা কসাইখানাতেই প্রতি বৎসর প্রায় পনর হাজার গোহত্যা হইয়া থাকে। বৎসরে প্রায় দশ লক্ষ মণ মাংস রপ্তানী হয়। ইহা বাদে প্রত্যেক বৎসরে প্রায় পাঁচ লক্ষ জীবন্ত গরুও বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে। গত প্রথম ইউরোপীয় যুদ্ধের পর এই রপ্তানী খুবই বাড়িয়া গিয়াছে।

কিন্তু এই রপ্তানীর শোচনীয় ব্যাপার অপেক্ষাও নিদারুণ লোমহর্ষণকর ব্যাপার আমরাই করিয়া থাকি। কৃষির মূলধন, মাতৃস্তন্যের ন্যায় দুগ্ধদাত্রী, জাতির জীবন স্বরূপ গোজাতিকে ভারতবাসী আমরাই

স্বহস্তে ধ্বংস করিতেছি, 'ছিন্নমস্তা'র ন্যায় নিজের রুধির নিজেই পান করিতেছি। জহ্লাদের দোসর, যমরাজার সাকরেদ, নৃশংসতা এবং নিষ্ঠুরতার মূর্তিমান বিগ্রহ পল্লীবাসী ভারতবাসী আমরাই যে গোজাতির সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ অসংখ্য যম! একটা জাতির অধঃপতন সুরু হইলে সকল দিক দিয়াই হয়। তাই দেখিতেছি খাণ্ডবানলের ন্যায় এই জঠরানলে অন্নহীন ভারতবাসী ক্ষুধার তাড়নায় লক্ষ লক্ষ প্রাণী প্রেরণ করিতেছে। জাতীয় সম্পত্তির কি ভয়াবহ মর্মদাহী অপচয় হইতেছে তাহা নিম্নের তালিকা হইতে দৃষ্ট হইবে। দেশের ভিন্ন ভিন্ন মিউনিসিপ্যাল কসাইখানায় (Municipal Slaughter Housesএ) এক বৎসরে (১৯২৩ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯২৪এর ৩১শে মার্চ পর্যন্ত) কিরূপ মরণলীলার নরকাভিনয় প্রকটিত হইয়াছে তাহা কর্তৃপক্ষের দ্বারাই ব্যক্ত হইয়াছে।

নং	সহর	গরুহত্যা	ভেড়াপাঁঠা বধ
১।	কলিকাতা	৯০,৩১৪	২,৬২,০৭৪
২।	হাওড়া	১৩,৩৪১	১০,২৯১
৩।	ঢাকা	৯,০৬০	২৮,৮৪২
৪।	বান্দ্রা (বোম্বাই)	৫৮,১৫৪	৭,৮৬,৩৪২
৫।	সাহজাহানপুর	২৫,৬৫৩	×
৬।	লাহোর	১১,৪৩৭	১,৯৮,৯৪৯
৭।	দিল্লী	২৯,৫৬৫	১,৯০,৭৮৯
৮।	শোলাপুর	১১,৬১৫	৬৮,১৬৪
৯।	মীরাট	৯,৪৫৩	১৪,৪২৭
১০।	কানপুর	১০,৫৬৩	৪৩,৮৯০
১১।	লক্ষ্ণৌ	১১,১৫৭	১,১৮,৫৩০
১২।	আহমেদাবাদ	১৪,১২৮	৮০,২২৩

নং	সহর	গরুহত্যা	ভেড়াপাঁঠা বধ
১৩।	পাজুন দং (রেঙ্গুন)	২৬,৫০৯	১,৫৩,৫৫৮
১৪।	কারাচী	৫,৩৭৯	১,৫৯,৭৬৮
১৫।	আকোলা	৪,১২১	১৩,৪৬২
১৬।	বাহরেচ	৪,৯০১	৮,৫৮৯
১৭।	আগ্রা	১০,৫৯৭	৪৩,৩৬৩
১৮।	গোরক্ষপুর	৪,৩২২	৩৬,৯২৪
১৯।	ভূশয়াল	১,৯৭৮	৭,১৪২
২০।	গোধ্রা	৫,১০১	×
২১।	জব্বলপুর	৬,৯৪০	১১,৯৭৯
২২।	রেওয়ারী	৫,০৭৫	৪,৬৭৭
২৩।	মথুরা	৫,৪৫১	৮,২০৪
২৪।	গাজীপুর	২,৫৬৬	৪,৯৬১
২৫।	শিয়ালকোট	৬,২৫৮	২৬,৪৯২
২৬।	রাজামহেন্দ্রী	২,৯১৯	২০,৪৫০
২৭।	ভিজাগাপট্টম	২,০৪০	১৮,৭৯৩
২৮।	কুর্‌লা (বোম্বাই)	৭,৭০৫	×
২৯।	ব্রোচ	২,৫৩২	১৫,০৪৫
৩০।	ত্রিচিনপল্লী	৪,২৯৮	৯২,৯৭৭
৩১।	সুরাট	৩,৪৭৬	৯২,৪৫০
৩২।	কুনুর	২,৩৮৬	৯,৮৯০
৩৩।	আকৈয়ব	৩,১৬৩	৪৯৭
৩৪।	বরহানপুর	২,৪৭৮	৯,৫০৯
৩৫।	দেরাগাজিখাঁ	২,৮৭৪	৫,০৩৭
৩৬।	মালিগাঁও	২,৮৮২	×

নং	সহর	গরুহত্যা	ভেড়াপাঁঠা বধ
৩৭।	নাদিয়াদ	১,৮০৪	২,৬৫৪
৩৮।	মাঙ্গালোর	১,৭২৪	৪,৫২১
৩৯।	মহীশূর	৩,৩৩৮	৫৩,২৪১
৪০।	মাস্কাপুর	২,৭৪১	১,৮৯৪
৪১।	মুঙ্গের	১,১৯৯	১৬,৩৯০
৪২।	দোহাদ	২,১৪৪	৫,১০৯
৪৩।	ধুলিয়া	১,৭৫০	১১,৬৪৫
৪৪।	শিকারপুর	১,১৯৫	৩৪,৪৬০
৪৫।	বেলগাঁও	১,৬৫৪	৫,৯৬৩
	মোট	৪,৩৭,৯৪০	২৬,৮২,১৫৫

কী সংজ্ঞাতিক জহ্লাদবৃত্তি! কী নৃশংস হত্যাকাহিনী! কী নির্মম মৃত্যুলীলা! পাপের পঙ্কিল প্রবাহে হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান ভাসিয়া চলিয়াছে। এই সব কসাইখানা, slaughter house নাকি তোমাদের সভ্যতাব্যঞ্জক! তোমরা নাকি পশু হইতে শ্রেষ্ঠ! এই সব মাংসলোলুপ, রক্তপিপাসু মানুষ-পশু হইতে, এই সব সভ্য পশু হইতে, ওই সব বন্য অসভ্য পশুগুলি কি এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ নহে? তাহারা তাহাদের বধ্যকে আত্মরক্ষার সুযোগ দেয়, পলাইবার অবসর দেয়। তাহাদের খাদ্যান্তর নাই বলিয়া তাহারা পশুখাদক। আর, ওরে মানুষ নামধেয় বর্বর পশুখাদক, পশুঘাতক, তুমি আজ কোন্ পর্যায়ভুক্ত! 'Congress on Public Health'এর সমক্ষে স্যর বেঞ্জামিন ডব্লিউ. রিচার্ডসন (Sir Benjamin W. Richardson, M. D., F. R. C. S.) যে আশা প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা আজ নিরাশায় মগ্ন। তিনি বলিয়াছিলেন: "I sincerely hope that before the close of the (nineteenth) century, not

only will slaughter houses be abolished but that the use of animal flesh as food will be absolutely abandoned." অর্থাৎ—আমি অকপটভাবে আশা করি যে এই (উনবিংশ) শতাব্দী শেষ হইবার পূর্বেই কেবলমাত্র কসাইখানাগুলি যে কেবল উঠিয়া যাইবে তাহা নয়, খাদ্যরূপে জান্তব মাংসের ব্যবহারও সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হইবে।

'এগ্রিকালচারাল জার্নাল অভ্ ইণ্ডিয়ার (Agricultural Journal of India, Vol. XVII. Pt. I, January 1922) মিষ্টার ডব্লিউ. স্মিথ (The Imperial Dairy Expert) লিখিয়াছেন: "The first and most needful form of cow protection urgently wanted in India is the stoppage of the slaughter of young cows and female buffalloes in the large cities." অর্থাৎ—বড় বড় সহরসমূহে মহিষী এবং অল্প বয়স্কা গাভী হত্যার নিবৃত্তিই গোরক্ষণ বিষয়ে সর্বপ্রথম এবং সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বিষয়। সহরে নগরে যে সমস্ত গরু কসাইখানায় নিহত হয় তাহার অনেকাংশ সহুরে' গোয়ালাদের কারসাজিতে হয়। এই সহুরে' গোয়ালারাই (তাহারা নাকি হিন্দু!) এই গোমেধ যজ্ঞের প্রধান পাণ্ডা। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজের গো তদন্তের সংবাদ (Report on Cattle Survey) মিঃ এইচ. সি. স্যাম্পসন্ লিখিয়াছেন: "It may be estimated that the imports of milch cattle into Madras are not less than 5 000 annually, the bulk of which are sold to butchers when dry, while the calves mostly die of starvation. Thus the progeny of the best milking stock of the country are lost to the country." অর্থাৎ—ইহা নিরূপিত হইতে পারে যে বৎসরে অন্যূন ৫,০০০ দুগ্ধবতী গাভী মাদ্রাজে

আমদানী হয়। ইহাদের অধিকাংশই দুধ ছাড়ান দিলে কসাইদিগের নিকট বিক্রয় করা হয় এবং ইহাদিগের বৎসগুলি প্রায়ই অনাহারে মারা যায়। মাদ্রাজের কৃষি বিভাগের ডিরেক্টর মিঃ আর. সি. উডও বলেন : "Most of these cows (brought to Madras) go to the slaughter house as soon as they run dry, and their calves are allowed to die of neglect." অর্থাৎ—দুধ দেওয়া ছাড়ান পড়িলেই এই সমস্ত গাভীর (মাদ্রাজে আনীত) অধিকাংশই কসাইখানায় যায় এবং ইহাদিগের বৎসগুলিকে অবহেলায় মরিতে দেওয়া হয়। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে ভারত গবর্নমেণ্ট কর্তৃক প্রকাশিত মেজর ডি. জে. মিগার এবং আর. ই. ভগন (Majors D. J. Meagher and R. E. Vaughan) যে পুস্তক লিখিয়াছেন তাহাতে আছে : "Large numbers of milch cattle pass down yearly to Calcutta chiefly from the Kosi district and are sold to local gowallas, the purchase money being usually paid by instalments. At the end of the cold weather when the cows are beginning to run dry and the sales of milk tend to decrease, they are sold to the butchers for slaughter, to avoid the expense of feeding through the summer months in a place where pasturage is scarce and stallrent high, and also because from the effects of climate they fail to hold when put to the bull." অর্থাৎ : প্রধানতঃ কোসি জেলা হইতে বহুসংখ্যক দুগ্ধবতী গাভী প্রতি বৎসর কলিকাতায় যাইয়া স্থানীয় গোয়ালাদিগের নিকট বিক্রীত হয়। এই খরিদ মূল্য সাধারণতঃ কিস্তিতে কিস্তিতে দেওয়া হয়। শীতকালের শেষে যখন তাহারা দুগ্ধ দেওয়া ছাড়ান দেয় এবং

যখন দুগ্ধ বিক্রয় কম হইতে থাকে, তখন তাহারা হত্যার জন্য কসাই-দিগের নিকট বিক্রীত হয়। যেখানে গোচারণ দুর্লভ এবং ঘর ভাড়া বেশী সেই স্থানে গ্রীষ্মের কয়েকমাস তাহাদিগকে খাওয়াইবার খরচ এড়াইবার উদ্দেশ্যে ইহা করা হয় আর জলবায়ুর গুণে তাহারা এই সময়ে গর্ভধারণ করিতে সক্ষম হয় না। ইহাই উহার কারণ।

কলিকাতার গোয়ালারা যে নির্মম, জঘন্য, পৈশাচিক অত্যাচারে গোজাতির সর্বনাশ করিতেছে তাহার সাক্ষ্য ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা কর্পোরেশনের যে তদন্ত কমিটী বসে তাহার রিপোর্টে বর্ণিত আছে। এই কমিটীর সভাপতি ছিলেন মিঃ পেইন (Mr. Payne) এবং মেম্বর ছিলেন আর. ব্রনফেল্ড (R. Brannfeld) ; সেরাজউল ইস্‌লাম ; সি. ব্যাঙ্কস্ (C. Banks) ; জি. পি. শেল্‌টন (G. P. Shelton) এবং শ্রীসীতানাথ রায়। কলিকাতার গোয়ালাদিগের পাশবিক অত্যাচার কাহিনী বিস্তৃতভাবেই উদ্ধৃত করিলাম : "There are various reasons why the goala sends his dry cows to the butcher. The space in his shed is limited and he can accommodate only a fixed number of cows. He keeps that number and as soon as they are off milk, he sells them to the butcher and replaces them by cows in milk. His capital is also limited and whenever he needs to buy a new milking cow, he has to sell a dry one. For similar reasons he cannot afford to keep the calves which, accordingly, he also sells to the butcher and as cows in this conntry are generally of poor milking capacity and do not give milk without their calves the goala has to resort to 'Phooka', a

process, which, as the evidence shows, is not only painful but tends to make the cows sterile, at least for some considerable time. The goala, therefore, finds it profitable to dispose of his dry cows, though undoubtedly the slaughter of cows, which in different conditions would continue to bear calves and give milk much longer, results in the long run in the permanent deterioration of the breed and seriously affects the milk supply of the country which is already deficient both in quantity and in quality. The town dairies draw to themselves year after year the best milking animals in the country, and there is already a deficiency of such cattle in the upcountry markets."
অর্থাৎ—গোয়ালা তাহার দুগ্ধহীন গাভীকে কেন কসাইয়ের নিকট পাঠায় তাহার অনেক কারণ আছে। তাহার গোশালায় স্থান সংকীর্ণ এবং সে কেবলমাত্র নির্দিষ্ট সংখ্যক গাভীকেই স্থান দিতে পারে। সে সেই সংখ্যক গাভী রাখে এবং যেই তাহারা দুধ ছাড়ান দেয় অমনি সে তাহাদিগকে কসাইয়ের নিকট বিক্রয় করে এবং দুগ্ধবতী গাভী আনিয়া তাহাদের স্থান পূরণ করে। তাহার মূলধনও নির্দিষ্ট পরিমাণ এবং যখনই তাহার একটি নূতন দুগ্ধবতী গাভী ক্রয় করিতে হয় তখনই তাহাকে একটী দুগ্ধহীন গাভীকে বিক্রয় করিতে হয়। অনুরূপ কারণেই সে বৎসগুলিকেও রাখিতে পারে না এবং সেগুলিকেও কসাইদের নিকট বিক্রয় করে। এই দেশের গাভীগুলি সাধারণতঃ স্বল্প দুগ্ধবতী হওয়ায় এবং বৎস নহিলে দুগ্ধ দেয় না বলিয়া গোয়ালা 'ফুকা' দেওয়ার প্রথা অবলম্বন করে। প্রমাণ দর্শন করায় যে এই প্রথা কেবল যে

যন্ত্রণাদায়ক তাহা নহে, ইহা গাভীগুলিকে অন্ততঃ কিছুকালের জন্য বন্ধ্যা করে। ভিন্ন অবস্থায় এই গাভীগুলির দীর্ঘকাল বৎস প্রসব এবং দুগ্ধ দানের সম্ভাবনা থাকিলেও গোয়ালা তাহার দুগ্ধহীন গাভীগুলিকে বিক্রয় করা লাভজনক মনে করে, যদিও গাভীহত্যা দীর্ঘকালক্রমে গোজাতির স্থায়ী অবনতিতে নিশ্চয় পরিণত হয় এবং যে দুগ্ধ পূর্ব হইতেই গুণে এবং পরিমাণে কম হইয়াছে দেশের সেই দুগ্ধের সরবরাহকে গুরুতররূপে ক্ষতিগ্রস্ত করে। বৎসরে বৎসরে দেশের সর্বাপেক্ষা ভাল দুগ্ধবতী গাভীগুলিকে সহরের গোশালায় লওয়া হয় এবং পশ্চিম দেশের হাটে এরূপ গাভীর ন্যূনতা পূর্বেই দেখা যাইতেছে। ইহার সঙ্গে বৈদেশিক ক্রেতাদের প্রলোভনও আছে। লালা লাজপত রায় লিখিয়াছেন: "The foreign buyers come as a disturbing factor tempting the gowalas to make milch cattle unfit for milking after one or two lactations by practices like 'phooka' for the sake of a little commercial gain"— Unhappy India, p. 298. অর্থাৎ—সামান্য কিছু ব্যবসায়িক লাভের জন্য 'ফুকার' ন্যায় কার্যের দ্বারা এক বা দুইবার দুগ্ধপ্রদানের পর দুগ্ধবতী গাভীকে দুগ্ধ দানের অনুপযুক্ত করিতে গোয়ালাদিগের প্রলোভিত করিয়া বিদেশী ক্রেতারা উৎপাতের কারণ রূপে আসে। স্যর জন উডরফের মত উদ্ধৃত করিয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও (The Condition of Cattle in India by N. Chatterji, p. 27) ঐ কথা বলিয়াছেন। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দেও কলিকাতা কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান রূপে মিঃ সি. এফ্. পেইন (Mr. C. F. Payne) যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাও পাঠকের অবগতির জন্য এস্থলে দেওয়া গেল: "The Calcutta goala with his ignorant and wasteful method causes a perpetual drain on the best cows in the country. The

evidence tendered before the Corporation committee shows conclusively that good milking cows are harder to procure every year, and the price is steadily going up. The goala usually buys his cows at the beginning of their second lactation period. He then practises the abominable process of 'phooka' upon them and obtains milk from 6 to 8 months at the most. By the end of that time the cow is, if not permamently sterile, at least useless for breeding for milking purposes for two or three years, and is sold to the butcher. The result is that instead of having a useful life of 8 or 10 years, she is milked for less than 2 years and only bears two calves, one of which is also probably sold to the butcher. And this is a process which is constantly going on with the best cows in the country. The cruelty of it will probably appeal strongly to my hearers but what appeals to me even more strongly is the abominable wastefulness of the system." অর্থাৎ—কলিকাতার গোয়ালা তাহার অজ্ঞতা এবং অপচয়পূর্ণ প্রণালী দ্বারা দেশের শ্রেষ্ঠ গাভীগুলির স্থায়ী ক্ষতি করিতেছে। কর্পোরেশন কমিটীর নিকট উপস্থাপিত প্রমাণ সিদ্ধান্তরূপে দেখাইতেছে যে প্রতি বৎসরে ভাল দুগ্ধবতী গাভী প্রাপ্ত হওয়া দুষ্করতর হইয়াছে এবং ইহার মূল্য স্থিররূপে বাড়িতেছে। গোয়ালা সাধারণতঃ দ্বিতীয় প্রসবের প্রারম্ভেই তাহার গাভীগুলি ক্রয় করে। তাহার পরে সে তাহাদের উপর জঘন্য 'ফুকা' পদ্ধতি অবলম্বন করে এবং তাহাদিগের নিকট

হইতে বড় জোর ৬ হইতে ৮ মাস পর্যন্ত দুগ্ধ পায়। ঐ সময়ের পরে গাভী স্থায়ীরূপে বন্ধ্যা না হইলেও দুই তিন বৎসরের জন্য দুগ্ধার্থে প্রসবে অকর্মণ্য হয় এবং কসাইয়ের নিকট বিক্রীত হয়। ইহার ফল এই যে ৮।১০ বৎসরের ব্যবহারোপযোগী জীবনের পরিবর্তে দুই বৎসরের কম কালের জন্য তাহাকে দোহন করা হয় এবং সে দুইটি মাত্র বৎস প্রসব করে এবং তাহার আবার একটি হয় তো কসাইয়ের নিকট বিক্রীত হয়। আর দেশের সর্বোত্তম গাভীগুলির উপর এই পদ্ধতি অবিশ্রান্তভাবে চলিতেছে। ইহার নিষ্ঠুরতাই সম্ভবতঃ আমার শ্রোতা-দিগকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করিবে, কিন্তু এই পদ্ধতির জঘন্য অপচয়ই আমাকে আরও অধিকতর প্রবলভাবে আকৃষ্ট করিতেছে।

গোয়ালাকুলপাংশন, হিন্দুর জাতির কলঙ্ক, নরকের ন্যাকার, সৃষ্টির ব্যাভিচার এই পৈশাচিক জহ্লাদগুলি হইতে কসাইখানার জহ্লাদগুলি অধিকতর নীচ, হীন, ঘৃণ্য, নিষ্ঠুর কোন ক্রমেই নহে। বাঙলার বুক, পল্লীর কোল হইতে পল্লীর প্রাণধারা অমৃতবল্লী সব কাড়িয়া আনিয়া কলিকাতার বুকের উপর এই হিন্দু জহ্লাদগুলি যে বলিদানের 'হাড়িকাঠ'এর উপর গোমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছে, তাহা মূর্খ বাঙ্গালী, নারকী বাঙ্গালী দেখিয়াও দেখিতেছে না। পাপের এই নরককুণ্ডে ডুবিয়া বিষ্ঠার কৃমিকীটের ন্যায় বাঙ্গালী আপনার ক্ষুদ্রত্বে, আপনার হেয়ত্বে, জঘন্যত্বে আপনিই বিভোর। কলিকাতা কর্পোরেশনে নাকি বাঙ্গালী স্বায়ত্তশাসন পাইয়াছে! ভারতরাষ্ট্রে ও পাকিস্তানে নাকি স্বাধীনতা আসিয়াছে! স্বাধীন স্বরাজী কৌন্সিলরদিগের হৃদয় এ বিষয়ে কি স্পন্দনশূন্য? দেশবাসী কি নির্জীব, মৃত? গোকুলের হাম্বা হাম্বা রবে কলিযুগের গোকুলনাথদিগের প্রাণ কি আকুল, ব্যাথিত, মথিত হইবে না? এই প্রাণঘাতী বাড়বানল হইতে কোন্ গোপাল আজ এই সব গোধন উদ্ধার করিবে? পল্লীবাসী, তুমিই সে

গোপাল। ভারতবাসী, হিন্দুস্থানবাসী, পাকিস্তানবাসী তুমিই সে গোপাল।

এই নৃশংস কসাইবৃত্তি কমিবার পরিবর্তে ক্রমশঃ বাড়িয়াই যাইতেছে। কেবল মিউনিসিপ্যাল কসাইখানাতেই একত্রিশ লক্ষ কুড়ি হাজার পঁচানব্বইটি প্রাণীর বধ সাধন হয় এক বৎসরে। এইরূপ আরও কত লক্ষ লক্ষ নিরীহ প্রাণী যে নেপথ্যে হত হয় তাহার ইয়ত্তা নাই। পল্লীর শ্যামল কোল হইতে ছিনাইয়া লইয়াই এই সহুরে' রাক্ষসদিগের জঠরানলে এই সব প্রাণী আহুতি পড়িতেছে। গাঁয়ের রাক্ষসদিগের জঠরানলে ইহাপেক্ষা ঢের বেশী আহুতি পড়িতেছে। এত আহুতি সত্ত্বেও জঠরানলের আগুন লেলিহান হইয়া দাউ দাউ করিতেছে। "মৈঁ ভুখা হুঁ মৈঁ ভুখা হুঁ" করিয়া সমগ্র দেশ অন্নাভাবে হাহাকার করিতেছে। মহামূর্খ ভারতবাসী বুঝিতেছে না যে, মায়ের স্তন্যে হৃষ্ট পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইতে হইলে মাকে সুস্থ সবল ও দীর্ঘজীবী করিতে হইবে। মায়ের মাংসে দুই চারি দিনের পূর্ণ ভোজন চলিতে পারে। কিন্তু পনর বিশ বৎসর স্থায়ী দুগ্ধ ভোজন চলিবে না। ধর্মনীতির কথা বাদ দিয়া অর্থ নৈতিক হিসাবেও তো "আপনার বুঝ্ পাগলেও বোঝে"। যে গোজাতির উপর দেশের কৃষি, দেশের আহার, দেশের জীবন মরণ সমস্যা নির্ভর করে, সেই গোজাতিকে রক্ষা না করিলে দেশবাসীর অন্নসমস্যার সমাধান হইবে না। অন্নসমস্যার সমাধান না হইলে দেশবাসীর অকাল মৃত্যু রুদ্ধ হইবে না। গোহত্যার অর্থনৈতিক অপচয় (economical wastage) গ্রামে গ্রামে দেশে দেশে ভাল করিয়া বুঝাইতে হইবে। পল্লীতে পল্লীতে গোরক্ষণী সভাসমিতি করিতে হইবে। কৃষকদের দুয়ারে দুয়ারে গোরক্ষণ মন্ত্র ধ্বনিত এবং গোরক্ষণ যজ্ঞ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। এই যজ্ঞের জন্য চাই সর্বত্যাগী, ধর্মপরায়ণ ঋত্বিক্‌, হোতা, পুরোহিত।

আমলাতন্ত্রের কাছে ভিক্ষা মাগিলে গলাধাক্কাই মিলিবে। ক্ষণিক লাভে লুব্ধ আমলাতন্ত্রের দূরদৃষ্টি নাই। ক্ষণিক লাভে মত্ত হইয়া সে যে আপনার শ্মশান, কবর আপনি রচনা করিতেছে তাহা সে বুঝিতেছে না। সে বুঝিতেছে না যে, ভারতকে শ্মশানক্ষেত্রে পরিণত করিলে অন্নাভাবে শ্মশানে শৃগাল কুকুরের ন্যায় পূতিগন্ধময় গলিত শব দ্বারাই শেষে তাহার ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতে হইবে। বিদেশী বণিকের নীতি "India must be bled white" তাহার নিজেরই মৃত্যুবাণ হইয়াছে। এই গোরক্ষণ বিষয়ে রাজনীতির দিক্ দিয়াও ভারতের ও পাকিস্তানের কর্তাদের মুসলমান সম্রাট্‌দিগের নীতি অবলম্বনীয়।

মুসলমান ভারত সম্রাটেরা বুঝিয়াছিলেন যে, বেশী দুগ্ধ আহরণ করিতে হইলে ভারতরূপী গাভীকে সুস্থ, সবল এবং সন্তুষ্ট রাখিতে হইবে। গোজাতির উপর ভারতের ধনধান্য পণ্যসম্ভার নির্ভর করে। সুতরাং গোখাদক হইয়াও তাঁহারা গোরক্ষণ মন্ত্র ভুলেন নাই। ভোপালের ষ্টেট লাইব্রেরীতে সম্রাট্ হুমায়ুনের প্রতি সম্রাট্ বাবরের উপদেশপূর্ণ একখানি অমূল্য গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহাতে যে ছয়টী উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার মধ্যে দ্বিতীয় উপদেশই গোহত্যা সম্বন্ধে। ডাক্তার সৈয়দ মহম্মদ পিএইচ. ডি. মূল গ্রন্থখানির ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছেন। এই গোহত্যা সম্বন্ধে বাবরের উপদেশের ইংরাজী অনুবাদ এই: "In particular refrain from the slaughter of cow, which will help you to obtain a hold on the hearts of the people of India. Thus you will bind the people of this land to yourself by ties of gratitude." অর্থাৎ—বিশেষতঃ গোহত্যা হইতে বিরত থাকিবে। ইহা তোমাকে ভারতবাসীর হৃদয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখিতে সাহায্য করিবে। এই ভাবে এই দেশবাসীর সহিত তোমাকে কৃতজ্ঞতার বন্ধনে বদ্ধ করিবে। হুমায়ুনের পুত্র সম্রাট

আকবরও তাঁহার বিস্তৃত সাম্রাজ্যের সর্বত্রই গোহত্যা নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। আইন-ই-আকবরী এবং অন্যান্য গ্রন্থে তাহার বিশদ উল্লেখ আছে। সম্রাট্ জাহাঙ্গীরও এই নিষেধ বহাল রাখেন; অধিকন্তু তিনি আদেশ দিয়া আকবরের জন্মদিন রবিবারে এবং তাঁহার সিংহাসনাধিরোহণের দিন বৃহস্পতিবারে সর্বত্র সর্বপ্রকারের প্রাণীহত্যা এবং শিকার পর্যন্ত নিষেধ করেন। মহম্মদ সাহও গোহত্যা নিষেধ করেন। মুসলমান যুগের প্রাচীনকালে ইরাক রাজ খলিফা আব্দুল মালেক গোহত্যা নিষেধ করেন। হায়দার আলী গোহত্যা নিষেধ করিয়া এক অনুশাসন প্রচারিত করেন। ইহা ওলন্দাজ ভাষায় লিখিত। সিভিলিয়ান মিঃ গুলেটী ইহার ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছেন। আধুনিক কালেও স্বাধীন আফগানিস্থানের ভূতপূর্ব বিখ্যাত অধিপতি আমীর আমানুল্লা সাহেব, হাইদ্রাবাদের অধিপতি নিজাম সাহেব, কাথিবারের মাংগ্রোলের অধিপতি সেখসাহেব, রাধানপুরের নবাব সাহেব এবং মুর্শিদাবাদের নবাব সাহেবও তাঁহাদের নিজ নিজ দেশে গোহত্যা নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের পরমোপকারী গভর্নমেণ্ট আমাদের জন্য যখন তাহা করিবেন না, তখন এ কার্য আমাদিগকেই করিতে হইবে।

গোরক্ষণ সংক্রান্ত পুস্তিকা প্রচারের দ্বারা এই সব তথ্য পল্লীবাসীকে, দেশবাসীকে শুনাইতে হইবে, বুঝাইতে হইবে এবং সেগুলি যাহাতে পরিপালিত হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বাঙ্গলার গোমাতার পূজারী বাঙ্গালী এখন গোপালন ছাড়িয়া দিয়াছে। বাঙ্গলার অনেক হাট বাজারে অধিকাংশ দুগ্ধবিক্রেতা গো-খাদক মুসলমান। বাঙ্গালীর মুখে 'গোমাতা' কথাটা যেন ব্যঙ্গ বলিয়াই বোধ হয়। বাঙ্গালী হিন্দু যাহাতে আবার গো-সেবাপরায়ণ হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। চাকুরীজীবী হিন্দু বাঙ্গালী 'আপখোরাকী' দশ বার টাকায় দিন ভোর কেরানীগিরি করিবে, তবুও দুই চারিটি গরু পালন করিয়া স্বাধীনভাবে তাহার অধিক

উপার্জন করিবে না। অর্থোপার্জন হিসাবেও যে গো-পালন লাভজনক ব্যবসা তাহা শিক্ষিত (Economics এর B. A., M. A.কেও) বা অশিক্ষিত কর্ম্মহীন, নিশ্চেষ্ট, জড়পিণ্ডবৎ বাঙ্গালীকে বুঝাইতে হইবে।

গোধনের হ্রাসের আর একটি প্রধান কারণ উপযুক্ত এবং পর্যাপ্ত সংখ্যক ষাঁড়ের (breeding bullএর) অভাব। পূর্ব্বকালে যথেষ্ট সংখ্যক 'ধর্মের ষাঁড়' এই কার্যের জন্য পাওয়া যাইত। পিতামাতাদির শ্রাদ্ধ কার্যে 'বৃষোৎসর্গ' হিন্দুর অবশ্য কর্তব্য। এই উৎসর্গীকৃত বৃষই 'ধর্মের ষাঁড়'। ইহারা স্বেচ্ছায় অবাধে সর্বত্র বিচরণ করিত এবং গোবৎসজনন কার্যে সুন্দররূপে ব্যবহৃত হইত। পর্যাপ্ত পরিমাণে আহার পাইয়া এবং মুক্ত আলো বাতাসে চলা ফেরা করিয়া ইহারা হৃষ্টপুষ্ট ও স্বাস্থ্যসম্পন্ন হইত এবং তাহার ফলে ইহাদের সন্তানসন্ততিও হৃষ্টপুষ্ট হইত। এ সম্বন্ধে Mr. J. R. Blackwood, M. A., I. C. S., Director of Agriculture, Bengal তাঁহার 'A Survey and Census of Cattle in Bengal (1915)'এর ২২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন: "He very rightly thinks the old Hindu system of breeding by means of sacred Brahmini Bulls was a good one from the point of view of the cattle themselves, because it ensured that the calves dedicated were picked animals and the practice of allowing them to roam at will ensured that they were well fed and had plenty of exercise." অর্থাৎ—তিনি খুব সঙ্গতভাবেই চিন্তা করেন যে, গো জাতির নিজস্ব দিক্ দিয়াও পবিত্র ধর্মের ষাঁড়ের দ্বারা প্রাচীন হিন্দু প্রজনন প্রথা একটি উৎকৃষ্ট প্রথা ছিল; কারণ ইহা নিশ্চিত ছিল যে উৎসর্গীকৃত বৎসগুলি বাছাই করা (ভাল) পশু এবং তাহাদিগকে যথেচ্ছ ভ্রমণ করিতে দেওয়া প্রথায় তাহারা প্রচুর খাদ্য এবং

ব্যায়াম পাইত। Mr. R. Cecilwood, M. A., Director of Agriculture, Madras ; Mr. F. Ware, M.R.C.V.S., Superintendent Civil Veterinary Department, Madras, এবং Mr. Carruth ও Mr. Sampson, Deputy Directors of Agricuture, Madras-ও এই কথা সমর্থন করেন। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের "All India Çow Conference Association"এর সভাপতি Sir John Woodroffeও এইরূপ বলিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন: "As regards breeding a necessity appears to be made up for immediate action...... In Bengal for example there are only 71 pedigree stud bulls of which 36 belong to Government and 35 to private individuals to cover 7,000,000 cows." অর্থাৎ—বৎসপ্রজনন সম্বন্ধে আশু কার্যে পরিণত করিবার এক প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।...... বাঙ্গলায় মাত্র ৭,০০০,০০০ গাভীর জন্য গভর্ণমেণ্টের ৩৬টি এবং অপ্রকাশিত ব্যক্তিদিগের ৩৫টি মোট ৭১টি মাত্র প্রজননকারী ষাঁড় আছে। ব্রিটিশ আমলে ভারতের গাভীর সংখ্যা ৩৭,০০০,০০০ এবং মহিষীর সংখ্যা ১৩,০০০,০০০; ইহার জন্য গভর্ণমেণ্টের ৭৩টি এবং ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের ৯৭৩টি মাত্র বৃষ আছে। এই পাঁচ কোটী গাভী ও মহিষীর জন্য অন্ততঃ দশ লক্ষ বৃষ ও মহিষের দরকার অর্থাৎ প্রত্যেক জিলায় চারি হাজার বৃষ ও মহিষের দরকার। ব্রিটিশ ভারতে প্রায় ২৫০টি জেলা ছিল। কিন্তু সমগ্র ব্রিটিশ ভারতে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের মাত্র বড় জোর এক হাজার বৃষ ছিল অর্থাৎ এক এক জেলায় চারি হাজারের পরিবর্তে মাত্র চারিটি সন্তানোৎপাদনক্ষম বৃষ (stud bulls) ছিল। কি শোচনীয় পরিণাম ! হিন্দুর ধর্মবুদ্ধির হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে এই 'ধর্মের ষাঁড়ের' সংখ্যাও হ্রাস পাইতেছে। বৃষোৎসর্গের অধিকাংশ বৃষই

আবার মুসলমান ভাইদের পেটে যাইয়া থাকেন। কিন্তু কেবল ধর্মের ষাঁড় দিয়াতো পেট ভরে না। উদর পূর্ণ করিতে অন্ন দুগ্ধেরও প্রয়োজন। এই ধর্মের ষাঁড়গুলিকে রক্ষা করিলে অন্ন দুগ্ধের ব্যবস্থা যে খুব ভালই হইতে পারে। পল্লীবোধনে এই ধর্মের ষাঁড়গুলিকেও রক্ষা করার বিধান করিতে হইবে।

পল্লীবাসী ভারতবাসী হিন্দু-মুসলমান এই সব বিষয়ে এক যোগে চেষ্টা করিলে গোজাতির উন্নতি হইতে পারে। হে হিন্দু-মুসলমান! এই গোধন সমস্যার কথা ভুলিয়াই না আমাদের এই নিদারুণ অধঃপতন, এই অন্নাভাবে মর্মন্তুদ হাহাকার! কলিকাতার গোরক্ষণ সঙ্ঘের এক ম্যানেজার শ্রীচন্দ্রকান্ত সরস্বতী বিদ্যাভূষণ মহোদয় বলিয়াছেন: "আমরা নানা দিক্ দিয়া অধঃপতনের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছি। ভারতে এই গোধনের অল্পতাও আমাদের অবনতির ও সর্বনাশের একটা কারণ। আমরা কেবল শাস্ত্রের দোহাই দিয়া গরুকে দেবতা বলিয়া মুখে মুখেই স্বীকার করি, কিন্তু সেই গো-দেবতার রক্ষা কল্পেত কোনও কিছুই করি না। ভারতের গোবংশ ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জাতিটাও ধ্বংস হইতে চলিয়াছে। যদি জাতিকে বাঁচাইতে হয়, যদি এই জাতিটাকে আবার সবল ও সুস্থ করিয়া দীর্ঘজীবী করিতে হয়, তবে সর্বাগ্রে ভারতের গোজাতিকে আসন্ন ধ্বংসের মুখ হইতে বাঁচাইতে হইবে। ভারতবাসী! তোমরা একবার এদিকে চোখ মেলিয়া চাও, তোমাদের চেষ্টা ও যত্নে ভারতে আবার বিরাট রাজের গোগৃহের প্রতিষ্ঠা হউক।"

অনেক কৃষিতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, সেই বৈদিক বা কৃষিঋষি পরাশর* যুগ হইতে যে লাঙ্গল যন্ত্রাদি চলিয়া আসিতেছে

মহামুনি পরাশর 'কৃষিসংগ্রহ' নামক গ্রন্থের প্রণেতা। তিনিই প্রথম কৃষিসংক্রান্ত সমস্ত বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। বিলফোর্ড সাহেব তাঁহার আবির্ভাব কাল খৃষ্টপূর্ব ১৩৯১ অব্দ স্থির করিয়াছেন; আর বুকানন সাহেব খৃষ্টপূর্ব ১৩০০ অব্দ স্থির করিয়াছেন।

তাহার দ্বারা বর্তমান কালের লাঙ্গলের যুগে কাজ চলিতে পারে না। এই ধারণার মূলে কতকগুলি ভ্রম প্রমাদ রহিয়াছে। প্রথমেই বিবেচনা করিতে হইবে যে, যে ঋষিপ্রতিভার সম্মুখে পাশ্চাত্য জগত আজিও অবনত মস্তক সেই ঋষি প্রতিভা কৃষি যন্ত্রাদি সম্বন্ধে কেন রক্ষণশীল বা 'conservative'? দ্বিতীয়তঃ, যে কৃষিযন্ত্রাদি অন্ততঃ তিন চারি হাজার বৎসর পর্যন্ত ভারতবর্ষের পক্ষে উপযুক্ত প্রকরণ বলিয়া বিবেচিত হইয়া আসিয়াছে বর্তমান যুগে কেন তাহা অনুপযুক্ত, অব্যবহার্য বিবেচিত হইবে? তৃতীয়তঃ, পাশ্চাত্যের আদর্শে ট্র্যাকৃটর বা কলের লাঙ্গলাদি প্রচলন দ্বারা ভারতের পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে কৃষির উন্নতি সম্ভবপর কিনা? চতুর্থতঃ, কৃষির অন্তরায় অন্যান্য আপদবিপদগুলি দূর করিতে পারিলে এই দেশীয় কৃষিযন্ত্রাদি দ্বারা কৃষির উন্নতি হইতে পারে কিনা?

পূর্বে লিখিয়াছি যে ভারতবর্ষের ধর্ম ও সভ্যতা, culture and traditionএর একটি বিশিষ্টতা আছে। ইউরোপ আমেরিকাদির পাশ্চাত্য সভ্যতা নাগরিক এবং কেন্দ্রমুখী (centralized urban civilisation); আর ভারতীয় সভ্যতা গ্রাম্য এবং কেন্দ্রাপসারিণী (decentralized rural বা pastoral civilization)। পৌর বা bourgeois সভ্যতা অভিজাত বা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সভ্যতা; জানপদ বা proletarian সভ্যতা গণতান্ত্রিক বা mass সভ্যতা। ইউরোপ আমেরিকাদি পাশ্চাত্য দেশে পৌর বা bourgeoisie বা urban সভ্যতা যে ব্যর্থ হইয়াছে তাহা শ্রমিক, 'বল্‌শেভিক', 'কম্যুনিষ্ট', 'সোস্যালিষ্ট', গণতন্ত্র আদির সাফল্যমণ্ডিত জয়যাত্রাই তারস্বরে ঘোষণা করিতেছে। পাশ্চাত্যের নাগরিক বা পৌর সভ্যতা তাহাদিগের পল্লীবাসী বা proletariat-কে নিপীড়িত ও শোষণ করার ফলে ক্ষীণপ্রাণ ও আয়ুহীন হইতেছে। সহস্র সহস্র শ্রমিক মজুর পল্লীবাসীকে

কলকারখানা, মিল, ফ্যাক্টরীতে খাটাইয়া পাশ্চাত্য প্রদেশসকল প্রচুর ধনাগম করিয়াছে সত্য, কিন্তু যাহাদের 'হাড়ভাঙ্গা খাটুনি' এই মুদ্রায় পরিণত হইয়াছে সেই শ্রমিক জনসাধারণ দুর্দশাগ্রস্ত হইয়াই আছে। ইহার ফলে যেমন ক্রোড়পতি রথচাইল্ড (Anselm Meyer Rothschild), রকফেলার (John D. Rockefeller), হেনরী ফোর্ড (Henry Ford), কার্ণেজী, (Andrew Carnegie) প্রভৃতি জন্মিতেছেন তেমনি আবার 'poor houses' এবং 'unemployment doles', অনাথ আশ্রম ও 'বেকার ভাতা' ক্রমশঃ বাড়িয়াই যাইতেছে। রাশিয়ার মনীষী কাউণ্ট লিও টলষ্টয় (Count Leo Tolstoy), ইংলণ্ডের মরিস (Morris) কিংস্লি (Charles Kingsley), কার্লাইল (Carlyle), রাস্কিন (John Ruskin) প্রভৃতি অনেকেই এই factory system বা কলকারখানা প্রণালীর বিরুদ্ধে অনেক কথাই লিখিয়া গিয়াছেন। যে ফ্যাক্টরী প্রণালী ইউরোপ আমেরিকার 'the slaves of the mill' (কারখানার ক্রীতদাসদিগের) এবং জনসাধারণের সুখ শান্তি বিধান করিতে পারে নাই, সেই কারখানা প্রণালী বা factory system ভারতবর্ষের উপর experiment বা পরীক্ষা করা কখনই সমীচীন বা সঙ্গত নহে। মহাত্মা গান্ধীও এই factory systemএর বিরুদ্ধে। শুধু কাপড়ের কল, মিল বা ফ্যাক্টরীগুলি দেশের বা পল্লীর জনসাধারণের অন্নসংস্থান করিতে পারে না, সেইরূপ শুধু ট্র্যাকটর বা কলের লাঙ্গলের দ্বারা চাষ আবাদের কারখানা প্রতিষ্ঠিত করিয়া শ্রমজীবী সমস্যা পূরণ বা জনসাধারণের অন্নসংস্থান হইতে পারে না। কলকারখানা, machine, factory প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হইলে জাতীয়জীবনে অবশ্যম্ভাবী যে সমস্ত আনুসঙ্গিক দোষসমূহ আসে তাহা আলোচনা করিলেই আমরা কলের লাঙ্গলাদি দ্বারা ফ্যাক্টরী প্রণালীতে চাষ আবাদের অপকারিতা উপলব্ধি করিতে পারিব।

প্রথমতঃ—(১) ভারতের পল্লীতে পল্লীতে কলের লাঙ্গল প্রচলিত করিলে বহুলোকের কার্য্য অল্পসংখ্যক লোকে করিবে। ইহাতে 'বেকার' সমস্যা বা unemployment problem বাড়িবে। ভারতে শতকরা ৮০।৮৫ জন কৃষিজীবী। কলের লাঙ্গল প্রচলিত হইলে এই ৮০ ৮৫ জনের কার্য বড় জোর ৮।১০ জনে করিবে। বিলাতের 'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট লেবার পার্টি'র 'ইণ্ডিয়ান এ্যাড্‌ভাইসারী কমিটী'র রিপোর্টেও লিখিত হইয়াছে যে ভারতবাসী বৎসরে ছয়মাস বেকার বসিয়া থাকে। কলের লাঙ্গল প্রচলিত হইলে এই শতকরা ৮০।৮৫ জন কৃষিজীবীর এক মাসের বেশী কাজ থাকিবে না। সুতরাং 'বেকার' বা unemployment সমস্যা প্রাণঘাতী হইয়া দাঁড়াইবে।

(২) তর্ক উঠিতে পারে ইউরোপ ও আমেরিকায় কলের লাঙ্গলাদি প্রচলিত হওয়ায় তাহাদিগের যখন এত উন্নতি হইয়াছে তখন ভারতবর্ষে উহাতে কেন অবনতি হইবে? এই সব দেশে কৃষিকার্য ছাড়া ব্যবসাবাণিজ্য, শিল্প কারুকার্য্য, যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ প্রভৃতি নানাকার্য রহিয়াছে। সে সব দেশের অধিকাংশ লোক এই সব শেষোক্ত কার্যে ব্যাপৃত থাকে। এই সব দেশ শিল্পপ্রধান (industrial countries) এবং এই শিল্পের উন্নতির দ্বারাই তাহারা প্রচুর ধনাগম করিয়াছে। এই ধনাগম কৃষির উন্নতির দ্বারা হয় নাই। আর ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ (agricultural country)। পাশ্চাত্যের শিল্পোন্নতির সহিত অনেক গুরুতর রাজনৈতিক সুযোগসুবিধা শাসনশোষণের সংস্রবও আছে। স্বাধীনদেশে প্রয়োজনাতিরিক্ত শিল্প ও যন্ত্রাদি নির্মিত হইলে তাহাদিগকে বিদেশী বাজার (foreign markets) হাত করিতে হইবে। ইহার ফল exploitation বা শোষণ, রাজ্যবিস্তার, দুর্বলের উপর প্রবলের অত্যাচার, নিপীড়ণ, যুদ্ধবিগ্রহ ইত্যাদি। বিশ্বমানবতার দিক দিয়া, জগতবাসীর কল্যাণের দিক দিয়া from

international point of view এরূপ প্রয়োজনাতিরিক্ত শিল্পকার্যাদি আদৌ শান্তিপ্রদ নহে। পল্লীবাসী, ভারতবাসী, পাকিস্তানবাসী স্বাধীন হইলেও তাহাদিগের ব্যবসাবাণিজ্য, শিল্প, যন্ত্রাদি তাহাদিগকে অসংখ্য কার্য দিতে এখনও পারে না। কলের লাঙ্গলে তাহারা একমাসে ছয় মাসের শস্য বা ফল লাভ করিয়া বাকী এগার মাস তাহারা অসংখ্য কার্যে, শিল্প, ব্যবসা, বাণিজ্য, যন্ত্রাদি নির্মাণ-কার্যে লিপ্ত হইতে পারিত। কিন্তু অর্থনৈতিক পরাধীনতার ও অব্যবস্থার জন্য ভারতের সে পথ প্রায় রুদ্ধ এখনও আছে। ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান স্বাধীন হইলেও বিশ্বের কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাহাদের পক্ষে কলের লাঙ্গলাদির অত্যধিক প্রচলন সমীচীন ও সঙ্গত হইবে না। কল-কারখানার ধর্ম হইতেছে সমস্ত অর্থশক্তির কেন্দ্রাভিসারিণী গতি। ইহার ফল পৌর বা নাগরিক ও ধনিক সম্প্রদায়ের উন্নতি; কিন্তু শ্রমিক সম্প্রদায়ের অবনতি এবং ধন সামঞ্জস্যের অভাবে অধিকাংশ লোকের দুর্গতি।

(৩) কলকারখানা প্রণালী বা factory system কলের লাঙ্গল প্রচলিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আসিবে। এই factory systemএর ফল পাশ্চাত্য দেশসমূহে যাহা হইয়াছে, আমাদের দেশেও তাহা হইবে। যেমন চা বাগানসমূহ। কলের লাঙ্গল প্রচলিত হইলে এক ধনিক সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিবে যাহারা শ্রমিক সম্প্রদায়ের উপর পরগাছার ন্যায় রসরক্ত শোষণ করিবে। Bourgeoisie বা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় উন্নত হইলেও Proletariate বা নিম্নশ্রেণীর জনসাধারণ অবনতই থাকিবে। ইহাতে পল্লীসমূহের উন্নতির সম্ভাবনা আরও কম হইবে, কারণ ধনশালী ব্যক্তিরা গ্রাম ত্যাগ করিয়া নগর সহরের বিলাসকোলে স্থান লাভ করিবেন।

(৪) ভারতের অবস্থা সম্বন্ধে 'Independent Labour Party'র 'Indian Advisory Committee'র রিপোর্টে আছে যে ১৯২১

খৃষ্টাব্দের সেন্সাস্ রিপোর্টে, ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের মিঃ ডব্লিউ. এইচ্. টমসন (W. H. Thompson, I. C. S.) বলিয়াছেন যে ভারতবর্ষে প্রত্যেক পরিবারের (৫৷৬ জন লোকবিশিষ্ট) গড়পড়তায় ছয় বিঘার সামান্য একটু বেশী জমি আছে এবং ভারতের জমিহীন চারি কোটি শ্রমিক এই সব জমিতে কাজ করিয়া জীবিকা উপার্জন করে। তাঁহারা আরও বলিয়াছেন যে ইহাদের বৎসরে ছয় মাসের জন্য কোনও কাজ নাই। কলের লাঙ্গল প্রচলিত করিতে হইলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিখণ্ডগুলি এই সমস্ত ক্ষুদ্র প্রজার নিকট হইতে লইয়া বৃহৎ বৃহৎ ভূম্যধিকারী বা State-owned Company বা রাষ্ট্রমালিকানা কোম্পানী সৃষ্টি করিতে হইবে। ইহার ফলে চারি কোটীর স্থলে চতুর্গুণ ষোল কোটী বা সমগ্র ভারতবাসীর অর্ধেকসংখ্যক লোককে ভূমিহীন হইয়া দারিদ্র্যের চরম দশায় পড়িতে হইবে। শ্রমিকদিগের বিরুদ্ধে এইরূপে যে ধনিক সম্প্রদায়, রাষ্ট্রীয় মালিক কোম্পানী গড়িয়া উঠিবে তাহারা তাহাদের স্বার্থরক্ষার জন্যই দেশী বিদেশী আমলাতন্ত্রের ও ধনিকতন্ত্রের সহযোগিতা করিবে এবং সাহায্য পাইবে। ভারতের নানাস্থানে রেলে, মিলে, কারখানায় শ্রমিক ও মালিকদের সহিত সংঘর্ষ এবং গভর্ণমেণ্টের মালিকদের পক্ষে অনেকাংশে যোগদান বা পক্ষপাতিত্ব ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বিদেশী ধনিক-রাষ্ট্রতন্ত্র ও আমলাতন্ত্রও একের বিরুদ্ধে আরেককে চালিত করিবার জন্য নানারূপ কলকৌশল অবলম্বন করিবে। হিন্দুস্থানে ও পাকিস্তানে দেশ স্বাধীন হইলেও, এইরূপ যথার্থ প্রজাহিতৈষী, চরিত্রবান্, ধর্মপ্রাণ, দানশীল, শক্তিশালী জমিদার ভূম্যধিকারী সংগঠনের আবেদন না করিয়া, জমিদারী-প্রথা উচ্ছেদ করিয়া মুষ্টিমেয় আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রজমিদারদের হাতে সমস্ত ক্ষমতা লইবার আয়োজন হইতেছে। তাহাতে কৃষকের ও শ্রমিকের যথার্থ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আসে নাই এবং সহজে আসিবেও না। কলের

লাঙ্গলের অত্যধিক প্রচলনে অধিকাংশ জমি এক করিয়া যে সব রাষ্ট্রীয় মালিক কোম্পানী গড়িয়া উঠিবে তাহারা প্রকারান্তরে কৃষকশোষণ করিতে থাকিবে অমিতব্যয়ী রাষ্ট্রের আর্থিক অপচয় পরিপূরণ করিবার জন্য। আর এই সব নয়া রাষ্ট্রীয় মালিক জমিদারগোষ্ঠির অর্থলোভ, স্বজনপক্ষপাতিত্ব, দুষ্প্রবৃত্তি আদি চরিত্রের অনেক ত্রুটিও যথার্থ কৃষকমঙ্গল বা প্রজামঙ্গলের বিরুদ্ধে যাইবে, যেমন বর্তমানে যাইতেছে।

(৫) কেবলমাত্র কলের চরকা, কলের তাঁত বা cloth mill যেমন ভারতবাসীর বস্ত্রের সমস্যা পূরণ করে না, তদ্রূপ কেবলমাত্র কলের লাঙ্গলও ভারতবাসীর অন্নসমস্যা পূরণ করিবে না। বস্ত্রসমস্যায় যেমন সেই পুরাকালের চরকা মিলের সহিত বা কলের সূতার সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম বস্ত্রশিল্পধ্বংসের পূর্বে ছিল এবং বর্তমানকালেও মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে কিছু হইয়াছিল, দেশীয় সাধারণ লাঙ্গলও তদ্রূপ কলের লাঙ্গলের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম হইবে। আর স্বাধীন রাষ্ট্রে প্রতিযোগিতার প্রশ্ন উঠা উচিত নহে। কলের লাঙ্গলের পরিপূরক হিসাবে সহযোগিতার বিশাল ক্ষেত্রে দেশী লাঙ্গলই আরও দীর্ঘকাল যে রাখিতে হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগে দেশী লাঙ্গলকে বৈজ্ঞানিক প্রথায় উন্নততর করিবার প্রয়োজন অবশ্য খুবই আছে। দেশী লাঙ্গলের ব্যবহারে অনেক কর্মকার এবং ছুতার মিস্ত্রী কর্ম পাইবে। কিন্তু কলের লাঙ্গলের সমস্ত পয়সাই প্রায় বিদেশীর হাতে যাইবে। কলের লাঙ্গলে বিদেশী শিল্পীরই কেবল অর্থাগমের পথ প্রশস্ততর হইবে।

এই সমস্ত কারণাদির জন্য কলের লাঙ্গলাদি আমাদিগের দেশের পক্ষে খুব ব্যাপকভাবে উপযোগী নহে। এই সমস্ত তথ্য এইভাবে বিচার না করিয়াও 'কৃষিপরাশর' হইতে 'রাম হলধর', 'নৈমদ্দি চাষী', 'কালাচাঁদ মণ্ডল' তাহাদিগের সহজ অভিজ্ঞতালব্ধ বুদ্ধির সাহায্যেই

সেই পুরাতন কালের দেশী লাঙ্গলই চালাইয়া আসিতেছে। এই সব কারণেই দূরদৃষ্টিসমপন্ন ভারতীয় ঋষিপ্রতিভা লাঙ্গল সম্বন্ধে রক্ষণশীল বা conservative। বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক এবং 'একনমিক' প্রতিভাও এইদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিতেছে।

দ্বিতীয়তঃ—পূর্বোক্ত কারণসমূহের জন্য এই বিংশ শতাব্দীতেও সেই ৪।৫ হাজার বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ লাঙ্গলের আত্মশ্রাদ্ধের বা পেন্সনের ব্যবস্থা করার কোনও প্রয়োজন নাই। কপর্দকহীন ভারতবাসীর পক্ষে নিঃসম্বল পল্লীবাসী চাষার পক্ষে এত সস্তায় এরূপ যন্ত্র আর কেহ উদ্ভাবিত করিতে পারে নাই। পল্লীবাসী লাঙ্গলের কাঠগুলি বিনা পয়সায় পায়; লাঙ্গলের 'ফাল' লোহাটাও পুরানো ভাঙ্গা কুড়ালাদির লোহা হইতে সংগ্রহ করিতে পারে। খরচ যা তা একটু ছুতোর কামারের। এই ছুতোর কামার আবার গ্রামে গ্রামে তাঁহারা প্রায় নিজেরাই। এত সস্তায় কলের লাঙ্গল কে দিতে পারে? যাহাদের বাৎসরিক আয় মাত্র ৩০৲ (কর্জন সাহেবেরও মতে) তাহারা কি দিয়া কলের লাঙ্গল কিনিবে? আর কলের লাঙ্গল চালাইবেই বা কি দিয়া? পল্লীর কৃষক অনেক সময় সামান্য মূল্যে এবং অনেক সময় বিনামূল্যেও বাছুর পাইয়া তাহাকেই লালনপালন করিয়া আবাল, বলদে পরিণত করে। ইহাতে তাহার কলের লাঙ্গলের অপেক্ষা অনেক কম খরচ লাগে। আর কলের লাঙ্গল ভাঙ্গিয়া গেলে সারিবে কে? মোটা মাইনের mechanic বা শিল্পীর খরচ (তাহার মাহিয়ানা, পাথেয়, আহারাদি) গরীব চাষা কোথায় পাইবে? 'রয়্যাল এগ্রিকালচারাল কমিশনের' বা মন্ত্রীপরিষদের মোটা মাইনের কর্তারা দিবেন?

তৃতীয়তঃ—ভারতের পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যেও পাশ্চাত্য আদর্শে কলের লাঙ্গলাদি দ্বারা কৃষির উন্নতি ব্যাপকভাবে সম্ভবপর নহে। ভারত ষ্টেট ও পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ায় সে প্রশ্ন এখন উঠিতে পারে; কিন্তু

এখন এ প্রশ্নের প্রয়োজনই ততো হইবে না। স্বাধীনতার রাজনৈতিক সুবিধা সুযোগ বলে এই দেশী লাঙ্গল দ্বারাই সে প্রভূত অন্ন উৎপাদন করিয়া ক্ষুধার তাড়না দূর করিতে পারিবে। পরাধীন ভারতের পক্ষে তাহা সম্ভব হয় নাই। তাহার কারণসমূহ পূর্বে দিয়াছি। ভারত রাষ্ট্র ও পাকিস্তান স্বাধীন হইয়াও যদি পাশ্চাত্য আদর্শে কলের লাঙ্গল ব্যাপকভাবে প্রচলিত করে তবে তাহার অন্য দেশে খরিদ্দারের সন্ধান করিতে হইবে। তাহার ফল পররাজ্য জয় বা পরপীড়ন এবং কালের পরিবর্তনে আবার কর্মদোষে পরকর্তৃক নিজেদের বিজিত এবং পীড়িত হওয়া। আধ্যাত্মিক বৃহত্তম ভারতের মহীয়সী বাণী তাহা নহে। উহাতে আনন্দ ও শান্তি লাভ ঘটিবে না। জগতের প্রাচীনতম সভ্যতার প্রেমলীলাস্থলী, গোষ্ঠবিহার এই ভারতেরই গোঠে মাঠে, পল্লীবাটে, নদীর তটে, রাখাল রাজার বংশীপুটে। ভারতবাসী, পল্লীবাসী, সাবধান! তোমার এই রাখালিয়া সভ্যতাকে কংসচরের কলুষকটাক্ষে বিধ্বস্ত হইতে দিও না। "শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ। স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ"—গীতা, ৩।৩৫। অর্থাৎ—ভাল-ভাবে অনুষ্ঠিত পরধর্ম হইতেও গুণহীন স্বধর্ম শ্রেষ্ঠ॥ স্বধর্মে মরণ ভাল তথাপি ভয়াবহ পরধর্ম ভাল নহে।

চতুর্থতঃ—ভারতবর্ষের প্রতি প্রকৃতি রাণীর দান অজস্র ধারায় বর্ষিত। ভারতের মধ্যে বঙ্গদেশ আরও সৌভাগ্যশালী। বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্রূপ করিয়া বাঙ্গালীকে রূপকথার "বার হাত কাঁকুড়ের তের হাত বীচি" বলিয়াছেন। যে দেশে একটু মাটী উল্টাইয়া তাহাতে দুই একটা ধানের বীচি ফেলাইয়া দিলে প্রায় পোয়াটেক ধান জন্মে সে দেশের লোকে প্রায় বৎসরে বৎসরে যে অন্নাভাবে দুর্ভিক্ষে মারা যায়—ইহা অপেক্ষা ওই রূপকথার অদ্ভুত বস্তুটি বেশী আশ্চর্যজনক নহে। ইংরাজ লেখকেরা মায় সরকার বাহাদুরও স্বীকার করিতেছেন যে ভারতবর্ষ বড় দুর্ভিক্ষ-

প্রপীড়িত দেশ। কিন্তু ইহার প্রতীকারের কি চেষ্টা হইতেছে? কোন চেষ্টাই হইতেছে না—একথা বলিলে কিছুই বলা হয় না। প্রকৃত কথা ইংরাজ গভর্নমেণ্ট ইচ্ছা করিয়াই ভারতের এই দুর্দশার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ায় এই লুণ্ঠনলীলার প্রকৃত ইতিহাস এখন বাহির হইবে। এই লুণ্ঠনের প্রধান ক্ষেত্র পল্লী এবং পল্লীর প্রধান ক্ষেত্র তাহার ক্ষেত্র জমি। এই ক্ষেত্রে, এই জমিতে এই মান্ধাতার আমলের লাঙ্গল দিয়াই আবার সোনা ফলান যাইতে পারে, আবার তাহাকে "সোনেকো হিন্দুস্থান" "সুফলা শস্য শ্যামলা" করা যাইতে পারে। কৃষির অন্তরায় সকল দূরীভূত করিতে পারিলেই আমরা এই বৃদ্ধতম লাঙ্গলের দ্বারাই আবার সমুন্নত, ঐশ্বর্যশালী হইতে পারিব। আমাদিগের কৃষির প্রধান অন্তরায়, প্রধান শত্রু—পরাধীনতা। ভারতবর্ষ কেবলমাত্র যথার্থ স্বাধীন হইলেই এই পরাধীনতা রূপ কৃষির অন্তরায় দূরীভূত হইতে পারে। স্বাধীন হিন্দুস্থান ভারতরাষ্ট্র ও পাকিস্তান পাঁচ বৎসরের মধ্যেই এই বৃদ্ধতম লাঙ্গলের কৃপায়, ধূসর মরুর 'বাতাস লাগা' ওই পাড়াগাঁয়ের বুকের ওপরই লক্ষ্মীরাণীর সিংহাসন রচনা করিতে পারে। পঁয়ত্রিশ কোটী ভারত রাষ্ট্রের অধিবাসীর মধ্যে যদি এক কোটী ভারতবাসীর বুকে ও ছয় কোটী পাকিস্তানবাসীর মধ্যে বিশ লক্ষ পাকিস্তানবাসীর বুকে যথার্থ অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগে, সঙ্কল্প জাগে, তবে তাহার অমোঘ শক্তি রোধ করিবার ক্ষমতা দেশী বা বিদেশী কোনও গভর্ণমেণ্টের নাই। ভারত মাতার সাড়ে সাত লক্ষ বনভবনের প্রত্যেক গাঁও হইতে যদি বিশ পঁচিশটি 'বুনো ছেলে' বাহির হইয়া বলে :—

"আমরা ঘুচাব মা তোর কালিমা,
মানুষ আমরা নহিত মেষ!
দেবি আমার, সাধনা আমার,
স্বর্গ আমার, আমার দেশ!

কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য,
কিসের লজ্জা, কিসের ক্লেশ !
কেন গো মা তোর শুষ্ক নয়ন
কেন গো মা তোর রুক্ষ কেশ !
কেন গো মা তোর ধূলায় আসন,
কেন গো মা তোর মলিন বেশ !"

তবে সেই দিনই ভারতরাষ্ট্র ও পাকিস্তান যথার্থ পরিপূর্ণ স্বাধীন হইতে পারে। পল্লীবাসী, ভারতবাসী, পাকিস্তানবাসী এমনই মেষ হইয়াছে যে তাহাদিগকে "মানুষ আমরা নহিত মেষ" এ কথা বলিলেও তাহারা তাহা বিশ্বাস করে না, বলিতে সাহস পায় না; অথচ তাহাদিগকে 'ভ্যাড়া' বলিলে ওই বিদেশীর কাছেই মানহানির মীমাংসার মোকর্দ্দমা করে। "ন্যাংটার আবার বাটপাড়ের ভয়"! যাহার মান নাই, তাহার আবার 'মানহানি'!

পল্লীবোধন কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে সরকার বাহাদুরের কৃপাকটাক্ষ বা কোনো 'রয়্যাল এগ্রিকাল্‌চারাল কমিশন'এর দিকে চাতক পক্ষীর মত তাকাইয়া থাকিলে চলিবে না। Royal Agricultural Commissionএর চেয়ারম্যান লর্ড লিন্‌লিথ্‌গো (Lord Linlithgow) তাঁহার এই দেশের শেষ ভ্রমণে বার্মাতে বলিয়াছিলেন: "The prosperity of India rests in the main upon her agriculture, and her commerce and her industry are both founded upon that same agriculture. Raise the purchasing power of the ryot and in one stroke you will give to industry, to manufacture, and to commerce in general an extended field for service and so far legitimate gain. The prosperity of the

factory is linked indissolubly, and to their mutual advantage, with the productivity of the field. Industry requires raw material and a market for finished products. The cultivator sees in a prosperous industrial population an everincreasing market for the produce that he grows." অর্থাৎ—ভারতের উন্নতি প্রধানতঃ তাহার কৃষির উপর নির্ভর করে এবং তাহার শিল্প ও বাণিজ্য উভয়ই ঐ কৃষির উপর প্রতিষ্ঠিত। রায়তের ক্রয় শক্তি বাড়াইয়া দাও, তাহা হইলেই এক আঘাতে তুমি সাধারণতঃ শিল্প, কারুকার্য্য এবং ব্যবসায়কে কার্য্যের বিস্তৃত ক্ষেত্র এবং তাহা হইতে ন্যায্য লাভ দিতে পারিবে। কারখানার উন্নতি ক্ষেত্রের উৎপাদকতা শক্তির সহিত তাহাদিগের পরস্পরের সুবিধার্থে দৃঢ়রূপে সম্বদ্ধ রহিয়াছে। শিল্প 'কাঁচামাল' চাহে এবং তাহার প্রস্তুত দ্রব্যের জন্য বাজার চাহে। উন্নতিশীল শিল্পীলোকগণেতে কৃষক, সে যে সমস্ত দ্রব্য জন্মায় তাহার একটি চিরবর্ধমান বাজার পায়। পঞ্জিকায় লেখা আছে এবার 'বিষ আড়া' জল ; কিন্তু খাল বিল তড়াগ সরোবরে এক ফোঁটা জলও নাই। কৃপণ ওই সরকার-মেঘ ভারতরাষ্ট্রের বা পাকিস্তানের উপর কৃপাবৃষ্টি-ধারা বর্ষণ করিবে না এবং করিতেও পারে না। খোদ স্বর্গরাজ্যেই যে অনাবৃষ্টি, অন্নাভাব। পল্লীর 'purchasing power' বা ক্রয়শক্তি এত সরকারী, বে-সরকারী 'অকণ্ট্রোলের' ও 'কণ্ট্রোলের' অবাধ লুণ্ঠন ও শোষণ চলিলে কখনই বাড়িবে না। কৃষিপ্রধান পল্লীর উদ্ধারণ পল্লীর নিজের হাতে। যথার্থ লোকায়ত্ত স্বাধীনতা লাভের দ্বারা গোধন রক্ষা ও গোধনের উন্নতি করিয়া কৃষিক্ষেত্রে সার প্রয়োগ, জল সেচনাদি দ্বারা উন্নততর প্রণালীতে কৃষিকার্য্যের উন্নতি বিধান করিতে পারিলে এবং 'সম্ভূয় সমুত্থানাদি' (cooperative system) দ্বারা অবাধ রপ্তানী

হইতে মুক্ত হইতে পারিলে এবং 'বিক্রীয়া সংপ্রদানাদি' দ্বারা ধনিক মার্চ্যান্টদের এবং সুদখোর মহাজনদিগের কবল হইতে কৃষককুলকে রক্ষা করিতে পারিলেই পল্লী উদ্ধারণ ব্রত সাফল্যমণ্ডিত হইবে।

এস পল্লীবাসী, এস ভারতবাসী, এস পাকিস্তানবাসী, ঋগ্বেদের প্রার্থনায় কণ্ঠ মিলাইয়া আবার আমরা 'কায়েন মনসা বাচা', শরীর মন এবং বাক্যের দ্বারা কার্যতঃ প্রার্থনা করিতে আরম্ভ করি :—

"শুনং বাহাঃ শুনং নরঃ শুনং কৃষতু লাংগলং।
শুনং বরত্রা বধ্যংতাং শুনমষ্ট্রামুদিংগয় ॥৪॥
অর্বাচী সুভগে ভব সীতে বংদামহে ত্বা।
যথা নঃ সুভগা সসি যথা নঃ সুফলা সসি ॥৬॥
শুনং নঃ ফালা বি কৃষংতু ভূমিং শুনং কীনাশা
অভিযংতু বাহৈঃ।
শুনং পর্জ্জন্যো মধুনা পয়োভিঃ শুনাসীরা
শুনমস্মাসু ধত্তং ॥৮॥

—ঋগ্বেদ, ৩য় অষ্টক, অষ্টম অধ্যায় বা ৪র্থ মণ্ডল ৫৭ সূক্ত।"

অর্থাৎ—"বলীবর্দসমূহ সুখে (বহন করুক), মনুষ্যগণ সুখে (কার্য করুক), লাঙ্গল সুখে কর্ষণ করুক। প্রগ্রহসমূহ (রজ্জু সকল) সুখে বদ্ধ হউক এবং প্রতোদ (পশুতাড়ন যষ্টি, পাঁচন বাড়ি; "goad" —Wilson) সুখে প্রেরণ কর। ৪। হে সৌভাগ্যবতী সীতা! তুমি অভিমুখী হও, আমরা তোমাকে বন্দনা করিতেছি। তুমি আমাদিগকে সুন্দর ধন প্রধান কর ও সুফল প্রদান কর। ৬। ফাল সকল সুখে ভূমি কর্ষণ করুক, রক্ষকগণ বলীবর্দের সহিত সুখে গমন করুক, পর্জন্য মধুর জল দ্বারা (পৃথিবী সিক্ত করুন)। হে শুনসীর! (শুন=ইন্দ্র বা বায়ু, সীর=লাঙ্গল, "সীরানি হলানি"—মহীধর। শুনাসীর=কৃষিকার্যের

উপকরণদ্বয়) আমাদিগকে সুখ প্রদান কর।" —৺রমেশচন্দ্র দত্তের অনুবাদ, ঋগ্বেদ ৪।৫৭।৩-৮।

এস আমরা আরও বলি মনে, প্রাণে, জীবনে, আচরণে :—

"ময়োর্ভূ বাতো অভি বাতূস্রা উর্জস্বতীরোষধীরা রিংশংতাং
পীবস্বতীর্জীব ধন্যাঃ পিবংত্ববসায় পদ্বতে রুদ্র মৃল ॥১॥

—ঋগ্বেদ, ৮ম অষ্টক, ৮ম অধ্যায় বা ১০ মণ্ডল, ১৬৯ সূক্ত।

অর্থাৎ—"সুখকর বায়ু গাভীদিগকে বীজন করুন, গাভীগণ বলধায়ক তৃণপত্রাদি আস্বাদন করুক ; প্রচুর ও প্রাণের পরিতৃপ্তিকর জল ইহারা পান করুক। হে রুদ্রদেব! চরণবিশিষ্ট অন্নস্বরূপ এই যে গাভীগণ ইহাদিগকে সচ্ছন্দে রাখ।"—৺রমেশচন্দ্র দত্ত কৃত অনুবাদ।

"আগাবো অগ্মন্নুত ভদ্রমক্রন্ত সীদংতু গোষ্ঠেরণয়ং ত্বস্মে।
প্রজাবতীঃ পুরুরূপা ইহস্যুরিংদ্রায় পূর্ব্বীরুষসো দুহানাঃ ॥"১॥

—ঋগ্বেদ, ৬ষ্ঠ মণ্ডল, ২৮ সূক্ত।

অর্থাৎ—"গোগণ যেন (আমাদিগের গৃহে) আগমন করে ও আমাদিগের কল্যাণ বিধান করে। তাহারা যেন আমাদিগের গোষ্ঠে উপবেশন করে ও আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হয়। বিচিত্র বর্ণ ধেনুবৃন্দ যেন এই স্থানে সন্ততিসম্পন্ন হইয়া প্রত্যূষে ইন্দ্রের নিমিত্ত দুগ্ধ প্রদান করে।" —৺রমেশচন্দ্র দত্ত কৃত অনুবাদ।

———

চতুর্থ প্রস্তাব

পল্লীর প্রধান শিল্প বস্ত্রশিল্পের 'মহামারী' ; মৃত-সঞ্জীবনী ঔষধ

পল্লীবোধন যজ্ঞে আমাদিগকে বস্ত্রসমস্যারও সমাধান করিতে হইবে। অন্নের পরই বস্ত্র নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু। কিন্তু সেই বস্ত্রের জন্য আমরা ইংরাজ জাপানাদি বিদেশী বণিকের মুখাপেক্ষী হইয়াছিলাম। বিলাতী কাপড়ে ও বিদেশী বস্ত্রে এই দাস জাতির বহু বৎসর লজ্জা নিবারণ করিতে হইয়াছে। ভারতের বস্ত্রশিল্প মৃতপ্রায় হইয়াছিল। বাবুগিরির, বিলাসিতার পঙ্কিল আবর্তে পড়িয়াই না আমরা বৎসর বৎসর প্রায় ৬০ কোটী টাকা বিদেশীকে দিয়াছি? পল্লীর তাঁতিকুল, জোলাকুল আজ আমাদেরই দারুণ পাপে এবং শাসনকর্তাদের অত্যাচারে নিরন্ন, অর্থহীন, বস্ত্রহীন; অর্দ্ধাশনে বা অনশনে কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া তাহারা দিন কাটাইতেছে। যে বিদেশী বস্ত্রে আমরা অঙ্গশোভা সম্পাদন করিয়াছি তাহা যে কত লক্ষ লক্ষ তন্তুবায়ের জীবন নাশ করিয়া এদেশে প্রসারিত হইয়াছে তাহা কি আমরা একবার ভাবিয়া দেখিব না? ওই বিদেশী বস্ত্র তাহাদেরই অশ্রুতে বিধৌত, তাহাদেরই হৃদয়ের রক্তে অনুরঞ্জিত।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে ভারতবর্ষের কার্পাসশিল্পগৌরব একসময়ে জগদ্বিখ্যাত ছিল। সিন্ধুদেশে মোহেঞ্জোদাড়োতে এক কৌটার মধ্যে কার্পাস বস্ত্রাংশের আবিষ্কার প্রমাণ করিতেছে যে অন্ততঃ পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বেও ভারতে সূক্ষ্মবস্ত্র প্রস্তুত হইত। অনেকেই অনুমান করেন যে ঋগ্বেদ, খৃষ্টপূর্ব চারি পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে অন্ততঃ রচিত হইয়াছিল। সেই ঋগ্বেদেও বস্ত্রবয়ন কথার উল্লেখ আছে। "তংতুং ততং সংবয়ংতী" (বিস্তৃত তন্তু বয়ন করিতেছেন)—ঋগ্বেদ, ২য় মণ্ডল, ৩ সূক্ত, ৬ ঋক্। 'বয়ংতী' (বস্ত্রবয়নকারিণী রমণী)। ঐ ২য় মণ্ডল, ৩৮ সূক্ত, ৪ ঋক্।

"নাহং তংতুং ন বি জানাম্যোতুং ন যং বয়ংতি সমরে হতমানাঃ।...
স ইত্তংতুং স বি জানাত্যোতুং...।" —ঋগ্বেদ, ৬।৯।২—৩ ঋক। আমি তন্তু (টানাসূত্র) অথবা ওতু ('পড়্যান' সূত্র) জানি না, কিম্বা সতত চেষ্টা দ্বারা যে বস্ত্র বয়ন করে তাহার কিছুই অবগত নহি।.. তিনি তন্তু এবং ওতু অবগত আছেন...। —৺রমেশ দত্ত। কাশীর নিকটে সারনাথে যে বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় খুঁড়িয়া বাহির করা হইয়াছে, তাহার ভিতর অন্যান্য বস্তুর সহিত উনচল্লিশটি 'টেকুয়ার চাকতী' বাহির হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিক্ষু-ভিক্ষুনীরা, ছাত্রছাত্রীরা এই সমস্ত টেকুয়া দ্বারা আপনাদিগের পরিধেয় বস্ত্রের সূতা কাটিতেন এইরূপ অনেকে অনুমান করেন। এই সারনাথেই বুদ্ধদেব তাঁহার পঞ্চশিষ্যের নিকট 'ধর্মচক্র প্রবর্তন'এর পর প্রথম উপদেশ দান করেন। গৌতম বুদ্ধদেবের মাসীমা ও বিমাতা সন্ন্যাসিনী মহাপ্রজাপতি গৌতমী স্বয়ং একজোড়া কাপড় বুনিয়া গৌতম বুদ্ধদেবকে উপহার দেন—ইহা আমরা পালি ত্রিপিটকে পাই।—(মজ-ঝিম নিকায়, দক্ষিণা বিভঙ্গ সুত্ত, ৩।৪।১২ (১৪২ নং সুত্ত, ৩।১৫৩ পৃঃ L. P. S.)। যীশুখৃষ্টের জন্মের দুইশত বৎসর পূর্বেও ভারত জগৎকে বস্ত্র দান করিয়াছে। প্লিনি তাহার সাক্ষ্য দিয়াছেন। প্লিনি ঢাকা মসলিনের কথা পর্যন্ত উল্লেখ করিয়াছেন। পুরাকালে ভারতবর্ষের বস্ত্রে রোম, গ্রীস, মিশর, আরব, পারস্য, প্যালেষ্টাইন, চীন, কোরিয়া প্রভৃতির লজ্জা নিবারণ হইত। ভারতে এখনও এত তুলা হয় যে সে তাহার চারিভাগের তিন ভাগ দিয়াই তাহার যথেষ্ট লজ্জা নিবারণ করিতে পারে। আমেরিকায় সর্বাপেক্ষা অধিক তুলা জন্মে; তাহার পরেই ভারতবর্ষে। ১৯৩৯-৪০ সালে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে উৎপন্ন হয় ২৫,৬২১,০০০ হন্দর তুলা। ভারতে—৮,৯০৭,০০০ হন্দর; আর ব্রেজিলে—৪,৬৮৭,০০০, ইজিপ্টে—৩,৯০৫,০০০ হন্দর এবং ১৯৪২-৪৩ খৃষ্টাব্দে জন্মে ঐ যুক্তরাষ্ট্রে ২৭,৭৮৯,০০০,

ভারতে—৮,৫৩০,০০০, ব্রেজিলে—৪,৬৪৫,০০০ ও ইজিপ্টে ১,৯০২,০০০ হন্দর। ১৬৭১ খৃষ্টাব্দেও এই বস্ত্র শিল্প এত সমুন্নত ছিল যে ইহার ব্যবসাটা দখল করিবার জন্য ইংরাজেরা লাগিয়া গেলেন। সাক্ষী 'Pitt's despatch' (পিট সাহেবের দ্রুত বার্তা)। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে মেসার্স অলিভার এণ্ড বয়ড্, এডিনবরা (Messrs Oliver and Boyd, Edinburgh) প্রকাশিত 'History of British India'তেও ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের মহিমা কীর্তিত হইয়াছে। এই ইতিহাসখানা সাতজন প্রবীণ এবং প্রধান রথীর দ্বারা বিরচিত; সুতরাং ইহার প্রমাণ অকাট্য। এই ইতিহাসও বলিয়াছে :—"India has been celebrated not only for the rich products of her soil—her manufactures also have enjoyed a high reputation from the earliest antiquity ··To exihibit themselves in splendid robes is a favourite object of oriental luxury; accordingly, the labours of the loom had reached a perfection to which those of no other country except Britain, and that very recently could make even an approach. The delicate and flexible form of the Hindu, the pliancy of his fingers, and the exquisite sense with which they are endowed, even his quiet indefatigable perseverence, all render him peculiarly fitted for this description of employment. The Muslins of Dacca in fineness, the colicoes and other piece goods of Coromandel in brilliant durable colours, have never been surpassed; and yet they are produced without capital, machinery, division of labour, or any

of those means which give such facilities to the manufacturing skill of Europe." অর্থাৎ :—ভারত তাহার মাটী হইতে উৎপন্ন মূল্যবান্ দ্রব্যের জন্যই যে কেবল বিখ্যাত আছে তাহা নহে। অতি প্রাচীন কাল হইতে তাহার শিল্পকার্য সমূহও উচ্চ খ্যাতি লাভ করিয়াছে। জমকাল পোষাকে আপনাদিগকে দেখান প্রাচ্য বিলাসিতার একটি প্রিয় বিষয়; এই কারণে তাঁতের কার্য এরূপ পূর্ণতা লাভ করিয়াছে যে এক ব্রিটেন ছাড়া এবং তাহাও অতি সম্প্রতি, আর কোনও দেশই ইহার নিকট পর্যন্ত পৌছিতে পারে না। হিন্দুর সুকুমার এবং নমনীয় আকৃতি, তাহার অঙ্গুলীর নমনশীলতা এবং তাহারা যে অত্যুত্তম বুদ্ধিবৃত্তি বিশিষ্ট, এমন কি তাহার যে নীরব অক্লান্ত অধ্যবসায় আছে, তাহারা সকলে তাহাকে এই প্রকারের কার্যে বিশেষ ভাবে উপযোগী করিয়াছে। ঢাকার মস্‌লিন্‌কে সূক্ষ্মতায় এবং করমণ্ডলের কালিকো নামক বস্ত্র এবং অন্যান্য কাপড় চোপড়াদিকে উজ্জল স্থায়ী বর্ণে কেহই কখনও অতিক্রম করিতে পারে নাই। মূলধন, কল, শ্রমবিভাগ অথবা সেই সমস্ত উপায়, যাহা ইউরোপের শিল্প নৈপুণ্যকে এত সব সুবিধা দিতেছে, তাহা ব্যতিরেকেও তাহারা এখনও প্রস্তুত হইতেছে।

এই সময়েই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বস্ত্র ব্যবসায়ের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় পণ্য এক চেটিয়া (monopoly) করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁতিদিগকে অধিক বস্ত্র জোগাইবার জন্য লাঞ্ছিত, পর্যুদস্ত, বিধ্বস্ত করিতে লাগিলেন। আদেশ হইল—প্রতি সপ্তাহে এগার জোড়া কাপড় যোগাইতে হইবে; দাদন লও। দাদন না লইলে অত্যাচার, লাঞ্ছনা, নির্যাতন। সপ্তাহে এগার জোড়া কাপড় বুনিয়া দিতে না পারিলে জাতি কুলমান রক্ষা পাইবে না। ভারতের এই বস্ত্রশিল্প ধ্বংসের পশ্চাতে যে ভীষণ লোমহর্ষণকর অত্যাচার কাহিনী লুক্কায়িত আছে,

যে হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর হাহাকার চাপা রহিয়াছে, যে প্রাণঘাতী সতীত্বের আর্ত্তনাদ গুমরিয়া গুমরিয়া ভগ্নকণ্ঠ হইয়াছে, তাহার ইতিহাস আজ অন্ধকারের অবগুণ্ঠনে আচ্ছাদিত। 'Bolt's Consideration on Indian Affairs (1772 A. D.) তাহার জলন্ত সাক্ষী। তদানীন্তন মেয়র কোর্টের জজ উইলিয়ম বোল্টস্ তাঁহার উক্ত গ্রন্থে বলিয়াছেন, "It may with truth be now said that the whole inland trade of the country, as at present conducted, and that of the Company's investment for Europe in a more peculiar decree, has been one continued scene of oppression ; the baneful effects of which are severely felt by every weaver and manufacturer in the country, every article produced being made a monopoly, in which the English with their *banyas* and black *Gomastahs* arbitrarily decide what quantities of goods each manufacturer shall deliver and the prices he shall receive for them. Upon the *gomastahs* arrival at the *aurang* or the manufacturing town he fixes upon a habitation, which he calls his catchery to which, by his peons and *hircarahs* he summons the brokers called *dallals* and *pykars*, together with the weavers, whom after receipt of the money despatched by his masters, he makes to sign a bond for the delivery of a certain quantity of goods at a certain time and price, and pays them a certain part of the money in advance. The assent of the poor weaver is in general not deemed

necessary ; for the *gomastahs*, when employed on the Compay's investment frequently make them sign what they please; and upon the weavers refusing to take the money offered, it has been known they have had it tied in their girdles and they have been sent away with aflogging. A number of these weavers are generally also registered in the books of the Company's *gomastahs* and not permitted to work for any others ; being transferred from one to another as so many slaves, are subject to the tyranny and roguery of each succeeding *gomastah*. The roguery practised in this department is beyond imagination ; but all terminates in the defrauding of the poor weaver ; for the prices which the Company's *gomastahs* and in confederacy with them the *jachendars* (examiners of fabrics) fix upon the goods, are in all places at least 15 percent and some even 40 percent less than the goods so manufactured would sell in the public bazar or maket upon free sale. Weavers also upon their inability to perform such arrangements as have been forced upon them by the Company's agents, universally known in Bengal by the name of *mutchulcahs*, have had their goods seized and sold on the spot to make good the deficiency ; and the winders of raw silk called *negoads* have been treated also with such injustice that instances have

been known of their cutting off their thumbs to prevent their being forced to wind silk."—William Bolts' Consideration on Indian Affairs (published in 1772) অর্থাৎ :—সত্যভাবে ইহা এখন বলা যাইতে পারে যে দেশের সমগ্র আভ্যন্তরীন বাণিজ্য বর্ত্তমানে যে ভাবে চালিত হইতেছে এবং অধিকতর বিশেষ পরিমাণে ইউরোপের জন্য কোম্পানীর অর্থ বিনিয়োগের ব্যবসা, অত্যাচারের এক ধারাবাহিক দৃশ্য। প্রত্যেক উৎপন্ন দ্রব্য একচেটিয়া করায় দেশের প্রত্যেক তন্তুবায় ও উৎপাদনকারীকে ইহার বিষময় ফল সকল কঠোরভাবে অনুভব করিতে হইয়াছে। এই একচেটিয়া ব্যবসায় ইংরাজেরা তাহাদের বানিয়াগণ ও কাল (পাপী) গোমস্তাগণ সহ স্বেচ্ছাচারিতাপূর্বক স্থির করে, কি পরিমাণ মাল প্রত্যেক উৎপাদনকারী দিবে এবং তাহাদের জন্য সে কি দাম পাইবে। আড়ঙ্গে বা উৎপাদনের সহরে আসিয়া সে তাহার কাছারী নামক স্থানে বাসস্থান ঠিক করে। সেখানে তাহার পিওন ও হরকরাদের দ্বারা তাহার দালাল ও পাইকারদের তাঁতীদের সঙ্গে ডাকাইয়া আনে। সে তাহার প্রভুর দ্বারা প্রেরিত টাকা পাইলে তন্তুবায়দিগকে এক দলিলে সহি দিতে বাধ্য করে এক নির্দিষ্ট সময় মধ্যে নির্দিষ্ট মূল্যে কিছু পরিমাণ মাল প্রদান করিবার জন্য। সে তাহাদিগকে ঐ টাকার কিছু অংশ অগ্রিম দেয়। গরীব তাঁতির সম্মতির প্রয়োজন সাধারণতঃ লাগে না; কারণ কোম্পানীর অর্থ বিনিয়োগের জন্য নিযুক্ত গোমস্তারা তাহাদের যাহা ইচ্ছা প্রায়শ তাহাই তাহাদের দ্বারা সহি করাইয়া লয়। এইরূপ প্রদত্ত অর্থ তাঁতিরা লইতে অস্বীকার করিলে ইহা জানা গিয়াছে যে ঐ টাকা তাহাদের কটিবন্ধে বা কোমরের কাপড়ে বান্ধিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং তাহাদিগকে বেত মারিতে মারিতে তাড়ান হইয়াছে। এই তাঁতিদের একদল সাধারণতঃ কোম্পানীর গোমস্তাদের খাতায় তালিকা-

ভুক্ত হইয়া থাকে এবং অন্য কাহারও জন্য তাহাদিগকে কাজ করিতে দেওয়া হয় না। পরবর্তী প্রত্যেক গোমস্তার বদমাইসি ও দৌরাত্ম্যের কতকগুলি ক্রীতদাসরূপে তাহারা একজনের নিকট হইতে আর একজনের নিকট স্থানান্তরিত হয়। এই বিভাগে যে বদমাইসি আচরিত হয় তাহা বর্ণনাতীত। এই সমস্তই দরিদ্র তন্তুবায়দিগকে প্রতারণা করায় পর্যবসিত হয়। কারণ কোম্পানীর গোমস্তরা যাচনদারদের (বস্ত্র পরীক্ষকদের) সহিত ষড়যন্ত্রে তাহাদের মালের উপর যে মূল্য ধার্য করে তাহা স্বাধীনভাবে প্রকাশ্য বাজারে বা হাটে বিক্রীত উৎপন্ন মালসমূহের মূল্য অপেক্ষা সর্বক্ষেত্রেই অন্তত শতকরা পনর মুদ্রা কম এবং ক্ষেত্রবিশেষে শতকরা চল্লিশেরও কম। বাঙ্গালায় সর্বসাধারণরূপে জ্ঞাত 'মুচলকা' নামে যে প্রতিশ্রুতি কোম্পানীর কর্মচারীরা বলপূর্বক তন্তুবায়দিগের নিকট হইতে লইয়াছিল তাহা পালন করিতে অক্ষম হওয়ায়, তাহাদিগের জিনিষপত্রাদি এই ঘাটতির ক্ষতিপূরণ জন্য ধৃত হইত এবং সেই স্থানেই বিক্রীত হইত। 'নাগোয়ার' নামক যাহারা রেশমের সূতা-পাকাইত, তাহাদিগের উপর এরূপ অন্যায় আচরণ করা হইত যে তাহাদিগকে জোর করিয়া কার্য করান নিবারণ করার উদ্দেশ্যে তাহারা তাহাদিগের বৃদ্ধাঙ্গুল নিজেরা কাটিয়া যে ফেলিত এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত জানা গিয়াছে।

"সমস্ত পণ্য একচেটিয়া করায় দেশের সর্বত্র সকল শিল্পের উপর অত্যাচার ক্রমশঃ বাড়িতেছিল। এমন অবস্থা হয় যে, তাঁতিদিগকে তাহাদের মাল অপরকে বিক্রয় করিবার জন্য এবং দালাল বা পাইকারের এই প্রকার বিক্রয়ে সাহায্য করিবার জন্য কোম্পানীর লোক কর্তৃক হামেসা ধৃত করা হইত, কারারুদ্ধ করা হইত, শৃঙ্খলিত করা হইত, চাবুক মারা হইত এবং অত্যন্ত হেয় উপায়ে জাতি নষ্ট করা হইত"। —উদ্ধৃত।

এই নিষ্ঠুর, নির্মম, পাশবিক অত্যাচারের তুষানলে দগ্ধ হইতে হইতে শেষে অসমর্থ হইয়া একদিন, পল্লীর সে ভীষণ দুর্দিনে, বাঙ্গলার ৮৮৫৮ জন তাঁতি তাহাদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠগুলি কাটিয়া ফেলিল স্বহস্তে আপনাদের মান ইজ্জত রক্ষা করিতে, মায়ের, মেয়ের, বোনের, পত্নীর পরম রতন সতীত্বধন রক্ষা করিতে। এই বস্ত্রশিল্পের ধ্বংসকাহিনী ইংরাজ ও ফরাসী লেখকের মুখ দিয়াই প্রকটিত হইয়াছে। "Inconceivable oppressions and hardships have been practised towards the poor manufacturers and workmen of the country, who were infact monopolised by the Company as so many slaves. Various and innumerable are the methods of oppressing the poor weavers, which are duly practised by the Company's agents and *gomastahs* in the country ; such as by fines, imprisonments, floggings, forcing bonds from them etc. by which the number of the weavers in the country has been greatly decreased."—William Bolts' Considerations on Indian Affairs, p. 73. অর্থাৎ—দেশের দরিদ্র শিল্পীকুল এবং শ্রমিকদিগের উপর অচিন্তনীয় অত্যাচার এবং পীড়ন আচরিত হইয়াছে ; তাহারা প্রকৃতপক্ষে কোম্পানী কর্তৃক কতকগুলি ক্রীতদাসরূপে এক চেটিয়া হইয়াছিল। এই দেশে কোম্পানী প্রতিনিধি ও গোমস্তাদিগের দ্বারা দরিদ্র তন্তুবায়দিগের উপর যে অত্যাচারের প্রণালী অবলম্বিত হইত তাহা বিভিন্ন এবং অসংখ্য ; নিয়মিতভাবে উৎপীড়ন করিবার বিভিন্ন এবং বহুরকম প্রণালী ছিল যথা :—জরিমানা, কারাবরোধ, বেত্রাঘাত, বলপূর্বক তাহাদিগের নিকট হইতে দলিল লওয়া ইত্যাদি। এই সব কারণে তন্তুবায়ের সংখ্যা

অনেক পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। "The weavers are compelled to enter into engagements and to work for the Company, contrary to their own interests, and of course, to their own inclinations choosing in some instance to pay a heavy fine rather than be compelled so to work······weavers were subjected to severe and exemplary punishments. Compulsion and punishment were carried to such a height as to induce the weavers to quit the profession"—Diary of the Commercial Board, 1796 & 1811. অর্থাৎ তন্তুবায়দিগের নিজ স্বার্থের এবং সেই হেতু নিজ ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোম্পানীর জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে এবং কার্য্য করিতে বাধ্য করান হয়; ইহার জন্য অনেক ক্ষেত্রে তাহারা এইরূপ কার্য্য করিতে বাধ্য হওয়া অপেক্ষা গুরু অর্থদণ্ড দিতে পছন্দ করিত। তন্তুবায়দিগকে কঠোর এবং নিদর্শনস্বরূপ শাস্তি দেওয়া হইত। জবরদস্তি এবং শাস্তি এতদূর চরমে উঠিয়াছিল যে তন্তুবায়েরা তাহাদিগের ব্যবসা ছাড়ান দিতে বাধ্য হইয়াছিল। "The cotton and silk goods of India up to the period (1813 A. D.) could be sold for a profit in the British market at a price from 50 to 60 percent lower than those fabricated in England. It consequently became necessary to protect the latter by duties of 70 to 80 percent on their value or by positive prohibition. Had this not been the case, had not such prohibitory duties and decrees existed, the mills of Paisley and Manchester would have been

stopped in their outset and could scarcely have been again set in motion even by power of steam. They were created by the sacrifice of the Indian Manufacture. Had India been independent she would have retaliated, would have imposed prohibitive duties upon British goods and would thus have preserved her own productive industry from annihilation. This act of selfdefence was not permitted her; she was at the mercy of the stranger. British goods were forced upon her without paying any duty and the foreign manufacturer employed the arm of political injustice to keep down and ultimately strangle a competitor with whom he could not have contended on equal terms."—History of India, H. H. Wilson, p. 392.

অর্থাৎ :—ভারতের সূত্র এবং রেশমদ্রব্য সমূহ এই সময় পর্য্যন্ত (১৮১৩ খৃঃ) বিলাতে নির্ম্মিত দ্রব্য অপেক্ষা শতকরা ৫০।৬০ কম মূল্যে বিক্রীত হইয়াও ইংলণ্ডের বাজারে লাভ রাখিয়া বিক্রীত হইতে পারিত। সুতরাং শেষোক্তটিকে তাহার মূল্যের উপর শতকরা ৭০।৮০ শুল্ক বসাইয়া বা নিশ্চিত নিষেধাজ্ঞা দ্বারা রক্ষা করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। এইরূপ না হইলে, এইরূপ নিষেধাত্মক শুল্ক বা হুকুম না থাকিলে পাইস্‌লী এবং ম্যানচেষ্টারের কলগুলি প্রারম্ভেই বন্ধ হইয়া যাইত এবং এমন কি বাষ্পের শক্তিতেও তাহারা কদাচিত পুনরায় চালিত হইতে পারিত। ভারতীয় শিল্পকে বলি দিয়াই তাহারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। ভারত স্বাধীন হইলে ব্রিটিশ পণ্যের উপর নিষেধাত্মক শুল্ক ধার্য্য করিয়া ইহার প্রতিশোধ লইত এবং এইরূপে তাহার উৎপাদনকারী শিল্পকে

ধ্বংস হইতে রক্ষা করিত। এই আত্মরক্ষার কার্য তাহাকে করিতে দেওয়া হইয়াছিল না; সে বিদেশীর দয়াধীন ছিল। কোনও শুল্ক না দিয়া বিলাতী পণ্য তাহাকে বলপূর্ব্বক লওয়ান হয় এবং বৈদেশিক শিল্পীরা তাহার এক প্রতিদ্বন্দ্বীকে দমন করিতে এবং পরিশেষে শ্বাস বন্ধ করিয়া হত্যা করিতে রাজনৈতিক অবিচাররূপ অস্ত্র নিয়োগ করে; এই প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত সে সমান নিয়মে বিবাদ করিতে পারিত না। "Francis Carnac Brown had been born of English parents in India and like his father had considerable experience of the cotton Industry in India. He produced an Indian Charka or spinning wheel before the Select Committee and explained that there was an oppressive *Moturfa* tax which was levied on every Charka on every house and upon every implement used by artisans."—India in Victorian Age, p. 135. অর্থাৎ:— ফ্রান্সিস্ কার্ণাক ব্রাউন ইংরাজ পিতামাতা হইতে ভারতে জাত এবং তাঁহার পিতার ন্যায় ভারতীয় কার্পাস-শিল্প সম্বন্ধে অনেক অভিজ্ঞতা রাখিতেন। তিনি এই নির্দ্দিষ্ট সমিতির সম্মুখে একটি ভারতীয় চরকা বা সূতা কাটার চাকা উপস্থাপিত করেন এবং ব্যাখ্যা করিয়া বুঝান যে মোতরফা ট্যাক্স নামে এক পীড়াদায়ক ট্যাক্স প্রত্যেক চরকার উপর, প্রত্যেক গৃহের উপর এবং শিল্পীদের ব্যবহৃত প্রত্যেক যন্ত্রের উপর ধার্য্য করা হয়। এই নিষ্ঠুর শিল্পনীতির আক্রমণে পল্লীর চরম দুর্গতির এক সকরুণ দৃশ্য ফরাসী দর্শক Abbe Dubois দিয়াছেন:—"Just before returning to Europe I travelled through some of the manufacturing districts and nothing could equal the state of desolation prevailing there. All the work

rooms were closed and hundreds of thousands of the inhabitants composing the weaver caste, were dying of hunger. I found countless widows and other women out of work and consequently destitute who used formerly to maintain their families by cotton spinning. Wherever I went the same melancholy picture confronted me. Such is the deplorable condition into which the poor Hindus have sunk; and it grows worse daily. Ah! if only the inventors of these industrial developments could hear the curses which this multitude of poor Hindus never tire of heaping upon them; if only like me they had seen the frightful misery which has overtaken whole provinces, owing entirely to them and their inventive genius, they would, no doubt, unless they were entirely wanting in human pity, bitterly repent having carried their pernicious innovations so far, and having thereby enriched a handful of men at the expense of millions of poor people to whom the very name of their competitors has become odious as the sole cause of their utter destitution!" অর্থাৎ ইউরোপে প্রত্যাবর্তন করিবার ঠিক পূর্বেই শিল্প প্রধান কয়েকটি জিলার ভিতর দিয়া আমি ভ্রমণ করি। সেখানে সর্বত্রব্যাপী উচ্ছন্নভাবের সমান অন্য কিছুই ছিল না। সমস্ত কারখানাগুলি বন্ধ হইয়া গিয়াছিল এবং লক্ষ লক্ষ তন্তুবায়জাতীয় অধিবাসী অনাহারে মারা যাইতেছিল। যাহারা

পূর্বে কার্পাস সূতা কাটিয়া তাহাদের পরিবারবর্গকে প্রতিপালন করিত এইরূপ অসংখ্য বিধবা এবং অন্যান্য স্ত্রীলোকদিগকে কর্মহীন সুতরাং নিরাশ্রয় দেখিতে পাই। আমি যেখানেই গিয়াছিলাম সেখানেই এই দুঃখপূর্ণ দৃশ্য আমার সম্মুখে উপস্থিত হয়। দরিদ্র হিন্দুরা এইরূপ শোচনীয় অবস্থাতেই পড়িয়াছে; এবং ইহা দিন দিন আরও খারাপ হইতেছে। আহা! বহু সংখ্যক দরিদ্র হিন্দুরা তাহাদের উপর যে অভিশাপ বর্ষণ করিতে ক্লান্ত হয় না, সেই অভিশাপ যদি এই সব শিল্প সম্বন্ধীয় উন্নতির আবিষ্কারকরা শুনিতেন! সম্পূর্ণ তাঁহাদের জন্য এবং তাঁহাদের উদ্ভাবনক্ষম প্রতিভার জন্য সমগ্র দেশকে যে ভয়ঙ্কর দুর্দ্দশা আক্রমণ করিয়াছে তাহা যদি তাঁহারা আমার ন্যায় দেখিতেন, যদি তাঁহারা মনুষ্যোচিত দয়া হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত না হইতেন, তাহা হইলে তাঁহারা তাঁহাদিগের হানিজনক পরিবর্তন সমূহ এতদূর চালিত করার জন্য এবং তদ্বারা যাহাদের নিকট তাঁহাদিগের প্রতিদ্বন্দ্বীদিগের নাম পর্য্যন্ত তাহাদিগের অত্যন্ত দীন-হীনতার একমাত্র কারণ বলিয়া ঘৃণ্য হইয়াছে, সেই কোটী কোটী দরিদ্র লোকের ক্ষতি করার জন্য, তাঁহারা নিশ্চয়ই তীব্র অনুতাপ করিতেন।

৺সত্যচরণ শাস্ত্রী মহাশয়ও বলেন, "সিরাজদ্দৌলার রাজত্বের অবসান সময় হইতে তন্তুবায় কুলের অবনতি আরম্ভ হইয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া বণিক্‌দিগের রাজত্বকালে তাহা চরম সীমায় উপস্থিত হয়। জঙ্গল বাড়ী নামক স্থানের অত্যাচার প্রপীড়িত সাতশত ঘর তন্তুবায় জ্বালাতন হইয়া ভিটা মাটি ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে বাধ্য হইয়াছিল। ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভে কোম্পানীর ভৃত্যগণ সকল প্রকার কাপড়ের একচেটে ব্যবসা করিয়াছিল। তাঁহারা স্বেচ্ছানুসারে মূল্য দিয়া কাপড় ক্রয় করিতেন, তন্তুবায়েরা তাঁহাদিগকে বস্ত্র বিক্রয়ে অস্বীকৃত হইলে তাহারা আর রক্ষা পাইত না; অনেক

সময় যথেষ্ট পরিমাণে ধন দিয়া প্রহৃত ও শৃঙ্খলিত হইয়াও, কোম্পানীর ভৃত্যবর্গের হাত হইতে তাহারা প্রাণ হইতে প্রিয়তর জাতি রক্ষা করিতে সমর্থ হইত না। তন্তুবায়েরা যদি স্বেচ্ছাক্রমে কোম্পানীর তন্তুবয়নে প্রবৃত্ত না হইত তাহা হইলে তাহাদিগের উপর বলপ্রয়োগ করিয়া কর্মে বাধ্য করা হইত। যখন তন্তুবায়রা এই সকল অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়াছিল, তখন তাহারা বৃদ্ধাঙ্গুলীদ্বয় কর্তন করিয়া প্রাণ রক্ষা করিত। এইরূপ অশ্রুতপূর্ব অত্যাচারে বাঙ্গালার তন্তুবায় কুল নির্মূল হইয়া যায়।"—সত্যচরণ শাস্ত্রীর গ্রন্থাবলী (মহারাজ নন্দকুমার চরিত), ৪৩৫ পৃঃ।

জেম্‌স্ টেলারও (১৮৪০ খৃষ্টাব্দে) বলিয়াছিলেন যে—"এই শিল্পের অবনতি ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ হয়, যখন বিলাতী সূতা প্রথমে এদেশে আসিল, তারপর ১৮২৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ইহা দ্রুতগতিতে ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে।" ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ভারতে বড় জোর আড়াই হাজার টাকার বিলাতী কাপড় আমদানী হইয়াছিল। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দেও এক কলিকাতার বন্দর হইতেই আড়াই কোটী টাকার কাপড় চালান গিয়াছিল। আর ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে ভারতে প্রায় ৬৬ কোটী টাকার বিলাতী কাপড় আমদানী হয়। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দেও সাক্ষ্যদানকালে ডাক্তার উর বলিয়াছিলেন যে "ঢাকায় সূতাকাটা ও মস্‌লিন তৈয়ারী সেই রকম ভাবেই হইতেছে এবং আমার মনে হয় ইউরোপীয় শিক্ষা ও নিপুণতা কখনই ইহাদের সমকক্ষ হইতে পারে না।" ১৮৪০ খৃষ্টাব্দেও জেম্‌স্ টেলার বলিয়াছিলেন যে—"১৮ হইতে ৩০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত হিন্দু স্ত্রী লোকেরাই সব চেয়ে বেশী ভাল সূতা কাটিতে পারেন। এই কার্যে যাঁহারা খুব নিপুণ তাঁহারা এক টাকা ওজনের তুলায় প্রায় চার মাইল বা ততোধিক দীর্ঘ সূতা কাটিতে পারেন।"

ডিগ্‌বী সাহেব পলাশী যুদ্ধের পূর্বের অবস্থা সম্বন্ধেও লিখিয়াছেন, "Lancashire Spinning and weaving were on a par with the corresponding industry in India so far as machinery was (p. 30) concerned, but the skill which made Indian cottons a marvel of manufacture was wholly wanting in any of the western nations."—'Prosperous' British India by William Digby, pp. 30—31 (1901 ed.) অর্থাৎ :—যন্ত্র সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে গেলে ল্যাঙ্কাশায়ারের তুলা কাটন ও বস্ত্র বয়ন ভারতের ঐ জাতীয় শিল্পের সমকক্ষ ছিল, কিন্তু যে নিপুণতা ভারতীয় সূতাশিল্পকে বিস্ময়কর ব্যাপার করিয়াছে তাহার সম্পূর্ণ অভাব পাশ্চাত্য জাতিসমূহের মধ্যে ছিল। গ্যাড্‌গিল সাহেবের মত (D. R. Gadgil, Industrial Evolution of India, p. 37) উদ্ধৃত করিয়া শেল্‌ভঙ্কর মহাশয় বলিয়াছেন, "One thinks inevitably, of textiles—of calicoes and silks and muslins. There were numerous varieties of them, some so marvellously fine that "a piece of twenty yards long and one yard wide could be made to pass through a finger-ring"—The Problem of India by K. S. Shelvankar, p. 149 অর্থাৎ :—কার্পাস বস্ত্র, রেশম ও মসলিন বস্ত্র সম্বন্ধেই অপরিহার্য্য ভাবেই চিন্তা করিতে হয়। তাহাদের অসংখ্য রকম ছিল, এবং কতক বিস্ময়কররূপে এত সূক্ষ্ম ছিল যে, "কুড়ি গজ লম্বা এবং এক গজ প্রস্থ একখণ্ড কাপড় একটা অঙ্গুরীর ভিতর দিয়া চালিত করান যাইত।" মার্কস্‌ও 'ক্যাপিটাল'এ (Capital by Karl Marx, by Eden & Cedar Paul, 1932, Vol. 1 p. 358) বলিয়াছেন, "The Muslins of Dacca

in fineness, the calicoes and other piece goods of Coromandal in brilliant and durable colours, have never been surpassed." অর্থাৎ :—ঢাকার মসলিনের সূক্ষ্মতাকে, করমণ্ডলের কার্পাস বস্ত্র ও অন্যান্য বস্ত্রাদি পণ্য দ্রব্যের উজ্জ্বল ও স্থায়ী বর্ণকে কোন কালেই শ্রেষ্ঠতায় অতিক্রম করা যায় নাই। ভারতের এই সুন্দর সমুন্নত শিল্পকে নৃশংস অত্যাচার দ্বারাই গলা টিপিয়া মারা হইয়াছিল। ভারতীয় বস্ত্র শিল্পের উপর ইংলণ্ডে শতকরা ৭০৲।৮০৲ কর ধরা হইল; আর বিলাতী কাপড় বিনা শুল্কে ভারতে আমদানী হইতে লাগিল। ১৭০০ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডে যে আইন পাশ করেন তাহা W. W. Hunter মহাশয়ও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন :—"The Parliament passed two acts—called by Sir George Birdwood "the scandalous law of 1700"—which both obtained the Royal assent on the 11th of April, by which it was enacted, "that from and after the 29th day of September 1701, all wrought silks, Bengals, and Stuffs mixed with silk or herba, of the manufacture of the China, Persia, of the East India and all calicoes, painted, dyed, printed or stained there, which are or shall be imported into this kingdom shall not be worn or otherwise used in Great Britain; and all goods imported after that day, shall be warehoused or exported again." অর্থাৎ সার জর্জ্জ বার্ডউড প্রদত্ত "১৭০০ খৃষ্টাব্দের লজ্জাকর আইন" নামে দুইটি আইন পালিয়ামেণ্ট পাশ করেন। উহারা উভয়েই ১১ই এপ্রিল তারিখে রাজার সম্মতিলাভ করিয়া এইরূপে বিধিবদ্ধ হয় যে

১৭০১ খৃষ্টাব্দের ২৯শে সেপ্টেম্বর হইতে এবং তাহার পরে সর্ব্বপ্রকার হস্ত নির্ম্মিত রেশমী কাপড়, বঙ্গদেশীয় কাপড়, রেশম বা উদ্ভিদ্‌সূত্র মিশ্রিত দ্রব্য, চীন, পারশ্য, ইষ্ট ইণ্ডিয়ার (ভারতবর্ষের) শিল্পদ্রব্য এবং সর্ব্বপ্রকার ক্যালিকো নামক কাপড় যাহা এই সব স্থানে চিত্রিত হয়, রঙ্‌ করা হয়, ছাপান হয় বা চিহ্নিত হয় এবং যাহারা এই রাজ্যে আমদানী হইতেছে বা হইবে, সেই সমস্ত দ্রব্য গ্রেট্‌ব্রিটেনে (বিলাতে) পরিহিত বা অন্য কোনওরূপে ব্যবহৃত হইতে পারিবে না; এবং ঐ তারিখের পরে যে সমস্ত পণ্যদ্রব্য আমদানী হইবে তাহারা হয় মালগুদামজাত হইবে নতুবা পুনরায় রপ্তানী হইবে। ১৭২০ খৃষ্টাব্দেও ইংলণ্ড এক আইন পাশ করেন। তাহার ফলে বিলাতে ভারতীয় ক্যালিকো বা সূতারবস্ত্র বিক্রীত হইলে বিক্রেতাকে দুইশত টাকা এবং তাহার ব্যবহারকারীকে পঞ্চাশ টাকা অর্থ দণ্ড দিতে হইবে। লর্ড বেণ্টিঙ্কের আমলে এক অনুসন্ধানে প্রকাশ পায় যে, বিলাতী কাপড় ভারতে শতকরা মাত্র আড়াই টাকা কর দিয়া বিক্রীত হইত; আর ভারত-নির্ম্মিত বস্ত্রকে শতকরা ১৭॥০ টাকা কর দিতে বাধ্য করা হইত। একদিকে যেমন বিলাতে ভারতীয় কাপড় রপ্তানীর পথ বন্ধ করা হইল, অন্যদিকে আবার তেমনি বিনা শুল্কে বিলাতী বস্ত্রের অবাধ আমদানীর পথ ভারতে প্রশস্ত করা হইল। তাহার সাক্ষ্য প্রফেসর রস্‌ও দিয়াছেন। "১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ইংরাজ সরকার ভারতবর্ষ হইতে সমস্ত শুল্ক তুলিয়া দিতে কৃতকার্য হইলেন। কাজেই জগতে কেবলমাত্র ভারত সরকারই আমদানী শুল্ক হইতে বঞ্চিত হইলেন।" এই নির্ম্মম অত্যাচারের ফলে ভারতবাসীর যে দুর্দ্দশা তাহার বর্ণনা হিণ্ডম্যান সাহেবও দিয়াছেন :—"In the seventeenth and during a great part of the eighteenth century the importation of Indian

calicoes into England was prohibited on the ground that their competetion would have crushed the rising home industry in similar goods......English handloom weavers and spinners suffered seriously from the competition of the machine-made products at their own door, but their miseries were child's play in comparison with the horrors inflicted upon the weavers of India at the same time. No protective tariff was allowed to safeguard them.....Tens upon tens of thousands of them perished of starvation".—*The Truth about India* by H. M. Hyndman pp. 11—12

অর্থাৎ :—সপ্তদশ শতাব্দীতে এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর অধিকাংশে ভারতীয় ক্যালিকো বস্ত্রের বিলাতে আমদানী এই কারণে নিষিদ্ধ হয় যে তাহাদিগের প্রতিযোগিতা ঐ জাতীয় পণ্যের দেশীয় শিল্পের উত্থানকে পিষিয়া মারিত।...তাহাদের নিজদেশে উৎপন্ন কলের দ্রব্যের প্রতিযোগিতা হইতে বিলাতের হস্ত নির্ম্মিত তাঁতে বয়নকারীরা এবং সূতা প্রস্তুতকারীরা বিলক্ষণ কষ্টভোগ করিয়াছিল ; কিন্তু সেই একই সময়ে ভারতীয় তন্তুবায়দিগের উপর যে ভয়ানক শাস্তি দান করা হইয়াছিল তাহার তুলনায় তাহাদিগের ওই দুর্দ্দশাসমূহ বালকের ক্রীড়ামাত্র। তাহাদের ভয় নিবারণার্থ কোনও রক্ষণ শুল্কের সাহায্য দেওয়া হইয়াছিল না।...লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে জীবন ত্যাগ করিয়াছিল।

ইহার ফলে দেখা যায় একদিকে যেমন ভারতের বস্ত্র ইংলণ্ডে কম রপ্তানী হইতে লাগিল, অন্যদিকে তেমনি ইংলণ্ডের বস্ত্র ভারতবর্ষে অধিক পরিমাণে আমদানী হইতে লাগিল। নিম্নের তালিকা দৃষ্টেই তাহা সম্যক্ উপলব্ধি হইবে।

ভারতবর্ষ হইতে যত বস্ত্র ইংলণ্ডে যায়—

১৮১৪ খৃষ্টাব্দে		১২, ৬৬, ৬০৮ খণ্ড বস্ত্র
১৮২১	"	৫, ৩৪, ৪৫৯, " "
১৮২৮	"	৪, ২২, ৫০৪ " "
১৮৩৫	"	৩, ০৬, ০৮৬ " "
১৮৪২	"	১, ৮১, ২২৪ " "
১৮৪৯	"	৩৬, ১৫২ " "

ইংলণ্ড হইতে যত বস্ত্র ভারতে আসে :—

১৮১৪ খৃষ্টাব্দে			৮, ১৮, ২০৮ গজ
১৮২১	"	...	১, ৯১, ৩৮, ৭২৬ "
১৮২৮	"	...	৪, ২৮, ২২, ০৭৭ "
১৮৭৫	"	...	৬১, ৬৪, ৩৬, ৭৫২ "
১৯০৫	"	...	১৩৭, ৮৩, ০০, ২৩৪ "
১৯২৫	"	...	১৪৮, ৩৭, ১৩, ৪৪৬ "

১৯২৬ খৃষ্টাব্দে প্রায় ১৫২,৯০,০০,০০০ গজ কাপড় আমদানী হইয়াছে। আর এই ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় মিলসমূহে প্রায় ১৯৫, ৪০,০০,০০০ গজ কাপড় প্রস্তুত হইয়াছে। ১৯২৭ সালে হইয়াছে ২৩৫,৭০,০০,০০০ গজ। আর আজ স্বাধীনতার প্রভাতে ১৯৫০ সালে বস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছে পাকিস্তান বাদে কেবলমাত্র ভারতীয় মিলে ৩৬০,০০,০০,০০০ গজ, আর ১৯৫১ সালে হইয়াছে ৪০৮,০০,০০,০০০ গজ। ১৯৫২ সালে আরও বেশী উৎপাদন হইবে আশা করা যায় স্বাধীনতার জয় যাত্রায়।

মহাত্মা গান্ধীর খদ্দর প্রচলন, দেশীয় কলসমূহে অধিকতর বস্ত্রবয়ন কার্য্য 'All India Spinning Association' আদির কর্তৃত্বাধীনে এবং সর্ব্বদেশে নানা খদ্দর প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্য্য আরও কিছু

প্রবলবেগে চালাইতে পারিলে এবং সঙ্গে সঙ্গে বিলাতী ও বিদেশী বর্জন প্রতিজ্ঞা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলে বিলাতী ও বিদেশী বস্ত্রকে শীঘ্রই গলাধাক্কা দিয়া ভারত হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া যাইত। বর্তমানে ইংলণ্ড, জাপান আদি বিদেশ হইতে প্রচুর বস্ত্র আমদানী হইতেছে। সংরক্ষণ নীতি বা protective tariffs দ্বারা বিদেশী কাপড়ের আমদানী বন্ধ করা যাইতে পারে। ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে protective tariff বা সংরক্ষণনীতি ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট কিছুতেই সহজে করিতে দেন নাই ; কিন্তু জাপানের বিরুদ্ধে এবং নেদারল্যাণ্ড, সুইজারল্যাণ্ড, সোভিয়েট রাশিয়া, ইটালী বা আমেরিকার বিরুদ্ধেও আপত্তি করেন নাই। ১৯২৫-২৬ খৃষ্টাব্দে যে যে দেশ যে পরিমাণ বিদেশী কাপড় ভারতে রপ্তানী করিয়াছে তাহার তালিকা দেওয়া গেল। ইংলণ্ড—১২·৮০। জার্ম্মানী—২। নেদারল্যাণ্ড—১৬·৫। সুইজারল্যাণ্ড—৭·৪। ইটালী—১০·৯। আমেরিকা—১৫·১। জাপান—২১৬·৮। বিলাতী ও বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জননীতিকে আরও সচেষ্ট করিতে পারিলে বিলাতী ও বিদেশী বস্ত্রকে যে ভারত ছাড়া করিবার সম্ভাবনা আছে তাহা উপরোক্ত তালিকাই নির্দ্দেশ করিতেছে। আর ইহা ইংরেজরাই স্বীকার করিতেছেন। মিষ্টার বাউকার 'ল্যাঙ্কাশায়ার নিলামে' লিখিয়াছেন যে, গত বৎসর তথায় ৫০টী সূতার কলের কোম্পানী, ৩৩ জন পণ্যোৎপাদক, ১১টী সূতা ও অন্য দ্রব্য প্রস্তুতকারক কোম্পানী এবং ৭৯ জন ব্যবসায়ীকে হয় ব্যবসা বন্ধ করিতে হইয়াছে, নতুবা পাওনাদারদিগের সহিত বন্দোবস্ত করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছে। বাউকার আরও স্বীকার করিয়াছেন যে, ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে ভারতে ল্যাঙ্কা-শায়ার হইতে যত কাপড় যাইত এখন তাহার অর্দ্ধেক মাত্র যায়। আর চীনে পূর্ব্বে যত কাপড় যাইত এখন তাহার এক তৃতীয়াংশ মাত্র যায়। ম্যাঞ্চেষ্টারের কলওয়ালাদের অবস্থা এত খারাপ হইয়াছিল যে,

তাঁহারা যে সমস্ত ব্যাঙ্ক হইতে এই বাবদে টাকা কর্জ লইয়াছিলেন, সেই সমস্ত ব্যাঙ্ককে তাঁহাদিগের প্রাপ্য টাকার অর্দ্ধেক রেহাই দিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। ম্যাঞ্চেষ্টারে ১৯২৮এর মে মাসে যে ব্রিটিশ কার্পাসোৎপাদক সমিতির এক ভোজ সভা হয় তাহাতে প্রধানমন্ত্রী বলডুইন (Baldwin) এবং ঐ সভার সভাপতি লর্ড ডার্বি বিলাতের কার্পাস শিল্প সম্বন্ধে অনেক আশঙ্কা ব্যক্ত করিয়াছিলেন। ১৯২৬-২৭ খৃষ্টাব্দে বিলাতী বস্ত্র আরও কম আমদানী হইয়াছিল। ভারতবাসী বিলাতী ও বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন পণ দৃঢ়চিত্তে, অটুট সঙ্কল্পে অবলম্বন করিয়া খদ্দর এবং স্বদেশী বস্ত্র অধিকতর পরিমাণে ব্যবহার করিলেই যে সাফল্যমণ্ডিত হইবে তাহার অরুণ-কিরণ-রেখা ভারতের ভাগ্যাকাশে হিরণ-বরণে দেখা দিতেছিল। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে ভারতের কলগুলি ২৩৫ কোটী ৭০ লক্ষ গজ সূতাবস্ত্র উৎপাদন করে। কিন্তু আজ স্বাধীনতার প্রভাতোদয়ে ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে ভারতের কলগুলি ৬১২ কোটী টাকা মূল্যের ৪০৮ কোটী গজ সূতাবস্ত্র উৎপাদন করিয়াছে, আর ১৬৩ কোটী টাকার ১৩০ কোটি ৪০ লক্ষ পর্য্যন্ত সূতা উৎপাদন করিয়াছে। আর ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে প্রথম সাত মাসে (জানুয়ারী হইতে জুলাই) ভারতের কলগুলিতে মোট ২৫৪ কোটী ৭ লক্ষ ২৪ হাজার গজ বস্ত্র তৈয়ারী হইয়াছে। গত বৎসর (১৯৫১) এই সাত মাসে মোট ২৩৫ কোটী ৩ লক্ষ ৬০ হাজার গজ বস্ত্র তৈয়ারী হইয়াছিল। এ বৎসর প্রতিমাসে গড়ে ৩৫ কোটী ৫ হাজার গজ বস্ত্র তৈয়ারী হইয়াছে। তাহাতে এ বৎসরে অন্ততঃ ৪২০।৪২১ কোটী গজ বস্ত্র উৎপন্ন হইবে।

পূর্ব্বোক্ত ঐ সমস্ত নৃশংস অত্যাচারের বিরুদ্ধে দুইবার দেশবাসী প্রবল আন্দোলন তুলিয়াছিলেন। বাঙ্গলার উপর এই সব নির্ম্মম জুলুমের বিরুদ্ধে যে মহাপ্রাণ ব্রাহ্মণ প্রথম আন্দোলন তুলিয়াছিলেন তাঁহার নাম মহারাজ নন্দকুমার। বাঙ্গালার প্রজার কল্যাণের জন্য

যে বীর আত্মোৎসর্গ করেন তাঁহার কথা গোলাম বাঙ্গালী ভুলিয়া গিয়াছে! বাঙ্গালার শিল্পীকুলকে, বাঙ্গালীকে রক্ষা করিতে যাইয়া এই তেজস্বী ব্রাহ্মণ ইংরাজের চক্ষুশূল হন। ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দের ২৪শে জুলাই তারিখে কলিকাতায় ইংরাজ কাউন্সিলের নিম্নোদ্ধৃত উক্তিই তাহার উজ্জ্বল সাক্ষ্য। "Nawab Mirjafar has entered into an agreement with us that he or his officers should, on no account interfere with the acts or conduct of the Factors and Gomostahs of the East India Company and that these Factors and Gomostahs should be allowed perfect liberty to act just as they please in furtherence of the commercial interests of the company. But a wicked Brahmin named Nanda cumar, not withstanding the remonstrances of his master, the present Nawab of Murshidabad always stands between the Company's servants and the weavers who take advances from them. This man makes frequent complaints that the weavers are being oppressed by the servants and Gomostahs of the East India Company. He has no right to make any such complaints when the company's servants are authorised by the Nawab himself to deal with these weavers just as they please in furtherence of their most lawful trade. Nanda cumar is really an enemy of the East India Company." অর্থাৎ—নবাব মীরজাফর আমাদিগের সহিত এই চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছেন যে, তিনি বা তাঁহার কর্ম্মচারীরা কোনক্রমেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া

কোম্পানীর কুঠিওয়ালা বা গোমস্তার কার্য্যে বা ব্যবহারে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না এবং কোম্পানীর বাণিজ্য সম্বন্ধীয় স্বার্থের উন্নতিকল্পে এই সমস্ত কুঠিওয়ালা বা গোমস্তাদিগকে যথেচ্ছ কার্য্য করিতে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হইবে। কিন্তু নন্দকুমার নামক এক দুষ্ট ব্রাহ্মণ তাহার মনিব বর্তমান মুর্শিদাবাদের নবাবের প্রতিবাদ সত্ত্বেও কোম্পানীর ভৃত্যদের এবং তাহাদিগের নিকট হইতে অগ্রিম টাকা লইয়াছে এরূপ তন্তুবায়দিগের মধ্যস্থলে আসিয়া দাঁড়ায়। এই লোকটা প্রায়ই নালিশ করে যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর গোমস্তা এবং ভৃত্যদিগের দ্বারা এই সমস্ত তন্তুবায়রা প্রপীড়িত হইতেছে। তাহাদিগের আইন-সঙ্গত (?) ব্যবসার উন্নতির জন্য এই সমস্ত তন্তুবায়ের উপর যথেচ্ছ ব্যবহার করিবার জন্য যখন কোম্পানীর চাকররা স্বয়ং নবাবের দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছে, তখন তাহার এরূপ নালিশ করিবার কোনও অধিকার নাই। নন্দকুমার প্রকৃতই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একজন শত্রু।

যে সত্য জালিয়াতী করিয়া লর্ড ক্লাইভ (৺সত্যচরণ শাস্ত্রীর গ্রন্থাবলী, ২৫৯, ২৬০, ৪৫৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য) পলাশীর যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া ইংরাজ রাজ্যের প্রথম ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া ইতিহাসে গৌরবান্বিত হইয়াছেন, সেই জালিয়াতীরই মিথ্যা অপবাদে ইংরাজশত্রু দেশবন্ধু নন্দকুমারকে ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলিতে হইল। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দের ৫ই আগষ্ট ইঁহার ফাঁসীর দিন স্থির হয়। ধর্ম্মপ্রাণ তেজস্বী ব্রাহ্মণ নন্দকুমার মিষ্টান্নমাত্র আহার করিয়া ঈশ্বর চিন্তায় জীবনের শেষ কয়দিন অতিবাহিত করেন। নির্ভীক স্বদেশপ্রাণ আত্মত্যাগী নন্দকুমার জেলের বা ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিবার সময় বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই। তাঁহারই সঙ্কেতে তাঁহাকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলান হইল। ফাঁসির দিন কলিকাতার হিন্দুরা রন্ধন করিয়া আহার করেন নাই। অনেকে এই জঘন্য পৈশাচিক হত্যায়

কলুষিত হইয়াছে বলিয়া কলিকাতা ত্যাগ করিয়া গঙ্গার অপর পারে বালী, উত্তরপাড়া প্রভৃতি স্থানে বাস স্থাপন করিলেন। এ বিষয়ে যাঁহারা আনুপূর্ব্বিক জানিতে চাহেন তাঁহারা ৺সত্যচরণ শাস্ত্রীর 'জালিয়াৎ ক্লাইভ' ও 'মহারাজ নন্দকুমার' এবং ৺চণ্ডীচরণ সেনের 'মহারাজ নন্দকুমার' গ্রন্থ পাঠ করিবেন। ভারতের বস্ত্রশিল্পের ধ্বংসের পশ্চাতে এইরূপ যে কত বলি পড়িয়াছে তাহা বাঙ্গালী ভুলিয়াছে। নির্জীব বঙ্গবাসী, গোলামের অপেক্ষাও ঘৃণ্যতম বাঙ্গালী নীরবে এই সব লোমহর্ষণকারী পাশবিক অত্যাচার সহ্য করিতেই কেবল শিখিয়াছে, আর মেয়েলি স্বরে কেবল আর্তনাদ করিতে শিখিয়াছে। ভারতে বাঙ্গালায় কেহ যেন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বলিয়া পরিচয় না দেয়; তাহারা শুদ্রাধম, ক্রীতদাস, কারণ গোলামি তাহাদের অস্থিমজ্জাগত হইয়াছে, তাহারা সরকারের কেনা গোলাম।

এই সমস্ত নৃশংস অত্যাচারের বিরুদ্ধে ভারতবাসী যে দ্বিতীয়বার আন্দোলন করে তাহার ফল ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের 'সিপাহী বিদ্রোহ'। এই সিপাহী বিদ্রোহ চর্বিমাখা টোটা বা 'কালাপাণি' পারের 'খোটা' লইয়া নহে; নির্মম, নৃশংস অত্যাচারে পিষ্ট, বিধ্বস্ত হইয়াই এই বিদ্রোহ ঘোষিত হইয়াছিল। আমাদের 'শিল' আমাদের 'নেড়া' দিয়াই ইংরাজ আমাদের দাঁতের গোড়া বরাবরই ভাঙ্গিয়া আসিয়াছেন। এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইল। এই সমস্ত বিদ্রোহ দমনের পরিণামে লুণ্ঠন ও শোষণলীলা রাক্ষসীর আকার ধারণ করিয়া পল্লীবাসী শিল্পীকুলকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। পল্লীবাসী ভারতবাসী অন্নহীন বস্ত্রহীন উভয়ই হইল। এই সব দুরবস্থা দূর করিবার জন্য দেশবাসী আরও চারিবার আন্দোলন বা বিদ্রোহ উপস্থিত করিয়াছিল। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গে 'স্বদেশী আন্দোলন' এবং ১৯২১ খৃষ্টাব্দে 'অসহযোগ' (Non-co-operation) আন্দোলন। ১৯৩০-৩২ সালে আইন অমান্য আন্দোলন

এবং ১৯৪২ সালে নেতাজী সুভাষ বসুর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজের অভিযান এবং নেতৃত্বহীন জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহ বা বিপ্লব। এই চারি আন্দোলনে বিলাতীবস্ত্র বর্জন ও স্বদেশীবস্ত্র এবং খদ্দর গ্রহণ প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং অনেকটা কার্যে পরিণতও করা হয়। কিন্তু মহামূর্খ, গলিতকুষ্মাণ্ড পল্লীবাসী এ সব অন্দোলনের মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই। গোলামিতে অভ্যস্ত ভয়াতুর কাপুরুষ পল্লীবাসী এ আন্দোলন চারিটিকেও সফল করিল না নিজেদের এবং নেতাদের বুদ্ধিদোষে এবং কর্ম্মদোষে।

যে ভারতের কালিকট্ট (Calicut)এর নামানুসারে বস্ত্রের নাম ক্যালিকো (Calico) হইয়াছিল, যে ভারতের বারাণসী, শান্তিপুরে, সিমলাই ও ফরাসডাঙ্গার কাপড় এখনও বিখ্যাত, যে ভারতের ঢাকার মসলিন জগদ্বিখ্যাত সেই ভারত আজিও নিজের বস্ত্র নিজে সরবরাহ করিতেছে না। পরাধীন দাস জাতি বস্ত্রের জন্যও পরমুখাপেক্ষী। পল্লীর প্রকৃত মঙ্গল সাধন করিতে হইলে পল্লীর এই নষ্ট শিল্পটিকে পুনরায় উদ্ধার করিতে হইবে। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে আমাদের নিজেদের বস্ত্র জোগাইয়াও এক কলিকাতা বন্দর হইতেই আড়াই কোটী টাকার কাপড় বিদেশে চালান দেওয়া হইয়াছিল। আর একশত বৎসর পরে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে বিলাত হইতে ৩৪ কোটি টাকার কাপড় কলিকাতার বন্দরে আসে। আমাদের পূর্ব্বাবস্থা কি আমরা উদ্ধার করিতে পারি না? নিশ্চয়ই পারি, যদি থাকে বাজের মত অটুট সঙ্কল্প, মরণ পণ।

বর্ত্তমানে কাপড়ের বাজারে জাপানের সেরূপ প্রতিযোগিতা নাই। ইউরোপ আমেরিকার বস্ত্রও অন্ততঃ কয়েক বৎসরের মধ্যে সেরূপ আমদানীর সম্ভাবনা নাই। এই সুন্দর সুযোগ কি ভারতরাষ্ট্র ও পাকিস্তান রাষ্ট্র লইবে? সুখের বিষয় ১৯৩০-৩১ হইতে ১৯৩৯-৪০

এই দশ বৎসরে ভারতের কাপড়ের কলের বস্ত্রোৎপাদনে সূতার উৎপাদন পরিমাণ ৮৬,৭০,০০,০০০ পাউণ্ড হইতে ১২৩,৪০,০০,০০০ পাউণ্ডে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভারতের কাপড়ের কলে বস্ত্র ও সূতার উৎপাদন নিম্নভাবে অগ্রগামী হইয়াছে :—

	১৯২০-২১	১৯৩৬-৩৭	১৯৪০-৪১	১৯৪৪-৪৫
বস্ত্রাদি গজে	১,৫৮,১০,০০,০০০	৩৫৭,২০,০০,০০০	৪২৬,৯০,০০,০০০	৪৭২,৬০,০০,০০০
„ পাউণ্ডে	৩৬,৭০,০০,০০০	৭৮,২০,০০,০০০	৯৮,১০,০০,০০০	১২০,০০,০০,০০০
সূতা „	৬৬,০০,০০,০০০	১০৫,১০,০০,০০০	১৩৪,৯০,০০,০০০	১৬৫,১০,০০,০০০

১৯৫১ খৃষ্টাব্দে ভারতের কাপড়ের কলগুলি ৬১২ কোটী টাকা মূল্যের ৪০৮ কোটী গজ সূতাবস্ত্র উৎপাদন করিয়াছে, আর ১৬৩ কোটী টাকা মূল্যের ১৩০ কোটী ৪০ লক্ষ পাউণ্ড সূতা উৎপাদন করিয়াছে। তথাপি এই উদ্ধারণ কেবল কাপড়ের মিল, কল বা ফ্যাক্টরীর দ্বারা হইবে না। সেই চরকা ও তাঁতকেই আবার যজ্ঞের আসরে নামাইতে হইবে। ৺রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ও এই চরকা ও তাঁতের প্রচলন সমর্থন করেন। বারাণসী শিল্প সমিতিতে বক্তৃতাকালে তিনি বলেন :—"The humble weavers working with their wives and children in their homes, live better and more peaceful lives than men and women working in crowded and unwholesome factories····· I am myself partial to cottage industries. The dignity of man is seen at its best when he works in his own field or his own cottage,—not when he is employed as part of a vast machine which seems to crush out all manhood and womanhood in the operative." অর্থাৎ :—যে সমস্ত স্ত্রী পুরুষেরা জনতাপূর্ণ এবং অস্বাস্থ্যকর কারখানায় কাজ করে তাহাদিগের অপেক্ষা আপনাদের

বাড়ীতে স্ত্রী পুত্রাদির সহিত কাজ করিয়া এই নম্র তন্তুবায়রা অধিকতর উত্তম এবং শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করে। আমি নিজে কুটির শিল্পের পক্ষপাতী। মানুষ যখন তাহার নিজের ক্ষেতে বা নিজের কুটীরে কাজ করে তখনই তাহাতে মনুষ্যত্বের মহিমা অত্যুত্তম অবস্থায় দেখা যায়, যে বিরাট কল শ্রমীব্যক্তিদিগের সমস্ত পুরুষত্ব এবং স্ত্রীত্ব নিষ্পেষিত করিয়া ফেলে, সেই বিরাট কলের অংশরূপে সে যখন কার্য্য করে তখন এরূপ দেখা যায় না।

বারাণসীর শিল্প সমিতিতে (১৯০৫ খৃষ্টাব্দে) বক্তৃতাকালে কলিকাতা আর্টস্কুলের অধ্যক্ষ হ্যাভেল সাহেবও অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করেন। তিনি বলিয়াছিলেন—"The improvement of Indian handloom and other weaving appliances has now become the first industrial question of the day. It is making rapid progress all over India, and it cannot be many years before power loom mills both in India and Europe will have to face a very stronger competetion than before. Under these circumstances, I think, the much prudent investor would be well advised to leave power loom weaving alone······No one can maintain that European industrial conditions are an improvement on those which obtain in India from a humanitarian point of view. It is beyond dispute that the work in modern powerloom factories is physically, morally and intellectually degrading." অর্থাৎ :—ভারতের হস্তচালিত তাঁত এবং অন্যান্য বয়নযন্ত্রসমূহের উন্নতি বিধানই বর্ত্তমানের শিল্প সম্বন্ধীয়

প্রথম সমস্যায় দাঁড়াইয়াছে। ভারতের সর্বস্থানে ইহা দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে এবং অনেক বৎসর অতীত হইবার পূর্বেই ভারতে এবং ইউরোপে উভয়ক্ষেত্রেই শক্তিচালিত তাঁতের কলসমূহকে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হইবে। এই সব অবস্থায় আমার বিবেচনায় কলের তাঁতকে আলাদা রাখিলে, যাঁহারা এই কাজে টাকা লাগাইবেন সেই অধিক পরিণামদর্শী ব্যক্তিরা সদুপদেশ মতই করিবেন (অর্থাৎ কলের তাঁতে টাকা না লাগানই ভাল)… …ইহা কেহই সমর্থন করিতে পারেন না যে বিশ্বমানবতার দৃষ্টিতে ভারতে শিল্প সম্বন্ধীয় যে অবস্থা আছে তাহাপেক্ষা ইউরোপের শিল্প সম্বন্ধীয় অবস্থা উন্নত। ইহা অবিসম্বাদী যে বর্ত্তমানকালের তাঁতের কারখানাসমূহে কাজ শারীরিক, নৈতিক এবং মানসিক অবনতিকর। এই উদ্ধারণের প্রকৃত পথ মহাত্মা গান্ধী এবং প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রমুখ দেশনেতৃবৃন্দ আমাদিগকে বেশ দেখাইয়া দিয়াছেন। পল্লীবাসী, ভারতবাসী, পাকিস্তানবাসী সেই পথ পূর্ণভাবে অনুসরণ করিয়া চলিলেই বস্ত্র সমস্যার সমাধান করিতে পারিবে।

ভারতবাসীর শতকরা প্রায় ৮০।৮৫ ভাগ কৃষিজীবী। ইহারা ৪।৫ মাস মাত্র পরিশ্রম করে। বাকী সময়টা আলস্যে, অবহেলায়, গল্পগুজবে, খেলা-ধূলায়, মামলা-মোকদ্দমায়, পরচর্চ্চায়, পরনিন্দায় অতিবাহিত করে। বৎসরে ৭।৮ মাস ইহাদিগের বিশেষ কোনও কর্ম নাই। বিলাতের স্বাধীন শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের (Independent Labour partyর) যে ভারতীয় উপদেশক সমিতি (Indian Advisory Committee) বসে তাহার রিপোর্টেও অনুরূপ সাক্ষ্য আছে। ইহাতে চাষী প্রজার নিদারুণ দুরবস্থাই বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে আছে :—"The average holding of a family, according to Mr. W. H. Thompson of the Indian Civil Service, in

his analysis of the Census Report of 1921, is 2. 15 acres. It must be remembered that even this has to be subdivided amongst the various members of the family. Besides these numerous tenants and sub-tenants, there is also working on the land a shifting proletariat of landless workers, who number about 40,000,000. This section of the workers has no occupation for nearly six months in the year........ In Bengal the holdings have been so minutely subdivided that there isn't enough work for the cultivators ; but on the other hand there is no other work on which they can turn hand...... In Madras Mr. Calvert has recently shown that the work done by the average cultivator does not represent more than 120 days of full labour in twelve months."

অর্থাৎ :—ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের মিঃ ডব্লিউ. এইচ্. টম্প্সনের মতে তাঁহার ১৯২১ খৃষ্টাব্দের সেন্সাস্ বিবরণ আলোচনায় প্রত্যেক পরিবারের গড়পড়তায় জমাজমি প্রায় ৬'৪৫ বিঘা। ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, পরিবারের বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে ইহাও পর্য্যন্ত বিভাগ করিতে হয়। এই সমস্ত বহুসংখ্যক রায়ত এবং কোরফা রায়ত ছাড়া জমিতে কাজ করিতেছে এইরূপ জমিহীন পরিবর্তনশীল নিম্নতম শ্রেণীর লোকসংখ্যা প্রায় ৪০,০০০,০০০ (চারি কোটী) আছে। এই শ্রেণীর মজুরদিগের বৎসরে প্রায় ছয়মাস কোনও কাজকর্ম নাই।......বাঙ্গলায় তাহাদিগের জমিজমাগুলি এত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়াছে যে কৃষকদিগের যথেষ্ট কাজ নাই ; পরন্তু তাহাদিগের এরূপ কোনও কর্ম

নাই যে হস্ত বদলাইয়া সেই কর্ম লইবে।......সম্প্রতি মিঃ ক্যালভার্ট মান্দ্রাজে দেখাইয়াছেন যে, সাধারণ কৃষকদিগের কৃত কর্ম বারমাসে ১২০ দিনের সম্পূর্ণ কাজেও দাঁড়ায় না। এই ৭।৮ মাস সময় যদি তাহারা কুটীর শিল্পকার্য্যে ব্যয় করে তবে তাহাদের একটা আয়ের উপায় হয়। বোম্বাইয়ের কৃষি বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত ডিরেক্টর্ (Director of Agriculture) ডাঃ হ্যারোল্ড ম্যান্ (Dr. Harold Mann) ১৯২৭ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে "Times of India"র প্রতিনিধির নিকট সাক্ষাৎ করিয়া যাহা বলেন তাহাও আমাদিগকে এই পথ নির্দ্দেশ করে। "But little could be done on an extensive scale even along these lines, said Dr. Mann, until the Government and the Social reformers recognised that the secret of the whole prosperity of the agricultural population was the filling of their stomachs. The empty stomach was the greatest obstacle to progress in India, and he wished to emphasise before he left the country that all efforts should ultimately concentrate on filling the stomachs of the people. When asked what measures he would suggest for this great work of filling the empty stomachs of the people, Dr. Mann said that much could be done by the people themselves. They must put themselves to work, for no country could ever hope to be prosperous if the majority of its population were idle for six months in the year. The people must be given some work, no matter how small the

income derived therefrom, during the dry season, and Dr. Mann said that no matter in what other way Mr. Gandhi had gone astray, he had penetrated into the secret of the poverty of India when he advocated the spinning wheel, no matter if it did produce only a few annas a day. Dr. Mann, therefore, thought Government should pay the closest attention of this phaze of the problem if they ever hoped to have a prosperous countryside, and he expressed bewilderment that so long a period had elapsed before Government had tackled the problem in right earnest."—লালা লাজপত রায়ের "Unhappy India"র ৩৭১-৭২ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত। অর্থাৎ—ডাক্তার ম্যান্ বলিয়াছিলেন যে, এই প্রকারে বিস্তৃতভাবে খুব সামান্যই করা যাইতে পারে যে পর্য্যন্ত না সরকার ও সমাজ সংস্কারকগণ স্বীকার করেন যে, চাষীলোকদিগের সম্পূর্ণ সমৃদ্ধির রহস্য হইতেছে তাহাদের উদর পূরণ। ভারতে উন্নতির সর্বপ্রধান অন্তরায় হইতেছে শূন্য উদর এবং তিনি এই দেশ পরিত্যাগের পূর্বে এই কথায় জোর দিতে চাহেন যে, পরিণামে সমস্ত চেষ্টা লোকসমূহের উদর পূরণের চেষ্টাতেই কেন্দ্রীভূত হওয়া উচিত। লোকসমূহের শূন্য উদর পূরণরূপ মহৎ কাজের জন্য ডাঃ ম্যান্ কি উপায় নির্দেশ করেন—ইহা জিজ্ঞাসা করিলে ডাঃ ম্যান্ বলেন যে, অনেকখানি লোকেরা নিজেরাই করিতে পারে। তাহারা আপনাদিগকে কার্যে রত করিবে, কারণ কোনও দেশ কখনও উন্নত হইতে পারে না যদি তাহার অধিকাংশ লোক বৎসরের মধ্যে ছয় মাস অলস বা বেকার থাকে। শুষ্ক ঋতুতে আয় যতই সামান্য হউক না কেন লোকদিগকে কিছু কাজ দিতেই হইবে। ম্যান্ আরও বলেন—

গান্ধী মহাশয় যেভাবেই বিপথে যাউন না কেন, তিনি যখন চরকার সমর্থন করিয়াছেন তখন তাহা হইতে আয় দৈনিক দুই চারি আনা হইলেও, তিনি ভারতের দারিদ্র্য রহস্য ভেদ করিয়াছেন। অতএব ডাঃ ম্যান্ বিবেচনা করেন যে, গভর্ণমেণ্ট যদি দেশকে সমৃদ্ধ করিতে কখনও আশা করেন, তবে সমস্যার এই অংশের দিকে গভর্ণমেণ্টের অধিকতম মনোযোগ দেওয়া উচিত। তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেন যে প্রকৃত আন্তরিকতা সহকারে এ বিষয়ে সরকারের ধরিবার পূর্বে এত সময় অতিক্রান্ত হইয়াছে। আজ প্রায় বাইশ বৎসর পরেও অন্ন সমস্যার এই সমাধান করিবার প্রয়োজন হিন্দুস্থান ভারতরাষ্ট্র ও পাকিস্তানে প্রায় তুল্যভাবে আছে। এই দুই দেশের জনসাধারণ দ্রুত স্ববলে ও সবলে অগ্রসর হইয়া না আসিলে তাহাদের দুর্দশা ঘুচিবে না। ইংলণ্ড, জার্মানী, অষ্ট্রিয়া, জাপান, আমেরিকার শিল্পদ্রব্য আসিয়া আমাদের দেশ ছাপাইয়া ফেলিয়াছিল এবং আবারও ছাপাইয়া ফেলিতে পারে। বৎসর বৎসর কোটী কোটী টাকা বিদেশীরা লইয়া যাইতেছিল। কুটীর শিল্পের পুনরুদ্ধার করিতে পারিলে এই শোষণ বন্ধ করা যাইতে পারে। গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে আমাদিগকে বিশেষ সাহায্য করিবেন না; কারণ তাঁহারাই ইহার ধ্বংস সাধন করিতেছেন অবহেলায় এবং খানিক উদাসীনতায়, ধনিক গোষ্ঠী নিয়ন্ত্রিত দলীয় ও উপদলীয় স্বার্থের খাতিরে। কুটীর শিল্প উদ্ধারের প্রচেষ্টা আমাদিগকেই করিতে হইবে। কুটীর শিল্পের মধ্যে সূতাকাটা, কাপড় বোনা, একটি অতীব প্রয়োজনীয় এবং সহজ-সাধ্য কার্য। মহাত্মা গান্ধি ইহাকে “Insurance against famine” বলিয়াছেন। আমাদের দারিদ্র্য দুঃখ দূর করিতে হইলে খদ্দর ও স্বদেশী বস্ত্র প্রচার ও প্রচলন করিতে হইবে। যশোহর জিলার অন্তর্গত মহম্মদপুরের স্বাধীন রাজা সীতারাম রায়ের সময়ে তাঁহার রাজ্যে বস্ত্র শিল্পের প্রভূত উন্নতি ছিল। উহার সন্নিকটস্থ ঘুল্লিয়া,

তল্লাবাড়িয়া প্রভৃতি অঞ্চলে যথেষ্ট তাঁতি জোলা ছিল। তল্লাবাড়িয়ার চাদর এখনও বিখ্যাত। নীলকর সাহেবদিগের অমানুষিক অত্যাচারে এই দেশের তন্তুবায়াদি শিল্পীকুলের অন্ন যায়—ইহা ঐতিহাসিক ঘটনা। এইরূপ কত পল্লী যে শিল্পহীন হইয়া দারিদ্র্যপঙ্কে নিমজ্জিত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা আর করা যায় না। পল্লীবাসী, দেশবাসী সকলে যদি এ বিষয়ে আবার যত্নপরায়ণ হন তবে আবার আমাদিগের ঘরের ধন ঘরে ফিরিয়া আসিবে এবং আমাদের পল্লী সমস্যার অনেকটা সমাধান হইবে। ইহার দৃষ্টান্ত গুজরাট, অন্ধ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশ। ইহার দৃষ্টান্ত বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রতিষ্ঠিত খাদি প্রতিষ্ঠান। উত্তরবঙ্গ বন্যায় লক্ষ লক্ষ নরনারী অর্থহীন, অন্নহীন হইয়াছিল। উত্তরবঙ্গ সাহায্য ভাণ্ডার (North Bengal Flood Relief Fund) তাহাদিগকে সাময়িক সাহায্য দান করিলেও তাহাতে অন্ন সমস্যার মীমাংসা হইত না। ৺প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে খাদি প্রতিষ্ঠানটীই এই অঞ্চলের সহস্র সহস্র নরনারীকে অন্ন উপার্জ্জনের একটা পথ দিয়াছে এবং দিতেছে। এই অঞ্চলে সূতা কাটা ও খদ্দর প্রস্তুত দ্বারা ওই নষ্ট শিল্পটীর পুনর্জীবন দানের সম্ভাবনা হইয়াছে। চট্টগ্রাম, আসাম ও বর্ম্মাদেশে এই শিল্প বেশ উন্নতির পথে চলিতেছে। বিহার এবং উড়িষ্যাতেও এই শিল্প প্রায় ৫ লক্ষ লোককে ভরণপোষণে সাহায্য করিয়াছে। বিহার এবং উড়িষ্যার গভর্ণমেণ্ট রিপোর্টেও ইহা স্বীকৃত হইয়াছে। "খুব কম লোকেই এ কথা জানে যে, বিহার এবং উড়িষ্যার লোকে যত কাপড় ক্রয় করে তাহার প্রায় তিন ভাগের এক ভাগেরও বেশী কাপড় এই প্রদেশের পল্লীসমূহে প্রস্তুত হইয়া থাকে। এখানকার হাতে চালান তাঁতে প্রতি বৎসর প্রায় পাঁচ কোটী টাকার কাপড় তৈরী হয় এবং ঐ টাকায় অন্ততঃ পাঁচ লক্ষ লোকের জীবিকানির্ব্বাহ হয়।" (Government Report, Bihar and Orissa in 1924—25, Pages

59—60)। কুমিল্লার 'অভয়াশ্রম' অতি সুন্দর কাজ করিতেছিলেন। তাঁহারা চট্টগ্রাম বিভাগে প্রতি বৎসর প্রায় ৩০।৪০ হাজার টাকা কাটুনিগণকে দিতেছিলেন। কিন্তু সরকারী নিষ্পেষণে তাহা মৃত। বিহার চরকা সঙ্ঘ এক বৎসরে ২৬৯৮ জন কাটুনিকে ২৯,৫১৯, টাকা উপার্জ্জন করিতে সক্ষম করিয়াছে। এইরূপ ভারতের দেশে দেশে পল্লীর কোলে কোলে যদি সহস্র সহস্র প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা যায় তবে অন্ততঃ একটি সর্বপ্রধান কুটীর শিল্প আমাদিগের অন্নবস্ত্রের যথেষ্ট সহায়তা করিতে পারে; পুস্তকের সাহায্যে যাঁহারা খদ্দরের বিষয় আনুপূর্বিক জানিতে বাসনা করেন তাঁহারা খাদি প্রতিষ্ঠানের শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাস গুপ্ত মহাশয়ের 'খাদি ম্যানুয়েল' (Khadi Manual) অথবা তাহার বঙ্গানুবাদ পাঠ করিবেন। অমূল্য তথ্যে এবং গবেষণায় এই গ্রন্থ পরিপূর্ণ। চরকায় সূতা কাটার উপকারিতা সম্বন্ধে নিজ জীবনে যাহা উপলব্ধি করিয়াছি তাহারই কিঞ্চিৎ আভাষ এখানে দিয়া পল্লীবাসীর সহানুভূতি ও কর্মপ্রচেষ্টা এদিকে আকৃষ্ট করিতে চেষ্টা করিতেছি।

স্থির আসনে বসিয়া চরকায় সূতা কাটিতে থাকিলে ইহাতে পাতঞ্জল দর্শনের সুখাসন লাভ হইতে পারে। "স্থির সুখমাসনম্"—৪৬, সাধনপাদ, পাতঞ্জল যোগদর্শন। সূতার একদেশে চিত্তবন্ধ বা মন লাগাইয়া রাখিলে ধারণাশক্তি বৃদ্ধি পাইতে পারে। "দেশবন্ধচিত্তস্য-ধারণা"—১, বিভূতিপাদ, ঐ। একতানভাবে সূতার দিকে মৌনী থাকিয়া চিত্তের ধারণা স্থির রাখিতে পারিলে ইহাতে ধ্যান শিক্ষার সাহায্য হয়। "তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্।"—২, বিভূতিপাদ, ঐ। চরকায় ক্রোধ উপশমিত হয় এবং ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা বাড়ে; কারণ এ সব গুণ না থাকিলে সূতা কেবল ছিঁড়িবে ও 'জড়িঘটি' বাধিয়া যাইবে। ইহাতে অলস মুহূর্তগুলি সদ্‌ভাবে ব্যয়িত হয়। পরনিন্দা, পরচর্চ্চা করিবার

সময় বা অবসর এই কার্যে লাগানো যায়। দিবানিদ্রার সময় চরকা কাটিলে দিবানিদ্রা আসিবে না এবং আয়ুক্ষয়ও হইবে না। শাস্ত্র বলিয়াছেন : "আয়ুক্ষয়ো দিবানিদ্রা।" তাসপাশাদি দ্যূত ক্রীড়ার ঘণ্টাগুলি চরকায় লাগাইলে একদিকে তমোগুণের বিনাশ, অন্যদিকে সত্ত্বগুণের বিকাশ হইবে। চরকা কাটায় মন অন্তর্মুখী রাখা যায় এবং বাহিরের চঞ্চলতা কমিয়া যায়। দশের ও দেশের সেবা করিতেছি এই বোধে আনন্দলাভ হয়। খদ্দর ব্যবহারে বিলাসিতা আপনা হইতেই বর্জিত হয়। ৫০।৬০ নম্বরের সূতা খুব সহজেই কাটা যায়। অনেকেই চেষ্টা করিলে ১০০ নম্বরের সূতাও কাটিতে পারেন। সূতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আনন্দও বাড়ে। স্বহস্তে রন্ধন করিয়া খাওয়ার যে আনন্দ, তৃপ্তি ও স্বাস্থ্য লাভ হয় (যাঁহারা রন্ধনে অভ্যস্ত হইয়াছেন তাঁহাদের পক্ষে), স্বহস্তে সূতা কাটিয়া কাপড় বোনাতেও তদ্রূপ আনন্দ, তৃপ্তি ও স্বাস্থ্য লাভ হয়। একটি পল্লীতে যদি ৪০০।৫০০ চরকা চলিতে থাকে তবে বহুলোকে কর্ম পায়। যাহারা কঠোর শারীরিক পরিশ্রম করিতে পারে না তাহাদিগের নিকট চরকা খুব উপযোগী। দরিদ্র ভদ্র মহিলাদিগের ইহাই একমাত্র বর্তমানে অবলম্বনীয়। বিধবারা চরকার সাহায্যে অনেক পরিমাণে স্বাবলম্বী হইতে পারেন। ভদ্রঘরের দরিদ্র বিধবাদিগের এবং অন্যান্য দুঃস্থ মহিলাদিগের শ্রমসাধ্য কাজ করিয়া অর্থোপার্জন করা বর্তমানে অসম্ভব। এই চরকাই কেবল তাঁহাদিগকে কিছু অর্থ আনিয়া দিতে পারে। স্বামীহীনা বা স্বামী-পরিত্যক্তা যে নারী চরকাকে বিগ্রহরূপে সেবা করেন (ঠাকুর সেবার মত নহে), তাঁহাকে কাহারও বেশী গলগ্রহ হইতে হয় না বা সাধারণতঃ কাহারও কুগ্রহে পড়িতে হয় না। একটি পল্লীতে প্রতি ঘরে ঘরে যদি চরকা চলিতে থাকে তবে কৃষকেরা কার্পাসের ফসলে অর্থলাভ করিবে। একদল লোক তুলার বীচি ছাড়াইয়া এবং তুলা পিঁজিয়া 'পাঁজ' তৈয়ারী

করিয়া পয়সা পাইবে। কুলু তেলের ঘানিতে তুলার বীচি ভাঙ্গিয়া কার্পাসের তৈল ও খৈল উৎপাদিত করিয়া অর্থ পাইবে। কার্পাসের তেলে সস্তায় প্রদীপ জ্বালাইতে পারা যাইবে। দুর্গন্ধ, ধূমময় ও স্বাস্থ্য-হানিকর কেরোসিন তৈল অপেক্ষা ইহা অনেক ভাল। খৈলগুলি গরুর খাদ্যে এবং জমিতে সার দিবার কার্যে ব্যবহার করা যাইবে। চরকা, চরকী, নাটাই, তাঁত আদি নির্মাণ করার ফলে 'ছুতার' মিস্ত্রীরা অনেক কাজ পাইবে। লাঙ্গল সারার কাজে যেমন তাহারা যথেষ্ট পয়সা চাষের সময় পায়, তদ্রুপ চরকা ইত্যাদি সারাতেও তাহারা অনেক পয়সা পাইবে। লোহাগড়া কর্মকারেরাও 'টেকো', মাকু, কলকব্জাদিতে অর্থাগমের পথ বেশী পাইবে। পরিচিত ব্যক্তির নিকট হইতে কাপড় সূতাদি পাওয়ায় স্বল্প মূলধনে এবং অনেক সময় বাকীতে দোকানদার এবং ব্যবসাদারেরা ব্যবসা চালাইতে পারিবে। বিলাতের সহিত ব্যবসা চালাইয়া লক্ষপতিরাই কোটীপতি হইয়া থাকে। শতপতি বা দশপতিদের বিশেষ কিছুই লাভ হয় না। ইহার দৃষ্টান্ত নদীয়া জেলার অন্তর্গত কুমারখালিতে শনিবারের হাটে একবার পদার্পণ করিলেই দৃষ্ট হইবে। ও অঞ্চলের কামার, মিস্ত্রী, তন্তুবায়েরা এবং দোকানদার, ব্যবসাদারেরা যথেষ্ট কাজ পাইতেছে এবং বেশ অর্থোপার্জনও করিতেছে। লক্ষাধিক টাকার নীলাম্বরী শাড়ী ও 'চারখানা'র চাদরাদি বিবিধ বস্ত্র শনিবারের ওই হাটে ক্রয়বিক্রয় হইয়া থাকে। হাটটি সমস্ত দিনব্যাপী। দুঃখের বিষয় এই সমস্ত কাপড়ের অধিকাংশই জাপানী বা বিদেশী সূতায় প্রস্তুত। বিদেশী সূতা না কিনিয়া যদি দেশী এবং চরকার সূতার দ্বারা ইহারা কাপড়াদি বুনিত তবে আরও অনেক নিরন্নের অন্নসংস্থান হইত এবং এই কুটীর শিল্পটির পুনরুদ্ধার এ অঞ্চলে হইত। স্বদেশসেবকেরা এইরূপ স্থানে কর্মকেন্দ্র প্রসারিত করিলে বিশেষ উপকার হইতে পারে। এই সমস্ত উপকার ছাড়া চরকার দ্বারা

আরও তিনটি রাজনৈতিক মহদুপকার ভারতবাসীর পক্ষে সাধিত হইতে পারে। উইলসন্ সাহেব তাঁহার ভারত ইতিহাসের ৩৯২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে অন্যায় অত্যাচারের দ্বারা ভারতের বস্ত্রশিল্প নষ্ট না করিলে বাষ্পচালিত পেইলি এবং ম্যানচেষ্টারের কলসমূহও ভারতের বস্ত্রশিল্পের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া টিকিতে পারিত না। ভারত-ব্যাপী সাড়ে সাত লক্ষ পল্লীতে যদি আমরা আবার চরকার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি তবে ম্যাঞ্চেষ্টার ল্যাঙ্কাশায়ারের এবং বিদেশী বাষ্পচালিত কলসমূহ অচল হইয়া যাইবে। অবশ্য এই বস্ত্রশিল্প ধ্বংস করিবার সময় ইংরাজ যেরূপ অত্যাচার করিয়াছিলেন বর্তমানে আর তাহারা সেরূপ অত্যাচার করিতে সাহসী হইবেন না, কারণ ভারতরাষ্ট্র ও পাকিস্তান রাষ্ট্র এখন স্বাধীন হইয়াছে এবং দেশের লোকও পূর্বাপেক্ষা অনেক উদ্বুদ্ধ হওয়ায় সেরূপ অত্যাচার বা কোনও অত্যাচার আর নীরবে সহ্য করিবে না। সমস্ত ভারতরাষ্ট্রময় ও পাকিস্তানময় চরকার রাজত্ব আবার সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলে স্যার ডব্লিউ-জয়সন হিক্স যেমন বড়াই করিয়া বলিয়াছেন যে "আমরা বিলাতী মাল বিশেষতঃ ল্যাঙ্কাশায়ারের কার্পাসজাত দ্রব্যের অত্যুত্তম নির্গমন প্রণালীরূপেই ভারতবর্ষ দখল করিয়া আছি"—ইহার প্রকৃত প্রত্যুত্তর দিয়া বলা যাইতে পারে—"তোমাদের ওই দখলটা এবার স্বদেশী বস্ত্র দিয়া আমরা বেদখল করিলাম বা তোমাদের বেদখলটা আমাদের 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়ে' দখল করিয়া লইলাম।" পূর্বে লিখিয়াছি যে ইংলণ্ডের ম্যাঞ্চেষ্টার এবং ল্যাঙ্কাশায়ারের বস্ত্রশিল্প এখন ক্রমশঃ অধোগামী হইতেছে। কিন্তু জাপানের ও অন্যান্য বিদেশের বস্ত্রশিল্প ভারতের এবং বিশেষভাবে পাকিস্তানের বাজার দখলের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইয়াছে। চরকার দ্বারা সারা ভারতময় বস্ত্রশিল্পের পুনরভ্যুত্থান করিতে পারিলে ইংলণ্ডের, জাপানের এবং বিদেশী বস্ত্রশিল্পের গলায়

এমন সজোরে গলাধাক্কা দেওয়া হইবে যে তাহাতেই তাহাদের বস্ত্রশিল্প ভূলুণ্ঠিত হইবে। ইহাতে ভারতের উপর তাহাদের অর্থনৈতিক প্রভুত্ব ভবিষ্যতে সম্পূর্ণ কমিবে বা আদৌ থাকিবে না। আর বৎসর যে ৬০।৬৫ কোটী টাকা বিলাতবাসীর হস্তগত হইত তাহা আমাদিগের ঘরেই থাকিয়া যাইবে। যাহাদিগের শাসনে ও শোষণে আমাদিগের এই চরম দুর্দশা উপনীত হইয়াছিল তাহাদিগের শক্তি ক্ষয় হইলেই আমাদের শক্তি বৃদ্ধি হইবে। আর ইহা ছাড়া পূর্ণ জাতীয় আত্মকর্তৃত্ব লাভ করিতে হইলে একদিক দিয়া যেমন প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর বল ক্ষয় করিতে হয় তদ্রূপ তাহার দুর্গের প্রাকারে যে স্থানটা ভগ্নোন্মুখ হইয়াছে সেই স্থানেই সজোরে দুর্দমনীয় আঘাত করিতে হয়। চরকার দ্বারা আমরা এই পতনোন্মুখ বিলাতী শিল্পের ধ্বংস সাধন সহজেই করিতে পারিব। ইহাতে আমাদের বলাধান এবং ইংরাজের বলক্ষয়; অর্থাৎ তাহাতে আমরা দিগুণ বলে বলীয়ান হইব। যথার্থ লোকায়ত্ত ও পূর্ণস্বরাজ বা আত্মকর্তৃত্ব বা স্বাধীনতা লাভ করিতে হইলে যে স্বাবলম্বন শক্তির স্ফুরণ ও সঙ্ঘশক্তির উদ্বোধন প্রয়োজন তাহাও এই চরকার দ্বারা সম্পাদিত হইবে। জাতির সমগ্র ব্যাপারে আত্মকর্তৃত্ব লাভ করিতে হইলে আমাদিগের সাধনা এক কেন্দ্রে কেন্দ্রীভূত করিয়াই তাহা প্রচালিত করিতে হইবে। চরকা-চক্রকে চক্রকেন্দ্র করিয়াই এই জাতীয় সাধনা মূর্ত ও স্ফূর্ত হইতে পারে। এই চরকা দ্বারাই প্রত্যেক পল্লী আপন সঙ্ঘশক্তিকে জাগ্রত, উদ্বুদ্ধ ও সমুদ্ভাসিত করিতে পারিবে। নিখিল ভারতীয় চরকা-সাধনায় জাতি জয়যুক্ত হইলে সে যে আত্মপ্রত্যয়, আপনাতে বিশ্বাস ফিরিয়া পাইবে তাহাতে তাহার শক্তি অমোঘ দুর্জয় হইয়া দাঁড়াইবে। বস্ত্রশিল্পে স্বাধীন প্রবুদ্ধ ভারত ও পাকিস্তান স্বাধীনতার জয়যাত্রায় সংবেগশীল হইবে। অচল গাড়ীতে প্রথমে গতিবেগ বা **momentum** দিয়া একবার চালাইয়া দিলে পরে তাহার গতিবেগ ক্রমশঃ বৃদ্ধিই

পাইতে থাকে। বিশ্বাসদীপ্ত তাহার সংহতি শক্তির নিকট অত্যাচারীর কুহেলী মায়া, দাসসুলভ মনোবৃত্তি সব ভাসিয়া যাইবে। যে জাতির অন্নবস্ত্রের সংস্থান সে নিজে করিতে পারে, সে জাতির শক্তি অচল অটল হইয়াই দাঁড়ায়। পল্লীর কুটীর শিল্পকে সমুন্নত করিতে না পারিলে পল্লী-উদ্ধারণ কেমন করিয়া হইবে? পল্লীর কৃষক বৎসরে মাত্র চারি মাস চাষ আবাদে কাজ পায়। বাকী ৮ মাস সে বস্ত্রশিল্প এবং অন্যান্য কুটীর শিল্পাদি কার্য্যে যদি ব্যয় করিতে পারে তবে তাহার অনেক সমস্যারই পূরণ হইবে। ভারতের হাট-হাজারে বৎসরে যে সব পণ্যের বহর বিক্রয় করিয়া বিদেশীয় বণিকরা টাকার কোলা ভরিয়াছে এবং ভারত-শোষণক্রিয়া অবাধে চালাইয়াছে, সেই পণ্যগুলি যদি ভারতে নির্মিত হয় তবে আমরা যে কি পরিমাণ ধনশালী হইতে পারিব তাহা নিম্নের তালিকাই সাক্ষ্য দিবে।

প্রতি বৎসর বিদেশ হইতে ভারতে আমদানী :—

বস্ত্র	প্রায়	৬৫	কোটি	৬৭	লক্ষ	টাকা
শীতবস্ত্র	"	৪	"	৬৭	"	"
সৌখীন পোষাক	"	১	"	৬৫	"	"
নকল সিল্ক	"	২	"	১৯	"	"
লবণ	"	১	"	৪	"	"
কেরোসিনাদি	"	১০	"	৫	"	"
দিয়াশলাই	"			৯৪	"	"
সিগারেট	"	২	"	১৩	"	"
মদ	"	৩	"	৩৪	"	"
সাবান	"	১	"	৪৬	"	"
কাঁচের চুড়ি	"	১	"	১	"	"
নকল মুক্তা	"			৩৬	"	"

কাচের বাসন	প্রায়		৪১	লক্ষ	টাকা
বিস্কুট	”		৪২	”	”
টিনে রক্ষিত খাদ্যদ্রব্য	”	১ ”	৯৩	”	”
পেটেণ্ট খাদ্য	”		৮৮	”	“
জমাট দুগ্ধ	”		৬২	”	”
মনোহারী দ্রব্য	”		৮৯	”	”
চিনা মাটির দ্রব্য	”		৭৬	”	”
কাঠের খেলনা	”		৪৬	”	“
অঙ্গরাগ	”		৫০	”	”
বাদ্যযন্ত্র	”		২২½	”	”

মোট প্রায় ১০১ কোটী ৬০½ লক্ষ টাকা।

ইহা স্বাধীনতা লাভের পূর্বেকার মোটামুটি হিসাব। স্বাধীনতা লাভের কিছু সময় পূর্ব হইতে স্বাধীনতা লাভের কয়েক বৎসরের মধ্যেই প্রধান ভারতীয় শিল্পোৎপাদন কিরূপ উন্নত হইতেছে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া আমাদিগকে এদিকে আরও অবহিত ও উদ্যোগী হইতে হইবে। শিল্পোন্নত জাতিসমূহের মধ্যে পৃথিবীতে ভারতের স্থান সপ্তম। আজ তাহার আশা, আকাঙ্ক্ষা, কর্ম্মশক্তি উদ্বুদ্ধ হউক প্রথম বা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিবার। ভারতীয় প্রধান শিল্পোন্নত দ্রব্যের পরিমাণ ও মূল্য বর্তমানে কিরূপ তাহা অবধান করুন।

১৯৫১ সালেই লবণ শিল্প স্বাধীন ভারতে স্বাবলম্বী হইয়া অতিরিক্ত উৎপন্ন লবণ জাপান ও পাকিস্তানে রপ্তানী করিয়াছে। ১৯৫২ সালের জানুয়ারী হইতে জুন পর্যন্ত ছয় মাসেই ভারত নয় লক্ষ মণ লবণ পাকিস্তানে রপ্তানী করিয়াছে। ১৯৫২ সালে ভারতে ৭৬০ লক্ষ মণ লবণ উৎপন্ন হইবার আশা। তাহার মধ্যে ৫০ লক্ষ মণ রপ্তানী হইতে পারিবে।

মাল	পরিমাণ	পরিমাপ একক (unit)	কোটী টাকার মূল্যে
তুলা (ক) বস্ত্র	৪,০৮০	১০ লক্ষ গজে	৬১২
(খ) সূতা	১,৩০৪	„ „ পাউণ্ডে	১৬৩
পাট	৮৭৯	'০০০ টনে	১৭৫
চা	৬০০	১০ লক্ষ পাউণ্ডে	৯০
ইস্পাত	১,০৫৭	'০০০ টনে	২৮'৫
(ধাতু পিণ্ডে ও ঢালাইতে)			
চিনি	১,৩০০	„ „	১১৬'৫
কয়লা	৩৪	১০ লক্ষ টনে	৫০
সিমেণ্ট	৩১'৩	লক্ষ টনে	২৫'৮
কাগজ ও			
কাগজ বোর্ড	১২৯'৬	'০০০ টনে	১৯'৫
পশমী দ্রব্য	১৭,৩২২	'০০০ পাউণ্ডে	১৪'০
রং বার্ণিশ	৩৩'৭	'০০০ টনে	৮'০৯
টায়ার ও টিউব			
(ক) সাইকেল	৮৭'৭	লাখে	৫'০
(খ) মোটরগাড়ী	১৪'৭	„	১৫'০
বৈদ্যুতিক পাখা	২১৭'৩	হাজারে	৩'০
বাইসাইকেল	৮৯	'০০০ সংখ্যায়	১'২
শীট গ্লাস	১০৫	লাখ স্কোয়ার ফুটে	১'৩
বনস্থতি	১'৬	লাখ টনে	৪০
রাসায়নিক দ্রব্য			
সালফিউরিক			
এ্যাসিড	১০০'৩	'০০০ টনে	
কষ্টিক সোডা	১৪'৬	'০০০ টনে	১'০৫

মাল	পরিমাণ	পরিমাপ একক (unit)	কোটী টাকার মূল্যে
সোডা এ্যাশ	৪৭·৫	·০০০ টনে	১·১৪
সুপার ফসফেট	৫১·৩	·০০০ টনে	১·১২
এ্যামোনিয়ম সালফেট	৪৫·৬	·০০০ টনে	১·৫৫
সাবান	৭৯·৩	·০০০ টনে	১·৯৮

বস্ত্রশিল্পের ন্যায় এ সমস্ত শিল্পগুলিও যাহাতে পল্লীতে পল্লীতে নবভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সমুন্নত হইতে পারে তাহার জন্য দেশবাসীর চেষ্টা করা সর্বতোভাবে কর্তব্য। কাঠের শিল্প, বাঁশ ও বেতের শিল্প, সূচিকার্য্য, তৈল চিত্রাদি ছবি, নক্সা, লেখা কার্যাদি, তামা, পিতল, কাঁসার বাসনকোসনাদি, সোনারূপার কারুকার্যাদি, ইট ও টালিকাটা, মাটির পুতুল, মূর্তি, খেলনাদি নির্মাণ, লোহার যন্ত্রপাতি, অস্ত্রশস্ত্রাদি নির্মাণ প্রভৃতি বহুবিধ কার্য পল্লীতে পল্লীতে বেশ চলিতে পারে। পল্লীর লবণ শিল্পটি গভর্ণমেণ্ট সরকারী আয় এবং লিভারপুলএর খাতিরে নষ্ট করিয়াছিলেন। গভর্ণমেণ্টকে যথার্থভাবে জনগণের অধীন করিতে পারাতেই এ শিল্পটি সহজেই আবার জাগিয়া উঠিয়াছে। গৃহশিল্পের উন্নতি করিতে পারিলে অন্নসমস্যার বা বেকার সমস্যার সমাধান অনেকটা সম্ভব হইবে। কিন্তু ইহার জন্য চাই সমগ্র জাতির ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত প্রচেষ্টা যাহা কেবলমাত্র প্রত্যেকের স্বকীয় কর্মশক্তির উদ্বোধনেই সম্ভব। অন্যের বরদানে ইহা কখনও হয় না। শাস্ত্রেও আছে—"উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীর্দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি। দৈবং নিহত্য কুরু পৌরুষমাত্মশক্ত্যা যত্নেকৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ।" অর্থাৎ যে পুরুষসিংহ উদ্যোগী, লক্ষ্মী তাহাকেই আশ্রয় করেন। কাপুরুষেরাই দৈবে দিবে এইরূপ বলিয়া

থাকে। আত্মশক্তি দ্বারা দৈবকে নিহত করিয়া পৌরুষ প্রকাশ কর। যত্ন করিলেও যদি সিদ্ধি লাভ না হয় তবে আর দোষ কি ?

ভারতের প্রত্যেক ব্যক্তির বাৎসরিক আয় গড়পড়তায় বড়জোর ৩০৲ ; তাহার মধ্যে বাৎসরিক প্রায় সাড়ে তিনটাকাই সে খরচ করে সেই সব দ্রব্যের জন্য যাহা সে নিজেই প্রস্তুত করিতে পারে। মূর্খ ভারতবাসী যদি অর্থশালী, ঐশ্বর্যশালী হইত, তবে তাহার এই বৈদেশিক শোষণ কতক পরিমাণে সহ্য হইত। কিন্তু অর্থহীন লক্ষ্মীছাড়া ভারতবাসী নগদ টাকা দিয়া কেবল পরের কোল ভরিয়া দেয় না ; সে তাহার নিজের কোল, নিজের পেট শূন্য গহ্বরের মতো 'হা-অন্ন-হা-অন্ন—হাহাকারে' ভরিয়া তাহার জীবনের সার-শস্য সে পরের কোলে তুলিয়া দিতেছে। 'মোদো' মাতাল কুলিগুলো ক্ষুধার তাড়না 'তাড়ি'র উত্তেজনায় ভুলিতে চায়, আর বিনা নেশায় মাতাল ভারতবাসী তাহার কঙ্কালসার দেহের খোরাকিটুকু পর্যন্ত চালান দিয়া বাবুগিরির দ্রব্যে বিলাসব্যসনে মাতাল হইতেছে। ওই একশত এক কোটী সাড়ে যাট লক্ষ টাকার জিনিষ ভারতবাসী বৎসরে লইতেছিল ১২,০৮,৮৮,০০০ মণ চাউলের বিনিময়ে, ৩,৯৪,২০,০০০ মণ গমের বিনিময়ে, ৩,১৫,৩৬,০০০ মণ মুসুরীর ডাইল, ২,৬২,৮০,০০০ মণ অড়হরের ডাইল, ৩,১৫,৩৬,০০০ মণ চিনেবাদামের বিনিময়ে, আর পাঁচলক্ষ জীবন্ত গরুর বিনিময়ে। মহামূর্খ ভারতবাসীর, পল্লীবাসীর এই নিদারুণ আত্মহত্যা কোন্ আইন, দণ্ডবিধির কোন্ ধারা রোধ করিবে ? উৎসন্ন ভারতবাসী কেবল নয়নধারায় বয়ান ভাসাইয়া ইহা বিধির দণ্ড মানিয়া, আলস্য, জড়তা, তন্দ্রার মহাতমোঘোরে চিরনিদ্রার আয়োজন করিতেছে। এ জাতিকে মৃত্যুর নেশা, আত্মহত্যার উন্মাদ কল্পনা পাইয়া বসিয়াছে। আফিমাদি বিষ খাইয়া মৃত্যুকামীর মরণ-নেশা তীব্র কষাঘাতে, প্রবল উৎপীড়নে অনেক সময় দূর হয়। ভারতের মরণ-নেশা ছুটিয়া জীবন বরণের শুভ

লক্ষণ ওই বিদেশীর দাব দাহনে, লেলিহান হিংসার ফণার দাপটে। ভীম ভয়ঙ্কর ওই ভারতবাসী আপনার ভাইয়েরই বিষে জর্জরিত হইয়া অচেতন রহিয়াছে ; কালনাগিনীর অত্যাচারের বিষম জ্বালায় ভীমের এই মোহনিদ্রা কাটিয়া যাইবে। ইহার শুভ লক্ষণ দেখা যাইতেছে। তাই এই পল্লী-উদ্ধারণ যজ্ঞের বোধন-আয়োজন প্রয়োজন। অগ্নিবীণার দীপক রাগিণীতেই তাই বোধন বাজিতেছে।

"বাজরে শিঙ্গা! বাজ এই রবে
শুনিয়া ভারতে জাগুক সবে,
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে,
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে,
ভারত শুধু কি ঘুমায়ে রবে?"

—হেমচন্দ্র

পঞ্চম প্রস্তাব

হীনবীর্য, হীনশক্তি পল্লীর স্বাস্থ্যোন্নতি, শক্তিসাধনা

মরণোন্মুখ পল্লীবাসীও জীবন-সংগ্রামে বাঁচিয়া থাকিতে চায়। জগতের লোকের কাছে বাঁচাটাই খুব স্বাভাবিক, মরণটাই ব্যতিক্রম। কিন্তু ভারতের নরনারীর মরণটাই স্বাভাবিক, বাঁচাটাই ব্যতিক্রম। এই ব্যতিক্রমটুকুর জন্যই আবার তাহার কত চেষ্টা। অযুত অত্যাচার অবমাননা, লাঞ্ছনা গঞ্জনার মাঝেও সে ওই ক্ষুদ্র প্রাণটুকুর জন্য লালায়িত। তাহার জন্য অজস্র নির্যাতন সহ্য করিতেও সে রাজী আছে। ভীরু বাঙ্গালী, কাপুরুষ হিন্দু (মহাত্মা গান্ধীর উক্তি "Coward Hindus") যাত্রাদলের 'শকুনিমামা'র ন্যায় জীবনের মমতা খুবই করে, কিন্তু জীবন-সংগ্রামে সেইই সর্বাগ্রে পলায়নপর হয়। জীবনের মমতা করিলেই জীবন রাখা যায় না। তাহার জন্য জীবন-সংগ্রামে সম্মুখ সংগ্রামেরও যে প্রয়োজন আছে তাহাও আজ পল্লীবাসী ভারতবাসীকে শিখাইতে হইবে। বিশ্বের স্বাধীন বীর জাতিরা বাঁচার জন্য মরিতে জানে। আর ভারতবাসী কেবল মরার জন্য, তিলে তিলে মরার জন্য বাঁচিতে জানে। তাই স্বাস্থ্যের 'সঞ্জীবনী সুধা,' ক্ষাত্রশক্তির প্রাণদ 'মকরধ্বজ' তাহাকে উপযুক্ত অনুপানসহ পান করাইতে হইবে। পল্লীর কুটীরে কুটীরে, পর্ণশালায় পর্ণশালায় যাইয়া তাই শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় বলিতে হইবে :—

> "ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
> ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥—গীতা, ২।৩

হে পার্থ! ক্লীবতা (নির্বীর্য কাতর ভাব) প্রাপ্ত হইও না। ইহা তোমার উপযুক্ত হয় না। হে পরন্তপ! ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্বল্য ত্যাগ

করিয়া উত্থান কর। তাহাদিগকে বলিতে হইবে :—"তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ।"—গীতা, ২।৩৭। অতএব যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া, হে কৌন্তেয়! গাত্রোত্থান কর। বর্তমানে জীবন সংগ্রামে টিকিয়া থাকিতে হইলে ক্ষাত্রশক্তির উদ্বোধনের প্রয়োজন স্বীকার করিতেই হইবে। জাতীয় জাগরণের বোধন-প্রভাতে শূদ্রাধম ভারতবাসীকে ক্ষত্রিয়ের বীরাষ্টমীব্রত গ্রহণ করিতে হইবে। এই ক্ষাত্রধর্মের প্রাণপ্রতিষ্ঠা স্বাস্থ্যোন্নতির ভিতর দিয়াই করিতে হইবে। শক্তিচর্চা ও স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য পল্লীতে পল্লীতে নিখিল ভারতময় তাই চাই পাঠশালার ন্যায় ব্যায়ামশালা।

পল্লীবাসীর স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য, জীবনযুদ্ধে তাহাকে জয়ী করিবার নিমিত্ত গ্রামে গ্রামে পূর্বের ন্যায় আবার লাঠিখেলা, সড়কি খেলা, মুগুর ভাজা, ডন, বৈঠক, কুস্তি, মাটে'ম আদির আখড়া করিতে হইবে। ব্যায়ামশালা নির্মাণ করিয়া সেখানে গ্রামের বালকবালিকাদিগকে নিয়মিত ব্যায়ামশীল করিতে হইবে। আত্মরক্ষা এবং চোর, ডাকাইত, গুণ্ডা, বদ্‌মাইসএর উপদ্রব হইতে আপনাদিগের ধনসম্পত্তি, মানইজ্জৎ, লজ্জাসরম বাঁচাইতে হইলে লাঠিখেলা, ঢাল সড়কি খেলা, অসি খেলা, বন্দুক চালান প্রভৃতি শিক্ষা করার দরকার। মুসলমান এবং নমঃশূদ্রাদি জাতির মধ্যে অনেক লাটিয়াল এখনও পাওয়া যায়। ক্ষাত্রশক্তির ইহারাই কিছু চর্চা করিয়া থাকেন। ইহাদিগের সাহস, বীরত্ব, কষ্টসহিষ্ণুতা এবং শরীরের দৃঢ়তাও যথেষ্ট। আর ব্রাহ্মণ, কায়স্থ বৈদ্য, বৈশ্যাদি ক্রমশঃই ভীরু এবং কাপুরুষ হইতেছেন। যশোহর জেলার অন্তর্গত মাগুরা মহকুমার সন্নিকটে আঠারখাদা গ্রামের মনোহর চক্রবর্তী; শান্তিপুরের আশানন্দ চট্টোপাধ্যায় (ঢেঁকী); কিঙ্কর; কালু; গোলাম রুস্তন; অম্বুগুহ; পার্শ্বনাথ; ভীমভবানী; শান্তিপুরের শ্যামসুন্দর গোস্বামী; শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়; রামমূর্তি; যতীন্দ্র গুহ

(গোবর) ; ডাক্তার ইউ. রাম রাও (মাদ্রাজের এম. এল. সি.) ; বাঙ্গালোরের এম. ভি. কৃষ্ণরাও ; প্রফেসার মোহন সি. আর. ডি. নাইডু ; কাপ্তেন ফণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত (Retired I. M. S.) ; ইমাম বক্স ; গামা (জেবিস্কো বিজয়ী) প্রভৃতি মুষ্টিমেয় ব্যায়ামবীর লইয়া একটি জাতির শক্তির পরিচয় দেওয়া যায় না—যদিও ইহাদিগের মধ্যে অনেকে জগজ্জয়ী পালোয়ন (World Champion)। ইহাদিগের শক্তি-সামর্থ্যে অনুপ্রাণিত হইয়া পল্লীতে পল্লীতে শক্তিচর্চার কেন্দ্রসমূহ স্থাপন করিতে পারিলে একদিকে দৈহিক স্বাস্থ্য, বল, কান্তি, নীরোগিতা লাভ, অন্যদিকে আত্মরক্ষা, স্বদেশরক্ষা, এবং বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা জন্মিবে। বাঙ্গালোর 'হেল্‌থ্ এ্যাণ্ড ফিজিক্যাল কালচার ইনষ্টিটিউট'এর (Health and Physical Culture Institute) প্রফেসর এম্. ভি. কৃষ্ণরাও দেশের যুবকদিগকে ব্যায়ামশীল করিবার চেষ্টা করিতেছেন। প্রায় পঞ্চাশ হাজার শিষ্য তাঁহার প্রণালীমতে ব্যায়ামচর্চা করিতেছেন। এইরূপ প্রতিষ্ঠান দেশে যত বেশী হইবে ততই দেশের কল্যাণ। মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষের পুত্র শ্রীযুক্ত পীযুষকান্তি ঘোষ মহাশয় তাঁহার "The Sad Neglect of Physical Culture among the Indians" গ্রন্থে এ বিষয়ে জনসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছেন। মহাত্মা গান্ধীর "A Guide to Health" গ্রন্থখানা প্রত্যেকের অবশ্য পাঠ্য। স্কুল কলেজের ছাত্র মহলে, বর্তমান যুবক সম্প্রদায়ে স্বাস্থ্যে যেরূপ অবনতি দৃষ্ট হইতেছে তাহাতে এদিকে দেশবাসীর আশু এবং প্রখর দৃষ্টি একান্তভাবে বাঞ্ছনীয়। নিয়মিত ব্যায়ামশীল হইলে শরীর সুস্থ ও সুন্দর থাকে, অসুখ বিসুখ খুব কম হয়। পল্লীতে পল্লীতে ছাত্র এবং যুবকেরা যদি ব্যায়ামশালা নির্মাণ করিয়া তাহাতে ডন্ (দণ্ড ?), বৈঠক, কুস্তি, মল্লযুদ্ধ, যুযুৎসু, লাঠিখেলা, সড়কি খেলা, ঘুষি লড়া (boxing

ছোরা খেলা প্রভৃতি শিক্ষা লাভ করেন এবং মুগুর, ডাম্বেল, বারবেলাদি দ্বারা ব্যায়াম চর্চা করেন তবে পল্লীবাসীরা আবার স্বাস্থ্যসম্পদে ধনী হইয়া উঠিতে পারেন।

আজকাল স্কুল কলেজে ব্যায়াম-চর্চার মধ্যে প্রধানতঃ ফুটবল, ব্যাটবল, হকি প্রভৃতি খেলার প্রাদুর্ভাব বেশী। ফুটবল খেলার নেশায় আজকাল অনেকেই বিভোর হইয়া উঠিয়াছেন। ফুটবল খেলাটা অধঃপতিত জাতির একটি জাতীয় ব্যসনে পরিণত হইয়াছে। লক্ষ লক্ষ লোক কেবল রঙতামাসা দেখার জন্য, বিনা পরিশ্রমে পরম আরামে স্ফূর্তি লুটিবার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতেছে। বাইশ জন খেলোয়াড়ের খেলা দেখিবার জন্য কলিকাতার গড়ের মাঠে যে ৪০।৫০ হাজার লোক সমবেত হয় এবং বড় বড় খেলার সময় প্রত্যেক বারে যে ২০।২৫ হাজার টাকা খরচ করে ইহার প্রতিদানে তাহারা কি লাভ করে? বক্কেশ্বর বাঙ্গালীর লাভ কেবল বকাবকি আর গল্প-গুজব। কি একটা ভয়ানক জাতীয় অপচয় এই ফুটবল খেলা হইতে হইতেছে। তাহা কেহ অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখায়ও না। ফুটবল খেলার খুব একটা মাদকতা শক্তি আছে; এ কারণ ইহা গ্রামে খুব প্রসারিত হইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে অর্থব্যয় এবং স্বাস্থ্যহানিও ঘটিতেছে। ফুটবল খেলায় যে স্বাস্থ্যহানি হয় ইহা অনেক বৈজ্ঞানিক ডাক্তারেরা আজকাল প্রমাণ করিতেছেন। দেশীয় হাডু-ডু-ডু, চীবুড়ি, দাড়িয়াকোট, গোল্লাছুট, তাড়াটিক, দাণ্ডাগুলি আদি খেলার এখন আর আদর নাই। আইরীশ জাতিরা তাহাদিগের জাতীয় অভ্যুত্থানের যুগে তাহাদিগের স্বদেশীয় খেলার বিশেষ আদর করিত এবং এখন আরও বেশী করিয়া থাকে। আর আমরা পরাধীন জাতি সাহেবীয়ানার খাতিরে ফুটবল, ব্যাট্‌বল, ব্যাড্‌মিণ্টন, হকি, টেনিস আদি খেলায় লিপ্ত হইতেছি। এ সব খেলার উপকারিতা সামান্য সামান্য থাকিলেও দেশকাল-

পাত্রানুযায়ী ইহারা ভারতবাসীর পক্ষে সম্পূর্ণ অপকারী। অপকারিতার কারণগুলি নিম্নে দেখাইতেছি—যদিও জানি যে আমি 'out voted' ভোটে পরাস্ত হইয়া যাইব, কারণ নেশাখোরকে নেশার অপকারিতা বুঝাইলেও সে নেশা ছাড়ে না।

(১) এই সমস্ত খেলা বহু ব্যয় সাধ্য। যে জাতির প্রত্যেকের দৈনন্দিন আয় মাত্র ছয় পয়সা তাহার পক্ষে উপবাস করিয়া ক্রীড়াকৌতুক করা অপেক্ষা বিনা ক্রীড়াকৌতুকে কিছু আহার করাই ভাল।

(২) এই সমস্ত খেলা স্বাস্থ্যের খুব উন্নতিপ্রদ নহে। যে সমস্ত ব্যায়াম বীর ডনবৈঠক, কুস্তি, মল্লযুদ্ধ, যুযুৎসু, ডাম্বেল, মুগুরাদির দ্বারা নিয়মিত ব্যায়ামচর্চা করেন তাঁহারা শারীরিক শক্তি-সামর্থ্যে, কষ্ট-সহিষ্ণুতায়, বীরত্বে, আত্মরক্ষায়, দুষ্টদমনে এই সব খেলোয়ার দিগের অপেক্ষা অনেক উন্নত—ইহা তুলনা করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন।

(৩) এই সমস্ত খেলাগুলি প্রায়ই নিবীর্য, ভীরু এবং কাপুরুষেরাই পছন্দ করে। অনেকে বলিবেন বীর গোরা সৈন্যেরা, সাহসী ইংরাজাদিরাও তো এ খেলায় খুব অনুরক্ত। হাঁ ঠিক, কিন্তু তাঁহাদের বীরত্ব, নির্ভীকতা আদি এই সমস্ত ক্রীড়াপ্রাঙ্গণে অর্জিত নহে। বীরেরা খুব তাসপাশা খেলিলেই তাসপাশা খেলা বীরত্বব্যঞ্জক হয় না। সমর বিদ্যার কুচকাওয়াজে, সামরিক বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে, স্বাধীন দেশের সহিত যুদ্ধ করিয়া এবং পরদেশকে পদদলিত করিয়া যুদ্ধাদি বিভিন্নক্ষেত্রে তাঁহারা বীরত্ব, নির্ভীকতাদি অর্জন করিয়াছেন। কেবল ফুটবল ব্যাটবলাদি খেলায় তাঁহাদিগকে বীরত্ব ও শূরত্ব অর্জন করিতে হইলে তাঁহারাও ভীরু কাপুরুষ ভারতবাসীর ন্যায় পরপদলেহী গোলাম হইতেন। ফুটবলাদি খেলায় পরিপক্ব লোকেরা হাডু ডু-ডু খেলায় এইজন্য প্রায়ই নামিতে চাহে না এবং কুস্তি, মল্লযুদ্ধ, লাঠিখেলাদিতেও তাহারা খুবই পশ্চাদপদ হয়।

(৪) অর্থশালী নিষ্কর্মা লোকের পক্ষে এ সব খেলা কতক পরিমাণে উপযোগী হইলেও অর্থহীন পরিশ্রমী লোকের পক্ষে ইহা পরিশ্রমের অনর্থক অপচয়।

(৫) ফুটবল খেলায় প্রায়ই অত্যধিক পরিশ্রম হয়। তাহার ফলে অনেকেরই স্বাস্থ্যহানি হয়। সাহেবেরা পর্যাপ্ত পরিমাণে খাইতে পায় বলিয়া তাহাদিগের তবুও কতকটা অত্যধিক পরিশ্রম বরদাস্ত হয়। কিন্তু গরীব ভারতবাসীর তাহাতে আরও স্বাস্থ্য ভগ্ন হয়। অধিকাংশ স্থলে ছুটির পরে ক্ষুধিত পেটে বালকেরা এই খেলায় মাতিয়া থাকে। তাহার ফল অতীব খারাপ।

(৬) এ সমস্ত খেলায় আত্মরক্ষা বা শত্রুদমন করিবার কোন কৌশলই শিক্ষালাভ করা যায় না। ইংরাজ বা পাশ্চাত্য এই সব খেলোয়াড়রা কুস্তি, ঘুষি, ছোড়া চালনা প্রভৃতিও শিক্ষা করিয়া থাকেন। ইহা ছাড়া যুদ্ধ বিদ্যাতেও তাঁহারা অনেকেই পারদর্শী। কিন্তু ভারত-বাসীর এ সব শিক্ষা আদৌ নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

(৭) জাতীয়তার আদর্শেও বৈদেশিক ক্রীড়াদিতে মত্ত হইয়া বিদেশীকে আরও অর্থদান করা অপেক্ষা স্বজাতীয় ক্রীড়াদি অনেক ভাল। এতদিন গোলামিতে অভ্যস্ত ভারতবাসী বিজাতীয় খেলায় যেরূপ উন্মত্ত হইয়া থাকে কোনও পাশ্চাত্য জাতি সেরূপ ভারতীয় খেলায় উন্মত্ত হয় না। কোনও ইংরাজ হাডু-ডু-ডু, দাড়িয়াকোট, গোল্লাছুট, লাঠিখেলা ইত্যাদি খেলায় যোগদান করে না। ইংলণ্ডের প্রতিবাসী আইরীশরা ইংরাজের খেলা না খেলিয়া আইরীশ খেলাই খেলিয়া থাকে।

(৮) বর্ষাকালে নরম ভিজা মাটিতে বুটপায়ে খেলায় যেরূপ সুবিধাজনক খালি পায়ে খেলা সেরূপ মোটেই সুবিধাজনক নহে। এইরূপ অসমান অবস্থায় প্রতিযোগিতা করিতে যাওয়া এবং হারিয়া

অপমানিত হওয়া মূর্খ ভারতবাসীরই সাজে। জলের কুমীরকে ডাঙ্গায় উঠিয়া বাঘের সঙ্গে লড়াই করিতে বলা, আর ডাঙ্গার বাঘকে জলে নামিয়া কুমীরের সঙ্গে লড়াই করার আহ্বান করা এইরূপই। সারস পক্ষী চোঙ্গা কলসীর মধ্য হইতে শিবরাম পণ্ডিতকে খাদ্য গ্রহণ করিতে বলায় ধূর্ত পণ্ডিত পাল্টা নিমন্ত্রণে সারসকে চ্যাপ্টা থালা হইতে খাদ্য গ্রহণ করিতে বলে। মূর্খ ভারতবাসী শিয়ালের ন্যায় ধূর্ত হইলে সাহেব ফুটবল খেলোয়াড়দিগকে বর্ষাকালে কাদার মধ্যে হাড়ু-ডু-ডু খেলায় বা চীবুড়ি খেলায় আহ্বান করিত এবং আই. এফ. এ. (I. F. A.) মতন আর একটা আই. এইচ. এ. (Indian Hadoo-doo-doo Association) গড়িয়া তুলিত। হিতোপদেশের সারস মূর্খ হইলেও প্রথমবার শৃগালকে বেকুব করিয়াছিল। সারসের আর একটু বুদ্ধি থাকিলে সে শৃগালের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিত না। বাঙ্গালী মোহন বাগান বা উয়ারী বা ইষ্ট বেঙ্গল 'ক্লাব' একবার হা-ডু-ডু খেলায় 'ক্যালকাটা' এবং 'সেরউড্ ফরেষ্টারস'দিগকে আহ্বান করে না কেন? সন্তরণ প্রতিযোগিতায় বাঙ্গালীর অত্যুত্তম সফলতা ইংরাজদিগকে এ বিষয়ে প্রতিযোগিতা করিতে আদৌ সাহসী করিতেছে না। এ দৃষ্টান্তও কি বাঙ্গালীর চোখ ফুটাইবে না?

(৯) কলিকাতার মাঠে নিয়ত পক্ষপাতদুষ্ট লাঞ্ছনা ও অবমাননা বাঙ্গালী যেরূপ ইংরাজের হাতে পাইয়াছে এবং এখনও অন্যের হাতে পাইতেছে তাহাতে বাঙ্গালীর একটুকুও আত্মসম্মান বা আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান থাকিলে বাঙ্গালী এই খেলাও বিলাতী কাপড়ের ন্যায় 'বয়কট' করিত।

এই সমস্ত বিজাতীয় অপচয়কারক খেলাগুলি পল্লীতেও ঢুকিয়া বসিয়াছে। পল্লী বালকেরা অর্থাভাবে চামড়ার ফুটবল কিনিতে না পারিয়া অনেক সময় বাতাবি লেবু বা কাপড়ের বল বা রবারের বল

দিয়া ফুটবল খেলার সখ মিটায়। ইহাদিগের আবির্ভাবে আমাদিগের স্বদেশীয় স্বজাতীয় উত্তম ক্রীড়াগুলি ক্রমশঃই লুপ্ত হইতেছে। স্বদেশীয় পল্লীর ক্রীড়াগুলিকে আমরা কি আবার প্রচলিত করিতে পারিনা? দীর্ঘপথ ভ্রমণ, বা পর্য্যটন, সন্তরণ, অশ্বারোহণ, নৌকা চালন, দৌড় ধাপ, লম্ফঝম্ফ, বৃক্ষ আরোহণাদি শিক্ষার দ্বারাও আমরা ব্যায়াম ও উপকার উভয়ই পাইতে পারি। কোদালীর সাহায্যে গাছগাছালী লাগান, শাকসব্জী তরীতরকারী জন্মান একটী সুন্দর লাভজনক ব্যায়াম। কুড়ালের দ্বারা কাঠ ফাড়াও এই দুর্লভ মজুরের দিনে একটী লাভপ্রদ ব্যায়াম। এই সমস্তের দ্বারা শ্রমের গৌরববোধ (dignity of labour) জন্মিবে, স্বাবলম্বন শিক্ষা হইবে এবং চাষী, কৃষক, শ্রমজীবীরা যে আমাদেরই ভাই তাহা সমান কর্ম্মের দ্বারা প্রকটিত হইবে। তথাকথিত চাষা ভদ্রের পার্থক্য ঘুচিয়া যাইবে। আর ইহার দ্বারা সর্ব্বোপরি লাভ হইবে নিরবদ্য স্বাস্থ্য ধন, যাহা মহাধনীরও পরম কাম্য।

পল্লীবাসীর স্বাস্থ্যের অবনতি যেরূপ দ্রুততর গতিতে হইতেছে তাহাতে মনে হয় গ্রামগুলি শীঘ্রই প্রেতের নৃত্যস্থলীতে পরিণত হইবে। গ্রামের আলো, বাতাস ও জল যদি ভাল ও পবিত্র রাখা যায় তবে পল্লীর স্বাস্থ্য আবার সুন্দর হইবে। ইহার সঙ্গে ব্যায়াম চর্চাদির দ্বারা বলাধান হইলে রোগ প্রতিষেধক ক্ষমতাও জন্মিবে। পূর্ব কথিত 'Preventive Medicine' নীতি বা স্বাস্থ্যনীতিগুলি পরিপালনের দ্বারা পল্লীবাসীর স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান পল্লীবাসী নিজেই অনেকটা করিতে পারেন। এই কার্যে শিক্ষিত পল্লীবাসীদিগকেই অগ্রণী হইতে হইবে। গ্রামের সমস্ত বালক যুবক ও প্রৌঢ়মণ্ডলী সমবেত চেষ্টা দ্বারা বেগার খাটিয়া পুরাতন হাজামাজা পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার করণ, জঙ্গল পরিষ্কার করণ, রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ ও পরিষ্করণ, প্রভৃতি লোক-

কল্যাণজনক কর্ম্মগুলি বেশ নিজেরাই করিতে পারেন। এই সমস্ত উপায়ের দ্বারা অনেক স্বাস্থ্যোন্নতির পথ প্রস্তুত হইতে পারে।

কিন্তু রোগের উপযুক্ত চিকিৎসাও চাই। কেবলমাত্র সুচিকিৎসার অভাবেই যে কত প্রাণী গ্রামে কালগ্রাসে পড়ে তাহার সংখ্যা নাই।

এই শতাব্দীর প্রথম তিন দশকে (৩০ বৎসরে) ভারত হইতে যমের বাড়ি যাত্রা করিয়াছেন কত লোকে তাহার তালিকা দেখুন:— কলেরায় এক কোটী সাড়ে সাত লক্ষ, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জায় এক কোটী চল্লিশ লক্ষ, প্লেগে এক কোটী পঁচিশ লক্ষ, আর ম্যালেরিয়ায় তিন কোটী। গড়পড়তায় প্রতি বৎসরে মৃত্যু:

রোগের নাম	১৯৩৫ সাল	১৯২৬—১৯৩৫ (গড়পড়তা)
কলেরা	২,১৭,০০০	২,২০,০০০
আমাশয় ও পেটের পীড়া	২,৭৯,০০০	২,৪৭,০০০
প্লেগ	৩২,০০০	৭১,০০০
বসন্ত	৯১,০০০	৮৪,০০০
শ্বাস রোগ	৪,৮৩,০০০	৪,১৫,০০০
জ্বর	৩৭,১৫,০০০	৩৬,৬৯,০০০
অন্যান্য রোগে	১৭,২২,০০০	১৬,২৯,০০০

নিবারণীয় রোগ হইতেই প্রতি বৎসরে মরে ৫০ হইতে ৬০ লক্ষ লোক। একেত পল্লী অন্নহীন, অর্থহীন, বস্ত্রহীন, তাহার উপর এ্যালোপ্যাথিক ঔষধপত্রের যেরূপ মূল্য বেশী তাহাতে দুঃস্থ পল্লীবাসীর ঔষধ জোটানো একান্তই দুষ্কর। পল্লীতে শিক্ষিত, ডাক্তার, কবিরাজ বা হাকিম প্রায়ই নাই। ভারতবর্ষে ডাক্তারের সংখ্যা লোক অনুপাতে নগণ্য। পঞ্চাশ হাজার লোকের জন্য মাত্র একটি শিক্ষিত ডাক্তার, ৭০,০০০ 'বেড' বা রোগীর স্থান লইয়া বৃটিশ ভারতে ছিল মাত্র ৭,০০০ হাঁসপাতাল ও ডাক্তারখানা। ইহার মানে ৪০।৪১ হাজার লোকের জন্য

আর প্রতি ১৬৩ বর্গমাইলে একটা ডাক্তারখানা বা হাঁসপাতাল। এই সমস্ত চিকিৎসকদিগের অধিকাংশই এখন এ্যালোপ্যাথিক। গভর্ণমেণ্ট এই এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা প্রণালীর সাহায্য করিয়া থাকেন। বিলাতী এ্যালোপ্যাথিক ঔষধ যত বেশী বিক্রয় হইবে ততই ইংরাজের লাভ। মোটা মাইনের অনেক ইংরাজ ডাক্তার এ্যালোপ্যাথিকের কৃপায় পরিপুষ্ট হইতেছেন। আর তাঁহাদেরই শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয় শিষ্যগণ তাহারই অজস্র জয় গান গাইতেছেন দেশীয় চিকিৎসা প্রণালীকে সম্পূর্ণ অবহেলা করিয়া। এ কারণ দেশীয় কবিরাজী ও হাকিমী চিকিৎসা উৎসাহ ও সাহায্যের অভাবে ম্রিয়মান হইয়া পড়িয়াছে এবং প্রাচীনকালে যে পর্য্যন্ত উন্নত হইয়াছিল তাহার উপর আর উন্নতি করিতে পারিতেছে না। এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা বিদ্যালয়ও গভর্ণমেণ্ট এদেশে বেশী প্রতিষ্ঠিত করেন নাই এবং করিতে দেন নাই। কলিকাতায় সমগ্র বঙ্গবাসীর জন্য মাত্র তিনটি মেডিক্যাল কলেজ আছে। তাহার দুইটিই বেসরকারী। গভর্ণমেণ্ট নিজে বেশী মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইতে দেন না। দেশবাসীরা প্রতিষ্ঠিত করিতে গেলে তাহার সম্মুখে নানা বাধা বিঘ্ন আনিয়া ফেলেন। কয়েক বৎসর পূর্বে বিলাতের 'মেডিক্যাল কাউন্সিল' (Medical Council) তুচ্ছ অজুহাতে বাঙ্গালার একমাত্র বড় চিকিৎসা বিদ্যালয় কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের affiliation (স্বীকরণ) তুলিয়া লইতে চাহিয়াছিলেন। এই সব কারণে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ডাক্তার পাওয়া যায় না। চিকিৎসকের অভাবে এবং ঔষধের অভাবে পল্লীর দুর্দ্দশা আরও ঘনীভূত হইয়া পড়িয়াছে। ইহার উপায় কি ? উপায় দেশীয় চিকিৎসা প্রণালী প্রচলিত করা। ইহার সহিত আধুনিকতম চিকিৎসা-বিদ্যার শ্রেষ্ঠ বস্তুগুলিও গ্রহণ করিতে হইবে। কবিরাজী ও হাকিমী চিকিৎসা সহজ ও সুলভ এবং আমাদিগের ধাতু ও প্রকৃতি অনুযায়ী।

উৎসাহ এবং অনুশীলন গবেষণার অভাবে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র ক্রমোন্নত না হইলেও, ইহার প্রণালী অত্যুত্তম। এই আয়ুর্ব্বেদের প্রশংসা এখনও অনেক পাশ্চাত্য চিকিৎসকেরা গাহিয়া থাকেন। আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসা সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টও Imperial Gazetter of India Vol. IVএ যাহা লিখিয়াছেন তাহার সামান্যাংশের অনুবাদ দেওয়া গেল। "ইউরোপীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে প্রচুর সাহায্য ও উপকার সাধন করিয়াছে বলিয়া হিন্দু চিকিৎসা শাস্ত্র বস্তুতঃই সবিশেষ চিত্তাকর্ষক ও উপাদেয়। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে আরবী ভাষায় চরক ও সুশ্রুত নামক দুইখানি সর্ব্বপ্রধান প্রামাণিক সংস্কৃত চিকিৎসা গ্রন্থের অনুবাদ করা হয়। সুপ্রসিদ্ধ আরবীর চিকিৎসক আর. রাজি এই দুই গ্রন্থ বিশেষ প্রামাণ্য বলিয়া উল্লেখ করেন। ৯৩২ খৃষ্টাব্দে ইহার দেহান্তর হয়। পক্ষান্তরে সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত আরবীয় চিকিৎসা শাস্ত্র ইউরোপীয় চিকিৎসকগণের বিশেষ প্রমাণস্থল বলিয়া বিবেচিত হইত। লাটিন ভাষায় অনূদিত আরবীয় চিকিৎসা গ্রন্থসমূহের অনেকস্থলেই চরকের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।" এই চরক সংহিতাও প্রথম আর্য্য আয়ুর্ব্বেদ-গ্রন্থ নহে। অগ্নিবেশের রচিত আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থের প্রতিসংস্কর্ত্তাই চরক। চরকের ন্যায় সুশ্রুতও প্রাচীন আর্য্য চিকিৎসাগ্রন্থ। বোধিসত্ত্ব নাগার্জ্জুন সুশ্রুতের প্রতিসংস্কর্ত্তা ছিলেন—ইহা সুশ্রুতের প্রধান ও প্রাচীন টীকাকার আচার্য্য জেজ্জট. গয়াদাস ও ডল্লনের অভিমত। শ্রীমদ্ভাগবত সুশ্রুতকে বিশ্বামিত্রের পুত্র বলিয়াছেন। সুশ্রুত বারাণসীতে কাশীরাজ দিবোদাস ধন্বন্তরীর নিকট আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করেন। সুশ্রুতের সূত্রস্থানের প্রথম অধ্যায় পাঠে জানা যায় যে, আয়ুর্ব্বেদ ব্রহ্মা কর্তৃক লোক সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রণীত হয়। এই সমস্ত হইতে বেশ অনুমান করা যায় যে, চরক ও সুশ্রুতের পূর্ব্বেও বৈদিক ভাষায় আর্য্য চিকিৎসা শাস্ত্র ছিল। এই প্রাচীনতম চিকিৎসা

শাস্ত্রের সম্যক্ প্রচলন সর্ব্বভাবেই কেন বাঞ্ছনীয় হইবে না? এই আর্য্য চিকিৎসাশাস্ত্র এখনও অনেক বিষয়ে পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রের শিক্ষক হইতে পারে। পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিদ্যায় পণ্ডিত অনেককে বলিতে শোনা যায় যে, হিন্দুর শল্য চিকিৎসা (Surgery) আধুনিক পাশ্চাত্য শল্য চিকিৎসার নিকট বালকের খেলামাত্র। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে গত শতাব্দীতেই স্বাধীন পাশ্চাত্য দেশসমূহে চিকিৎসা শাস্ত্রের সব উন্নতি হইয়াছে। ভারত স্বাধীন থাকিলে এই শতাব্দীতে এবং ইহার পূর্ব্বকাল হইতেই সেও আর্য্য চিকিৎসা প্রণালীর আরও উন্নতি করিতে পারিত। ভারতের প্রধান পাপ পরাধীনতায় তাহার আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রও পক্ষাঘাত রোগগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। যাহাদের পাপে এবং অবহেলায় আয়ুর্ব্বেদের এই দশা সেই মহাপাপীরাই এখন তাহাকে বিদ্রূপ করিতে লজ্জা বোধ ত করেই না, অধিকন্তু গৌরব বোধ করে। তাঁহারা জানেন না যে, সুশ্রুত সংহিতায় শল্য চিকিৎসার যে সব বিবরণ পাওয়া যায় তাহা পাশ্চাত্য সার্জ্জারীর এখনও অধিগত হয় নাই। সুশ্রুত সংহিতায় যে চব্বিশ প্রকার স্বস্তিক যন্ত্র, বিংশতি প্রকার নাড়ীযন্ত্র, অষ্টবিংশতি প্রকার শলাকাযন্ত্র এবং পঞ্চবিংশতি প্রকার বিভিন্ন উপযন্ত্রের যে ক্রিয়াপদ্ধতি ও বিবরণ পাওয়া যায় তাহা পাশ্চাত্য শল্যতন্ত্রে পাওয়া যায় না। ইহা ছাড়া ভেদন, ছেদন, লেখন, সীবন, ব্যধন, আহরণ, বিস্রাবন প্রভৃতি কার্য্যের জন্য যে সমস্ত মণ্ডলাগ্র অস্ত্র, করপত্র অস্ত্র, বৃদ্ধিপত্র অস্ত্র, সূচী অস্ত্র, কুশপত্র অস্ত্র, শরারী মুখ অস্ত্র, ত্রিকূর্চ্চক অস্ত্র, ব্রীহিমুখ অস্ত্র, বেতসপত্র অস্ত্র ইত্যাদি তেইশ প্রকার অস্ত্রের এবং তনুবেল্লিত বন্ধন, গোফণা বন্ধন, স্বস্তিক বন্ধন, পঞ্চাঙ্গী বন্ধনাদি বিবিধ বন্ধনের যে বিবরণ পাওয়া যায় তাহা প্রকৃতই বিস্ময়জনক। পাশ্চাত্য শল্যতন্ত্রে (Surgeryতে) ছেদন, ভেদন, বিদারণ, ক্ষত, অভিঘাত, বিসর্পাদি ব্যাধিতেই শল্য চিকিৎসার বিধান আছে; কিন্তু জ্বর-বিকার,

প্লীহা যকৃত ঘটিত ব্যাধি, শিরঃপীড়াদি প্রায় সর্বপ্রকার ব্যাধিই যে শল্য চিকিৎসার দ্বারা নিরাময় করা যায়, তাহা পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্র না জানিতে বা না দেখাইতে পারিলেও সুশ্রুত তাহা বিবৃত করিয়া গিয়াছেন। সাংখ্য যোগ সম্মত দেহসংস্থান, জন্মতত্ত্বাদি ও চরককার এবং সুশ্রুতকার যেরূপ বিবৃত করিয়া গিয়াছেন, আধুনিক পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক মনীষীরাও সেইদিকে কেবল অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিতেছেন। কথঞ্চিৎ অপ্রাসঙ্গিক বোধে তাহা আর বিশদ করিয়া বিবৃত করিলাম না। ইহা আর্য্য চিকিৎসা শাস্ত্রের পরম গৌরবের বিষয়। চরক ও সুশ্রুত ছাড়া চক্রদত্ত, বাগ্‌ভট, হারীত, শার্ঙ্গধর, ভাব প্রকাশ, রসেন্দ্রসার সংগ্রহ, রসেন্দ্র চিন্তামণি, ভৈষজ্য রত্নাবলী প্রভৃতি গ্রন্থ অমূল্য রত্নরাজিতে পরিপূর্ণ। আয়ুর্ব্বেদের এই সমস্ত অত্যুত্তম রত্নগুলি বড়ই অবহেলিত হওয়ার ফলে নানাদিক দিয়া জাতীয় অকল্যাণ হইতেছে। এই লুপ্তপ্রায় ভারতীয় চিকিৎসা শাস্ত্র এবং প্রণালীগুলির উদ্ধার করিতে পারিলে জাতির স্বাস্থ্যবিধান সমস্যা অনেকটা সহজে পূরণ হইতে পারে।

পূর্বে বলিয়াছি আমাদিগের দেশীয় কবিরাজী ও হাকিমী চিকিৎসা সহজ, সুলভ এবং আমাদিগের ধাতু ও প্রকৃতির উপযোগী। দেশের গাছগাছড়ায় সেই দেশবাসীর যেরূপ চিকিৎসা হইতে পারে এরূপ অন্যত্র হইতে পারে না। আমাদের প্রয়োজনীয় গাছগাছড়া আমাদের দেশেই জন্মিয়া থাকে। এই গাছগাছড়াগুলি পাইতে আমাদিগকে অতি সামান্যই ব্যয় করিতে হয়। অনেক ঔষধ বিনা খরচে নিজেরাই প্রস্তুত করিয়া লওয়া যায়। দৈনিক যাহাদিগের প্রত্যেকের ছয় পয়সা আয় তাহাদিগের পক্ষে ইহা সবিশেষ বিবেচনীয়। অধিকাংশ অসুখই ধাতু বৈষম্যের জন্য হয়। কবিরাজী চিকিৎসা বা আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসা এই ধাতুর সমতা সাধনের জন্য রোগের নিদানের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চিকিৎসা করেন। আর পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রে নিদানের দিকে

লক্ষ্য না রাখিয়া লক্ষণ বা Symptomএর দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চিকিৎসা করেন। ইহার ফলে শারীরিক ধাতুসমূহ বিশুদ্ধ না হওয়ায় পাশ্চাত্য চিকিৎসায় অনেক রোগ নির্ম্মূল ভাবে সারে না। চরকাদি আয়ুর্বেদ শাস্ত্র আমাদিগকে দেখাইয়াছেন যে, অধিকাংশ রোগের মূল আধ্যাত্মিক, মানসিক এবং চরিত্রগত। তাই তাঁহারা চরিত্র ও ধর্ম্মের উন্নতি দ্বারা শারীরিক ব্যাধিসমূহ নিবারণেরও উপদেশ দিয়াছেন। অনেক পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক চিকিৎসক আজ কাল পাশ্চাত্যেরও দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট করিতেছেন। "When God is not recognised selfish desires develop and out of this selfishness comes illness"—The secret of the Golden Flower (A Chinese Book of Life) Tr. & ex. by Richard Wilhelm with a European commentary by C. G. Jung 1935 (3rd. imp.) Tr. into Eng. from Germ. by Cary F. Baynes, p. 113 অর্থাৎ :—ঈশ্বরকে স্বীকার না করিলে স্বার্থপর কামনাসমূহ বৰ্দ্ধিত হয় এবং এই স্বার্থপরতা হইতে অসুখ বা পীড়া উৎপন্ন হয়।

শীতপ্রধান দেশে পিত্তপ্রধান ধাতুর উপযোগী উগ্রবীর্য্য ঔষধসমূহ গ্রীষ্মপ্রধান দেশে বায়ু বা শ্লেষ্মা প্রধান ভারতবাসীর যে বিশেষ উপযোগী নহে তাহা অনেক পাশ্চাত্য চিকিৎসকও স্বীকার করিতেছেন। এই সমস্ত ঔষধের অধিকাংশে alcohol বা স্পিরিট মিশান থাকায় তাহা গ্রীষ্মপ্রধান দেশবাসীর বিশেষতঃ যাহারা মদ্যপায়ী নহে তাহাদিগের ততটা উপকারে আসে না। এমন কি অনেক প্রথিত নামা পাশ্চাত্য চিকিৎসক এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা প্রণালীর সমূহ অপকারিতাই প্রমাণ করিতেছেন। অন্যদিকে আবার আমাদিগের আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসা প্রণালীর মাহাত্ম্য অনেক পাশ্চাত্য চিকিৎসকই স্বীকার করিতেছেন। আর আমরা ঘরের ধন ফেলিয়া পরের জিনিষের আদর করিতেছি।

গোলামের জাতি আমরা সকল ভাবেই বিজিত হইতেছি। আর এ্যালোপ্যাথিকের যে প্রধান ঔষধ কুইনাইন তাহাতে তো দেখিতেছি ম্যালেরিয়া সারে না। Slow poison বা মৃদু বিষের ন্যায় এই কুইনাইন আমাদিগকে কিরূপ জর্জরিত করিতে বসিয়াছে তাহা কালাজ্বরের ক্রমশঃ সংখ্যাধিক্য দেখিলেই প্রমাণিত হইবে। বিশ ত্রিশ বৎসর পূর্বে দেখিয়াছিলাম দশ গ্রেণ কুইনাইন খাইলেই জ্বর বন্ধ হইত। আর এখন এক শত গ্রেণ কুইনাইনেও জ্বর বন্ধ হয় না। ইহার উপর আবার কুইনাইন ইনজেক্‌শনের (injection) ফলে কুইনাইন খাইয়া (by mouth) কোনও উপকার হইতেছে না। অতিরিক্ত কুইনাইন ব্যবহারের ফলে রক্ত দূষিত হইয়া পড়িতেছে। অগ্নিমান্দ্য, অম্লরোগ, ডিস্‌পেপ্‌সিয়া, শিরোরোগ, চক্ষুরোগাদি ক্রমশঃ বাড়িয়াই যাইতেছে। লাটার বীচি গোটাকয়েক গোলমরিচের সঙ্গে খাইলে যে কুইনাইনের ন্যায় উপকার দেয় তাহা অধিকাংশ লোকেই জানেন না। আর আমাদিগের দেশে যে এত অসুখ বিসুখ বাড়িয়া যাইতেছে তাহার প্রধান কারণ পর্য্যাপ্ত খাদ্যাভাব এবং প্রভূত পয়ঃপ্রণালী দ্বারা দেশ বিধৌত না হওয়া। "নতু পথ্যবিহীনানাং ভেষজানাং শতৈরপি।" পথ্যবিহীনকে শত ঔষধ খাওয়াইলেও কোনও ফল দিবে না। পল্লীর ঘরে ঘরে প্রায় যে অনশন বা অর্দ্ধাশন লাগিয়া আছে তাহা বিদূরিত করিতে পারিলেই প্রায় চৌদ্দ আনা ব্যাধি কমিয়া যাইবে। ইটালী, পানামা, মেক্‌সিকো আদি দেশের ম্যালেরিয়া সারিয়াছে সে সব দেশে জল সেচের দ্বারা বিধৌত করিয়া। আমাদের দেশেও দেখা যায়, যে বার যে প্রদেশ জল দ্বারা বিধৌত হয় সেবার তথায় ম্যালেরিয়াদি ব্যাধি অনেক কম হয়। টীকা বা vaccination দেওয়ার প্রথা এবং নানা রকম সিরাম ইন্‌জেকশন (Serum injection) আজকাল পল্লীর বুক জুড়িয়া বসিতেছে। ইহা যে সমূহ অনিষ্টকারক তাহা অনেক বিখ্যাত

জার্মান, ফরাসী, আমেরিকান্ ডাক্তাররা ঘোষণা করিলেও পল্লীর চিকিৎসকেরা এবং রোগীরা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। স্বয়ং গভর্নমেণ্টও টীকা দানাদি বিষয়ে উৎসাহদাতা এবং নানাভাবে ইহাদের প্রসারে এবং প্রচারে সাহায্য করিতেছেন। তাহারা কেন যে ইহা করিতেছেন তাহা মূর্খ পল্লীবাসী আদৌ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। পল্লীর স্বাস্থ্য আবার সমুন্নত করিতে হইলে পর্য্যাপ্ত খাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে জল, বাতাস ও আলোরূপ খাদ্যেরও ভাল ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় চিকিৎসা-প্রণালীও অবলম্বন করিতে হইবে। অবশ্য পাশ্চাত্য চিকিৎসা-প্রণালীর যাহা আমাদিগের উপযোগী ও উপকারী বা যাহা ভাল তাহা আমরা গ্রহণ করিব। কিন্তু এই সমস্তের বিধান করিতে গেলেই যে নিজের ঘরের কর্তা নিজের হওয়া দরকার। বিমাতার সতীন পুত্রদের উপর দরদ চিরকালই কম। পরিপূর্ণ যথার্থ স্বাধীনতারূপ অমৃত জয় করিয়া গ্রহণ করিতে না পারিলে কদ্রুর দাসীত্ব ভারতমাতা বিনতার ঘুচিতেছে না এবং বিনতা নন্দন গরুড়কেও ভক্ষ্য নাগ সন্তানদিগের দাসত্ব করিতে হইবে। ভারত এবং পাকিস্তান রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা পাইলেও অর্থনৈতিক, শীল বা চরিত্রনৈতিক এবং যথার্থ ধর্মনৈতিক স্বাধীনতা তাহারা কেহই এখনও পায় নাই। আবার ভারত যাহা পাইয়াছে পাকিস্তান তাহাও পায় নাই।

অসুখ-বিসুখের জন্য শরীরের স্বাভাবিক ক্রিয়ার উপর যতো নির্ভর করা যায় ততোই ভাল। ইউরোপ আমেরিকাতেও ধীরে ধীরে এই নীতি প্রচারিত ও প্রচলিত হইতেছে। ইহার ফলে হাইড্রোপ্যাথি বা জল চিকিৎসা, সান্ কিওর (Sun cure) বা সূর্য চিকিৎসা, ফেথ্ কিওর (Faith cure), মেস্‌মেরিক কিওর (Mesmeric cure) বা মন্ত্র চিকিৎসাদি তথায় প্রসার লাভ করিয়াছে। এই সব রূপান্তরে আমাদের দেশেও পুর্বে প্রচলিত ছিল। এই সমস্ত লুপ্ত পদ্ধতি-

গুলিকেও উদ্ধার করিতে হইবে। সর্বোপরি ব্রহ্মচর্য পালন এবং ধর্মশীল পবিত্র জীবন যাপনই সর্বব্যাধি বিনাশের সর্বপ্রধান মহৌষধ। এই তত্ত্ব কেবল আয়ুর্বেদই স্বীকার করিয়া তাহার উপরেই আয়ুর্বেদের ভিত্তিস্থাপন করিয়াছেন। স্বয়ং ধন্বন্তরি বৈদ্যনাথও বলিয়াছেন: "অচ্যুতানন্দ গোবিন্দ নামোচ্চারণ ভেষজাৎ। নশ্যন্তি সকলাঃ রোগাঃ সত্যং সত্যং বদাম্যহম্॥" ব্রহ্মচর্য ও ধর্মহীন হইয়াই পল্লীগুলি এবং সর্বদেশ রোগের 'ডিপো' বা প্রধান আড্ডা হইয়াছে। ভারতকে আবার ব্রহ্মচর্যশীল এবং ধর্মপরায়ণ না করিলে আর উপায়ান্তর নাই। যমনিয়মাদি শীলচর্য্যায় কেবল যে মানুষ ধর্মজীবনেই সমুন্নত হয় তাহা নহে, ইহারা মানুষকে স্বাস্থ্যধনেও ধনী করে। ঈশ্বর চিন্তা এবং ধারণা, ধ্যানাদি, শারীরিক স্বাস্থ্য, মানসিক সুস্থতা এবং আধ্যাত্মিক স্বস্থভাব আনয়ন করিয়া আমাদিগকে যে পরম স্বস্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে তাহার স্বস্তিবাচন আজ পল্লীবোধন যজ্ঞে উচ্চকণ্ঠে সমুচ্চারণ করিবার সবিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। ইহাই পল্লীর স্বস্ত্যয়ন।

ষষ্ঠ প্রস্তাব

কুসংস্কার ত্যাগে, শ্রমের গৌরবে অন্নার্জন, বেকারসমস্যা-পূরণ

পল্লীতে অন্নাভাবের আর একটি দারুণ কারণ শ্রমবিমুখতা এবং 'ছুঁৎমার্গ' ও জাতিচ্যুতির ভয়। এ বিষয়ে হিন্দুর অপেক্ষা মুসলমানের অবস্থা অনেক ভাল। ফরিদপুরে প্রাদেশিক হিন্দুসভার অধিবেশনে স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় বলিয়াছিলেন: "সামাজিক দুর্নীতি ও কুসংস্কারের দাস হইয়া হিন্দুগণ মুসলমানের সহিত জীবনসংগ্রামে প্রতিনিয়ত পরাজিত হইতেছে এবং জীবনযাত্রা নির্বাহের অনেক ক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত হইতেছে। বাংলা দেশের বড় বড় নদীতে অবিরত স্টীমার যাতায়াত করে এবং ইংলণ্ড আমেরিকার বড় বড় জাহাজ প্রতিনিয়ত সমুদ্রবক্ষে চলিতেছে। ইহাদের সারেঙ্গ, খালাসী প্রভৃতি পূর্ব বাংলার চাষী মুসলমান শ্রেণী হইতে সংগৃহীত। মুসলমান রেঙ্গুন, আকিয়াব, মেসোপটেমিয়া প্রভৃতি দূর দেশে শ্রমিকভাবে যাইয়া প্রভূত অর্থ উপার্জন করে এবং দেশে পাঠায়। আমি জানি, চাটগাঁয়ের অনেক গ্রামে এই প্রকারে প্রতি মাসে ৪০।৫০ হাজার টাকা মনিঅর্ডার হইয়া আসে। তা ছাড়া পদ্মার চর পড়িলেই দুঃসাহসিক মুসলমান আসিয়া আবাদ করিতে আরম্ভ করে। প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র মুসলমান চাষী আসামের উর্বরা উপত্যকায় যাইয়া উপনিবেশ সংস্থাপন করিতেছে। কিন্তু হিন্দু অলস ও কুসংস্কার জালে জড়িত; 'ছুঁৎমার্গ' ও জাতিচ্যুতির ভয় তাহাকে আড়ষ্ট করিয়া রাখিয়াছে। সে পৈতৃক ভদ্রাসন ছাড়িয়া যাইতে রাজী নয়। এই কারণে সে দরিদ্র ও নিরন্ন হইয়া পড়িতেছে। জাতিভেদরূপ

ব্যাধিজর্জরিত হিন্দু প্রতিপদে শৃঙ্খল গড়িয়া নিজেকে আবদ্ধ রাখিয়াছে। ধোপা কুমোরের কাজ করিবে না। কুমোর কাঁসারীর কাজ করিবে না। কিন্তু মুসলমানের কোন প্রকার বাধা বিপত্তি নাই; সে নিজের রুচি ও ইচ্ছানুযায়ী যে কোন ব্যবসা অবলম্বন করিতে পারে; এই কারণে চামড়া ও দপ্তরীর ব্যবসায় মুসলমানদিগের একচেটিয়া। বাংলা দেশে প্রায় ১৮ লক্ষ উড়িয়া ও হিন্দুস্থানী আসিয়া অনেক বিভাগে জীবিকা অর্জন করিতেছে এবং অজস্র টাকা রোজগার করিয়া স্ব স্ব প্রদেশে পাঠাইতেছে। কিন্তু আমরা "হা অন্ন, হা অন্ন" করিয়া চীৎকার করিতেছি ও হাত-পা গুটাইয়া বসিয়া আছি। নিম্নশ্রেণীর অনেক হিন্দু শ্রমবিমুখ হইয়া অনায়াসলভ্য জীবিকা অর্জনে ব্যস্ত, এই কারণে বৈরাগী ও বৈরাগিণীর সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে এবং গেরুয়াধারীরও অভাব দেখা যাইতেছে না। বাবাজী ও স্বামীজী পাতালফোঁড়ের ন্যায় গজাইয়া উঠিতেছে।" আমাদের এতদঞ্চলেও দেখিতেছি ব্রাহ্মণ না খাইয়া মরিবে সেও ভাল তবু রন্ধনকার্য দ্বারা অর্থোপার্জন করিবে না। এ বৃত্তি এখন উড়িষ্যা-বাসীদের একচেটিয়া হইতে চলিতেছে। কায়স্থাদি অন্য জাতির লোকেরা অন্নাভাবে মরিবে অথবা মাসিক ৪৲।৫৲ হইতে ২০৲।২৫৲ মাহিয়ানায় 'চাকরী' করিবে কিন্তু মাসিক ১০৲।১২৲ হইতে ৫০৲।৬০৲ মাহিয়ানায় চাকর হইবে না। একমাত্র 'ঈ' কারের মাহাত্ম্যই কি এত বেশী! কাজেই এখন খোট্টা বা উড়িয়া চাকর আসিয়া তাহাদিগের স্থান দখল করিতেছে। জেলেরা নিকারীর মতো মাছের কারবার করিতে পারিবে না। ফলে নিকারীর চারি পোতায় টিনের ঘর, আর জেলের ভিটায় ঘুঘু চরিবার উপক্রম। জেলেরা নৌকায় ভাড়া খাটিবে না; ওটা অপমানজনক কার্য। ঢাকার মুসলমান মাঝিরা তাহাদিগের স্থান দখল করিয়া বসিতেছে। নমঃশূদ্রেরা কুলি-মজুরের কাজ, মাথায় মোটটানা, পুষ্করিণী খনন করা, খালবিল কাটা, রাস্তাদি

নির্মাণ অপমানজনক মনে করেন। তাঁহাদের মণ্ডলেরা এ সব কাজ যে করিবে তাহাকে 'একঘরে' করেন। তাহাদিগের অন্ন খোট্টা, বেহারী, উড়িয়া, সাঁওতাল পরগণা, ছাপরা, মুঙ্গের প্রভৃতি অঞ্চলের লোকেরা লইয়া যাইতেছে। নাপিত মুসলমানের বা খৃষ্টীয়ানের দাড়ি চাঁচিবে কিন্তু হিন্দু নমঃশূদ্র, পাটনী, তাঁতি, ভুঁইমালী প্রভৃতি হিন্দুর দাড়ি, চুল কামাইবে না। তাহাদেরও এখন অন্নসংস্থান হইতেছে না। মান্দ্রাজে পারিয়া বা পঞ্চমেরা যেন বিধাতার ভুল, সৃষ্টির ব্যতিক্রম। তাহারা খৃষ্টীয়ান বা মুসলমান হইলে যে সব চলাচলের রাস্তা, পথ, ঘাট, জলাশয়াদি ব্যবহার করিতে পারে, হিন্দু চারিবর্ণের অত্যাচারে পঞ্চমবর্ণ হইয়া তাহারা তাহা পারে না। ইহার ফলে উচ্চ চারিবর্ণ কেবল ইহাদিগের সেবা হইতে বঞ্চিত নহে; স্বরাজ লাভের পথে গভর্নমেণ্ট সাইমন (ছাইমন ?) কমিশনাদির দ্বারা ইহাদিগকে প্রতিবন্ধক রূপেও দাঁড় করাইয়াছিলেন এবং পূর্ববঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সংখ্যালঘিষ্ঠ হিন্দুর মধ্যে আরও ভেদ বাধাইবার জন্য তফসিলী জাতি খাড়া রাখিতেছেন। উচ্চ বর্ণের সহানুভূতি হারাইয়াই যে কত লক্ষ লক্ষ লোক হিন্দুর ক্রোড় ত্যাগ করিয়া মুসলমান ও খৃষ্টীয়ান হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। ইহাতে হিন্দুর জাতিশক্তির অপচয় হইয়াছে। মুসলমানেরাও 'ছুঁৎমার্গ' বাতিকগ্রস্ত হইতে বসিয়াছেন। বিশ পঁচিশ বৎসর পূর্বে মুসলমান শ্রমজীবী হিন্দুর প্রস্তুত অন্নব্যঞ্জনাদি উদর ভরিয়া পরম তৃপ্তির সহিত খাইত। অবস্থাপন্ন হিন্দুর গৃহে কাজ করিয়া তাহারা যাহা কিছু ভাল খাইত মৌলভী সাহেবদিগের কৃপায় তাহা হইতেও তাহারা বঞ্চিত হইল। অথচ তাহাদের দৈনন্দিন আয়ে এই খোরাকির হারটুকু যুক্ত হইল না। অনেক মুসলমান শ্রমজীবীকে এ বিষয়ে আক্ষেপ করিতে শুনিয়াছি। কঙ্কালসার উড়িয়া ব্রাহ্মণ ব্রহ্মভূতের ন্যায় বিশীর্ণ দেহে জগন্নাথের মন্দিরে 'কিচির মিচির'

করিবে, তথাপি খাটিয়া খাইয়া অর্থোপার্জন করিবে না। তীর্থে তীর্থে পাণ্ডা ব্রজবাসী প্রভৃতিরা চণ্ডালাপেক্ষাও ঘৃণ্যতম, কদর্যতম কার্য করিয়া লোকের ধর্মনাশ সর্বনাশ সবই করিবে, অথচ সৎ শ্রমের দ্বারা জীবিকা উপার্জন করিবে না। আলস্য ও জড়তা যেন সমগ্র জাতিটাকে ভূতাবিষ্ট করিয়াছে। সৌভাগ্যের বিষয় যে মহাত্মা গান্ধী 'ছুঁৎমার্গের' বিরুদ্ধে, এই untouchability'র বিরুদ্ধে প্রবল অভিযান আরম্ভ করিয়া গিয়াছেন। ইহা ছাড়া শ্রমবিমুখ 'নয়া যুব' নামক এক অভিনব জীববাবু সম্প্রতি ভারতবর্ষে বিশেষতঃ বঙ্গদেশে আবির্ভূত হইয়াছেন। ইহারা 'আর্টে' হরেক রকম চুল কাটেন, তেড়ি উড়ান, কাপড় পরেন, পান দোক্তা, ধূমপান করেন, 'বান্ধবী' করেন, কদর্য ব্যাধিতে ভোগেন এবং তাহা বলিতে গেলে হট্টগোল করিয়া বিদ্রোহের বিপ্লবের বাহবা নেন—"ইন্‌ক্লাব জিন্দাবাদ"। ইহারা প্রায়ই কিছু 'ইঙ্গিল বিঙ্গিল' বলিতে পারেন। ইহারা প্রায়ই গ্রামোফনের ন্যায় কলে চড়াইয়া দিলে রকম বেরকম সুর আলাপ করিতে পারেন, কিন্তু যেই জীবনযাত্রার রেকর্ডে দুঃখ পিনটী বেশী চাপিয়া বসে তখনই তাঁহারা বদবখত আওয়াজ বাহির করেন। তাঁহাদের জীবন রেকর্ডে তখন গানের, উপন্যাসের, কাব্যের কলালেশ মাত্রও থাকে না। এই বাবুদের প্রায়ই ঘরে 'ছুঁচোর কীর্তন' আর বাইরে 'কোঁচার পত্তন'। চেয়ার টেবিলে বসিয়া প্রায় সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত খাটিয়া ইহারা যাহা উপার্জন করেন, মুচি, মুর্দাফরাশ, মেথর, ঝাড়ুদার, কুলি, মজুর প্রভৃতি তাহাপেক্ষা ঢের বেশী উপার্জন করিয়া থাকে। এই নয়া বাবুর মোহ নমঃশূদ্র, রাজবংশী হইতে আরম্ভ করিয়া নিম্নবর্ণের সকল শ্রেণীর মধ্যে ঢুকিতে বসিয়াছে। শ্রমবিমুখতারূপ অবিদ্যাই এই বাবুমোহের প্রধান কারণ; দ্বিতীয় কারণ বাবুর পুচ্ছে নিজের নিম্নবর্ণরূপ দাঁড়কাকত্ব আচ্ছাদন করা। যে জাতি গুণ এবং কর্মের মর্যাদাকে, শ্রমের গৌরবকে প্রধান আসন

না দেয় তাহার পক্ষে এইরূপ অধঃপতন অনিবার্য। এই অন্ধকারের মধ্যেও আশার উজ্জ্বল আলোক দেখা যাইতেছে যে একদল তরুণ যুবক 'নয়া যুব'ই আবার মহাত্মা গান্ধী, অরবিন্দ, প্রফুল্লচন্দ্র প্রভৃতির ব্রহ্মচারী জীবনের অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা গ্রহণ করিতেছে। তাঁহাদিগের অপূর্ব ত্যাগ, কঠোর শ্রমশীলতা, দিব্য চরিত্র, পূতজীবনই ভারতের একমাত্র আশা-ভরসা-স্থল। তাঁহাদিগের সংখ্যা যেদিন ভূয়িষ্ঠ হইবে সেই দিনই ভারত রাষ্ট্র ও পাকিস্তান রাষ্ট্র যথার্থ স্বাধীন হইবে।

মানুষ চরিত্রে ও ধর্মে, গুণে ও কর্মে বড় বা ছোট হয়, উচ্চ বা নীচ হয়; জাতিতে বা কর্তব্য কর্ম করিয়া কেহ কখনও নীচ বা ছোট হয় না এই শিক্ষা এখন গ্রামে গ্রামে দিতে হইবে। নীচ বংশে জন্মিয়াও যাঁহারা অধ্যবসায়, পরিশ্রমশীলতা, উন্নত চরিত্র, ধর্মপরায়ণতা প্রভৃতি গুণে মহৎ হইয়াছিলেন তাঁহাদিগের আদর্শ জীবনী ইঁহাদের সম্মুখে প্রসারিত করিতে হইবে। কর্ম বা ব্যবসা যতই নীচ হউক না কেন তাহা মানুষকে নীচ করে না, গুণের আদর জগৎ চিরদিনই করিয়াছে ও করিবে। ও কর্ম করিলে আমার জাত যাইবে, আমাকে 'একঘ'রে' হইতে হইবে—এই কুসংস্কার না ছাড়িলে আমাদের বেকার সমস্যা (unemployment problem) ক্রমশঃ বাড়িয়াই যাইবে। কর্মের অভাব দেশে এখনও নাই; কেবল কর্মীর অভাবেই আমাদের এই দুর্দশা।

ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণেরাও যদি বাঁচিয়া থাকিতে চাহেন, তবে তাঁহাদিগকে নির্বিচারে সমস্ত পেশা বা কর্মই অবলম্বন করিতে হইবে। প্রকৃত ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়োচিত কর্মাদি হইতে যখন তাঁহারা ভ্রষ্ট বা 'পতিত' হইয়াছেন, তখন তাঁহাদিগের অলস হইয়া বসিয়া না থাকিয়া যে কোন শ্রম-সাধ্য কর্ম করা শ্রেয়ঃ এবং গৌরবজনক।

এখন তাঁহারা মানের ভয়ে করিতেছেন না, পরে পেটের দায়ে করিবেন। বুদ্ধিমান ব্যক্তি পূর্ব হইতেই করেন। তাঁহারা যদি আদর্শ দেখাইয়া সর্বকর্মেই মহত্ত্ব আছে এই নীতি শিক্ষা দেন, তবে আবার উন্নতির আশা হইবে। শারীরিক শ্রমবিমুখ সকলকে তাঁহারা শ্রমগৌরব বা dignity of manual labour শিক্ষা দিবেন। প্রাচীনকালের বশিষ্ঠ, পরাশর, মুনি, ঋষি প্রভৃতি এবং রাজা রাম ও জনকবংশীয় বহু রাজা প্রভৃতি বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি স্বহস্তে বন হইতে গাছ কাটিয়া, কাষ্ঠ আহরণ করিয়া, গোপালন করিয়া, ভূমিকর্ষণ করিয়া যে জীবন্ত আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন আমাদিগকে তাহা অবলম্বন করিতে হইবে। ভক্তিহীন, মন্ত্রজ্ঞানহীন মূর্খ ব্রাহ্মণের প্রতারণায় চাল-কলা-বান্ধা পুরোহিতগিরি ব্যবসা হইতে সরল, সত্যবাদী, ভক্তিপূর্ণ চাষার হীন কৃষিকর্ম কি শতগুণে শ্রেষ্ঠ এবং ব্রাহ্মণের পক্ষে অবলম্বনীয় নহে? মহামুনি পরাশরও ব্রাহ্মণকে ইহার ব্যবস্থা দিয়াছেন, যথা:—"ষট্‌কর্মনিরতো বিপ্রঃ কৃষিকর্ম্মাণি কারয়েৎ।"—পরাশর সংহিতা, ২।২। ষট্‌কর্মনিরত বিপ্র কৃষিকর্ম করিতে পারেন। তিনি আরও বলিতেছেন:—

"স্বয়ং কৃষ্টে তথা ক্ষেত্রে ধান্যৈশ্চস্বয়মর্জিতৈঃ।
নির্ব্বপেৎ পঞ্চযজ্ঞানি ক্রতু দীক্ষাঞ্চ কারয়েৎ॥"

—পরাশরসংহিতা, ২।৭

স্বয়ং চাষ করিয়া, স্বয়ং ধান্য উপার্জন দ্বারা পঞ্চযজ্ঞ করিবে এবং যজ্ঞ নিয়োগ করাইবে। ব্রাহ্মণাদিরা যদি শ্রমের গৌরব দেখান তবে ইতর জাতিরাও শ্রমবিমুখ হইবে না। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা যে আচরণ অবলম্বন করিবেন ইতর ব্যক্তিরাও তাহাই করিবেন।

"যদ্যদাচরতি শ্রেয়ানিতর স্তত্তদীহতে।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥"

—শ্রীমদ্ভাগবত, ৬।২।৪

"আপনি আচরি ধর্ম্ম শিখাইমু সভারে।
আপনে না কৈলে ধর্ম্ম শিক্ষাণ না যায়।"

—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, আদি ৩।১৮।১৯।

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদিগকেই সর্বাগ্রে শ্রমবিমুখতা, ছুঁৎমার্গ এবং জাতিচ্যুতির কুসংস্কারাদি সাহসের সহিত ত্যাগ করিতে হইবে।

সপ্তম প্রস্তাব

পল্লী ভারতের আত্মহত্যা মহাপাপ। সঙ্ঘ শক্তির উদ্বোধনেই ভেদতান্ত্রিকতার অবসান।

আর একটি স্বেচ্ছাকৃত আত্মহত্যা পল্লীর অস্থিমজ্জা জর্জর করিয়া ফেলিতেছে। আমরা ঘরের খাইয়া বনের মহিষ তাড়াইতে বসিয়াছি। নিজের ভাইয়ের গলায় নিজে ছুরি দিতেছি। ছিন্নমস্তার ন্যায় নিজের শির নিজে কাটিয়া নিজের রক্ত নিজে পান করিতেছি। পল্লীতে পল্লীতে মামলামকর্দ্দমা, বাদবিসম্বাদ, ঝগড়া কলহ, হিংসাদ্বেষ, মারামারি, গুঁতাগুঁতি, দলাদলি এক প্রেতপুরীর দৃশ্য বা শিয়াল কুকুরের বাথানের দৃশ্য প্রকটিত করিতেছে। এই আত্মবলি হইতে আপনাদিগকে বাঁচাইতে হইবে। এই মহিষাসুর হইতে কোন্ দানবদলনী আজ আমাদিগকে রক্ষা করিবেন? এই রক্তবীজের আক্রমণ হইতে দুর্গতিহরা কোন্ দুর্গা আজ আমাদিগকে ত্রাণ করিবেন?

যে মাতৃশক্তি আমাদিগকে রক্ষা করিবেন আজ তিনি যে নিজের রুধির নিজেই পান করিতেছেন। পল্লীজননী, পল্লীরাণী সহস্র সহস্র বাদবিতণ্ডায়, ভেদবিবাদে, অজ্ঞান কুসংস্কারে সমাচ্ছন্ন হইয়া মূর্ত ছিন্নমস্তা হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। শাক্ত জাতির শক্তিসাধনা প্রকৃত সেইখানেই যেখানে এই নারীশক্তিকে ধর্মেকর্মে, জ্ঞান গরিমায়, ত্যাগবৈরাগ্যে, সাহসবীর্যে উদ্বুদ্ধ করিবার প্রচেষ্টা আছে। অধঃপতিত ভারতবর্ষের শক্তিসাধনা ধর্মের নামে ব্যভিচারে পরিণত হইয়াছে। পল্লীরমণী এই নারীশক্তিকে উদ্বোধিত করিতে না পারিলে একক নরের দ্বারা পল্লীবোধন যজ্ঞ সম্পন্ন হইবে না। সোদরে সোদরে ঝগড়া বা মারামারি বাধিলে ইহাদের পত্নীরা যদি সে দাবানলে ইন্ধন না যোগাইয়া তাহাতে

মিলনের শান্তিবারি সেচন করেন তবে আর 'ভাই ভাই, ঠাঁই ঠাঁই' হইতে পারে না। ইহারা যদি ইহাদিগের সন্তানগণকে গ্রাম্য কলহ, মামলামকর্দমা, দলাদলি হইতে নিরস্ত করিতে প্রয়াস পান তবে গ্রামে গ্রামে শান্তি বিরাজ করিবে। শিক্ষার বিস্তারের দ্বারা, পুণ্যময় ধর্মজীবন যাপন প্রয়াসের দ্বারা এই নারী জাতির ভিতর যদি মহামিলনের মঙ্গলবীজ বপন করা যায় তবে তাহা ফুল, পেলব কুসুমদামে, রসপ্রচুর সুমধুর ফলদলে সুশোভিত হইয়া ভাইয়ে ভাইয়ে মানুষে মানুষে অন্তর্নিহিত প্রেমের ডোর, স্নেহের নিগড়, প্রীতির বন্ধন দৃঢ় করিবে। গ্রাম্য বিবাদবিসম্বাদগুলি দূর করিতে হইলে এবং গ্রামের অন্যান্য নানাবিধ মঙ্গলসাধন করিতে হইলে পল্লীর এই রক্তমাংসের প্রতিমাগুলির ভিতর চৈতন্য সঞ্চার করিতে হইবে। এই মহামায়া জগদ্ধাত্রীর উদ্বোধন না হইলে তাঁহার বর, অভয়, করুণা, কৃপা না পাইলে আমরা মহাবলশালী রাবণকে বধ করিতে পারিব না। ভারতের পল্লীরাণী দুঃখিনী সীতার ন্যায় আজ অশোকবনে শোকসাগরে নিমজ্জিতা। এই সীতা উদ্ধার আজ কে করিবে? জটাচীরসম্বল অখণ্ড ব্রহ্মচারী আর্য রাম লক্ষ্মণ যখন অনার্য, পতিত, অস্পৃশ্য চণ্ডাল, বানর, ভল্লুক, রাক্ষস প্রভৃতির সহিত প্রেমযোগে যোগযুক্ত হইয়া শক্তি সাধনার দ্বারা মহানারীকে উদ্বুদ্ধ করিবে তখনই পল্লীরাণীর উদ্ধার হইবে।

গ্রাম্য বিবাদবিসম্বাদাদি অকল্যাণগুলি দূর করিতে হইলে আবার আমাদিগের সেই পঞ্চায়েত প্রথা সংস্থাপিত করিতে হইবে। ডেপুটি বা মুনসেফ সাহেব, জজ বা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব মামলামকর্দমার আসল কথা কিছুই বোঝেন না। কথার কারসাজিতে, বাক্যের ছটায়, তর্কের কুজ্ঝটিকায় আর আইনের কুটিলজালে সত্যকে মিথ্যায় পরিণত এবং মিথ্যাকে সত্যে পরিণত করিতে যে পারিবে সেই এই মামলা যুদ্ধে, মকর্দমারণে জয়ী হইবে। আজিকালিকার ধর্মাধিকরণে প্রকৃত সত্য,

ন্যায় ও ধর্ম বিচার একরূপ নাই বলিলেই হয়। যাহার অর্থবল, লোকবল ও বুদ্ধিবল আছে সেইই মামলামকর্দমায় জয়লাভ করে। আর টাকার শ্রাদ্ধ! কি দারুণ 'মামদো' ভূত ইহাদের ঘাড়ে চাপিয়া বসিয়াছে! হালের গরু বেচিয়া, জমিজমা দিয়া, স্ত্রীর যথাসর্বস্ব বিক্রয় করিয়া, এমনকি নিজেকে পর্যন্ত সয়তানের কেনা গোলাম করিয়া এই মামলা মকর্দমা ইহারা চালায়। পল্লী সব উজাড় হইয়া গেল এই দারুণ জঘন্য পাপে ; আর সয়তানের দোসর উকিল ও মোক্তার বাবুরা, মুহুরী বাবুরা এবং গ্রাম্য 'টাউট' ও সর্দার বা মোড়ল মহাশয়েরা এই প্রলয় যজ্ঞের পুরোহিত। হায় মূর্খ পল্লীবাসী, তোমাদের দুর্দশার এই দারুণ শত্রুকুলকে চিনিলে না! ইহারা যে তোমারি শিল, তোমারি নোড়া, তোমারি ভাঙে দাঁতের গোড়া। উচ্চবর্ণ, নীচবর্ণ, হিন্দুস্থানী, পাকিস্তানী হিন্দু-মুসলমান বেশ মনের মিলে, ভাবের বন্ধনে, প্রীতির ডোরে থাকিতে পারে যদি এই সব ধুরন্ধরেরা তাহাদের মাথায় মাথায় কান ধরিয়া ঠোক্কর বাধাইয়া 'কর্ণধার' নাম সার্থক না করেন। ইংলণ্ডের শ্রমিক নেতা এবং পরে তাহার প্রধান মন্ত্রী রামজে ম্যাকডোনাল্ড বলিয়াছিলেন : "Sinister influences have been and are at work on the part of the Government ; that Muhammedan leaders have been and are inspired by certain British officials and that these officials have pulled and continue to pull wires at Simla and in London, and a malice aforethought sow discord between the Muhammedan and the Hindu communities by showing to the Muhammedans special favours"—*The Awakening of India by Ramsay Mcdonald p. 283.* অর্থাৎ :—সরকার পক্ষ হইতে অসাধু প্রভাব নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছে

ও হইতেছে ; কতকগুলি ব্রিটিশ রাজপুরুষ দ্বারা মুসলমান নেতাগণ অনুপ্রাণিত হইয়া আসিয়াছেন ও আসিতেছে ; ঐ সব রাজপুরুষেরা সিমলায় ও লণ্ডনে তার নাড়িতেছেন এবং মুসলমানদিগের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ দেখাইয়া হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে পূর্বচিন্তিত বিদ্বেষ বিবাদের বীজ বপন করিতেছেন। পল্লীবাসী, তোমার ধ্বংসের মূলসূত্রগুলির সন্ধান লইয়া তাহার সহিত ধর্মঘট করিতে পার ?

ভারতের শাসনযন্ত্র দেশের যথার্থ ধর্ম ও ন্যায়পরায়ণ প্রতিনিধি-দিগের করায়ত্ত থাকিলে জাতীয় অধঃপতন এবং দৌর্বল্যের মূল কারণ এই ভেদ বিবাদ দূরীকরণের উপযোগী নীতি ও শিক্ষা প্রচলিত ও প্রদত্ত হইতে পারিত। জাতীয় স্বার্থের খাতিরেই স্বদেশীয় রাষ্ট্রধুরন্ধর-দিগকে এ বিষয়ে অবহিত হইতে হইত। কিন্তু শাসনযন্ত্র বিদেশীর অধীনে থাকায় তাহাদিগের স্বার্থ জাতীয় ঐক্য সাধনের সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। বিদেশী শাসক প্রকারান্তরে ভেদনীতির সমর্থক না হইয়া পারে না। বিজিতের দুর্বলতা জেতার বলাধানেই নিয়োজিত হয়। ইংরাজরাজ সমগ্র ভারতভূমিকে তাঁহাদিগের শাসনাধীনে রাখিবার জন্য *divide et impera* বা ভেদনীতির সমর্থক এবং কৌশলের প্রচারক না হইয়া পারেন নাই। মেজর বামনদাস বসু তাঁহার *Consolidation of the Christian Power in India* গ্রন্থের pp. 74—75 পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করিয়াছেন :—১৮২১ খৃষ্টাব্দে একজন ব্রিটিশ কর্মচারী 'Camaticus' নাম ধরিয়া *Asiatic Journal*-এ লিখিয়া-ছিলেন—"*Divide et Impera* should be the motto of our Indian administration, whether political, civil or military. অর্থাৎ :—কি রাজনৈতিক, কি রাজ্যপালন-সম্বন্ধীয়, কি সামাজিকভাবে আমাদের ভারতীয় শাসনের মূল বচন হইবে সাম্রাজ্যে ভেদ। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে তথাকথিত সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে Lt. Col.

John Coke, Commandant at Moradabad লিখিয়াছিলেন: "Our endeavours should be to uphold in full force the (for us fortunate) separation which exists between the different religions and races, not to endeavour to amalgamate them. *Divide et Impera* should be the principle of Indian Government." অর্থাৎ :—(আমাদের ভাগ্যবশতঃ) বিভিন্ন ধর্ম ও জাতিসমূহের মধ্যে যে ভেদ আছে তাহাকে পূর্ণ শক্তিতে ধারণ করাই এবং তাহাদিগকে মিলিত না করাই আমাদের চেষ্টা হইবে। ভারত গভর্নমেণ্টের নির্দিষ্ট নিয়ম হইবে সাম্রাজ্যে ভেদ। লর্ড এলফিনষ্টোন (Lord Elphinstone) বোম্বাইয়ের গভর্নররূপে ১৪ই মে, ১৮৫৯ তারিখে এক মন্তব্যে (minuteএ) লেখেন "*Divide et Impera* was the old Roman motto and it should be ours." অর্থাৎ:—সাম্রাজ্যে ভেদ রোমানদের মূল বচন ছিল এবং ইহা আমাদেরও হওয়া উচিত। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে Lord Olivier, Secretary of State for India, *London Times*এ লেখেন: "No one with a close acquaintance with Indian affairs will be prepared to deny that on the whole there is a predominant bias in British officialdom in favour of the Muslim community, partly on the ground of closer sympathy but more largely as a make-weight against Hindu nationalism." অর্থাৎ :—ভারতীয় ব্যাপারের সহিত পরিচয়বিশিষ্ট কোনও ব্যক্তি ইহা অস্বীকার করিতে প্রস্তুত হইবেন না যে, মোটের উপর মুসলমান সমাজের দিকে কতকটা ঘনিষ্টতর সহানুভূতিবশতঃ, কিন্তু বেশীর ভাগ হিন্দু জাতীয়তার বিরুদ্ধে ভারসাম্য সম্পাদনার্থ ব্রিটিশ কর্মচারিগণের

প্রবল পক্ষপাতিত্ব রহিয়াছে। কিন্তু আমাদের ভাইয়ে ভাইয়ে দেশ-বাসীতে দেশবাসীতে যদি প্রাণের বন্ধন দৃঢ় হয়, ঐক্যমিলন প্রগাঢ় হয় তবে এই ভেদনীতি কার্যকরী হইতে পারে না। জয়চাঁদ, পৃথ্বীরাজ এবং সিরাজউদৌল্লা মীরজাফরের ভেদ-কলহরূপ নিদারুণ ছিদ্র অবলম্বন করিয়াই মুসলমান এবং ইংরাজরাজ্য ভারতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। আর ধর্মের ধূয়া তুলিয়া হিন্দু-মুসলমান-শিখে বিবাদ বাধাইয়া ভারতের অঙ্গচ্ছেদ, পাঞ্জাব ও বাংলার দেহকর্তন করা হইল সেই বিদেশীরই প্ররোচনায় আর কারসাজিতে। প্রাণঘাতী এই ভেদ এবং অনৈক্য হিন্দু-মুসলমানের ও হিন্দু উচ্চবর্ণ নিম্নবর্ণের মহামিলনের প্রধান অন্তরায়। জাতীয় একতা প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে প্রথমে পল্লীতে পল্লীতে বিপুল জনগণের প্রাণেই ঐক্যতান সামগান পরিগীত করিতে হইবে। এই জন্য চাই পল্লীর সঙ্ঘশক্তির উদ্বোধন। এই সঙ্ঘশক্তির উদ্বোধনেই ভেদতান্ত্রিকতা বিদূরিত হইবে।

বহু লোকের সমবায়ে কোনও একটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিলে, তাহার কর্মীদিগের একটি সাধারণ স্বার্থও সঙ্গে সঙ্গে গঠিত হইয়া উঠে। কোনও প্রতিষ্ঠান, সমষ্টির এই স্বার্থকে যতদিন ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারে ততদিন তাহারা তাহাদিগের কর্তা বা নিয়োগকারী-দিগের অঙ্গুলি তাড়নে চলে। ধনিক সম্প্রদায়েরা শ্রমিক সম্প্রদায়দিগের আর্থিক দুর্বলতার সুযোগ ততদিনই লইতে পারে, যতদিন শ্রমিকেরা আপনাদিগের সংহতিশক্তি সম্বন্ধে চৈতন্যযুক্ত না হয়। ধনিকেরা দশজনকে টিপিয়া মারিতেছেন কারণ তাঁহারা জানেন যে আর দশ দশকে একশত জন অন্ততঃ এ বিষয়ে তাঁহাদিগের ওই দশজন গোষ্ঠী ভাইদিগকে সাহায্য করিবে না। কিন্তু ওই দশজনের পশ্চাতে যদি আরও একশত জনের সংহতিশক্তি থাকে তবে প্রবল প্রতাপান্বিত ব্যক্তিও এই দশজনের উপর অত্যাচার করিবার পূর্বে দশবার ভাবিয়া দেখিবে এবং

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ওই দশজনের উপর অত্যাচার করিতে সাহস করিবে না। লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি যে মুষ্টিমেয় ব্যক্তির পদদলিত হয় তাহার কারণ তাহাদিগের সমবায় শক্তির পরিমাণ সম্বন্ধে অজ্ঞতা। এই অজ্ঞতাই তাহাদিগকে ভীরু ও দুর্বল করিয়া রাখে। বাহিরের সঙ্ঘাতে প্রপীড়িত হইয়া ইহারা যখন মরিয়া হইয়া মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়ায় তখন তাহাদিগের শক্তির স্ফুরণ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সঙ্ঘশক্তির উন্মেষ আমরা বর্তমানে নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে অনেকাংশে দেখিতে পাইতেছি। কুলি, মজুর, মেথর, ঝাড়ুদার প্রভৃতি ধর্মঘট করিয়া এই সঙ্ঘশক্তিরই উদ্বোধন সূচনা দেখাইতেছে। ভারত গভর্নমেণ্টের ডাক ও টেলিগ্রাফ বিভাগের কর্মচারীরা এই সঙ্ঘশক্তির বলে বলীয়ান হইয়াই প্রবল প্রতাপান্বিত ইংরাজ গভর্নমেণ্টের নিকট হইতেও আপনা-দিগের প্রাপ্য বেশ আদায় করিয়া লইয়াছেন। মুসলমানদিগের মধ্যে হিন্দু-বিরোধী অনেকটা একতা থাকার জন্যই পরস্পর বিবাদমান হিন্দু ইহাদিগের নিকট অনেক জায়গাতে কোণঠাসা হইয়া পড়েন। আবার হিন্দুর মধ্যে নমঃশূদ্রের কিছু ক্ষাত্রশক্তির সঙ্গে সঙ্গে একতা থাকাতে মুসলমানেরা তাঁহাদিগের সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারেন না এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে হটিয়া যান। ব্রাহ্মণ, কায়স্থাদি উচ্চবর্ণের মধ্যেই সঙ্ঘশক্তি সর্বাপেক্ষা কম বা একদম নাই। ইহার প্রধান কারণ ইংরাজী শিক্ষার মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ হইয়া ইঁহারা আত্মবিস্মৃত হইয়াছেন; চাকরীর মায়ায় মুগ্ধ হইয়া ইঁহারা প্রকারান্তরে আত্মবিক্রয় করিয়া গোলাম সাজিয়াছেন। চাকরীর আরাম কেদারায় বসিয়া বসিয়া ইঁহারা শারীরিক শ্রমবিমুখ হইয়া কেরানীগিরি মাত্র সার জীবনগণ্ডীর বাহিরে একপদও অগ্রসর হইতে সাহসী হন না। নিম্নবর্ণের সে বালাই নাই। তাই তাঁহাদিগের মধ্যে সঙ্ঘশক্তি এখনও কিছু পরিমাণে আছে।

এই সঙ্ঘশক্তির সম্যক্ স্ফূরণ, প্রকৃত উদ্বোধনই জাতীয় জাগরণের প্রধান ভিত্তিভূমি, জীবন-সংগ্রামের প্রধান আয়ুধ, স্বাধীনতা অর্জনের প্রথম সোপান। কিন্তু ইহার জন্য চাই ঋত্বিক্, পুরোহিত, নেতা, জনগণ-মনঅধিনায়ক। লোকমান্য তিলক বা মহাত্মা গান্ধীর মত এইরূপ দুইচারি-জন জনগণমনঅধিনায়ক হইলে চলিবে না। এইরূপ জননেতার সংখ্যা যত বেশী হইবে ততই দেশের ও দশের পরম কল্যাণ। এইরূপ জন-নায়ককে সর্বত্যাগের মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইতে হইবে। দেশমাতৃকার এই পুরোহিতকে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হইতে হইবে। প্রত্যেক দেশেই জনসাধারণের মধ্যে যে সমস্ত মাল-মসলা বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়া আছে, উপযুক্ত নায়করূপ বিশ্বকর্মার হাতে পড়িলে তাহারা শক্তিধরত্বে পরিণত হইতে পারে। তুরস্ক-নায়ক কামাল পাশা, ভূতপূর্ব আফগানিস্থান-পতি আমীর আমানুল্লা, চীন নায়ক ডাক্তার স্যন্ ইয়ৎ স্যন্, রুশ নেতা লেনিন্, মিশর-নায়ক জগলুল পাশা, আইরীশ-নায়ক ডি. ভেলেরা প্রভৃতি আমাদিগকে এই নীতিই শিক্ষা দিতেছেন যে উপযুক্ত দলপতির নেতৃত্বে যদি জনসাধারণ জাগ্রত ও উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে, তবে তাহাদিগের মধ্যে বিদ্যুদ্দাম প্রেরণায় একটা অমোঘ দুর্জয় শক্তি নব জন্ম লাভ করিয়া হৃদয়ে হৃদয়ে মহামিলনের প্রেমডোর রচনা করে। তাহার প্রতিভায় জাতির জয়যাত্রা নিখিলের ষড়যন্ত্র প্রমথিত করিয়াই চলে। তপস্যার তেজে ভাস্বর জাতির ভেদবিবাদ-কুহেলিকা তখন নিমেষেই অন্তর্হিত হয়। জাতীয় জাগরণ, নব নব জাগরণের হিরণকিরণধারায় উল্লসিত, বিকশিত, প্রোদ্ভাসিত হয়। সঙ্ঘশক্তির অমর মহিমা, সর্বজয়ী অভিযান তখন জাতির হৃদয়ে বীর্য-দোদুল ছন্দ রচনা করে। দিব্য অবদানের এই পুলক স্পন্দন, ভারত, তোমার কাছে কেবল কি স্বপ্নমদির কল্পনা-বিলাস হইবে? নভেল নাটকের পরিকল্পনায় শূন্যের স্তরে স্তরে আলিম্পন লেখায় দুই দিন পরেই বিলীন হইবে?

জাতির জীবন-সংগ্রামে জয়যুক্ত এই সব দেশ একটা মহাতত্ত্বকে বিগ্রহবান্ করিয়া তুলিয়াছেন। গণতন্ত্রের সাধক গণশক্তির কেন্দ্রকে আবিষ্কার করিয়া সেখানেই তাঁহাদিগের দুর্ভেদ্য দুর্গ রচনা করিয়াছেন। গণতন্ত্রের প্রাণস্পন্দন, জীবন-লীলা জনগণের হৃদয়তন্ত্রীতেই বিরাজিত। গণতন্ত্রের সাধককে কোন কালেই অভিজাত, ধনিক, উচ্চবর্ণের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ সাহায্য করেন নাই, বরং প্রতিকূলতাচরণ করিয়াছেন। ধর্ম-যুদ্ধে ইহারা দুর্বল ধর্মশীলের প্রতিকূলতাচরণ করিয়া প্রবল ধর্মপীড়ন-কারীরই সাহায্য করিয়াছেন। জগতের ইতিহাস ইহারই সাক্ষ্য দেয়। জাতির পরাধীনতা-বন্ধন-মোচনকামী সাধক যে জাতির মহা কল্যাণের জন্য সর্বস্ব আহুতি দিয়া মরণকে পর্যন্ত বরণ করিয়া লইয়াছে, সেই জাতির উচ্চ শ্রেষ্ঠ অভিজাত সম্প্রদায়েরা চিরদিনই তাঁহাদের তপস্যা ভঙ্গে চেষ্টিত হইয়াছেন। স্বাধীনতার সাধক ধর্মযোদ্ধা তাঁহার শক্তিস্তম্ভ যদি ইহাদিগের উপর নির্মিত করিতেন, তবে তাঁহার সাধনা কখনই সিদ্ধ হইত না। ধর্মশীল সাধক অন্তর্দৃষ্টি বলেই যেন বুঝিতে পারেন যে এই অস্পৃশ্য, নগণ্য হীন বর্ণের জনসাধারণই তাঁহার উত্তর-সাধক। ইহাদিগকে লইয়া, এই জনগণকে লইয়া তিনি যে ভৈরবী চক্র বা শক্তি-মণ্ডলী রচনা করেন তাহা তাঁহাতে অফুরন্ত শক্তি সঞ্চার করে। রাম-রাবণের যুদ্ধে রামের সহায় বন্য অনার্য জনগণ কেবল। কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে পাণ্ডব পক্ষে এক গোপাল রাখাল, ঘটোৎকচ রাক্ষস, আর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রথী; কিন্তু দুর্যোধনের পক্ষে ভীষ্ম, দ্রোণ, অশ্বত্থমা, কৃপাচার্য, শল্য, কর্ণাদি প্রায় সমস্ত মহারথী। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্যাদি দাসত্ব মায়ায় মূঢ় হইয়াই দুর্যোধনের পাপ অত্যাচারের প্রশ্রয়দাতা হইয়া-ছিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তাঁহারা দুর্য্যোধন পক্ষে অস্ত্রধারণ না করিলে, অন্ততঃ নিরপেক্ষ থাকিলেই তাঁহাদের পক্ষে ধর্মসঙ্গত কার্য হইত এবং হয়তো কুরুক্ষেত্রের সমরানল প্রজ্বলিত হইত না। অন্নদাসত্ব এবং মোটা

মাইনের চাকরী মানুষের ধর্মবুদ্ধিকেও কিরূপ পঙ্গু করে ইহারা তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত। মেবারপ্রতাপ প্রতাপসিংহের পক্ষে কোল-ভীলাদি নগণ্য জাতি এবং নিম্ন রাজপুত অনুগতমণ্ডলী। মানসিংহ, টোডর মল্লাদি প্রধান প্রধান অভিজাত রাজপুত রাজন্যমণ্ডলী আকবরের পক্ষে প্রতাপের বিরুদ্ধে। স্বদেশদ্রোহ ইহাদের সাহায্য পাইলে প্রতাপ স্বাধীন ভারত রচনা করিয়া নূতন ইতিহাসের সূচনা করিতে পারিতেন। মহারাষ্ট্রতিলক, ভারতগৌরব ছত্রপতি শিবাজীর অনুচর মাওয়ালী প্রভৃতি পাহাড়িয়া জনসাধারণ। তদানীন্তন ধনিক অভিজাত সম্প্রদায় যশোবন্ত সিংহাদি শিবাজীশত্রু ঔরঙ্গজেবের পক্ষে। আর আয়র্লণ্ডের আলষ্টার (Ulster) প্রদেশ ধনিক অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠানমণ্ডলীতে পূর্ণ। ডি. ভ্যালেরার স্বাধীনতা-সংগ্রামে তাঁহারা তাঁহার বিপক্ষে ইংরাজকেই সহায়তা করিয়াছেন। সিন ফিনার (Sinn Fienner) সম্প্রদায় আইরীশ জনসাধারণ। তাঁহারাই ডি. ভ্যালেরার প্রধান সৈন্য। তুরস্কনায়ক মুস্তাফা কামাল পাশা রুমের বাদসাহ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রধান আমীর ওমরাহ প্রভৃতির প্রতিকূলতাই পাইয়াছেন। তাঁহার শক্তিকেন্দ্রও জনসাধারণ। আফগানিস্থানের আমীর আমানুল্লা আফগান জনসাধারণের শক্তিতেই নবরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহাকে শক্তিশালী করিয়াছিলেন, ধর্ম ও সমাজসংস্কার-বিরোধী গোঁড়া অভিজাত মুসলমানদের প্রতিকূলাচরণেই তাঁহাকে আফগানিস্তানের সিংহাসন ত্যাগ করিয়া বিদেশে আশ্রয় লইতে হয়। চীন-নায়ক ডাক্তার স্যন্ ইয়ৎ-স্যন্ 'কোমিংটং' বা চীনের জাতীয় দলের উপর যে শক্তির পাদপীঠ রচনা করিয়াছেন, চ্যাংসোলীনপ্রমুখ সমরপতিরা (war-lords) সেই জাতীয় দলের সম্পূর্ণ প্রতিকুলাচরণ করিলেও জাতীয় জনসাধারণের শক্তিতে উদ্বুদ্ধ নব-চীন স্বাধীনতার জয়টীকা পরিয়া নবভাবে বি-নির্মিত হইতেছিল। সম্প্রতি তাঁহাদের মধ্যে নানারূপ দুর্নীতি ও অন্তর্দ্বন্দ্ব

তাঁহাদিগকে গৃহযুদ্ধে সাংঘাতিকভাবে লিপ্ত করিয়াছে। কমুউনিষ্ট চীনের আধুনিক সাফল্যেরও মূল কৃষক ও শ্রমিক জনসাধারণ। স্বেচ্ছাচারী রুষ জারের (Tsar) নির্য্যাতন দণ্ডে মথিত বলশেভিক (Bolshevic অর্থ majority বা ভূয়িষ্ঠজনগণ) জনসাধারণ রুষের ধনিক অভিজাত সম্প্রদায়ের কেবল ভ্রুকুটী ভঙ্গই লাভ করিয়াছে। বলশেভিকের জয়ধ্বজা শূদ্র শ্রমিকের হৃদয় মন্দিরের উপরই প্রোথিত, প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। রুষ শূদ্রের এই বিজয় অভ্যুত্থান, বিপুল অভিযান জগতের আত্মশক্তিবিস্মৃত প্রপীড়িত জনগণকে চৈতন্যময়ী অনুপ্রেরণার বিদ্যুদ্দামস্ফূরণে সচকিত করিয়া এক মেঘমন্দ্র অগ্নিধ্বনি তুলিয়াছিল, যাহাতে সাম্রাজ্যবাদীর ভীরুবুক দুরু দুরু করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। মৃত্যু বিষাণের এই প্রলয়রোলেই সাম্রাজ্যবাদী তাহার মৃত্যুবাণ চিনিয়াছে। সংখ্যা বহুল, সমষ্টি ভূয়িষ্ঠ নিখিল শূদ্রের রক্ত হোলি দিয়াই ধনিক অভিজাত উচ্চ বর্ণেরা এতদিন আপনাদিগের অঙ্গরাগ করিয়া আসিতেছেন, বিশ্বশূদ্রের শেষ শ্রমশক্তি নিঙাড়িয়া নিঙাড়িয়া তাঁহাদিগের অর্থ লালসার মত্ত পিপাসা চরিতার্থ করিয়া আসিয়াছেন। নগন্য হীন শূদ্র তাহাদিগের কোটী কোটি জীবন বলি দিয়া যে দেউল জাঙ্গাল রচনা করিয়াছে, দুর্ভিক্ষের মহাপীড়নে, ভীম বাত্যার ঘূর্ণী আবর্ত্তনে, জীবনের বিষম দুর্দ্দিনে তাঁহারা সে দেউল জাঙ্গালে আশ্রয় পান নাই। অহল্যা পাষাণীর বুক চিরিয়া চিরিয়া রৌদ্রতপ্ত বর্ষাসিক্ত দেহে জঠরজ্বালা অটুট ধৈর্য্যে সহিয়া সহিয়া তাহারা যে অন্নের পাহাড় যুগ যুগ ধরিয়া গাথিয়া তুলিয়াছে, অন্নহীন দুর্দ্দিনের দাবদহনে দগ্ধ হইয়া যখন তাহারা সেই অন্নকোষ্ঠকের অন্নকূটে সলোলুপ দৃষ্টি হানিয়াছে, তখন ওই কূটস্থ নির্ব্বিকার ধনিকদিগের কেবল কূট অস্ত্রের কুটিল আঘাতই পাইয়াছে। আত্মপ্রত্যয়হীন প্রসুপ্ত এই শূদ্রসমাজের জাগরণ, সাড়া তাই সাম্রাজ্য লোলুপ ধনিক

ইংরাজের প্রাণে ভীতির সঞ্চার করিয়াছিল। তাই ইংরাজ সহস্রকণ্ঠে ইহার নিন্দাকুৎসা রটনা করিতেছিলেন। ভারতের এই শূদ্র সমুদ্র যতদিন ক্ষুব্ধ হইয়া না উঠিতেছিল ততদিন ইংরাজরাজ তাঁহার অর্ণব পোত নির্ব্বিঘ্নেই চালাইবেন মনে করিয়াছিলেন। কূট রাজনীতিজ্ঞ ইংরাজরাজও বুঝিয়াছিলেন যে এই ভারতের শূদ্র সমুদ্রকে সংক্ষুব্ধ হইতে দিলে সমূহ বিপদ; তাই পূর্ব্ব হইতেই তাঁহারা ইহার উপর তৈল দান করিতেছিলেন। ভারতবাসী, পাকিস্তানবাসী যথার্থ পরিপূর্ণ স্বাধীনতার অভিযানে এই নগণ্য বিরাট শূদ্রকে তোমারও বরেণ্য করিয়া লইতে হইবে। আত্মপ্রত্যয়ের অন্তর্নিহিত কেন্দ্র হইতে এই ভারতীয় শূদ্র হৃদয়েও সংক্ষোভ সৃজন করাই তোমার সমর সজ্জা, রণ অভিযান! ভীতিসন্ত্রস্ত ভারতীয় ধনিক বণিক অভিজাত উচ্চ বর্ণেরা, তোমার বিপক্ষতাচরণই করিবে, তোমার জয় যাত্রার পথ কণ্টকাকীর্ণই করিবে, তোমার মুক্তকণ্ঠের সামগান রুদ্ধ করিবে, কারাগারের কঠিন আবরণে তোমার জীবনগতি সংকীর্ণ করিবে। তবুও হে নির্ভীক সাধক, চণ্ডালের এই শব বক্ষেই চৈতন্যময়ীকে আবির্ভূতা করিয়া তোমার জয়দীপ্ত সাধনা সিদ্ধি ওই শবকে শিবত্বে পরিণত করিবে। পল্লীর শ্মশান পীঠেই এই শব সাধনার আসন প্রতিষ্ঠিত করিয়াই, হে স্বাধীনতার পূজারী, দেশ মাতৃকার সাধক, তোমাকে এই মহাতত্ত্বের সাধনা করিতে হইবে। পল্লীবোধনে সঙ্ঘশক্তির উদ্বোধনে ইহাই অভিনব যুগতত্ত্ব। এই যুগতত্ত্ব যে ঋষি, যে অর্হৎ, যে 'মেশায়া' (Messiah), যে রসুল প্রণিধান করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তিনিই এই শূদ্রযুগের নায়ক, জননেতারূপে পরিগণিত হইয়াছেন এবং হইবেন। সংহতিবদ্ধ শূদ্র নায়কই ভবিষ্যতে ভারতের ভাগ্য বিধাতা হইবেন। বিচ্ছিন্ন, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত এই শূদ্র শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করাই

বর্ত্তমান স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রের ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রধান সাধনা।

এই Renaissance বা নব অভ্যুদয়ের প্রথম কর্তব্যই পল্লীর জীবন প্রণালীর সঙ্ঘবদ্ধভাব সংগঠন ও সংঘটন। সমস্ত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বা individualism কে এবং সম্প্রদায় প্রাধান্য বা Sectarianism কে মানবসমাজপরতন্ত্রতা বা Human Socialism এর ভিতর একমুখী করিতে না পারিলে পল্লীর প্রকৃত শক্তি সঞ্চয় হইবে না। স্বাতন্ত্র্যের দিন চলিয়া গিয়াছে। উনবিংশতি সংহিতার 'চীন প্রাচীর' এবং স্মার্ত বিধি নিষেধের 'অচলায়তন' জাতির তদানীন্তন জীবনের পক্ষে সাময়িক প্রয়োজনীয় হইলেও, যখন তাহারা মানুষের অন্তরাত্মাকে সঙ্কীর্ণ করিয়া ফেলিতেছিল, জীবন ভারে চঞ্চল উদ্দাম তাহার গতি শক্তিকে কূপ মণ্ডুকত্বের ক্ষুদ্র বেষ্টনে প্রতিহত, জীর্ণ করিয়া ফেলিতেছিল, তখন পাশ্চাত্য ভাবোন্মত্ত নবীন ভারতের স্বাতন্ত্র্যের জয়ধ্বজা সমাজ পরতন্ত্রতার বিদ্রোহী হইয়া একদিকে দেশের মহৎ কল্যাণই সাধন করিয়াছেন। যুব ভারতের এই বিদ্রোহ প্রলয় বিষাণে যতটা নট রাজের তাণ্ডবলীলাকে লীলায়িত করিয়াছে, বিধি বিষ্ণুর সৃজনী শক্তির মঙ্গল পাঞ্চজন্য নিনাদে জাতির সংহতি রচনায় ততটা সিদ্ধ হইতে পারে নাই। জাতিতে জাতিতে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে, বর্ণে বর্ণে, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে যতটা দ্বন্দ্ব যুদ্ধ বা Noncooperation চলিয়াছে, ততটা মৈত্রী বা Cooperation চলে নাই। ইহার ফলে সমাজে সমাজে পল্লীতে পল্লীতে যে Federal System বা ঐক্যপদ্ধতি পূর্বে বিরাজমান ছিল তাহা ক্রমশঃ রক্তহীন হইতে হইতে অতীব রুগ্ন ও বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে। সমাজ শক্তিকে পদদলিত করিয়া যে ব্যক্তিশক্তি বিজয় গর্বে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে, সেই ব্যক্তিশক্তি বিজয়ের আনন্দ নেশায় সমষ্টি শক্তির পুনর্গঠনের কথা মনে করিতেছে

না। তাই বিদেশীর সমষ্টিশক্তির প্রত্যেক আঘাতেই এই ব্যষ্টিশক্তি নূতন জীবন যুদ্ধে বিজয়ী হইতে পারিতেছে না। তরুণ ভারতের অরুণ দৃষ্টি তাই এই দিকে আকৃষ্ট করিবার সময় ও প্রয়োজন আসিয়াছে। তরুণ ভারতের এই সমষ্টি শক্তির উদ্বোধন Human Socialism বা Human Federalism বা মানবসমাজতন্ত্রবাদ দ্বারাই সাধিত হইবে। এই মানবসমাজতন্ত্রবাদের প্রকৃষ্ট পীঠ ভূমি পল্লীর গোঠ বাট মাঠ ঘাট। এখন মানবসমাজতন্ত্রে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে না পারিলে পল্লী এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের ও পাকিস্তানের মৃত্যু অনিবার্য্য। মুঘল যুগে আমরা রাষ্ট্রে বিজিত হইলেও আমাদের পল্লী-সমাজ বা Village Unit এর ভিতর যথেষ্ট পরিমাণ আত্মকর্তৃত্ব বা স্বরাজ ছিল। তাহার ফলে পল্লীর সঙ্ঘশক্তি অটুট ও অটল ছিল। যতদিন পর্যন্ত পল্লীর এই সঙ্ঘশক্তি বা Social organisation জাগ্রত ছিল ততদিন পর্যন্ত পল্লীর অবস্থা উন্নত ছিল। এই সমাজতন্ত্র বা Federal System টাকে ভাঙ্গিয়াই ইংরাজ আমাদিগকে সর্বতোভাবে জয় করিয়াছেন। ইংরাজের প্রবল প্রভুত্ব শক্তি এই বিধ্বস্ত শক্তিকে শাসনের নিষ্পেষণে পরিচালিত করায় পল্লীর Creative genius বা সৃজনীশক্তি, Initiative Power বা প্রেরণাশক্তি বেমালুম লুপ্ত হইতে বসিয়াছিল। পাশ্চাত্য সভ্যতার ধ্বংসলীলাবাদে পল্লী সমাজকে ধ্বংস করিয়া ইংরাজ আপাততঃ লাভবান্ হইয়াছিলেন সত্য ; কিন্তু এই ধ্বংস লীলা যখন মাতালের মতো পল্লীকে পাইয়া বসিল তখন এই ধ্বংসের প্রবাহে ইংরাজ শাসনযন্ত্রও বিকল ও অচল হইয়া পড়িল। Sir Alfred Lyall ও এই আশঙ্কা করিয়াছিলেন—"Conquest and civilisation must sweep the old civilisation and prejudices ; and unless some great enthusiasm rushes in to fill the vacancy thus created we may find our

selves called upon to preside over some sort of Spiritual interregnum...... It is hardly our interest to bring them down with a crash. We ourselves have to overcome the rather superficial contempt which a Eurpean naturally conceives for societies and habits of thought different from those within the range of his ordinary experience and also to avoid instilling too much of the destructive Spirit into the mind of young India." অর্থাৎ :—জয় করণ এবং সভ্যতা, পুরাতন সভ্যতা এবং কুসংস্কারের উপর দিয়া দ্রুতগতিতে চলিয়া যাইবে ; এবং এইরূপে কৃত শূন্যতা পরিপূরণ করিতে যদি কোনও বিপুল উন্মাদনা না আসে, তবে আমাদিগকে হয়তো একপ্রকার আধ্যাত্মিক রাজ্যবিহীন কালের উপর অধ্যক্ষতা করিতে হইতে পারে।...... একটি আঘাতে তাহাদিগকে নীচে নামাইয়া ফেলা আমাদিগের স্বার্থের কদাচিৎ অনুকূল। একজন ইউরোপীয় ব্যক্তির সাধারণ অভিজ্ঞতার ভিতরে যে সমস্ত আছে তাহা হইতে বিভিন্ন সমাজ সমূহের এবং চিন্তার অভ্যাসগুলির প্রতি তাহার যে স্বাভাবিক এবং অনেকটা বাহ্যিক ঘৃণা আছে তাহা আমাদিগকে নিজেই দমন করিতে হইবে। এই ধ্বংসের প্রেতলীলা হইতে আপনাদিগকে এবং ইংরাজকে বাঁচাইতে হইলে পল্লীর সমাজতন্ত্রকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া জাগ্রত করিতে হইবে এবং তাহার সৃজনী শক্তি বা গঠন শক্তিকে অব্যাহত এবং প্রবুদ্ধ করিতে হইবে। "The Economic Revolution of India and the Public Works Policy"র গ্রন্থকার বিখ্যাত Mr. A. K. Connel ও এই কথা বলিয়াছেন। "If the life of the village (and the communal city) be destroyed Indian society

is in a state of spiritual dissolution, and is only held together by the external force of an omnipotent Government which protects the individual rights it has itself bestowed, but paralyses the sense of social obligations which have been handed down from the past and crushes the creative powers of the present." অর্থাৎ :—যদি গ্রামের (এবং সাধারণ তান্ত্রিক সহরের) জীবন নষ্ট করা হয় তাহা হইলে ভারতীয় সমাজ এক আধ্যাত্মিক মৃত্যুতে পড়ে এবং এক সর্ব্বশক্তিশালী শাসনযন্ত্রের বাহ্যশক্তিতেই একত্রিত রক্ষিত হয়; এই শাসনযন্ত্র ইহার নিজপ্রদত্ত ব্যক্তিগত অধিকার রক্ষা করে, কিন্তু অতীতকাল হইতে প্রাপ্ত সামাজিক আনুগত্য পঙ্গু করে এবং বর্ত্তমানের সৃজনীশক্তিসমূহকে বিধ্বস্ত করে। এই 'Social obligation' (সামাজিক কর্ত্তব্য বাধ্যতা) এবং 'creative powers' (সৃজনী শক্তি) হারানর ফলে পল্লী ক্রমশঃ গভর্ণমেণ্টের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িয়াছে। স্বাবলম্বনের অভাবে পল্লী বাতগ্রস্ত পঙ্গুর ন্যায় অথর্ব্ব হইয়া পড়িয়াছে। স্বভাবজাত মাতৃস্তন্যে বঞ্চিত হইয়া কৃত্রিম দুগ্ধে বা 'malted milk'এ শিশুর দেহবর্দ্ধন আদৌ স্বাস্থ্যপ্রদ নহে। অন্তর্নিহিত শক্তি বা প্রাণ ধারার স্ফূরণেই পল্লীর প্রকৃত কল্যাণ নিহিত। যাহার constitution বা স্বাস্থ্যটাই দূষিত, ঔষধপত্রে তাহার স্বাস্থ্য কতটুকু ভাল হইতে পারে? পল্লীমঙ্গলে পল্লীর এই স্বাস্থ্যটাই ভাল করিতে হইবে তাহার অন্তর্নিহিত সঙ্ঘশক্তির চেতনতার দ্বারা। ব্যষ্টির সহিত সমষ্টির সামঞ্জস্য সাধন করিতে পারিলে পল্লী-উদ্ধারণ কার্য্য সাফল্যমণ্ডিত হইবে। পল্লীর ঘরে ঘরে, পর্ণকুটীরে পর্ণকুটীরে কারামুক্তির, কার্লাইল যাহাকে "disimprisoned soul" বলিয়াছেন, সেই কারামুক্ত মুক্ত

আত্মার পুণ্যকাহিনী, নববারতা প্রচারিত ও বিঘোষিত করিতে হইবে।

সমস্ত পল্লীগুলি যদি "সম্ভূয় সমুত্থান" (cooperative) প্রণালীতে কৃষিসমবায়, বস্ত্রসমবায়, বণিক সমবায়, শ্রমিক সমবায় আদি গঠিত করিতে পারে এবং ইহাদিগের সকলকে লইয়া থানা সমবায়, মহকুমা সমবায়, জেলা সমবায়, প্রদেশ সমবায় ক্রমে একটী নিখিল ভারত সমবায় সমিতি সংগঠিত করিতে পারে, তবে ইহাদিগের সঙ্গে সঙ্গেই তাহাদিগের সঙ্ঘশক্তি প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিবে এবং ভেদতান্ত্রিকতার তিরোধান হইবে। প্রত্যেক পল্লীতে পল্লীতে একটী একটী করিয়া যদি ভারত রাষ্ট্রের সাত লক্ষ পল্লীতে সাত লক্ষ যথার্থ পল্লীপ্রতিনিধি-মূলক কংগ্রেস সমিতি বা পঞ্চায়েৎ সমিতি গঠিত করা যায় এবং পাকিস্তানে পল্লীতে পল্লীতে পল্লীপঞ্চায়েৎ সমিতি যথার্থভাবে গঠিত করা যায়, এবং তাহারা যদি একযোগে ধর্ম্মঘট, 'হরতাল' আদি করিতে ক্রমশঃ শিক্ষা লাভ করিতে পারে, তবে তাহারাই কিছু দীর্ঘকাল ধর্ম্মঘট করিয়া থাকিয়া প্রবল প্রজাপীড়ক, আমলাতান্ত্রিক গভর্নমেণ্টকেও অচল করিয়া ফেলিতে পারে; পাশ্চাত্যের আদর্শে রক্ত বিদ্রোহের বা খুনে মারণ যজ্ঞের অস্ত্র ঝন্‌ঝনার কোন প্রয়োজনই তাহার হইবে না। ইহার ইঙ্গিত এইচ্. এম্. হিণ্ড্ম্যান সাহেব তাঁহার 'The Truth About India' গ্রন্থে দিয়াছেন। মেরিডিথ টাউন্ শেণ্ডও বলিয়াছেন—"There are (in India) no white servants, nor even grooms, no white police men, no white post men, no white anything. If the brown men struck for a week the empire would collapse like a house of cards, and every ruling man would be a starving prisoner in his own house. He could not even feed

himself or get water." অর্থাৎ :—(ভারতে) শ্বেতাঙ্গ ভৃত্য নাই, শ্বেতাঙ্গ সহিস পর্য্যন্ত নাই, শ্বেতাঙ্গ পুলিস নাই, শ্বেতাঙ্গ ডাকহরকরা নাই, শ্বেতাঙ্গ কিছুই নাই। কালা আদ্‌মীরা যদি এক সপ্তাহের জন্য ধর্ম্মঘট করে তাহা হইলে তাস ঘরের মত এই সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়িবে এবং প্রত্যেক শাসক ব্যক্তি অনাহারে নিজ ঘরে বন্দী হইবেন। তিনি নিজেকে খাওয়াইতে পারিবেন না বা জল পাইবেন না। স্যর জন সিলিও বলিয়াছেন :—"Now if the feeling of a common nationality began to exist there only feebly, if, without inspiring any active desire to drive out the foreigner, it only created a notion that it was shameful to assist the foreigner in mantaining his domination, from that day, almost, our Empire would cease to exist." অর্থাৎ :—এক জাতিত্বের অনুভব যদি কেবলমাত্র ক্ষীণ-ভাবেও (ভারতবাসীর প্রাণে) থাকিতে আরম্ভ করে, যদি বিদেশীকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিবার কোন সচেষ্ট ইচ্ছা না জন্মাইয়া, ইহা কেবল এইরূপ ধারণাও জন্মায় যে বিদেশীকে তাহার প্রভুত্ব বজায় রাখিতে সাহায্য করা লজ্জাকর, তাহা হইলে প্রায় সেই দিন হইতেই আমাদের (ইংরাজের) সাম্রাজ্যের অবসান ঘটিবে। ভারতের ও পাকিস্তানের বর্ত্তমান অবস্থায় পল্লীবাসী ভারতবাসী, পাকিস্তানবাসী যথার্থ অর্থনৈতিক, শীলনৈতিক, চরিত্রনৈতিক পূর্ণ স্বরাজ বা স্বাধীনতা পায় নাই। এই অবস্থায় ভারতব্যাপী ও পাকিস্তানব্যাপী বিরাট্ ধর্ম্মঘট ছাড়া যথার্থ স্বরাজ লাভের আর কোনও পথ আছে বলিয়া ধারণা করা যায় না এবং যথার্থ পরিপূর্ণ স্বরাজ লাভ ব্যতিরেকে প্রকৃত পল্লীমঙ্গলেরও অন্য কোন উপায় উদ্ভাবন করা যায় না। কিন্তু এই বিরাট, মানব সমষ্টিকে এইরূপ সঙ্ঘভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত, উদ্বোধিত,

জাগ্রত, বীর্য্যদীপ্ত করিবার জন্য যে শিক্ষাদীক্ষা চাই, যে সর্ব্বত্যাগের গৈরিক বসনধারী প্রকৃত সাধক সন্ন্যাসী-মণ্ডলী চাই, তাহা কোথায়?

বল বল নিখিল ভারতের জ্ঞানগুরু, ঋষিবংশধর ব্রাহ্মণ বল সে নায়ক, মন্ত্রী, গুরু, কুলপুরোহিত কোথায়? বল বল শাসনদণ্ডে কোদণ্ড টঙ্কারে সসাগরা ধরণীর অধীশ্বর প্রজাবন্ধু ক্ষত্ররাজ, বল সে জনরঞ্জক, ভারত গ্রামনী, পাতা সেনানী কোথায়? বল বল লক্ষ্মীরাণীর বরপুত্র, কুবের ভাণ্ডারী বিশ্বধাতা বৈশ্য, বল সে দানশৌণ্ড দায়বন্ধু দায়কনায়ক কই? বল বল হে অহল্যা উদ্ধারণ, সেবাব্রত, প্রভু-পালক পিতা ভদ্রশূদ্র, বল সে শূর, ভদ্রাসন-নন্দী, মণ্ডল কই? পল্লীর গগন পবন বনভবন ভেদ করিয়া ভারতের আকাশ বাতাস সুহাস প্রকাশ করিয়া, এস হে জনগণমন-অধিনায়ক, এস এস আমরা আবার নবীন মন্ত্রে হৃদয় যন্ত্রে সামগান রচনা করি। এস উচ্চবর্ণ, এস নিম্নবর্ণ, অমর বিভবে প্রতি প্রাণের পরতে পরতে দেববিভা বিকীর্ণ করিয়া আমরা অমরাবতী ধন অমিয়া বিলাই। এস হিন্দু, এস মুসলমান, এস খৃষ্টীয়ান, এস শিখ, এস জৈন, এস বৌদ্ধ, পরাণের নিভৃত কোণে নিবিড় প্রেমের অটুট রাখী বান্ধিয়া ঋগ্বেদের উদাত্তকণ্ঠে আমাদিগের কমকণ্ঠ মিলাইয়া ঐক্যতান রচনা করি। আর জনে জনে প্রাণে প্রাণে ডাকিয়া বলি "ওগো দিব্যধামবাসী অমৃতের পুত্রগণ, তোমরা শোন, শোনগো শোন।"

"সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাং।
দেবাভাগং যথা পূর্ব্বে সংজানানা উপাসতে ॥২॥
সমানো মংত্রঃ সমিতিঃ সমানী সমানং মনঃ সহ চিত্তমেষাং।
সমানং মংত্রমভিমংত্রয়ে বঃ সমানেন বো হবিষা জুহোমি ॥৩॥
সমানী ব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি ॥৪॥

—ঋগ্বেদ; ৮ অষ্টক, ৮ অধ্যায়; ১০ মণ্ডল, ১৯১ সূক্ত।

তোমরা মিলিত হও, একত্রে স্তব উচ্চারণ কর, তোমাদিগের মন পরস্পর একমত হউক। অধুনাতন দেবতাগণ প্রাচীন দেবতাদিগের ন্যায় একমত হইয়া যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিতেছেন।২ ইঁহাদিগের মন্ত্র সমান হউক, সমিতি সমান হউক, ইঁহাদিগের মন সহ চিত্ত এক হউক। আমি তোমাদিগের একই মন্ত্রে মন্ত্রিত করিতেছি, তোমাদিগের সর্ব্বসাধারণ হবির দ্বারা হোম করিতেছি।৩ তোমাদিগের অভিপ্রায় এক হউক, অন্তঃকরণ এক হউক, তোমাদিগের মন এক হউক, তোমরা যেন সর্ব্বাংশে সম্পূর্ণরূপে একমত হও।৪

অষ্টম প্রস্তাব

জন শিক্ষা

প্রাণহীন শিক্ষায় প্রাণ দান। জন শিক্ষার ভারতীয় বাহন।

কিন্তু ইহার জন্য চাই বিপুল জন শিক্ষা, প্রকৃত আধ্যাত্মিক শিক্ষা যাহা দেশবাসীর ঘরে ঘরে অমৃত বিতরণ করিবে। পল্লীর "festering, perishing mass"কে, গলিত, বিধ্বস্ত জনগণকে জাগাইয়া উদ্বুদ্ধ ও বীর্য্যবান্ করিতে হইলে প্রথমেই চাই জন শিক্ষার বিরাট্ অভিযান। শিক্ষার তড়িৎপ্রবাহ প্রতি প্রাণে সঞ্জীবনী ধারায় ঢালিয়া দিতে হইবে। এই জন্য শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করিতে হইবে। প্রাচীন ভারতেও শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক ছিল। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের অধ্যয়ন যে বাধ্যতামূলক ছিল তাহা আমরা বেদ, উপনিষদ্, দর্শন, পুরাণাদি বিবিধ ধর্ম্মশাস্ত্রে পাই। বিষ্ণু সংহিতার ২।৪, অত্রি সংহিতার ১৪।১৫।১৬, হারীত সংহিতার ৩।৩, যাজ্ঞবল্ক সংহিতার ১৮, পরাশর সংহিতার ৮ শ্লোকে ও উহার বিধান আছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য অধ্যয়নশীল বা স্বাধ্যায়চারী না হইলে তখন 'পতিত' হইত। প্রাচীন কালের কথা বাদ দিয়া তিনশত বর্ষ পূর্ব্বেও বাঙ্গালায় বিদ্যা চর্চ্চা খুবই ছিল। ইংরাজ রাজত্বের প্রথমে বাঙ্গলার গ্রামে গ্রামে যথেষ্ট স্কুল ছিল। (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৫৪৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। ১৮৩৫ সালের গভর্ণমেণ্ট রিপোর্টে জানা যায় যে তখন প্রত্যেক চারিশত বালকের জন্য একটী করিয়া স্কুল ছিল। (Missionary Intelligence IX pp. 183, 193)। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ১৭৬১ খৃষ্টাব্দের 'সারভেতে' পাওয়া যায় যে তখন বাঙ্গালায় আশী হাজার টোল এবং একুশ হাজার মক্তাব ছিল। আর আজ সমগ্র ভারতবর্ষে মাত্র

দুই লক্ষ এক হাজার আটশত উনআশীটি স্কুল। বাংলায় প্রাথমিক বিদ্যালয় মাত্র চৌষট্টি হাজার ছিল স্বাধীনতা লাভের পূর্ব্বে। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের ১২ই এপ্রিল তারিখে বিলাতে 'হাউস্ অব্ কমন্সে' স্যর টমাস মনরো (Sir Thomas Monroe) বলেন যে হিন্দুমুসলমান রাজত্বকালে শিক্ষার জন্য প্রত্যেক গ্রামে একটী করিয়া বিদ্যালয় ছিল ("Schools established in every village for teaching")। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দেও Dr. G. W. Leitner (প্রথমে লাহোর সরকারী কলেজের প্রিন্সিপ্যাল, পরে পাঞ্জাবের শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর) তাঁহার "History of Indigenous Education in the Punjab" গ্রন্থে লেখেন (p. 18). "In every Hindu village which has retained anything of its form ..the rudiments of knowledge are sought to be imparted ; there is not a child, except those of the outcastes (who form no part of the community), who is not able to read, to write, to cipher ; in the last branch of learning they are confessedly most proficient." অর্থাৎ :—প্রত্যেক হিন্দু গ্রামে, যে তাহার রূপের কিছু রাখিয়াছে, শিক্ষার আরম্ভগুলি দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। অন্ত্যজেরা (যাহারা সমাজের কোনও অংশ নহে) ছাড়া, এমন শিশু ছিল না যে লিখিতে, পড়িতে ও অঙ্ক কষিতে পারিত না ; শেষোক্ত অঙ্ক বিদ্যায় তাহারা সুস্পষ্টভাবে অতীব ব্যুৎপন্ন ছিল। লীটনারের এই সব অনুসন্ধানগুলি পাঞ্জাব গভর্ণমেণ্টও 'ব্লুবুক' রূপে প্রকাশিত করেন। ঐ পুস্তকের ১৪৮ পৃষ্ঠায় লীটনার আরও বলিয়াছেন যে ইংরাজাধিকারের পূর্বে পাঞ্জাবে সর্বপ্রকার শিক্ষা খুব ব্যাপকরূপে বিস্তৃত ছিল এবং ইহাদের সংরক্ষণের জন্য যে ব্রহ্মোত্তর বা খাজনাবিহীন জমি ছিল পাঞ্জাব গভর্ণমেণ্ট তাহা কাড়িয়া লইয়া

ঐ বিদ্যালয়গুলির ধ্বংস সাধন করেন। ইহা প্রায় ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের ঘটনা।

তার পরে পূর্বতন ইংরাজ রাজত্বকালে প্রত্যেক দশবর্গ মাইলে (প্রায় ৫।৬ খানা গ্রামে) মাত্র একটী করিয়া বিদ্যালয়। আর স্বাধীন দেশ সমূহে আমরা কি দেখিতে পাই? জাপানে প্রত্যেক ১৩টী গ্রামের জন্য ১৫টি স্কুল এবং আমেরিকায় প্রত্যেক ১৫টি গ্রামের জন্য ১৭টি স্কুল। সমগ্র ভারতবাসীর শতকরা ৮ জন মাত্র শিক্ষিত। ভারতবর্ষে শতকরা মাত্র ৩ জন পুরুষ এবং দেড়জন নারী শিক্ষিত। জাপানে শিক্ষিতের হার শতকরা ৯৮ জন। আমেরিকায় ৯৩ জন। রাশিয়ায় ৪৬½ জন। সোভিয়েট গণতন্ত্রের আমলে ইহা কয়েক বৎসরেই প্রায় ৮০তে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ইংলণ্ডে ৯১ জন আর ডেনমার্কে ১০০ জন। রাজকোষ হইতে অন্যান্য দেশে যে পরিমাণে অর্থ ব্যয় হয়, তাহা আমাদিগের নিকট "নিশার স্বপন"। প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ডেনমার্কের রাজকোষ হইতে ব্যয় হয় ১৭৲, আমেরিকায় ১৬।০, ইংলণ্ডের—৯॥০, জাপানের—৯৲, ফ্রান্সের—৯৲, ফিলিপিনোর—৮৲। আর ভারতবর্ষে ইংরাজ রাজকোষ হইতে ভারতবাসীর জন্য মাথা প্রতি ব্যয় হইত মাত্র দুই আনা (৵০)। এ কি প্রাণঘাতী তীব্র পরিহাস! পাঁচ বৎসর বয়সের উপরে জগতের শিক্ষিতের গতির সহিত তুলনায় আমরা কোথায় তাহাও দেখুন। শতকরা:—

	১৮৯১	১৯০১	১৯১১	১৯২১
হল্যাণ্ড	৮১	৮৬	৯৪.৫	১০০
নরওয়ে	৮২	৮৭	৯৫	১০০
জার্মানী	৮৩	৮৮	৯৬	১০০
ফ্রান্স	৮৪	৮৮	৯২	৯৪
আমেরিকা	৮৫	৮৬	৯৯	৯৫.৪

	১৮৯১	১৯০১	১৯১১	১৯২১
ইংলণ্ড	৮১	৮৬	৯৭	৯৩·৫
জাপান	৬৫	৮০	৯৫	৯৭·৮
ফিলিপাইন	২৯	৪৭	৫৮	৭০·৫
ব্রিটিশ-ভারত	৩	৩·৮	৪·৫	৫·২
ত্রিবাঙ্কুর	×	১১	১৯	২৮·২
বরোদা	৪·২	৬·৬	১৩	২১·৫
নিজাম রাজ্য	×	৫·৫	৯·৭	১৫·৭

(Progress of literacy round the world per hundred calculated on population above five years.) এই শিক্ষার অভিযানে, শোভাযাত্রায়, ভারত, তোমার স্থান কোথায়? 'নেটিভ' ভারত যে ব্রিটিশ ভারতের অগ্রগামী—ইহা হইতে প্রমাণ হয় যে ইংরাজরাজ ভারতবাসীর শিক্ষাকে অবহেলাই করেন। এই বিষয়ে বিলাতের 'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট লেবার পার্টি'র 'ইণ্ডিয়ান এ্যাড্‌ভাইসরী-কমিটী'র রিপোর্ট উজ্জল সাক্ষ্য দিতেছেন! "Its (British Administration's) failure in education is demonstrated by the fact that after 120 years of British rule only 7·2 percent of the population can read any language whatever.

"In Britain free and universal education was established between 1870 and 1881 ; in twelve years the attendance at the schools had risen from 43.3 to nearly 100 percent. Before 1872 Japan had only 28 percent of her children of school going age attending schools ; in twenty four years the proportion

had arisen to 92 percent, and in twenty eight years to 100 percent. In the Indian (Native) State of Baroda, education is free and 91 percent of the boys of school going age attend school and in Travancore, another native state, 81.1 percent of the boys and 33.2 percent of the girls attend school, and in Mysore the proportion is 45.8 percent of boys and 9·7 percent girls. While Baroda spends 6½d. per head per annum on her school going children, British India spends only 3d. Fifty nine years after the inauguration of the Education Department in British India, the percentage of children of School going age, attending school was only 20.4. In Bombay, in 1924 only 2 percent of the girls of school going age attended school." অর্থাৎ :—ইহার (ব্রিটিশ শাসনের) এই ব্যাপারের দ্বারা শিক্ষায় অকৃতকার্য্যতা প্রমাণিত হয় যে ১২০ বৎসর ব্রিটিশ শাসনের পরে লোক সংখ্যার ৭·২ অংশ মাত্র যে কোন ভাষা পড়িতে পারে। বিলাতে অবৈতনিক এবং সর্ব্বসাধারণের জন্য শিক্ষা ১৮৭০ হইতে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দ মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় ; বার বৎসরের মধ্যে স্কুলে উপস্থিতি শতকরা ৪৩·৩ হইতে প্রায় ১০০ তে উঠিয়াছে। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে স্কুলে যাইবার উপযুক্ত বয়স্ক শতকরা ২৮ জন বালক বালিকা স্কুলে উপস্থিত হইতেছিল ; ২৪ বৎসরে এই অনুপাত শতকরা ৯২ জনে উঠিয়াছিল এবং ২৮ বৎসরে শতকরা ১০০ জনে দাঁড়ায়। ভারতীয় (দেশী) রাজ্য বরোদায় শিক্ষা অবৈতনিক এবং স্কুলে যাইবার উপযুক্ত বয়স্ক বালকের শতকরা ৯১ জন স্কুলে যায় ; আর একটী দেশী রাজ্য ত্রিবাঙ্কুরে বালক-

দিগের শতকরা ৮১·১ জন এবং বালিকাদিগের শতকরা ৩৩·২ জন স্কুলে যায় এবং মহীশূরে এই অনুপাত বালকের শতকরা ৪৫·৮ জন এবং বালিকার শতকরা ৯·৭। বরোদা স্কুলগমনক্ষম প্রত্যেক বালক বালিকার জন্য বৎসরে ৬২ আনা ব্যয় করেন আর ব্রিটিশ ভারত মাত্র (৶০) তিন আনা। ব্রিটিশ ভারতে শিক্ষা বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হইবার ৫৯ বৎসর পরে স্কুলগমনক্ষম বালক বালিকার শতকরা ২০·৪ অংশ মাত্র স্কুলে যায়। বোম্বাইয়ে ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে স্কুলগমনক্ষম বালিকার শতকরা ২ জন মাত্র স্কুলে যাইত। কলিকাতা কর্পোরেশনের হাতে যতটুকু স্বায়ত্তশাসন ব্রিটিশ আমলে গিয়াছিল তাহার ফলেই কলিকাতা সহরের স্কুলগামী ছাত্রদের ৮০ হাজারের মধ্যে কর্পোরেশন স্কুলে প্রত্যক্ষভাবে ৩০ হাজার ছেলে ও কর্পোরেশনের সাহায্যে পরোক্ষভাবে ৪০ হাজার ছাত্র শিক্ষা-লাভ করিতেছে। তাঁহাদের তত্ত্বাবধানে বালকদিগের জন্যও ১৫০টী বিদ্যালয় ও বালিকাদের জন্য ৮০টী বিদ্যালয় আছে। দেশীয় লোকের হাতে যথার্থ পূর্ণ কর্তৃত্ব আসিলে জনশিক্ষা যে কিরূপ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতে পারে কলিকাতা কর্পোরেশন তাহার পরিষ্কার ইঙ্গিত দিতেছেন।

বাঙ্গলার ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট বাঙ্গালীর শিক্ষার জন্য মাথা প্রতি বৎসরে পাঁচ আনা ব্যয় করেন, আর পুলিশ ও সৈন্যের জন্য মাথা প্রতি তিন টাকা এক আনা ব্যয় করেন। শিক্ষার জন্য মাথা প্রতি যে।৵০ আনা ব্যয় করেন তাহার মধ্যে আবার অধিকাংশ সাহেবলোকদিগের জন্য ব্যয় করেন। বাঙ্গালীর ভাগ্যে অবশিষ্ট থাকে কেবল "ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ"। প্রত্যেক বাঙ্গালী ছাত্রছাত্রীর জন্য বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্ট ব্যয় করেন দুই টাকা পনর আনা (২৸৶০), আর প্রত্যেক ইউরোপীয় ছাত্র ছাত্রীর জন্য ব্যয় করেন একশত তিন টাকা পাঁচ আনা (১০৩।৵০)। কি সুন্দর নিরপেক্ষতা! কি অভিরাম ন্যায়পরায়ণতা! British

Justice আর কাহাকে বলে? ইংরাজের চক্ষুশূল বর্ব্বর সোভিয়েট রাশিয়াও তাঁহাদের 'বাজেটের' শতকরা ৪০.৭ অংশ তাঁহাদের শিক্ষা-দীক্ষায় ব্যয় করেন। আর এই ব্যয় তাঁহারা বাড়াইতেছেন। ১৯২৪-২৫ এর বাজেটে ইহা শতকরা ৩৪.৭ ছিল। আর ১৯২৬-২৭এ ইহা শতকরা ৪০.৭ এ উঠিয়াছে। ভারতের অর্দ্ধেক রুশলোকসমষ্টির জন্য রাশিয়া ব্যয় করেন ১৯২৬-২৭ খৃষ্টাব্দে প্রায় ৪৫ কোটী টাকা; আর ১৯২৪-২৫এ খোদ ভারত সরকার এবং জনসাধারণ শিক্ষার জন্য মোট ব্যয় করিয়াছেন ২০,৮৭,৪৮,৩১৯৲ টাকা এবং ইহার মধ্যে খাস গভর্ণমেণ্ট, মিউনিসিপ্যালিটী এবং ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড একত্রে ব্যয় করিয়াছেন মোট ১২,৯১,২৭,৬৯০৲ টাকা। অর্থাৎ ভারত সরকার ভারতবাসীর শিক্ষাদীক্ষার জন্য রুশ সরকারের ⅛ অংশ ব্যয় করেন। শিক্ষাদীক্ষার ব্যয় সভ্যতার পরিমাপক হইলে ভারত সরকার হইতে রুশ সরকারকে আটগুণ অধিক সভ্য বলিতে হইবে। বাংলার লোক সংখ্যা সোভিয়েট ইউনিয়নের প্রায় ⅓ অংশ। এই হিসাবে বাঙ্গলা সরকারের অন্ততঃ ১৫ কোটী টাকা ব্যয় করা উচিত। কিন্তু ১৯২৬-২৭ খৃষ্টাব্দে বাঙলা সরকারের শিক্ষার বরাদ্দ মাত্র ১,৩৬,৯৫,০০০৲ টাকা অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত মাপকাঠি অনুযায়ী বাঙ্গলা সরকার হইতে রুশ সরকার এগারগুণ অধিক সভ্য। সভ্যতার বিড়ম্বনা ভারতেই কেবল সাজে। এই বিড়ম্বনা, শিক্ষার অবহেলা যে কতো গভীর, ব্যাপক, দূর-প্রসারী তাহা পৃথিবীর অন্যান্য সভ্য দেশের সহিত তুলনা করিলে হৃদয়ঙ্গম হইবে।

দেশ	শিক্ষালয়ের প্রকৃতি	শিক্ষালয়ের সংখ্যা	ছাত্র সংখ্যা
ভারত	বিশ্ববিদ্যালয়	১৫	১২,৫৩২
(১৯৪১-৪২)	আর্ট ও সায়েন্স্ কলেজ	৩২৮	১১৯,৭৩১
	বৃত্তিশিক্ষা „	৯৩	২৬,৯৯১
	ট্রেনিং „	৬১২	৩২,১২১

দেশ	শিক্ষালয়ের প্রকৃতি	শিক্ষালয়ের সংখ্যা	ছাত্র সংখ্যা
	বিশেষ স্কুল	১১,৬৯১	৪৪৬,২৮৭
	মাধ্যমিক „	১৫,১৯৭	২,৭৮৪,৭৮৭
	প্রাথমিক „	১৮১,৯৬৮	১২,০১৮,৭২৬
	অস্বীকৃত(unrecognised) শিক্ষালয়	১৮,১৩৯	৫৫২,০১০
		মোট ২২৮,০৪৩	মোট ১৫,৯৯৩,১৮৫
গ্রেট বৃটেন	বিশ্ববিদ্যালয়(১৯৪৪-৪৫)	১৬	৪১,৬৮৪
	মাধ্যমিক ও টেকনিক্যাল স্কুল—ইংলণ্ড ও ওয়েল্স্ (১৯৩৭-৩৮)	২,১৫৬	৫৬৯,০৮৯
	ঐ স্কট্ল্যাণ্ড(১৯৪২-৪৩)	১,৪৫০	৪৭১,৩৩২
	প্রাথমিক স্কুল :— ইংলণ্ড ও ওয়েল্স্ (১৯৩৭-৩৮)	২১,৬৭৮	৪,৫২৬,৭০১
	স্কট্ল্যাণ্ড(১৯৪২-৪৩)	২,১৪৩	৩৮১,৯২৬
		মোট ২৭,৪৪৩	মোট ৫,৯৯০,৭৩২
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র (১৯৪১-৪২)	প্রাথমিক স্কুল	১৯৩,৩৯৭	২০,৩৫৬,৫০০
	মাধ্যমিক „	২৮,১৩৪	৬,২৯৩,৫৩৮
	শিক্ষক স্কুল ও নর্ম্যাল স্কুল	২৪১	১৪৪,৯৪৫
	বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও বৃত্তিশিক্ষা স্কুল	১,৫১৫	১,২৫৯,০৪৫
	আবাসিক স্কুল (দুষ্ট ও দরিদ্রদের জন্য)	৩৭৫	৭১,৪৫৮

দেশ	শিক্ষালয়ের প্রকৃতি	শিক্ষালয়ের সংখ্যা	ছাত্র সংখ্যা
	বেসরকারী ব্যবসায় স্কুল	১,৬০০	২৯৬,৪২৮
	নার্সিং স্কুল	১,৩৯১	৮২,৬৬৫
	ফেডারেল স্কুল (ভারতীয়দের)	২৮৩	২৮,৪৬০
		মোট ২২৬,৯৩৬	মোট ২৮,৫৩৩,০৩৯
ফ্রান্স্	বিশ্ববিদ্যালয়	১৭	৭৪,৮৮২
	মাধ্যমিক স্কুল	৫৪৫	২৮২,৩৪৯
	প্রাথমিক „	৪৮,১০৫	৫,৮৩৯,৩১১
		মোট ৪৮,৬৬৭	মোট ৬,১৯৬,৫৪২
সোভিয়েট রাশিয়া (১৯৩৯)	প্রাথমিক স্কুল (৩৬)	১৬৪,০৮১	Preschool ৬,০০০,০০০
	ফ্যাক্টরী „ (৩৬)	১,৭৯৭	সর্ব স্কুল ৩৯,৯৫৬,৪০০
	টেক্‌নিক্যাল স্কুল(৩৬)	২,৫৭২	স্কুলের বাহিরে ৮,০০০,০০০
	শ্রমিক স্কুল (৩৬)	৭১৬	গবেষণাকারী ৩৭,২০০
	হাইস্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়	৫৯৫	
		মোট ১৬৯,৭৬১	মোট ৫৩,৯৯৩,৬০০
	১৯৩৯ পর্যন্ত যোগ	৯,৬৯৩	
	গবেষণা বিদ্যালয়	৭৯৪	
		১৮০,২৪৮	
জাপান (১৯৩৬-৩৭)	বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ	৪৫	৭২,১৯৫
	টেক্‌নিক্যাল ও বিশেষ	১,৭২০	৫৭২,৬২৯
	মাধ্যমিক স্কুল	১৮,৬১৯	২,৭৬৬,৫৬৯
	প্রাথমিক	২৭,৭৮৬	১১,৭১৯,৫৩৯
		মোট ৪৮,১৭০	মোট ১৫,১৩০,৯৩২

দেশ	শিক্ষালয়ের প্রকৃতি	শিক্ষালয়ের সংখ্যা	ছাত্র সংখ্যা
জার্মাণী (১৯৩৮)	বিশ্ববিদ্যালয়	২৫	৪৩,১৩৯
	উচ্চ টেক্‌নিক্যাল স্কুল	১০	৯,৫৫৪
	মাধ্যমিক	২,২৮২	৬৭০,৮৯৫
	প্রাথমিক	৫২,৯৮৯	৭,৮৯৩,৫৮৫
		মোট ৫৫,৩০৬	মোট ৮,৬১৭,১৭৩
ইটালী (১৯৩৭)	বিশ্ববিদ্যালয়	২৬	৭৭,৪২৯
	টেক্‌নিক্যাল স্কুল	১,৯৭৫	৩৪৬,২৯৪
	মাধ্যমিক "	৫৪১	২৬৭,২৯৪
	প্রাথমিক "	১৪৮,৭৬০	৫,৮১৭,৬৯০
		মোট ১৫১,৩০২	মোট ৬,৫০৮,৭০৭

আর এই যে যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষা ভারতবাসী লাভ করিতেছে তাহা প্রকৃত শিক্ষা নহে; তাহা শিক্ষা নামের অপব্যবহার মাত্র। এ শিক্ষায় কেবল দাসত্বের নিগড়ে বান্ধা কতকগুলি গোলামখানা প্রস্তুত হইতেছে। ইহা বিজাতীয় মোহে এমনই মগ্ন যে সে একটা ময়ূরপুচ্ছ বিশিষ্ট দাঁড়কাক বা কি একটা কিম্ভুত কিমাকার 'জবড় জং।' ভারতবাসীকে শিক্ষার এরূপ 'খচ্চর' বানানর চেষ্টা ইংরাজ প্রভুরা গোড়া হইতেই করিয়া আসিতেছেন। মেকলে সাহেব তাঁহার ("Evidence before the Parliamentary Committee 1853)"তে বলিয়াছেন "We must at present do our best to form a class who may be interpreters between us and the miliions we govern; a class of persons, Indians in blood and colour; but English in opinions,

in morals and in intellect." অর্থাৎ আমরা বর্তমানে এরূপ এক শ্রেণীর লোক তৈরী করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিব, যাহারা আমাদের ও আমরা যে লক্ষ লক্ষ লোক শাসন করি তাহাদের মধ্যে অনুবাদকের কাজ করিবে, যাহারা রক্তে এবং বর্ণে ভারতীয় কিন্তু নৈতিক বিষয়ে ও বুদ্ধিতে হইবে ইংরাজ। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে Macaulay সাহেব তাঁহার পিতার কাছে যে পত্র লেখেন তাহাতেও ইহা অভিব্যক্ত হইয়াছে। "The effect of this education on the Hindus is prodigious. No Hindu who has received an English Education ever remains sincerely attached to his religion. Some continue to profess it as a matter of policy, but many profess themselves pure Deists and some embrace Christianity. It is my firm belief that if our plans of education are followed up there will not be a single idolator among the respectable classes in Bengal thirty years hence." অর্থাৎ—হিন্দুদিগের উপর এই শিক্ষার ফল আশ্চর্য্যজনক। ইংরাজী শিক্ষাপ্রাপ্ত কোন হিন্দুই আন্তরিকভাবে বরাবর আর তাহার ধর্ম্মের প্রতি আসক্ত থাকে না। কৌশলনীতি হিসাবে ইহা কেহ কেহ স্বীকার করিতে থাকে, কিন্তু অনেকেই আপনাদিগকে খাঁটী 'ব্রহ্মজ্ঞানী' বলিয়া ব্যক্ত করে এবং অনেকে খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করে। ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে আমাদের শিক্ষার মতলব যদি অনুসৃত হয় তবে ৩০ বৎসর পরে বাঙ্গলার ভদ্রশ্রেণীর মধ্যে একজন মাত্রও পৌত্তলিক থাকিবে না। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে Sir Charles Trevylian (মাদ্রাজের গভর্ণর ও 'Supreme Council in India'র মেম্বর) ও অনুরূপ কথা ব্যক্ত করিয়াছেন। "Educated in the same way, interested in the

same subjects engaged in the same pursuits with ourselves they become more English than Hindus." অর্থাৎ একই উপায়ে শিক্ষিত, একই বিষয় সমূহে স্বার্থবিশিষ্ট, একই ব্যবসায়ে আমাদিগের সহিত প্রবৃত্ত তাহারা হিন্দু অপেক্ষা অধিকতর ভাবে ইংরাজ হয়। এই 'খচ্চরামি'র ফলে যে জীব এদেশে 'Manufactured' বা শিক্ষা কারখানায় তৈরী হইতেছে সে না পারে ঘোড়ার মত দৌড়াইতে, না পারে গাধার মত মোট বহিতে। বিজাতীয় শাসকেরা তাঁহাদের স্বার্থের খাতিরেই আমাদিগকে প্রকৃত শিক্ষা দিতে পারেন না এবং দিবেনও না। প্রকৃত শিক্ষালাভ করিয়া যদি আমরা মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারি তবে এই সিংহের বাচ্চা যে হুঙ্কার দিয়া উঠিবে; তাহার ফলে দাসত্ব শৃঙ্খল খসিয়া পড়িবে, আর রক্ত শোষণ লীলায় প্রবল ব্যাঘাত পড়িবে। আমরা কেবল রাজনৈতিক হিসাবেই বিজিত হই নাই; শিক্ষানৈতিক হিসাবেও বিজিত হইয়াছি। রাশিয়ার মনীষী টলষ্টয়ের (Count Leo Tolstoy) মুখ দিয়া খাঁটী সত্য কথাই বাহির হইয়াছে। "প্রজারা যত মূর্খ থাকিবে কর্ত্তাদের শক্তি ততই দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইবে। আর কর্ত্তারাও ইহা বেশ জানেন। কাজেই যাহাতে প্রজার চক্ষের ঠুলি না খোলে কর্ত্তারা সেই চেষ্টাই করেন। এদিকে দেখান হয় যেন প্রজাদিগকে শিক্ষিত করিবার জন্য তাঁহারা কতই যত্ন করিতেছেন। কর্ত্তারা যাহাতে এরূপ করিতে না পারেন তাহার উপায় করা সকলের কর্ত্তব্য। বিদ্যামন্দিরের ছদ্মনামে এতগুলি ইউনিভার্সিটী, স্কুল, কলেজ ইত্যাদি নিজেদের শাসনাধীনে পরিচালিত করিয়া কর্ত্তারা বর্ত্তমানে তাঁহাদের মতলব সিদ্ধ করিতেছেন"। শিক্ষা সম্বন্ধে ইংরাজের এই রাজনীতি ইংরাজের মুখ দিয়াই বহির্গত হইয়াছে:—
"When any people or country is subjected by a stronger power it must be taken for granted that one

of the first thing the conqueror will do will be to destroy, discourage, or rigidly control education in the oppressed country, for knowledge and subjection cannot walk hand in hand."—Agnus Smeday. অর্থাৎ :— অধিক শক্তিমান্ কোন জাতির দ্বারা যখন কোন জাতি বা দেশ বশীকৃত হয়, তখন ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে বিজেতা প্রপীড়িত দেশে সর্ব্ব প্রথমে শিক্ষার ধ্বংস, নিরাশ এবং কঠোর দমন করিবেন, কারণ জ্ঞান এবং অধীনতা হাত ধরাধরি করিয়া যাইতে পারে না। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের সরকারী অনুসন্ধানে সাক্ষ্যদানকালে মেজর জেনারেল স্যর এল. স্মিথ (Sir L. Smith, K. C. B.) বলেন :—"I have expressly said, that I feel the effect of imparting education will be to turn us out of the country."—'Prosperous' British India by William Digby, p. 77. আমি স্পষ্টরূপে বলিয়াছি যে আমি অনুভব করি যে শিক্ষা প্রদানের ফল এই হইবে যে আমাদিগকে ঐ দেশ হইতে বিতাড়িত করা হইবে। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে উইলিয়ম ক্যারি এদেশে শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করিলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাঁহাকে বাধা দেন। ডিরেক্টরগণের সভায় স্যর টমাস্ টিউটর (Sir Thomas Tutor) বলেন :—"Why should you give the Indians the advantages of knowledge ? You should only thereby giving the means of detecting your own injustices. You have ransacked their country ; you have despoiled its people. You have murdered their princes and of course for your own protection you must keep them deluded, deceived and ignorant." অর্থাৎ :—তোমরা ভারতীয়দিগকে জ্ঞানের সুবিধা কেন দিবে ? তোমরা তাহা হইলে

তদ্দ্বারা তোমাদিগের নিজের অবিচারসমূহ ধরিয়া বাহির করিতে উপায় দিবে মাত্র। তোমরা তাহাদিগের দেশ লুণ্ঠন করিয়াছ; ইহার লোকসমূহের ক্ষতি করিয়াছ। তোমরা তাহাদিগের রাজাদিগকে হত্যা করিয়াছ; এই হেতু তোমাদিগের আত্মরক্ষার্থ তোমরা তাহাদিগকে প্রতারিত, প্রবঞ্চিত এবং অজ্ঞ অবশ্যই রাখিবে। "Thought destroys empires and constructs them anew, control the thought and control the nation."—Lost Dominion. অর্থাৎ :—চিন্তা সাম্রাজ্য সকল ধ্বংস করে এবং তাহাদিগকে নূতন করিয়া নির্ম্মাণ করে। চিন্তাকে দমন করিলেই জাতিকে দমন করিবে। ইহার ফলে ভারতবাসীর শিক্ষা ক্রমশঃ অবনত হইয়াই চলিয়াছে। শিক্ষার প্রদীপ্ত জ্ঞানালোক হইতে ভারতবাসী বঞ্চিত। ইংরাজ আগমনের পূর্ব্বে যাহাও ছিল, ইহাদিগের আগমনের পরে তাহাও অন্তর্হিত হইতে বসিয়াছে। "Education in India under the East India Company"র ১৭, ১৮ পৃষ্ঠায় মেজর বামন দাস বসু মহাশয় লিখিতেছেন—"But with the destruction of the Village communities and the impoverishment of the people which are inseperably connected with the British mode of administration of India, educational Institutions which used to flourish in every Village of note became things of the past." অর্থাৎ :—ইংরাজের শাসন পদ্ধতির সহিত অবিমিশ্রভাবে সম্বদ্ধ ভারতীয় গ্রাম মণ্ডলীর ধ্বংসের সহিত এবং জনসাধারণের দারিদ্র্যের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের প্রত্যেক খ্যাত গ্রামে যে শিক্ষালয়গুলি ছিল তাহা অন্তর্হিত হইয়াছিল।

ডাঃ জি. ডব্লিউ. লীটনার (Dr. G. W. Leitner, প্রথমে লাহোর গভর্ণমেণ্ট কলেজের প্রিন্সিপাল ও পরে পাঞ্জাবের "ডিরেক্টর

অব্ পাব্লিক ইন্‌স্‌ট্রাক্‌শন") মিঃ লাডলোর (Mr. Ludlow) মত উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন, "Where the village system has been swept sway by us as in Bengal, there the village school has equally disappeard."—(Ludlow in Brithsh India, quoted by Leitner in Dr. Leitners 'History of Indigenous Education in the Punjub, p. (18) অর্থাৎ :— যেখানে পল্লীপদ্ধতি আমাদের দ্বারা ঝাঁটাইয়া ফেলা হইয়াছে, যেমন বাঙ্গলায়, সেখানে পল্লী বিদ্যালয়ও তুল্যভাবে বিলুপ্ত হইয়াছে। ইংলণ্ডের ভূতপূর্ব প্রধান মন্ত্রী রামজে ম্যাক ডোনাল্ড (Mr. Ramsay Macdonald)ও বলিয়াছিলেন—"They become subjects who obey, not citizens who act. Their literature, their art, their spiritual expression go."—Awakening of India, by do, p. 213. অর্থাৎ :—তাহারা (শাসিতেরা) এরূপ প্রজা হয় যে কেবল আদেশ পালন করে, কিন্তু তাহারা এরূপ নাগরিক হইতে পারে না যে কার্য করে। তাহাদের সহিত্য, কলা এবং আধ্যাত্মিক বিকাশ চলিয়া যায় অর্থাৎ নষ্ট হয়।

বর্তমান ইংরাজ-শিক্ষা-পদ্ধতির ফলে আমাদিগের দুর্দশা যে কতদূর অগাধ নিম্নে পড়িয়াছে তাহা রবীন্দ্রনাথ রূপকচ্ছলে সুন্দর প্রস্ফুটিত করিয়াছেন।

"পখীটা মরিল। কোন কালে যে কেউ তা ঠাহর করিতে পারে নাই। নিন্দুক লক্ষীছাড়া রটাইল—"পাখী মরিয়াছে।"

ভাগিনাকে ডাকিয়া রাজা বলিলেন :—"ভাগিনা,একি কথা শুনি ?"

ভাগিনা বলিল, "মহারাজ পাখীটার শিক্ষা পুরো হইয়াছে।"

রাজা শুধাইলেন—"ওকি আর লাফায় ?"

ভাগিনা বলিল—"আরে রাম ?"

"আর কি ওড়ে ?"—"না।"

"আর কি গান গায় ?"—"না।"

"দানা না পাইলে আর কি চেঁচায় ?—"না।"

রাজা বলিলেন—"একবার পাখীটাকে আনত দেখি।" পাখী আসিল, সঙ্গে কোতোয়াল আসিল, পাইক আসিল। ঘোড়সওয়ার আসিল। রাজা পাখীটাকে টিপিলেন। সে হাঁ করিল না, হুঁ করিল না। কেবল তার পেটের মধ্যে পুঁথির শুক্‌নো পাতা খস্ খস্ গজ্ গজ্ করিতে লাগিল।"

আমরাই এই পাখী। আমরা এইরূপ শিক্ষাই ইংরাজ আমলে লাভ করিয়াছি এবং এখনও তাহাই করিতেছি। বিজাতীয় শিক্ষা আমাদিগকে কতকগুলি গ্রন্থকীট করিয়াছে। ইহাতে ভাবের মূর্চ্ছনা, জীবনের দ্যোতনা, স্বাধীনতার অনুপ্রেরণা নাই। ওই শোন, স্বামী বিবেকানন্দও তাঁহার ওজস্বী ভাষায় আমাদিগের শিক্ষার দুর্গতি সম্বন্ধে কি বলিতেছেন! "কোথাও যে জীবনীশক্তির চিহ্ন দেখি না। তোরা ভাব্‌ছিস—আমরা শিক্ষিত। কি ছাই মাথা মুণ্ডু শিখেছিস্? কতকগুলো পরের কথা ভাষান্তরে মুখস্থ ক'রে মাথার ভিতর পূরে, পাশ করে ভাব্‌ছিস—আমরা শিক্ষিত। ছ্যাঃ ছ্যাঃ। এর নাম আবার শিক্ষা! তোদের শিক্ষার উদ্দেশ্য কি? হয় কেরানীগিরি, না হয় একটা দুষ্ট উকীল হওয়া, না হয় বড় জোর কেরানীগিরিরই রূপান্তর একটা ডেপুটীগিরি চাক্‌রী—এইত? এতে তোদেরই বা কি হ'ল—আর দেশেরই বা কি হ'ল? একবার চোখ খুলে দেখ স্বর্ণপ্রসূ ভারত ভুমিতে অন্নের জন্য কি হাহাকারটা উঠেছে! তোদের ঐ শিক্ষায় সে অভাব পূর্ণ হ'বে কি? কখনও নয়। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সহায়ে মাটী খুঁড়্‌তে লেগে যা—অন্নের সংস্থান কর্—চাকুরী গুখুরী ক'রে নয়—নিজের চেষ্টায় পাশ্চাত্য বিজ্ঞান সহায়ে নিত্য নূতন পন্থা আবিষ্কার ক'রে।"

পল্লীমঙ্গলের প্রকৃত পথ নির্দ্ধারণ করিতে গেলে আমাদিগকে এই শিক্ষার পরিবর্ত্তন করিয়া আবার জাতীয় শিক্ষা, ভারতীয় শিক্ষা দীক্ষা, সেই 'forest education", তপোবন, সঙ্ঘারাম, মঠ, বিহারাদির অধ্যাত্মশিক্ষা গ্রামে গ্রামে প্রচারিত করিতে হইবে। পল্লীবোধন বাণী উচ্চৈঃস্বরে প্রতি পল্লীতে পল্লীতে ঘোষণা করিতে হইবে। স্বামী বিবেকানন্দ আমাদিগের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছেন—"তোদের দেশের mass of people (জন সাধারণ) যেন একটা Sleeping Leviathan (একটা বিরাট জানোয়ার, ঘুমিয়ে র'য়েছে)! তোদের এখন কার্য্য হ'চ্ছে দেশে দেশে গাঁয়ে গাঁয়ে গিয়ে দেশের লোকদের বুঝিয়ে দেওয়া যে, আর আলিস্যি ক'রে ব'সে থাক্‌লে চ'ল্‌ছে না; শিক্ষাহীন, ধর্ম্মহীন বর্ত্তমান অবনতিটার কথা তাদের বুঝিয়ে দিয়ে বল্‌গে "ভাই সব উঠ, জাগ, কত দিন আর ঘুমাবে?" সকলকে বুঝাগে—"ব্রাহ্মণদের ন্যায় তোমাদেরও ধর্ম্মে সমান অধিকার" আচণ্ডালকে এই অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত কর্"। পল্লীজীবন, জাতীয় জীবনকে উদ্বুদ্ধ, অনুপ্রাণিত করিয়া আমাদিগকে বলিতে হইবে:—

"এ মৃত্যু ছেদিতে হবে, এই ভয় জাল,
এই পুঞ্জ পুঞ্জীভূত জড়ের জঞ্জাল,
মৃত আবর্জ্জনা! ওরে জাগিতেই হবে
এ দীপ্ত প্রভাত কালে, এ জাগ্রত ভবে,
এই কর্ম্মধামে! দুই নেত্র করি আঁধা
জ্ঞানে বাধা, কর্ম্মে বাধা, গতিপথে বাধা,
আচারে বিচারে বাধা করি দিয়া দূর
ধরিতে হইবে মুক্ত বিহঙ্গের সুর
আনন্দে উদার উচ্চ। সমস্ত তিমির
ভেদ ক'রি দেখিতে হইবে ঊর্দ্ধশির

এক পূর্ণ জ্যোতির্ম্ময়ে অনন্ত ভুবনে !
ঘোষণা করিতে হবে অসংশয় মনে—
"ওগো দিব্যধামবাসী দেবগণ যত,
মোরা অমৃতের পুত্র তোমাদেরি মত !"

ঋগ্বেদের (১০ মণ্ডল, ১৩ সূক্তের) অমর ভাষায়, শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের (২।৫) ভাস্বর প্রভায় জনে জনে "শৃণ্বংতু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।"—"ওগো বিশ্ববাসী অমৃতের পুত্রগণ, তোমাদের দিব্যধামের কথা শোন" উদ্বোধনের এই মর্ম্ম গাথা মর্ম্মর ভাষায় শুনাইতে হইবে। এই পুত্রগণের উদ্বোধনই পল্লীমঙ্গলের প্রধান মাঙ্গলিক ক্রিয়া, প্রভাতী মঙ্গল আরতি। এই পল্লী দেববৃন্দকে ভুলিয়াই না আমাদের এই দারুণ দুর্গতি। বিবেকানন্দের ন্যায় অধ্যাপক ভাস্বানী (T. L. Vaswani)ও পল্লীপ্রাঙ্গণেই আমাদিগের কর্ম্মক্ষেত্র, শিক্ষাপীঠ রচনা নির্দ্দেশ করিতেছেন।

"Here is a task which most of us, alas ! have forgotten in the distractions of these days.

That task must begin in villages. For in villages lives India.

The Nation needs volunteers who would live with the village folk, build up asrams, and spread the greatest Message of Freedom. Something more than city nationalism is needed. Something more even than nationalism. A love of Humanity, a fellowship with the poor.

Sensationalism must lead to exhaustion. Physical

force must lead to chaos. We must begin in the neglected sphere of village-life.

Hunger and fear have fallen upon the village folk.

But deep buried in their hearts is still a dream of a Day of Deliverance. And in the awakening of the poor and outcaste is the hope of the coming back of that Shakti which will save civilisation and lead us to liberty.

For there is a God that slumbers in them. And when he is awake in India'a millions ?

Then will Force be broken into fragments ; then will Indian to freedom attain."

—The Amrita Bazar Patrika, 13. 5. 1925.

অর্থাৎ :—আজিকালিকার দিনের গোলমালে আমাদিগের অধিকাংশই যাহা ভুলিয়া রহিয়াছে, হায়! সেই কর্ত্তব্য কর্ম্ম এখানেই। সেই কর্ত্তব্য কর্ম্ম গ্রামসমূহেই আরম্ভ করিতে হইবে। কারণ গ্রামসমূহেই ভারত বাস করে। এই জাতি এরূপ স্বেচ্ছাসেবক চাহে যাহারা পল্লীবাসীদিগের সহিত বাস করিবে, আশ্রম সকল গড়িয়া তুলিবে এবং স্বাধীনতার শ্রেষ্ঠ বাণী প্রচার করিবে। নাগরিক স্বদেশানুরাগ হইতে আরও কিছুর প্রয়োজন। এমন কি স্বদেশানুরাগ হইতেও আরও কিছুর প্রয়োজন। মনুষ্যজাতির প্রতি প্রেম, দরিদ্রদিগের সহিত সঙ্গিত্ব। ভাবতান্ত্রিকতা ক্লান্তিতে পর্য্যবসিত হইবে। গায়ের জোর গোলমালে পর্য্যবসিত হইবে। পল্লীজীবনের উপেক্ষিত ক্ষেত্রেই আমরা কার্য্যারম্ভ করিব। পল্লীবাসী ক্ষুধার্ত্ত এবং ভয় পীড়িত। কিন্তু মুক্তিদিবসের এক স্বপ্ন এখনও তাহাদিগের হৃদয়ে গভীরভাবে প্রোথিত আছে।

দরিদ্র এবং জাতিভ্রষ্টদিগের জাগরণেই যে শক্তি সভ্যতাকে রক্ষা করিবে এবং আমাদিগকে স্বাধীনতায় লইয়া যাইবে, সেই শক্তির পুনরাগমনের আশা রহিয়াছে। তাহাদের ভিতর এক দেবতা তন্দ্রাযুক্ত হইয়া আছেন। আর তিনি যখন ভারতের লক্ষ লক্ষ লোকের ভিতর জাগরিত হইবেন? তখনই জোর জবরদস্তি খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইবে; তখনই ভারতীয়েরা স্বাধীনতা লাভ করিবে।

বন ভবনের, পল্লীনিকেতনের এই নিকুঞ্জ নিবাসে, এই শ্যামকুঞ্জ পুঞ্জেই বাণীর ভবিষ্যৎপাদপীঠ, বেদমাতার বিপুল দেউল প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। পৌর ও নাগরিক শিক্ষাকেন্দ্রে কয়জন বাণীর বরপুত্র সৃষ্ট হইতে পারে? জানপদের শিক্ষাকেন্দ্রেই রক্তবীজের উদ্ভব সম্পন্ন হইয়াই বাণীর বরপুত্রগণ মুক্তি মহামন্ত্র তাহাদিগের কর্ণবিবরে এবং মর্ম্মমাঝারে ঝঙ্কৃত ও অনুরণিত করিতে পারেন। যে শিক্ষানীতি "পেটের মধ্যে পুঁথির শুন্‌নো পাতা" ভরা "পাখীতে" আমাদিগকে পরিণত করিয়াছে, যে ভয়াবহ পরধর্ম্ম আমাদিগের "জীবনী শক্তি চিহ্ন" পর্য্যন্ত বিলুপ্ত করিতে বসিয়াছে, যে বৈদেশিক শিক্ষা আমাদিগকে অন্নের কাঙ্গাল, উলঙ্গ, পথের ভিখারীতে পরিবর্ত্তিত করিয়াছে, যে বিজাতীয় সম্মোহন বিদ্যা আমাদিগের বীর্য্য, শ্রী, মনুষ্যত্ব বিদূরিত করিয়া আমাদিগকে ভীরু কাপুরুষ মেষমাত্রে পর্য্যবসিত করিয়াছে, যে প্রাণঘাতী আসুরী শিক্ষা নিখিল ভারতের গগন পবন, সাগর সরিৎ, গিরিদরী, জলস্থল হাহাকারের দাবদহনে পরিপূরিত করিয়াছে—সেই সর্ব্বনাশা শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের জয়ধ্বজা উত্তোলনই নবীন ভারতের তরুণ শিক্ষার্থীর অরুণ অভিযান। শ্রীগীতা আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন—

"শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পর ধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥" —৩।৩৫।

স্বঅনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম হইতে বিগুণ স্বধর্ম শ্রেয়। স্বধর্ম্মে নিধন শ্রেয়; পরধর্ম্ম ভয়াবহ। এই ভয়াবহ পরধর্ম্মই আমাদিগের পল্লীর অস্থিমজ্জা জর্জ্জর করিয়া ফেলিতেছে। পল্লীর সমাজ, culture (সভ্যতা) এবং tradition (জাতীয়ধারা) এখন পরধর্ম্মাবলম্বী। "It is the cultural and social conquest of India which is the really important one insidious in its cause but permanent in its results. Alien culture threatens to obscure the soul of India, to swamp the Indian culture."—The commonweal (M. S. M.) অর্থাৎ :—ভারতের উপর সভ্যতা সম্বন্ধীয় এবং সামাজিক বিজয়ই প্রকৃত মূল্যবান; ইহার কারণ কপটতাময় কিন্তু ইহার ফলস্থায়ী। বৈদেশিক সভ্যতা ভারতের আত্মাকে অন্ধকারাবৃত করিতে, ভারতীয় সভ্যতাকে জলাভূমিমগ্ন করিতে ভয় প্রদর্শন করিতেছে। এই 'alien culture', বিজাতীয় শিক্ষা সভ্যতার মোহজাল টুটিয়া ভারতীয় শিক্ষা-দীক্ষার সঞ্জীবন মন্ত্র জনগণের কর্ণকুহরে নিনাদিত করিয়া তাহাদিগকে অনুপ্রাণিত করাই বর্তমান ভারতের প্রধান সমস্যা। শিক্ষালয়ের ছদ্মনামে প্রচারিত এই 'দাসালয়' 'গোলামখানা'গুলির তিরোধান সংসাধন করিয়াই জাতীয়ভাব, আদর্শ, কলা ও শিল্পধারা উদ্বোধিত নবীন শিক্ষালয়, বিশ্ববিদ্যালয় নির্ম্মাণ করিতে হইবে। যুগ যুগান্ত প্রবাহিত ভারতের শিক্ষা ভগীরথীকে আবার এই সমস্ত পুঞ্জীভূত ভস্মাবশিষ্ট সগরবংশ উদ্ধার কল্পে এই সব পল্লীর বুকের উপর দিয়া প্লাবন স্রোতে বহাইতে হইবে। সমস্ত বাধা বিঘ্ন ঐরাবতের ন্যায় ভাসিয়া যাইবে। হে গণপতিগণ, দাও, দাও প্রকৃত জনশিক্ষা, Mass education, পল্লীর এই জন সমূহকে। দাও দাও শিক্ষা দাও, ধর্ম্মশিক্ষা, অধ্যাত্ম শিক্ষা, ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দাও। "কেবল শিক্ষা, শিক্ষা, শিক্ষা। ইউরোপের বহুনগর পর্য্যটন করিয়া তাহাদের দরিদ্রদেরও সুখ

স্বচ্ছন্দ ও বিদ্যা দেখিয়া আমাদের গরীবদের কথা মনে পড়িয়া অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতাম। কেন এ পার্থক্য হইল? —শিক্ষা, জবাব পাইলাম। শিক্ষা বলে আত্মপ্রত্যয়, আত্মপ্রত্যয় বলে অন্তর্নিহিত ব্রহ্ম জাগিয়া উঠিতেছেন, আর আমাদের ক্রমেই তিনি সঙ্কুচিত হচ্ছেন। নিউইয়র্কে দেখিতাম Irish colonists (আইরীশ উপনিবেশবাসী) আসিতেছে—ইংরাজপদনিপীড়িত, বিগতশ্রী, হৃতসর্ব্বস্ব, মহাদরিদ্র, মহামূর্খ—সম্বল একটী লাঠি ও তার 'অগ্রবিলম্বিত' একটী ছেঁড়া কাপড়ের পুঁটলী। তার চলন সভয়। তার চাউনি সভয়। ছ'মাস পরে আর এক দৃশ্য—সে সোজা হ'য়ে চ'লছে, তার বেশভূষা ব'দলে গেছে, তার চাউনিতে তার চলনে আর সে ভয় ভয় ভাব নাই। কেন এমন হ'ল? আমার বেদান্ত বল্‌ছেন যে ঐ Irish man কে তাহার স্বদেশে চারিদিকে ঘৃণার মধ্যে রাখা হ'য়েছিল। সমস্ত প্রকৃতি এক বাক্যে ব'ল্‌ছিল, "Pat, তোর আর আশা নাই; তুই জন্মিছিস্ গোলাম, থাক্‌বি গোলাম—আজন্ম শুন্‌তে শুন্‌তে Patএর তাই বিশ্বাস হ'ল, নিজেকে Pat হিপ্‌নটাইজ ক'র্লে যে, সে অতি নীচ, তার ব্রহ্ম সঙ্কুচিত হ'য়ে গেল। আর আমেরিকায় নামিবা মাত্র চারিদিক থেকে ধ্বনি উঠিল, "Pat, তুইও মানুষ, আমরাও মানুষ, মানুষেইত সব ক'রেছে, তোর আমার মত মানুষ সব ক'রতে পারে, বুকে সাহস বাঁধ"—Pat ঘাড় তুল্‌লে, দেখ্‌লে ঠিক কথাইত, ভিতরের ব্রহ্ম জেগে উঠ্‌লেন, স্বয়ং প্রকৃতি যেন বল্লেন, "উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত" ইত্যাদি। এই প্রকার আমাদের বালকদের যে বিদ্যাশিক্ষা হচ্ছে তাও একান্ত অনস্তিভাব পূর্ণ (Negative)। স্কুল বালক কিছুই শিখে না, কেবল সব ভেঙ্গে চুরে যায়,—ফল শ্রদ্ধাহীনত্ব। যে শ্রদ্ধা বেদ বেদান্তের মূলমন্ত্র, যে শ্রদ্ধা নচিকেতাকে যমের মুখে যাইয়া প্রশ্ন করিতে সাহসী করিয়াছিল, যে শ্রদ্ধা বলে এই জগত চলিতেছে, সে 'শ্রদ্ধার' লোপ। অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানঃ

বিনশ্যতি—গীতা। তাই আমরা বিনাশের এত নিকট। এক্ষণে উপায়? —শিক্ষার প্রচার। প্রথম আত্মবিদ্যা—এই কথা বল্লেই যে জটাজুট, দণ্ড, কমণ্ডলু ও গিরিগুহা মনে আসে আমার মন্তব্য তা নয়। তবে কি? যে জ্ঞানে ভববন্ধন হইতে মুক্তি পর্য্যন্ত পাওয়া যায়, তাহাতে আর সামান্য বৈষয়িক উন্নতি হয় না? অবশ্যই হয়।"—বিবেকানন্দ পত্রাবলী, ১ম ভাগ, ৯৯—১০১ পৃষ্ঠা। এই অধ্যাত্মবিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা বলে বলীয়ান হইয়াই আমাদিগকে শ্রদ্ধা বিলোপকারী, ধর্ম্মহীন এই Godless system of education (ঈশ্বর বিহীন শিক্ষা প্রণালী)র বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে হইবে। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে এই সমস্ত অবিদ্যালয়ের কণ্ঠে উপকণ্ঠে প্রলয় বিষাণ বাজিতে বাজিতে হঠাৎ কোন্ যাদুকরের মোহনমন্ত্রে থামিয়া গেল? রুদ্রের তাণ্ডব-লীলায় এবারকার প্রলয় বিষাণ যাহাতে সমগ্র জাতির প্রাণে চৈতন্য সঞ্চার করিতে সক্ষম হয়, বিদ্যাভবনে যাহাতে প্রাণদ মুক্তির মহামন্ত্র প্রতিধ্বনিত করিয়া নব জাগরণ আনিয়া দেয়, তাহার জন্য কঠোর সংগ্রামে সমগ্র জাতিকে লিপ্ত করিতে হইবে। তথাকথিত শিক্ষিত জননায়কগণ পাশ্চাত্য শিক্ষার মায়া ডোর ছিন্ন করিতে পারেন নাই। তাই বুনো শ্মশানবাসী শিবের প্রলয় বিষাণেও তাঁহারা পাশ্চাত্যের অনুকরণে ধ্বংসলীলাই উৎকট করিয়া তুলিয়াছিলেন। যে সব বালকগণ রণোন্মাদে নাচিয়া উঠিয়াছিল তাহারা বিদেশী শিক্ষার মোহ মায়াকে হেয় জ্ঞানে তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে নাই। পাশ্চাত্যের ভোগবাদে বিতৃষ্ণ হইয়া এই ভোগ-মন্দিরের ধ্বংস সাধনে তাহারা চেষ্টিত হয় নাই। পাশ্চাত্য ভোগবাদের শিষ্য তাহারা এই ভোগায়তনগুলিকে ভোগের অন্তরায় মনে করিয়াই ইহাদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিল। তাহারা ভাবিয়াছিল এই লড়াইয়ে যদি তাহারা জিতিতে পারে তবে মহাভোগ

তাহাদের সম্মুখে সমুপস্থিত হইবে। কিন্তু যুদ্ধের আসরে নামিয়া যখন তাহারা দেখিল যে, ভোগের পরিবর্ত্তে চারিদিকে কেবল উপবাসের শীর্ণ কঙ্কাল ভ্রুকুটী করিতেছে, অত্যাচারের দাবানল তাহাদিগের জঠরানলকে দাবাইয়া দাউ দাউ জলিয়া উঠিতেছে, তখন তাহারা 'ভাড়াটে' বা ক্রীত সৈন্যের (mercenary soldiers) ন্যায় ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। বর্ত্তমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির উপর তাহাদের যে বৈরাগ্য আসিয়াছিল তাহা শ্মশান-বৈরাগ্য বা মর্কট-বৈরাগ্য। একটা দিব্য আদর্শে, মহাভাবের অনুপ্রেরণায় তাহারা যদি "মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন" মনে করিত, তবে এই জীবন আহবে দেশ ও ধর্ম্মের জন্য তুচ্ছ জীবন বলি দিত তবুও রণে ভঙ্গ দিয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিত না। উচ্চ আদর্শে এবং ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া মানুষ যখন জীবন উৎসর্গ করে, তখনই সে অজেয় অদম্য হয়, তখন তাহার শিরায় অমোঘ বীর্য্য খেলা করিয়া বেড়ায়, বক্ষে তাহার অটুট সাহস দুর্গ রচনা করে, ললাটে তাহার তেজঃপ্রভা ভাস্বর হইয়া উঠে। সে তখন অমিত তেজের বিদ্যুদ্দামে শত্রু বিমর্দ্দন করিতে সক্ষম হয়। যথার্থ পূর্ণ স্বরাজ যুদ্ধে যাঁহারা সেনাপতি সাজিয়াছেন বা সৈন্যদলভুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের অধিকাংশই সখের সেনা, বেতনভুক্, যাত্রীর দলের 'মামা শকুনির ন্যায় বিজয় কালে তাঁহারা অগ্রগণ্য কিন্তু বিপদকালে তাঁহাদের ছন্দাংশও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। পাশ্চাত্য, ভোগের জন্য, পরস্ব-শোষণ জন্যও অকাতরে জীবন বিসর্জ্জন দিতে অগ্রসর হয়; আর এই পাশ্চাত্যের শিষ্যেরা গুরুর দুর্ব্বলতাগুলিই অনুকরণ করিয়াছিল, কিন্তু গুরুর উৎসাহ, বীর্য্য, সাহস, পরিক্রম, নিপুণতা, কষ্টসহিষ্ণুতা প্রভৃতি সদ্‌গুণরাজির নকলও করেন নাই। তীব্র কশাঘাতে, ভীমপেষণে যে স্বরাজসৈন্যেরা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে তাহাদিগের দ্বারা যাত্রা থিয়েটারের রসরঙ্গ চলিতে পারে, দাবাব'ড়ে বা সতরঞ্চের যুদ্ধসজ্জা রচিত হইতে

পারে, অথবা বানরবৎ কামড়াকামড়ি করিয়া হিন্দু-মুসলমানে, শূদ্রে অশূদ্রে হিন্দুস্থানে পাকিস্তানে দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধান চলিতে পারে, কিন্তু তাহাদিগের দ্বারা প্রকৃত স্বদেশ উদ্ধার, যথার্থ পরিপূর্ণ স্বাধীনতা লাভ কখনও সম্ভব নহে। পাশ্চাত্যের 'চেলাগিরি' ছাড়িয়া সমগ্র জাতিটাকে এক দিব্য মহদাদর্শে যদি পরিপূরিত করা যায়, শিক্ষা দীক্ষার দ্বারা যদি তাহাদিগের ভিতর মনুষ্যত্বের পূর্ণপ্রভা বিকশিত করা যায় তবেই প্রকৃত স্বদেশ উদ্ধার সম্ভব। মুষ্টিমেয় লোককে 'স্বদেশী' করিলে হইবে না, নিখিল ভারতবাসীর অধিকাংশকেই 'স্বদেশী' 'স্বরাজী' করিতে হইবে। "হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্ব্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা—এইমাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষতা সহায়ে তুমি বীরভোগ্য স্বাধীনতা লাভ করিবে? হে ভারত, ভুলিও না—তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, ভুলিও না তোমার উপাস্য উমানাথ সর্ব্ব-ত্যাগী শঙ্কর, সাবিত্রী, দময়ন্তী; ভুলিও না তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন, ইন্দ্রিয় সুখের—নিজ ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে; ভুলিও না তুমি জন্ম হইতেই 'মায়ের' জন্য বলি প্রদত্ত; ভুলিও না তোমার সমাজ সে বিরাট্ মহামায়ার ছায়ামাত্র, ভুলিও না নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর, তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই, বল মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই; তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশু শয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্দ্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ, আর

বল দিনরাত, "হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও; মা আমার দুর্ব্বলতা কাপুরুষতা দূর কর; আমায় মানুষ কর।" স্বামী বিবেকানন্দের বিদ্যুৎগর্ভ এই ওজস্বী ভাষায় ভারতবাসীর প্রাণে প্রাণে, পল্লীবাসীর মর্ম্মে মর্ম্মে বিদ্যুৎপ্রবাহ সঞ্চিত করিয়া দিতে হইবে; তাহাদিগের ভগ্নহৃদয়ে আশার দীপকরাগ ঝঙ্কৃত করিতে হইবে। ভারতের ঘরে ঘরে এই শিক্ষার সঞ্জীবনী সুধা বিতরণ করিতে হইবে। ইহার জন্য জাতীয় শিক্ষাকে এইরূপ মহাভাবে, মহা আদর্শে মণ্ডিত করিতে হইবে। ভারতের শিক্ষা কি তাহা রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেও বলি :—

"হে ভারত, নৃপতিরে শিখায়েছ তুমি
ত্যজিতে মুকুট, দণ্ড, সিংহাসন, ভূমি,
ধরিতে দরিদ্র বেশ; শিখায়েছ বীরে
ধর্ম্মযুদ্ধে পদে পদে ক্ষমিতে অরিরে,
ভুলি জয় পরাজয় শর সংহরিতে।
কর্ম্মীরে শিখালে তুমি যোগযুক্ত চিতে
সর্ব্ব ফল স্পৃহা ব্রহ্মে দিতে উপহার,
গৃহীরে শিখালে গৃহ করিতে বিস্তার
প্রতিবেশী, আত্মবন্ধু, অতিথি, অনাথে;
ভোগেরে বেঁধেছ তুমি সংযমের সাথে,
নির্ম্মল বৈরাগ্যে দৈন্য ক'রেছ উজ্জ্বল,
সম্পদেরে পুণ্য কর্ম্মে ক'রেছ মঙ্গল,
শিখায়েছ স্বার্থ ত্যজি' সর্ব্ব দুঃখে সুখে
সংসার রাখিতে নিত্য ব্রহ্মের সম্মুখে।"

—চয়নিকা, ৩৩৩ পৃষ্ঠা।

এই শিক্ষা প্রচারের জন্য বেদ, উপনিষদ, দর্শন, মহাভারতাদির কথকতা, ভাগবতাদি পুরাণ ও কোর্‌আন শরিফাদি পাঠ ও ব্যাখ্যা,

রামায়ণ গান, গজল দোঁহা গান, পাঁচালী, গাজির গান প্রভৃতি বিশেষ উপকারী। রামায়ণ মহাভারতের "পুণ্য কাহিনী", "অমৃতের সমান" কথামৃতে ভারতবাসীর হৃদয় যাহাতে আবার সঞ্জীবিত হইয়া উঠে তাহার ব্যবস্থা পল্লীর অঙ্গনতলে আবার করিতে হইবে। ভারতের শিক্ষা প্রচার এই সকলের সাহায্যে এবং বিবিধ শিল্পকলার সাহায্যে হইত। অজান্তা, কেনারী, রাজগীর, তক্ষশিলা, এলিফ্যাণ্টার খোদিত মূর্ত্তি, ভাস্কর্য্য, গুহালিপি, শিলালিপি, চিত্রাদি (Fresco painting) এবং গান্ধার মাগধাদি শিল্প, চৈত্য, বিহার, মঠ, মন্দিরের ভিতর দিয়া যে জনশিক্ষা প্রচার করিত তাহা প্রকৃতই অপূর্ব্ব ছিল। বিক্রমপুরাদি অঞ্চলে এখনও প্রচলিত বিবাহ, শ্রাদ্ধ, উপনয়ন, পূজাপার্ব্বনাদি উপলক্ষে পণ্ডিতের শাস্ত্রচর্চ্চা ও শাস্ত্রযুদ্ধ এবং কবিদিগের 'তর্জ্জার লড়াই' জনশিক্ষার সুন্দর বাহন। শিক্ষা প্রচারের এই সব লুপ্ত পদ্ধতিগুলিকে যদি উদ্ধার করা যায় তবে অতি সহজে জনশিক্ষা প্রচলন করা যায়। ভারতের আর একটী বিশেষত্ব জনশিক্ষাকল্পে দেখা যায়। কোন একটি অবতার বা মহাপুরুষের জন্মগ্রহণের পরে একটী প্রবল ধর্ম্মতরঙ্গের অভ্যুত্থান এবং সঙ্গে সঙ্গে অজস্র ধর্ম্মগ্রন্থের প্রচার। বৌদ্ধযুগে এইরূপ হইয়াছিল। শঙ্করযুগেও এইরূপ হইয়াছিল। গৌরাঙ্গযুগেও তদ্রূপ হইয়াছিল। রামকৃষ্ণযুগেও এইরূপ দেখিতে পাইতেছি। গৌরাঙ্গের সময়ে নদীয়ার ঘরে ঘরে বড় বড় পণ্ডিত বিরাজ করিতেন। গৌরাঙ্গদেবের ভক্ত এবং অনুচরবর্গেরা অধিকাংশই বেশ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহারা একদিকে যেমন ধর্ম্মপরায়ণ ভক্ত ছিলেন অন্যদিকে তদ্রূপ লোকশিক্ষার নায়ক্ও ছিলেন। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদিগের শিক্ষার ফলে বর্ম্মায় শিক্ষিতের সংখ্যা এখনও ভারতের অন্যান্য স্থানের তিনগুণ। ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠানভূমি করিয়া শিল্প ও কলার সাহায্যে যে বিরাট্ জনশিক্ষা দান তাহা ভারতের নিজস্ব সম্পত্তি।

ইহা তাহাদিগের নিরক্ষরতা খুব বেশী না ঘুচাইলেও তাহাদিগকে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়াছে। আমাদের দেশের সাধারণ লোকের মধ্যে এবং সাধুসন্ন্যাসী, গ্রাম্যকবি, ছড়াদার, কীর্ত্তনীয়া, ফকির, দরবেশ প্রভৃতির মধ্যে এরূপ বহু ব্যক্তিকে পাওয়া যায় যাঁহারা নিরক্ষর বা তত ভাষাবিদ্ নহেন, অথচ খুব শাস্ত্রজ্ঞ, পণ্ডিত এবং highly cultured বা কৃতিবান্; আর আমাদের বি. এ. এম. এ. গুলির জাতীয় ধর্ম্ম, সাহিত্য, art (কলা) এবং culture (কৃতি) সম্বন্ধে মূর্খতা দেখিলে বলিতে হয়—ইহারা কি শিক্ষিত? আকবর, শিবাজী, অহল্যাবাই, রামকৃষ্ণপরমহংসদেব, কবীর, প্রভৃতি মূর্খ নিরক্ষর ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; কিন্তু তাঁহাদের ন্যায় জ্ঞানী ও পণ্ডিত কয়জন আছেন? হ্যাভেল সাহেব তাঁহার 'Ideals of Indian Art'এ লিখিয়াছেন, "That the Hindu Art was successful in its educational purpose may be inferred from the fact, known to all who have intimate acquaintance with Indian life that the Indian peasantry though illiterate in the western sense, are among the most cultured of their class any where in the world." অর্থাৎ:—ভারতীয় কলাবিদ্যা যে শিক্ষা সম্বন্ধীয় উদ্দেশ্যে কৃতকার্য্য হইয়াছিল তাহা ভারতীয় জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় সম্পন্ন সকলেরই জ্ঞাত; এই ব্যাপার হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে পাশ্চাত্য অর্থে যদিও ভারতীয় কৃষকেরা নিরক্ষর তথাপি জগতের যে কোন স্থানে তাহাদিগের সমশ্রেণীর মধ্যে যাহারা সর্ব্বাপেক্ষা সভ্য তাহাদিগের মধ্যে তাহারা। দৈনিক 'বেঙ্গলী' বলিতেছেন—"It does not mean, however, that literacy was tabooed. On the contrary with the springing up of popular movements of religious or social protest

literacy always became a vital factor in the education of the masses. The Vaisnavic movement in Bengal gave a vigorous stimulant to literacy among the masses of the province and not only men but women of the ascetic order among the Vaisnavas were trained as teachers of the women folk......and in the early years of the nineteenth century were an educational asset."—The Bengalee, May 16, 1925. অর্থাৎ:—ইহার মানে এ নয় যে, সকলে বর্ণজ্ঞান বিবর্জ্জিত ছিল। তদ্বিপরীতে ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বা সামাজিক প্রতিবাদে জনসাধারণের আন্দোলনের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে জনগণের শিক্ষাকল্পে বর্ণজ্ঞান শিক্ষা একটা প্রধান অঙ্গ হইত। বাঙ্গলার বৈষ্ণব আন্দোলন ঐ প্রদেশের জনগণের মধ্যে বর্ণজ্ঞানকে এক শক্তিশালী উদ্দীপনা দান করে এবং কেবল পুরুষেরা নহে বৈষ্ণবদিগের মধ্যে তপস্বী সম্প্রদায়ে স্ত্রীলোকেরা পর্য্যন্ত স্ত্রীজাতীর শিক্ষয়িত্রীরূপে শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেন...... ...এবং তাঁহারা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে শিক্ষা সম্বন্ধে এক সম্পত্তি বিশেষ ছিলেন।

এই বৈষ্ণব Renaissance বা নব অভ্যুদয়যুগে শিক্ষা প্রচারকল্পে অদ্বৈতপত্নী শ্রীসীতা দেবী, নিত্যানন্দপত্নী শ্রীজাহ্নবা দেবী, শিখী মাইতীর ভগিনী মাধবী দাসী, শ্রীনিবাস আচার্য্য কন্যা শ্রীহেমলতা ঠাকুরাণী, পদ্মপুরাণকার দ্বিজবংশীদাসের কন্যা বাঙ্গলা রামায়ণের গ্রন্থকর্ত্রী চন্দ্রাবতী প্রমুখ মহানারীবৃন্দের ক্রিয়াকলাপ বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। শ্রীমতী জাহ্নবা দেবী নিত্যানন্দ প্রভুর তিরোভাবের পরে সমগ্র গৌড়ীয় বৈষ্ণবমণ্ডলীর অধিনায়িকা ছিলেন। অস্পৃশ্য জাতি আবেয়া তামিল ভাষার একজন শ্রেষ্ঠ কবি ও উপদেষ্টা ছিলেন।—

পৃথ্বীরাজকাব্য, ২৭২ পৃষ্ঠা। এক এক সময়ে নবভাবের প্রেরণা, নবীন আন্দোলনের প্রবাহ যখন ভারতের বুকের উপর আসিয়া পড়িয়াছে তখন তাহাতে মহীয়সী ভারত ললনার অর্ঘ্য দানও মিশ্রিত হইয়াছে। ভারতের ধর্ম্মকর্ম্ম, শিক্ষাদীক্ষা, শিল্পকলা প্রচারে ঋষিযুগ হইতেই ভারতনারীরা সহায়তা করিয়া আসিয়াছেন। ঋগ্বেদের ৫ম মণ্ডলে ৪৩ সূক্তের ১৫ ঋকে এবং আরও অন্যান্য নানা ঋকে (১।১৩১।৩, ১।১৫৭।৩, ১।১১৫।২, ১০।৮৬।১০, ১০।১০৯।৫ ইত্যাদিতে এবং কৃষ্ণ যজুর্বেদ, ৫ম প্রপাটক, ৩, ৫, ৬ ও শুক্লযজুর্বেদ ২-২১-৩৩ ইত্যাদিতে) যে স্ত্রীপুরুষে একত্রে যজ্ঞ সম্পাদনের উল্লেখ আছে তাহা অন্যত্রও সম্পাদিত হইয়াছে। বৈদিক স্ত্রীগণ যজ্ঞে পুরোহিতের কার্যও করিতেন। "স্ত্রীহি ব্রহ্মা বভুবিথ"—ঋগ্বেদ, ৮।৩৪।১৯। সায়ণাচার্যভাষ্যে ব্রহ্মা অর্থে "ঋত্বিক্" বলিয়াছেন। ঋগ্বেদ আরও বলিতেছেন—"সংহোত্রং স্ম পুরা নারী সমনং বাব গচ্ছতি। বেধা-ঋতস্য……", ঋগ্বেদ, ১০।৮৬।১০ অর্থাৎ—পুরাকাল হইতেই স্ত্রী যজ্ঞে ও উৎসবে যাতায়াত করিতেছেন। ধর্মকর্মের তিনিই পালনকর্ত্রী……। বেদে এই যাজক যুগলের নাম "দম্পতী" (ঋগ্বেদ ; ৫।৩।২ ; ৮।৩১।৫ ; ১০।১০।৫ ; ১০।৬৮।২ ; ১০।৮৫।৩২ ; ১০।৯৫।১২ ইত্যাদি, অথর্ববেদ, ৬।১২৩।৩ ; ১২।৩।১৪। ১৪।২।৯ ইত্যাদি।) শতপথ ব্রাহ্মণ যে স্ত্রীর যজ্ঞে অধিকার আছে তাঁহাকে "পত্নী" বলিয়াছেন, (১, ৯, ১৪)। পাণিনিও, যে স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া যজ্ঞ করা যায় তাঁহাকে "পত্নী" বলিয়াছেন (৪।১।৩৩)। তৈত্তিরীয় আরণ্যকোপনিষদ্ পত্নীকে দিয়া বেদ মন্ত্র পাঠ করাইতেছেন ("অনুবাকং……পত্নীং বাচয়তি"—তৈঃ আঃ ৪।৭।৫ এবং পত্নীকে আহবনীয় হোমে উপস্থিত থাকিতে বলিতেছেন (ঐ, ৪।১১।২) এবং স্তোত্রের বা সামমন্ত্রের "নিধনভাগ" বা ধুয়া উচ্চারণ করাইতেছেন— "পত্নী সহিতানাং সর্বেষাং প্রস্তোতৃনিধান ভাগোচ্চারণং বিধত্তে।"—

তৈত্তিরীয় আরণ্যাকোপরিষদ, ৪।১১।৪। আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্র বলেন—"ইদং মন্ত্রং পত্নী পঠেৎ........বেদং পত্নৈ প্রদায় বাচয়েৎ"—১।১১। অর্থাৎ—পত্নীর হাতে বেদ দিয়া তাঁহাকে দিয়া এই মন্ত্র বলাইবেন এবং পত্নী এই মন্ত্র পাঠ করিবেন। আপস্তম্ব (৮, ১০, ১১, ১২, ১৩ প্রভৃতি অধ্যায়), কাত্যায়ন (১, ৭) গোভিল (১, ৪, ১৭) খাদির (১, ৪, ১৭) গৃহ্যসূত্রও ইহা সমর্থন করেন। পূর্ব মীমাংসা দর্শনও স্ত্রীর যজ্ঞাধিকার সমর্থন করিয়াছেন (৬।১।৬-৮ ; ৬।১।১৬-১৭ ; ৬।১।২৩)। শাস্ত্র আরও বলেন—"পুরাকালে কুমারীণাং মৌঞ্জীবন্ধনমিষ্যতে। অধ্যাপনঞ্চ বেদানাং সাবিত্রী বচনং তথা।" অর্থাৎ—পুরাকালে কুমারীদিগের যজ্ঞসূত্র থাকিত এবং তাঁহারা বেদ অধ্যাপনা করিতেন এবং "সাবিত্রী বচন" বা গায়ত্রী মন্ত্রও উচ্চারণ করিতেন। পরাশর স্মৃতির মধ্ব ভাষ্যে (বোম্বে সংস্কৃত গ্রন্থমালা, ১ম অ, ২য় পরি, ৮২ পৃঃ) ধৃত হারীত সংহিতার এক বচনেও নারীদিগের উপনয়নের কথা পাওয়া যায়—"দুই শ্রেণীর মহিলা।" প্রথম 'ব্রহ্মবাদিনী'—তিনি উপবীত ধারণ, অগ্নিহোত্র, ব্রহ্মচর্য, স্বগৃহে ভিক্ষা ইত্যাদি করেন ; দ্বিতীয় 'সদ্যোবধূ'—বিবাহের পূর্বে কোনও রকমে তাঁহার উপনয়ন সারিয়া লওয়া হয়। বৈদিক মহিলাগণ মধ্যে অনেকে ঋষি হইয়া ব্রহ্মবিদ্যা প্রচার করিয়া গিয়াছেন। অসঙ্গএর ভার্য্যা অঙ্গিরার কন্যা শশ্বতী ঋগ্বেদের ৮ম মণ্ডল, ১ সূক্তের ৩৪ ঋকের ঋষি। রাজা ভাবয়ব্যের স্ত্রী লোমশা ঋষি ছিলেন।—ঋগ্বেদ, ১ম মণ্ডল, ১২৬ সূক্ত। অগস্ত্য-পত্নী লোপামুদ্রাও ১ম মণ্ডল, ১৭৯ সূক্তের ঋষি। ইন্দ্রজননী অদিতিও ঋগ্বেদের ৪ মণ্ডলের ১৮ সূক্তের ঋষি। অত্রিগোত্রজা বিশ্ববারা ঋগ্বেদের ৫ম মণ্ডলের ২৮ সূক্তের ঋষি। ঘোষানাম্নী নারী ঋষি ১০ম মণ্ডলের ৩৯ ও ৪০ সূক্তের রচয়িত্রী। নারী ঋষি সূর্য্যা ১০ম মণ্ডলের ৮৫ সূক্তের রচয়িত্রী। বিখ্যাত দেবীসূক্ত রচয়িত্রী বাগাংভৃণী দেবী

ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ১২৫ সূক্তের ঋষি। বৃহদারণ্যকোপনিষদে যাজ্ঞ্যবল্ক স্বীয় পত্নী মৈত্রেয়ীকেই ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিতেছেন—বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৪।৫।১-১৫ এবং উহাতেই জনকের সভায় ব্রহ্মবাদিনী গার্গীর সহিত যাজ্ঞ্যবল্ক ব্রহ্মতত্ত্ব বিচার করিতেছেন। মহর্ষি অত্রীর পত্নী "পরমতপঃশালিনী", "দৃঢ়ব্রতা", "ধর্ম্মজ্ঞা", "সর্ব্বভূতের নমস্কারার্হা", "মহাভাগা" অনসূয়া "ঋষিগণের সমুদায় তপোবিঘ্ন একেবারেই নিবৃত্ত" করিয়া এবং 'দেবগণের কার্য্যসাধন' করিয়া 'সকল লোকেরই আদরণীয়া' ছিলেন। —বাল্মীকি রামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, ১১৭ সর্গ। শ্রীমদ্ভাগবতে কপিলদেব স্বীয় জননী দেবহূতীকে সাংখ্যধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ দেন। মহাভারতে সন্ন্যাসিনী স্থলভা (ভিক্ষুনী)র নিকট জনককেও ব্রহ্মবিদ্যায় পরাস্ত হইতে হয়। বৌদ্ধযুগেও আমরা দেখিতে পাই যে বৌদ্ধ ভিক্ষুণীগণ দেশে দেশে সুগতকথা, ধম্মপদাদি কীর্ত্তন দ্বারা শিক্ষা প্রচার করেন। থেরীগাথায় ৭১ জন ভিক্ষুণীকে আমরা ধর্ম্মপ্রচারিকারূপে পাই। গৌতম বুদ্ধদেবের বিমাতা ও মাসীমা পাটরাণী মহাপ্রজাপতি গৌতমী, ঐ সহধর্মিনী যশোধরা গোপা থেরী, ভিক্ষুণী বা সন্ন্যাসিনী হইয়াছিলেন। থেরী পটচারা, শ্রেষ্ঠী দুহিতা থেরী উৎপল বর্ণা, থেরী অম্বপালী, কামারের মেয়ে 'শুভা' প্রভৃতি বহু নারী সন্ন্যাসিনী হইয়াছিলেন। আর্য্য বৌদ্ধ ভিক্ষু 'ধম্মদিন্না' উপনিষদের মৈত্রেয়ী। মগধরাজ বিম্বিসার মহিষী 'খেমা' ভিক্ষুণী, বিম্বিসার পুরোহিত কন্যা 'সোমা' ভিক্ষুণী প্রভৃতির ন্যায় ৭১ জন থেরী বা ভিক্ষুণীর বিবরণ আমরা থেরী গাথায় পাই। এই ৭১ জন সন্ন্যাসিনীর মধ্যে যে ৫৩ জনের পূর্ব জাতি বৃত্তান্ত জানা যায় তাঁহাদের মধ্যে ১৭ জন সন্ন্যাসিনী ব্রাহ্মণী ছিলেন।

পঞ্চাশ ষাট বৎসর পূর্ব্বেও বাঙ্গলার পল্লীর কণ্ঠে কণ্ঠে মধ্যাহ্নকালের পর মহিলা সমিতিতে রামায়ণ মহাভারতের ধর্ম্মশিক্ষা মহিলাগণ কর্ত্তৃকই বিতরিত হইত। রাজপুতনার দুর্গম গিরিদুর্গে, পর্ব্বত সানুতে যে

অনুপম বীরত্ব মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল তাহাতে নারীর হস্তলিপি, তুলিকা-লিখন যথেষ্টই ছিল। সর্ব্বপ্রকার শিক্ষা প্রচারে নারীর মহোচ্চ আসন যতদিন বরণীয় ছিল ততদিন ভারতের শিক্ষামন্দাকিনী কল প্রবাহেই ভারতের বিপুল বক্ষদেশ বিধৌত করিত। নারী ও শূদ্রকে যেদিন বিমল উদার ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে সেইদিন হইতেই ভারতের অধঃপতন স্থরু হইয়াছে। পল্লী নারীকে আবার সেই ব্রহ্ম-বিদ্যায় বিদূষী করিয়া বিদ্যা প্রচারে নিযুক্ত না করিলে ভারতের শিক্ষা-সমস্যা এবং উদ্ধারণ যজ্ঞ উদ্‌যাপিত হইবে না। মাতৃস্নেহের স্তন্যধারায় সিক্ত না হইলে শিক্ষাবীজ অঙ্কুরিত হইবে না। পল্লীবোধনে তাই নারীবোধনেরও প্রয়োজন আসিয়াছে। ফল্গুনদীর ন্যায় যে স্নেহধারা সন্তানের শিক্ষাদীক্ষাকে এখনও রসসিক্ত করিতেছে তাহাকেই শিক্ষালোকে পরিস্ফুট করিয়া, দীক্ষাসমীরণে ওজস্বী করিয়া জীবন রসায়ণ অমৃতে পরিণত করিতে হইবে। নিখিলনারী জগতসভায় তাঁহাদিগের প্রাপ্য মর্য্যাদা অর্জ্জন করিতেছেন ; আর ভারত নারীই কেবল "স্ত্রীশূদ্র" পর্য্যায় ভুক্ত থাকিবেন ? ভারতের শিক্ষামন্দিরে যেদিন অশ্বালায়ন, আপস্তম্বাদি শ্রৌতসূত্র ও তাঁহাদের পরে রচিত মনুসংহিতাদি সংহিতার সময় হইতে "স্ত্রী শূদ্র দ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতি গোচরা।" শ্রীমদ্ভাগবতম্, ১।৪।২৫, অর্থাৎঃ—স্ত্রীশূদ্র এবং পতিত দ্বিজ ইহাদের কর্ণেও বেদ যাইবে না—এই পাপ ঢুকিয়াছে, সেইদিন হইতেই ভারতের শিক্ষা দূষিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। এই শিক্ষামন্দিরকে আবার পূত ও পবিত্র করিতে হইলে জনসাধারণকে, স্ত্রীশূদ্র সকলকেই বেদবিদ্যায়, ব্রহ্মবিদ্যায় পূর্ণ অধিকার দিতে হইবে। ভারতের নারীদিগকে ব্রহ্ম-বিদ্যায়, ধর্ম্মশিক্ষায় অনুপ্রাণিত করিতে পারিলে জনশিক্ষা যত সহজ এবং সুসাধ্য হইবে সেরূপ আর কিছুতেই হইবে না। সন্তানের শিক্ষা ও চরিত্র গঠনে মা, মাসী, পিসী, দিদি, খুড়ীমা, জ্যেঠীমা, দিদিমা,

ঠাকুরমা প্রভৃতির প্রভাব যে খুবই প্রবল তাহা কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সেই প্রভাবকে প্রদীপ্ত জ্ঞানালোকে প্রভান্বিত করাই বর্ত্তমান জনশিক্ষা সমাধানের একটি প্রধান উপায়। শিক্ষা প্রচারের এই সহজ, সুলভ এবং মহাকায় বাহনকে গতিশীল এবং জীবনভারে চঞ্চল করার বিশেষ প্রয়োজন আসিয়াছে।

ভারতের ধর্ম্ম, বিদ্যা, শিল্প, কলা কেবলমাত্র পুঁথিগত বা কেতাবী বিদ্যার উপর নির্ভর করিয়া প্রচারিত হয় নাই। ভারতের 'Art'এর প্রাণধারা আধ্যাত্মিকতার পীযূষধারায় নিষিক্ত। উপনিষদ্ যাহাকে "রসো বৈসঃ" "সত্যম্ শিবন্ সুন্দরম্" বলিয়াছেন, সেই রসরাজ পরম-সুন্দর, সত্যস্বরূপ, মঙ্গলময়কে, অরূপ, অব্যক্ত "অবাঙ্মনসোগোচরম্"এর অলোক লোক হইতে, ধরা ছোঁয়ার, এই রূপরসগন্ধমাধুর্য্যের ভুবনে, ছন্দবন্দনে, তুলিকালিখনে, সঙ্গীত কম্পনে, স্থাপত্যভাস্কর্য্যে, যাগযজ্ঞব্রত কার্য্যে, শব্দের ব্যঞ্জনায়, ভাষার ঝঙ্কারে, ভাবের মূর্চ্ছনায়, রেখারঙের আলিম্পনে, অর্ঘ্যপূজাঞ্জলি নিবেদনে, মূর্ত্ত, শরীরী, বিগ্রহবান্ করাই 'আর্টের' চিরন্তন সার্থকতা। কার্লাইল ইহাকেই "Disimprisoned soul of facts" (ঘটনাবলীর কারামুক্ত আত্মা) বলিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন, "Genuine 'Art' in all times is a higher synonym for God Almighty's facts—which come to us direct from heaven but in so abstruse a condition, and can not be read at all, till the better intellect interpret them. That is the real function of our Aristos and of his divine gift." অর্থাৎ :—প্রকৃত কলাবিদ্যা সর্ব্বসময়েই সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের কার্য্যের এক উচ্চতর 'প্রতিশব্দ'; ইহা বরাবর স্বর্গ হইতে আমাদিগের সমীপে আসে; কিন্তু ইহা এরূপ গূঢ়ভাবে আসে যে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না উত্তমতর বুদ্ধি তাহাদিগকে

বুঝাইয়া দেয়, ততক্ষণ তাহা আদৌ পাঠ করা অর্থাৎ ধরা যায় না। ইহাই আমাদিগের কলা দেবতার এবং তাঁহার স্বর্গীয় দানের প্রকৃত কার্য্য। ইটালীর বিখ্যাত Artist Benedetto Croce বলিয়াছেন—"Art is vision or intuition" এই যে অন্তর্দৃষ্টি, এই যে 'বোধি', এই যে ঋষিত্ব, এই যে প্রত্যক্ষ অনুভূতি—ইহার জন্য ভারতে কখনও একমাত্র গ্রন্থ বা কেতাবের সঙ্গে পরিচয়ের প্রয়োজন হয় নাই। আত্মসাক্ষাৎকার, সর্ব্বভূতে ব্রহ্মদর্শন, "যত্র জীব তত্র শিব" "যাঁহা নেত্র স্ফুরে তাঁহা কৃষ্ণ হেরে"—ইহা ভারতেরই শ্রেষ্ঠ অবদান। এই অবদান শ্রুতিস্মৃতি দর্শনপুরাণে যেমন ফুটিয়াছে অন্যভাবে কলা শিল্পাদিতেও তেমনি ফুটিয়াছে। তাই দেখিতে পাই নির্ব্বাণ, সমাধি, সিদ্ধি, ধ্যানানন্দ, বুদ্ধত্ব প্রভৃতি লক্ষ লক্ষ ব্রহ্মা বিষ্ণুর শিবের, চণ্ডী কালী দুর্গার, অর্হৎ বোধিসত্ব প্রজ্ঞাপারমিতা মঞ্জুশ্রী অবলোকিতেশ্বরের প্রস্তর, ধাতু, মৃন্ময়ী ও চিত্রময়ী মূর্ত্তির ভিতর দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাই দেখি প্রলয়ের তাণ্ডবলীলা নটরাজের নাট্য-নৃত্যে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছে। তাই দেখি ধনে জ্ঞানে, শৌর্য্য, সিদ্ধিতে সর্ব্বশক্তির সমন্বয়ে মহাশক্তি-ধারিণী দুর্গতিহারিণী দুর্গার আবির্ভাব। তাই দেখি নিখিলের প্রেমলীলায় রসরাজ মদনমোহনকে সম্বোধন করিয়া ভক্ত প্রেমিক বলিতেছেন :

"তুম ভয়ে তরুবর, মৈ ভঙ্গ পংখিয়া।
তুম ভয়ে সরবর, মৈঁ ভঙ্গ মছীয়াঁ॥
তুম ভয়ে গিরিবর, মৈঁ ভঙ্গ চারা।
তুম ভয়ে চংদা, মৈঁ ভয়ে চকোরা॥
তুম ভয়ে মোতী, হম ভয়ে তাগা।
তুম ভয়ে সোনা, মৈঁ ভয়ে সুহাগা॥
বাঈ মীরাকে প্রভু, ব্রজকে বাসী।
তু মেরে ঠাকোর, মৈঁ তেরী দাসী॥"

তুমি তরুবর, আমি পাখী ; তুমি সরোবর, আমি মাছ ; তুমি গিরিবর, আমি গাছ ; তুমি চাঁদ, আমি চকোর ; তুমি মতি (মুক্তা), আমি 'তাগা' ; তুমি সোনা, আমি সোহাগা ; হে ব্রজবাসী তুমি মীরাবাইয়ের প্রভু ; তুই আমার ঠাকুর, আমি তোর দাসী। চামার রবিদাস বা রুইদাসও ভক্তিপ্রেমে গাহিয়াছেন :—

"তু মন তোরহু তউ হম নহী তোরহি।
তুম সিউ তোরি কান সিউ জোরহি ॥
জউ তুম গিরিবর তউ হম মোরা।
জউ তুম চন্দ তউ হম ভয়ে হৈ চকোরা ॥
জউ তম দীবরা তউ হম বাতী।
জউ তুম তীরথ তউ হম জাতী ॥
সাচী প্রীতি হম তুম পিউ জোরী।
তুম সিউ জোরি অবর সংগি তোরী ॥
জহ জহ জাউ তহা তেরী সেবা।
তুম সো ঠাকুর অউরু ন দেবা ॥
তুমরে ভজন কটহি জম ফাঁসা।
ভগতি হেত গাবৈ রবিদাসা ॥"—গ্রন্থসাহিব।

তুমি যদি আমাকে না ছাড়, তবে আমি কেমনে তোমায় ছাড়ি ? তোমাকে ছাড়িলে কাহার সঙ্গে হইব যুক্ত ? যদি তুমি গিরিবর তবে আমি ময়ুর। যদি তুমি চন্দ্র, তবে আমি হইলাম চকোর। যদি তুমি দীপশিখা, তবে আমি বাতি। যদি তুমি তীর্থ, তবে আমি যাত্রী। সত্য প্রীতি আমি তোমাতেই করিয়াছি যুক্ত। তোমাতে যুক্ত হওয়ায় আমার অপর সব বাঁধন হইয়াছে ছিন্ন। যেখানেই যাই তোমারই সেবা। তোমার মত প্রভু, তোমার মত দেবতা আর আছে কে ? তোমার ভজনেই কাটে যম পাশ ; ভক্তিপ্রেমের গান গায় রবিদাস।

তাই দেখি এই সঙ্গীত ভারতের প্রতি কার্য্যে, প্রতি অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানে উচ্ছলিত, মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। 'Art' চিরদিনই এই সঙ্গত সঙ্গীতে 'সঙ্গত' হইবার জন্য লালায়িত। পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ Artist Walter Paterও এই কথা বলিয়াছেন—"All art constantly aspires towards the condition of music." অর্থাৎ—সমস্ত কলাবিদ্যাই সর্ব্বদা সঙ্গীতের ভাবে যাইতে আকাঙ্ক্ষা করে। এই সঙ্গীতের ভঙ্গিম কলা, এই ভাবরাগরস-মাধুর্য্যের লীলা এক সময়ে পল্লীর ঘরে ঘরে অনুরণিত, গুঞ্জরিত হইত। কে তাহার কমকণ্ঠে, কিন্নর স্বরে, আর্ত্তের হাহাকার, বেদনার দাবদাহন আনিয়া দিল? আর্য হিন্দুর "বার মাসে তের পার্ব্বনে" পল্লী যে আনন্দনিকেতন, আনন্দকানন রচনা করিত কোন্ নির্ম্মম নিষ্ঠুর হস্ত তাহা বিধ্বস্ত করিয়া দিল? আর্য হিন্দুর বিবাহে, গর্ভাধানে, পুংসবনে, সীমন্তোন্নয়নে, জাতকর্ম্মে, নামকরণে, অন্নপ্রাশনে, চূড়াকরণে, উপনয়নে, সমাবর্ত্তনে যে উৎসব আনন্দের কলধ্বনি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত, কোন্ দানবের কুলিশ প্রহারে আজ তাহা অশ্রুসিক্ত, বেদনাতুর হইয়া উঠিয়াছে? মন্দিরে মন্দিরে, মঠে মঠে, দেবায়তনে, বিহারে, আর্য হিন্দুর গৃহে গৃহে ওই যে আরতি কীর্ত্তনরোলে শঙ্খ ঘণ্টা ঝাঁঝর মৃদঙ্গ করতাল বোলে ভুবনমঙ্গল হরিনাম উচ্চারিত হইত, তাহা যে আজ মৃত্যুর ক্ষীণকণ্ঠে রুদ্ধ, চিররোগীর মর্ম্মন্তুদ আর্ত্তনাদে নিমজ্জিত। রামায়ণ, চৈতন্যমঙ্গল, মনসার ভাসানগান, মঙ্গলচণ্ডীর গীত, গাজির গান, সত্যনারায়ণ সত্যপীরের পাঁচালী, ব্রতকথা শুনিয়া নিশি জাগরণ করিয়া বাঙ্গলার পল্লী আর মিলনের আনন্দে, বিরহের বেদনায় অশ্রুমোচন করে না। চৈতন্য ভাগবতের (আদি, ২য় অ, ৬২ শ্লোক) নবদ্বীপের পূর্বাবস্থা "রমা দৃষ্টিপাতে সর্ব্বলোক সুখে বসে।"—আজ যবনিকার অন্তরালে লুপ্ত। চৈতন্যমঙ্গল কীর্ত্তনে, হরিনাম পদাবলী

গানে গোপীপাল গীতে বা ময়নামতীর গানে পল্লী যে সুখের স্বপ্ন দেখিত তাহা কোন্ মায়াবিনী রাক্ষসী ভাঙ্গিয়া ফেলিল? হায় পল্লী, তুমি সে সুখস্বপ্ন হইতেও বঞ্চিত!

"বড় পুণ্যের লাগি দিল দীঘি আর জাঙ্গাল।
সোনারূপায় গড়াগড়ি না ছিল কাঙ্গাল॥
হিরামণ মাণিক্য লোকে তলিতে শুখাইত।
কাহার পুষ্কর্ণীর জল কেহ না খাইত॥
কাহার বাটীতে কেহ উদার না চাইত।
সোনার ঢেপুয়া লৈয়া বাল্লকে খেলাইত॥
হাড়াইলে ঢেপুয়া পুনি না চাহিত য়ার।
এমতে গোয়াইল লোকে হরিষ অপার॥
মেহার কুল বেড়ি ছিল মুলি বাশের বেড়া।
গৃহস্তের পরিদান সোনার পাছরা॥
গরীবে চড়িয়া ফিরে খাসা তাজি ঘোড়া।
ফকিরের গাহে দিত খাসা কাপড় জোড়া॥
তোমার বাপের কালেরা সব ছিল ধনী।
সোনার কলসী ভরি লোকে খাইত পানী॥
রূপার কলসী করি বিধবাএ জল খাইত।
কেবা রাজা কেবা প্রজা চিনন না যাইত॥
মুজুরী করিতে যাএ আরঙ্গি ছত্র মাথে।
বসিতে লইয়া যাএ সোনার পীড়িতে॥"

—ময়নামতীর গান (ভবানী দাসের), ৪ পৃষ্ঠা।

এই সুন্দর প্রতিচ্ছবি কি কেবল পরিকল্পনার প্রচ্ছদপট? কবি কল্পনায় অতিরঞ্জিত হইলেও ইহার মধ্যে তদানীন্তন কালের যে সুখময় ছবি প্রতিফলিত হয়, কোন্ বর্ব্বর কলঙ্ক কালিমায় তাহা লিপ্ত করিয়া

ফেলিল? এই সমস্ত folk songsএর ভিতর দিয়া যে 'art' প্রচলিত হইত তাহা একান্ত ভারতেরই। পল্লীতে পল্লীতে অসংখ্য ballads এবং popular songs (কীর্ত্তন, গান) এখনও এই ভাবপ্রচারে বিরত হয় নাই। পল্লীমায়ের অঙ্গনতলে আলিম্পন দাগে, চিত্রে বিচিত্র কুম্ভ, আসন, বরণডালার রূপ রাগে, রসনচৌকী ঢোল সানাই নহবতের বাদ্য-ধূমে, নরনারীর গীতিমুখর হুলুধ্বনি, "কৃষ্ণানন্দে হরি হরি বোল", "নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরিধ্বনি", "হর হর বম্ বম্ মহাদেব" রবের পিছনে পিছনে যে শিল্পকলা, ভাব, বিদ্যা, রস, আনন্দ, বিচ্ছুরিত, বিকশিত, বিকম্পিত, বিগলিত হইত পল্লীমঙ্গল কল্পনায়, আজ তাহাদের মর্ম্মবারতা ঘরে ঘরে দান করিবার প্রয়োজন হইয়াছে। ভারতের জনশিক্ষা এই ধর্ম্ম্যকর্ম্ম, যাগযজ্ঞ, ব্রতনিয়ম, পূজাপার্ব্বন, শিল্পকলার প্রবাহ ধরিয়া চলিলে তাহার জীবনধারার সহিত তাহা সঙ্গীতের ন্যায় সঙ্গত হইবে। এই লুপ্ত বা সুপ্ত artকে আবার যদি ভারতে revive বা পুনর্জীবিত করা যায় তবে জনশিক্ষা সহজসাধ্য হইবে। এই কলাবিদ্যাকে পুনর্জীবিত করিতে হইলে বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীর আমূল পরিবর্ত্তন করার প্রয়োজন। রাজকীয় বা অরসিক সরকারী হুকুমের স্বার্থময় পাথরচাপে কলা কলিত বা অঙ্কুরিত হয় না এবং হইবেও না। তাহার স্বাধীনতার আবহাওয়া চাইই; সঙ্গে সঙ্গে কেবল ইহার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করাই শিল্পীর কর্ত্তব্য। এই স্বাধীন কলাবিদ্যার ভিতর দিয়াই ভারতের ধর্ম্ম, বিদ্যা, সাধনা, culture (কৃতি) সাধারণের গোচর করা সহজ হইয়াছে। ভারতীয় কলাবিদ্যায় হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ প্রভৃতি ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের বিচিত্র দান চিত্রলেখায় চিত্রিত রহিয়াছে; ফুলের সাজি বিচিত্র পুষ্পসজ্জায় রমণীয় হইয়াছে। জন শিক্ষার প্রধান দুইটী বাহন ধর্ম্ম ও কলাবিদ্যা রাজকীয় বিদ্যালয়সমূহে বর্জ্জিত হওয়াতেই ভারতের জনশিক্ষা এত সঙ্কীর্ণ এবং মৃতপ্রায় হইয়াছে। এইচ. ই. হ্যাভেল

বলেন—"A system of education which excluded both art and religion could never succeed because it shut out the two great influences which mould the national character. There were obvious reasons why a stateaided university could not identify itself with religious teaching, but art was neutral ground upon which all creeds and schools of thought could meet." অর্থাৎ—যে শিক্ষাপদ্ধতি কলাবিদ্যা এবং ধর্ম্ম উভয়কেই বর্জ্জন করিয়াছে তাহা কখনও সফলকাম হইতে পারে না ; কারণ ইহা, যে দুইটী প্রবল প্রভাব জাতীয় চরিত্র গঠন করে, তাহাদিগকে রুদ্ধ করিয়াছে। সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত বিদ্যালয় কেন আপনাকে ধর্ম্মশিক্ষার সহিত একভাবাপন্ন করিতে পারিত না তাহার স্পষ্টযুক্তিসকল ছিল ; কিন্তু কলাবিদ্যা একটি নিরপেক্ষ ভূমি যাহার উপর সকল ধর্ম্ম ও অভিমত একত্রিত হইতে পারিত। ভারতীয় art বা কলাবিদ্যা যে জনশিক্ষা-দানের একটী সুন্দর বাহন ছিল তাহা কলাবিদ্যাবিদ্ ই. বি. হাভেল সাহেব তাঁহার 'Ideals of Indian Art'এর ভূমিকায় ১৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন। "Such critics (who are steeped in western academic prejudices) seem not to appreciate the fact that Hindu art was not addressed like modern western, to a narrow coterie of literati for their pleasure and distraction. Its intention was to make the central ideas of Hindu religion and philosophy intelligible to all, to satisfy the unlettered but not unlearned Hindu peasant as well as the intellectual Brahmin." অর্থাৎ—এইরূপ সমালোচকেরা (যাঁহারা পাশ্চাত্য

বিদ্যালয় কুসংস্কারে মগ্ন) এই বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না বলিয়া বোধ হয়, যে হিন্দু কলাবিদ্যা বর্ত্তমান পাশ্চাত্যের ন্যায় সাহিত্যিকের এক সঙ্কীর্ণ গোষ্ঠিকে তাহাদিগের আমোদের জন্য এবং মন অন্যদিকে আকৃষ্ট করিবার জন্য বলা হয় না। ইহার অভিপ্রায় ছিল হিন্দুধর্ম্ম এবং দর্শনের আভ্যন্তরীণ ভাবগুলি সকলের বোধগম্য করা এবং নিরক্ষর অথচ অশিক্ষিত নহে এরূপ হিন্দুকৃষককে এবং পণ্ডিত ব্রাহ্মণকে সন্তুষ্ট করা। ধর্ম্ম ও কলাবিদ্যার সাহায্যে এই অভিনব জনশিক্ষাদানের প্রথা ও রীতি পল্লীবোধনে আবার উদ্বোধিত করিতে না পারিলে পল্লীর এবং ভারতের কল্যাণ কেমন করিয়া সম্ভব হইবে ? পল্লীভবনে তাই প্রকৃত 'বিদ্যাভবন' 'কলাভবন' রচনার প্রয়োজন আসিয়াছে। কিন্তু দেশ জনসাধারণের আত্মকর্তৃত্বে সম্পূর্ণ স্বাধীন না হওয়া পর্য্যন্ত তাহা হইবে না। সরকারী শিক্ষাকারখানা বা 'অবিদ্যালয়' সমূহ না ভাঙ্গিলে বিদ্যাভবন, কলাভবন, নির্ম্মিত হইবে না। তাই ভারতে শিক্ষানৈতিক বিদ্রোহেরও বা বৈপ্লবিক প্রতিরোধেরও পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন আসিয়াছে।

জনশিক্ষার প্রচারকার্য্য, সাধু, সন্ন্যাসী, পরিব্রাজক, দরবেশ, কথকঠাকুর, কীর্ত্তনীয়া, কবির দলের ন্যায় 'চলন্ত লাইব্রেরী' বা 'travelling libraries' দ্বারাও অনেকটা সহজে বর্ত্তমান অবস্থায় সাধিত হইতে পারে। পাঠশালায়, স্কুলে, কলেজে যে সব পুস্তক সাধারণতঃ পড়ান হয় তাহাতে প্রকৃত শিক্ষা খুব কমই হয়। চলন্ত বা পর্য্যটক লাইব্রেরী প্রকৃত শিক্ষা দিতে পারে যদি প্রকৃত শিক্ষার উন্নত গ্রন্থাবলী ঘরে ঘরে গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরিয়া পাঠকের বিনা ব্যয়ে বা স্বল্পব্যয়ে তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হয়। এইরূপ চলন্ত, পর্য্যটক বা পরিব্রাজক পাঠাগার আমাদের দেশে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম বরোদা রাজের রাজ্যে প্রচলিত হয়। তাহার ফলে শতকরা ২৩ জন লোক

সেখানে শিক্ষিত, আর ব্রিটিশ ভারতে শতকরা ৯জন মাত্র শিক্ষিত। বর্তমানে উহা শতকরা ১৬.৬ জনে দাঁড়াইয়াছে। বোম্বাই 'Social Service League'ও এইরূপ পরিব্রাজক লাইব্রেরীর সাহায্যে শিক্ষাবিস্তার করিতেছেন। অন্ধ্রদেশে প্রায় পাঁচশত লাইব্রেরী আছে এবং তাহার মধ্যে ২৫টী লাইব্রেরীতে বিনা বেতনে পড়িবার ব্যবস্থা আছে। মহারাষ্ট্রদেশে 'Maharastra Free Libraries' Association'এর তত্ত্বাবধানে প্রায় ১৫০টী বিনামূল্যে পড়ার লাইব্রেরী (Free Reading Rooms and Libraries) হইয়াছে। কলিকাতাতেও কয়েকটী Free Reading Rooms and Libraries পাওয়া যায়; কিন্তু travelling libraries তথায় নাই। কলিকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ ও সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদে কিছু কিছু সুবিধা আছে; কিন্তু কলিকাতার Imperial Libraryর বা National Libraryর বই লইয়া পড়া গরীবের পক্ষে একরূপ অসম্ভব। পল্লীতে পল্লীতে এইরূপ travelling libraries বা পর্য্যটক পাঠাগারের দ্বারা যদি কৃষি, শিল্প, ব্যবসা, বাণিজ্য, গোপালন, গোচিকিৎসা, শিশুপালন, ধাত্রীবিদ্যা, 'কৌমারভৃত্য', স্বাস্থ্যতত্ত্ব, শরীর পালন, ব্যায়ামশিক্ষা, চিকিৎসাবিদ্যা, সামাজিক ও রাজনৈতিক তত্ত্ব, নৈতিক শিক্ষা, ধর্ম্মশিক্ষা প্রভৃতি দান করা যায়, তবে কি পল্লীর প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হইতে পারে না? নিশ্চয়ই হইতে পারে। কিন্তু কে এই কাজ করিবে? দলীয় উপদলীয় স্বার্থ ও সঙ্কীর্ণ মনোভাবাপন্ন কোনও গভর্ণমেণ্ট যে ইহা করিবেন না তাহা বলাই বাহুল্য। পল্লীবাসী, নগরবাসী, তুমিও যদি এ বিষয়ে উদাসীন হও, তবে রামপ্রসাদের সুরে বলিতে হয়—"দোষ কারো নয় শ্যামা। আমি স্বখাদ সলিলে ডুবে মরি মা॥" আত্মহত্যা আর কাহাকে বলে? পল্লীবাসী, শিক্ষাভানুর ভাস্বর-তেজে এস আমরা অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়া এই আত্মহত্যা হইতে

বিরত হই। এস পল্লীর কুঞ্জে কুঞ্জে, কুটীরে কুটীরে, ভবনে ভবনে বাণীর পাদপীঠ রচনা করিয়া আমরা "কায়েন মনসা বাচা" প্রার্থনা করি :—

'মাগো, রচিয়াছিলে যে বিদ্যাপীঠ নৈমিষারণ্য কোলে
অজান্তা, নালন্দা, তক্ষশিলার মঠে জ্ঞানভাস্বর হিন্দোলে,
চির বৈরাগ্যে অরুণ প্রতিভা মাখি গৈরিক বসন মাঝে
ভোগেরে বান্ধিয়া যমনিয়মের যোগে শীল চর্য্যার কাজে,
ব্রহ্মবিদ্যায় ভরি বিদ্যায়তন, মোক্ষের পথে বরিয়া,
স্বাধীনতার রসায়ন দীক্ষা মহামন্ত্রে সিঞ্চিয়া—
এনে দাও সেই অমৃত বিত্ত মন্থিয়া পারাবার
ভাঙ্গি এই অচলায়তন কক্ষ, রুদ্ধ কারাগার ॥".

নবম প্রস্তাব

পল্লীবোধনে সাধকের প্রয়োজন ; ধর্ম্মবীর, কর্ম্মবীরের ত্যাগব্রতে উদ্বোধন।

হইতে পারে ; সবই হইতে পারে ; পল্লীমঙ্গলের মহাউদ্ধারণ ব্রত প্রত্যেক পল্লীতেই উদ্‌যাপিত হইতে পারে, যদি একদল প্রকৃত স্বদেশ সেবক, ধর্ম্মপ্রাণ যুবক ব্রহ্মচারী বা সন্ন্যাসী পাওয়া যায়, যাঁহারা নিঃস্বার্থভাবে "বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়" আত্মজীবন উৎসর্গ করিবেন। তাহা হইলেই পল্লী উদ্ধারণ প্রশ্ন মীমাংসিত হইবে। "আমি চাই এমন লোক যাহাদের শরীরের পেশীসমূহ লৌহের ন্যায় দৃঢ় ও স্নায়ু ইস্পাত নির্ম্মিত হইবে, আর তাহাদের শরীরের ভিতর এমন একটী মন বাস করিবে যাহা বজ্রের উপাদানে গঠিত। বীর্য্য-মনুষ্যত্ব-ক্ষত্রবীর্য্য, ব্রহ্মতেজ।......ভারতমাতা অন্ততঃ সহস্রযুবক বলি চান। মনে রেখো—মানুষ চাই, পশু নয়। যারা দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন হবে, তাহাদের ক্ষুধার্ত্তমুখে অন্নপ্রদান ক'রবে, আর তোমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের অত্যাচারে যারা পশুপদবীতে উপনীত হ'য়েছে, তাদের মানুষ ক'রবার জন্য আমরণ চেষ্টা ক'রবে।"—বিবেকানন্দ। এইরূপ সেবকবীর, কর্ম্মবীর, ধর্ম্মবীরের দ্বারাই পল্লী উদ্ধার হইতে পারে। পল্লীবাসী, তুমি কি সত্য সত্যই মনঃপ্রাণে পল্লীবোধন, পল্লী উদ্ধার প্রার্থনা কর ? ভারতবাসী, তুমি কি প্রকৃতই ভারত উদ্ধার কামনা কর ? আরাম কেদারায় শুইয়া "বঁধুর আধ আঁচরে" বসিয়া দিন কাটাইয়া শেষে দিনান্তে খবরের কাগজের স্তম্ভে বা সভামণ্ডপে আস্ফালন গর্জ্জনে ভীম-ভৈরব ভ্রুকুটী ভঙ্গে তুমি যথার্থ স্বদেশ উদ্ধার করিবে ? বাক্যবাণের ছটায় তীব্র জ্বালা ঢালিয়াই এই দারুণ দাসত্বপাপ হইতে মুক্তি পাইবে ? তোমার

কণ্ঠে এবং লেখনীতে যে বিদ্যুদ্দাম চকিত দীপ্তিতে বিস্ফুরিত হয় তাহা যদি তোমার বক্ষোদেশে ও বাহুযুগলে আশ্রয় লাভ করিত তবে তুমি এই ঘৃণ্য, জঘন্য, পরপদলেহী কুক্কুরবৃত্তি অবলম্বন করিতে না। পরিপূর্ণ স্বাধীনতার জন্য, যথার্থ দেশ উদ্ধারের জন্য তুচ্ছ জীবন উৎসর্গ করিতে কাতর হইতে না! অমর বিভায় মণ্ডিত হইয়া হাসিমুখে প্রেয়সীর আলিঙ্গনের ন্যায় মৃত্যুকে বরণ করিতে! পঙ্গপালের ন্যায় সন্তানপাল পালনে চিরদারিদ্র্য, রোগযাতনা, শোকানল স্বজন করিয়া তিলে তিলে মৃত্যুবরণ না করিয়া, বীর শয্যায় অন্তিম শয়ানে বীরগতিলাভ করিতে! মূর্খ, ভীরু ভারতবাসী, তোমরা ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা রোগে এক বৎসরেই সত্তর লক্ষ জীবন দান করিতে পার, কিন্তু ভারত উদ্ধারে সর্ব্বত্যাগী একলক্ষ স্বেচ্ছাসেবক দিতে পার না!

শক্তি উপাসক, মহামায়ার পূজারী ভারতবাসী বলিদানের মর্ম্ম ভুলিয়াছে। পূজাক্ষেত্রে যেমন সে মূর্খ, পূজা ব্যবসায়ী, প্রবঞ্চক পুরোহিতকে প্রতিনিধি করিয়াছে, গুণ্ডা পাণ্ডাকে তীর্থগুরু করিয়াছে, সেইরূপ নিরীহ ছাগশিশুকে বলিদান দিয়া তাহাকে আত্মোৎসর্গের প্রতিনিধি করিতেছে। পাঁঠা যে পাঁঠারই প্রতিনিধি, 'অনুকল্প' হইতে পারে মূর্খকে তাহার ইঙ্গিত করিলেও বুঝান দায়। শক্তি উপাসক বীরবর রামচন্দ্রের ত্যাগ তপস্যা, মহাবীরের, হনুমানের বীর্য্য, উদ্যম, শক্তিসাধনা ভারতবাসী ভুলিয়াছে। বিনোদ বেণুনিক্বণে পাঞ্চজন্যের তূর্য্যনিনাদ ভুলিয়াছে। ভারতবাসী কিছুদিন হইতে আবার গীতার ভক্ত হইতে বসিয়াছে; কিন্তু গীতার জ্ঞানলাভ করে নাই। ওই শোন! বিষাদসাগরে নিমগ্ন, ক্ষুদ্র হৃদয় দৌর্ব্বল্যে অভিহত পার্থকে কিরূপ তেজস্বীভাষায়, দীপ্ত বিদ্যুৎপ্রভায় শ্রীকৃষ্ণ উদ্বোধিত করিতেছেন। "ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎত্বয্যুপপদ্যতে। ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ॥"—গীতা ২।৩। ভারতবাসী, তুমি ক্লীবতা,

নির্ব্বীর্য্যতা প্রাপ্ত হইও না। ইহা তোমার উপযুক্ত নহে। হে পরন্তপ ! ক্ষুদ্র হৃদয় দৌর্ব্বল্য ত্যাগ করিয়া উত্থিত হও। মৃত্যু ভয় ? রোগীর অন্তিম শয্যায়, মহামারীর শ্মশানলীলায় মরণকে তুমি, তুমি বরণ করিতে পার, দাসত্বের নিগড়ে অন্ধকূপে জীর্ণশীর্ণ দেহযষ্টি লইয়া মৃত্যুর প্রতীক্ষায় দিন গণিতে পার ; আর পার না মরিয়া বীর গৌরবে স্বর্গলাভ করিতে, অথবা সসাগরা পৃথিবীর প্রভুত্ব ভোগ করিতে ! ওঠ, ওঠ, বীর, জীবন-যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া, দুর্জ্জয় শক্তির অমোঘ বলে উদ্গত উদ্গাতা হইয়া। "তুম্ হেহি কিচ্চং আতপ্পং", উদ্যমের সহিত তোমাকেই তোমার মঙ্গল করিতে হইবে। তোমার গীতা বলিতেছেন—"হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্। তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥—২।৩৭। যদি বা হত হও স্বর্গলাভ করিবে, যদি বা জয়লাভ কর, মহীভোগ করিবে। অতএব হে কৌন্তেয়, যুদ্ধের জন্য কৃতনিশ্চয় হইয়া উঠ। মূঢ়, ভীরু ব্যক্তিই ভয়ে অভিভূত হয় ; আর ভয়ে বীরের বীরত্ব আরও উদ্বোধিত হয়। "শোকস্থান সহস্রাণি ভয়স্থান শতানি চ। দিবসে দিবসে মূঢ়মাবিশন্তি ন পণ্ডিতম্॥" সহস্র শোক-স্থান, শত ভয়স্থান দিবসে দিবসে মূঢ়কেই আবিষ্ট করে, পণ্ডিতকে নহে। শাস্ত্রের এই শাক্ত বাক্য সকল যাহারা ভুলিয়াছে তাহারা কিসের পণ্ডিত ? শক্তি পূজারী, 'Will to Power'এর উপাসক ইউরোপ, আমেরিকা লীলাখেলায় জীবন ডালি দেয় ; আর তুমি জাতির এই সাংঘাতিক জীবন মরণ সমস্যায় ভয়াতুর, মৃত্যুভয়ে কাতর হইবে ? গত দুই বিশ্ব যুদ্ধে প্রায় প্রেত্যেক দেশ হইতে চতুর্থাংশ বা পঞ্চমাংশ ব্যক্তি সেই ভীষণ আহবে জীবন বলি দিবার জন্য রণসজ্জায় সজ্জিত হইয়াছিল। ভারত, তুমি যদি সেরূপ রণসজ্জায় সজ্জিত হইতে পারিতে, যদি, সাত আট কোটী ভারত সন্তান দূরে থাকুক, তুমি এককোটি ভারত সন্তানকেও এই অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করিতে পারিতে, তবে তোমার সকল প্রকার

দাসত্ব শৃঙ্খল রাষ্ট্রিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্ম্মনৈতিক সকল বন্ধন বিনাযুদ্ধে একদিনেই খসিয়া পড়িত। এক কোটী ভারত সন্তান বীর্য্য মদে মরণকে বরণ করিতে প্রস্তুত হইলে, সে জগতের মধ্যে একটি সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হইতে পারে। গোলাগুলি, কামান বন্দুক, এয়ারোপ্লেন, সাব্‌মেরিন্, ড্রেড্‌নট্ আদি রণসম্ভার মানুষকে, জাতিকে জয় করে না; উহাদিগের পিছনে যে সাহস, যে সংহতি শক্তি, প্রাণদানের যে অটুট সঙ্কল্প আছে তাহাই জাতিকে জয় বিমণ্ডিত করে। ভয় প্রমাদ, তুচ্ছ জীবনপ্রিয়তা হইতে যে জাতি বিমুক্ত তাহার জয়যাত্রাপথে সমস্ত বাধা বিঘ্ন ঐরাবতের ন্যায় ভাসিয়া যায়। তাহার দৃষ্টান্ত তুরস্ক, আফগানিস্থান, চীন এবং ভারতবর্ষেও বর্ত্তমান যুগে চাম্পারণ, কাইরা, বার্দ্দোলীর, আজাদহিন্দ্ ফৌজের অপূর্ব্ব সংহতি এবং নির্ভীক দৃঢ়তা।

তরুণ ভারতকে তাই নবীন সন্ন্যাসীর ত্যাগ মন্ত্রে দীক্ষিত করিতে হইবে। এবারকার এই যজ্ঞে ছাত্র এবং যুবকেরাই পুরোহিত। তাঁহারাই পল্লীর ভবনে ভবনে, পর্ণশালায় পর্ণশালায়, গোঠে মাঠে বাটে হাটে ঘাটে সর্ব্বত্র সর্ব্বত্যাগের মহামন্ত্রে নরনারীকে দীক্ষিত করিবেন। ভারতের মহামন্ত্র "ত্যাগেনৈকেন অমৃতত্বমানশুঃ"--মহা নারায়ণোপনিষদ্ ১০।৫। একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই অমৃতত্ব লাভ কর। "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা"—ঈশোপনিষদ্, ১। ঈশ্বর ভাবে ত্যাগের দ্বারাই ভোগ কর। এই ত্যাগামৃতের মহামন্ত্রে নিখিল ভারতের নরনারীকে দীক্ষিত করিতে হইবে। কাল বৈশাখীর ভীম প্রভঞ্জন রচনা ওই যে ভারত গগনে সূচনা আনিয়াছে। মোহমদিরাপানে অলস শয্যায় কে নিদ্রিত রহিবে? ৺কেশবচন্দ্র সেন মহোদয়ও ইহার ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন। "Neither the big talk of enlightened hypocrisy, nor the cold, calculating policy of

prudence, can remedy the evils which afflict our country. Nothing short of total self-abnegation will save our country...... ...Let not sordid selfishness any longer make us indifferent to the deplorable condition of our fatherland; let us rise and bring self a voluntary victim before the throne of God, and dedicate ourselves wholly to His service and our country's welfare. Enough has been the degradation of India; her sufferings are brimful. Already through divine grace, a transition has commenced, and the dawn of reformation is visible on all sides. But such transition is only the precursor of a mighty revolution through which India is destined to pass, and which will come with its tremendous trials in the fulness of time......Prepare yourselves, then, for the trials which await you. Prepare yourselves, I say, for the time is coming when you shall be called to undergo heavy self denials, and encounter struggles and sufferings of no ordinary kind.......Be, therefore, ready and willing to meet the worst that may befall you, that you may not be found wanting in the day of trial."—Keshab chandra sen's Lectures in India, pp. 45, 46. অর্থাৎ :— যে বিপদসমূহ আমাদিগের দেশকে পীড়া দিতেছে, বিজ্ঞ ভণ্ডামীর লম্বা বুলি বা পরিণামদর্শিতার শীতল হিসাবনীতি তাহার প্রতিকার করিতে পারে না। পূর্ণ আত্মোৎসর্গ ব্যতীত অন্য কিছুতেই আমাদের দেশ

রক্ষা করিতে পারিবে না।……আমাদের মাতৃভূমির শোচনীয় অবস্থার প্রতি জঘন্য স্বার্থপরতা যেন আর আমাদিগকে উদাসীন না করে ঃ এস আমরা উঠিয়া নিজেকে ঈশ্বরের সিংহাসনের সম্মুখে স্বেচ্ছায় বলিদান করি এবং তাঁহার সেবায় ও আমাদের দেশের মঙ্গলের জন্য আমাদিগকে সম্পূর্ণ উৎসর্গ করি। ভারতের অবনতি যথেষ্ঠ হইয়াছে ; তাহার দুঃখ কানায় কানায় পরিপূর্ণ। ইতিপূর্ব্বেই ঈশ্বরানুগ্রহে এক পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে এবং সর্ব্বদিকে সংস্কারের প্রভাত দেখা যাইতেছে। যাহার ভিতর দিয়া ভারতকে অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে এবং যাহা সময়ের পূর্ণতায় তাহার ভীষণ পরীক্ষা লইয়া উপস্থিত হইবে, সেই মহা যুগান্তরের কেবল অগ্রদূতই এইরূপ পরিবর্ত্তন।……তাহা হইলে তোমাদিগের জন্য যে পরীক্ষা অপেক্ষা করিতেছে তাহার জন্য প্রস্তুত হও। আমি বলি—তোমরা প্রস্তুত হও, কারণ সেই সময় আসিতেছে যখন তোমাদিগকে গুরুতর আত্মত্যাগ করিতে এবং অসাধারণ রকমের সংগ্রাম ও দুঃখ সাক্ষাৎ করিতে আহ্বান করা হইবে।……অতএব তোমরা প্রস্তুত হও এবং পরীক্ষার দিনে তোমাদিগকে যাহাতে বিমুখ হইতে না হয় তাহার জন্য চরম বিপদের সম্মুখীন হইতে ইচ্ছুক হও। ভারতবাসী, পল্লীবাসী, তোমাদিগের ভীষণ পরীক্ষার দিন সমাগত হইতেছে। এই জীবন যুদ্ধে, এই বাঁচন-মরণ সমস্যায় তোমাকে বাঁচিতে হইলে, দেশ উদ্ধার, পল্লী উদ্ধার করিতে হইবে। সন্ন্যাসীর ত্যাগ ব্যতিরেকে এই উদ্ধারণ যজ্ঞ উদ্‌যাপিত হইবে না এবং হইতে পারে না। এই ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হও। Of the Imitation of Christ এর ভাষায় বল—"We have taken up the Cross. Thou hast laid it upon us and grant us strength that we bear it unto death. Amen." অর্থাৎ ঃ—আমরা ত্যাগের চিহ্ন গ্রহণ করিয়াছি। তুমি

ইহা আমাদিগের উপর অর্পণ করিয়াছ এবং আমাদিগকে শক্তি দাও যেন আমরা মৃত্যু পর্য্যন্ত ইহা বহন করিতে পারি। তথাস্তু। এই 'ক্রশের' অগ্নিপরীক্ষা আসিতেছে। আমাদিগকে মহৎ কল্যাণ লাভের জন্য এই ক্রশে ঝুলিতে হইবে। ক্রশের পূজারী আমাদিগকে আদর করিয়া এই ক্রশে ঝুলাইবেন ; তাঁহাদিগের প্রাণের মর্য্যাদা বেশী, তাই এই প্রতিনিধি নির্ব্বাচন। ক্রশের ত্যাগে অভিষিক্ত হইয়া জাতি যীশু খৃষ্টের ন্যায় মহাগৌরবান্বিতই হইবে। যতি সন্ন্যাসী ভিক্ষু শ্রমণের লীলাস্থলী ভারতবর্ষকে এই ক্রুর ক্রশে বিদ্ধ হইয়াই resurrection বা পুনরুত্থান আনয়ন করিতে হইবে। ক্রশের পূজারী ক্রশের উপাসনা ভুলিয়াছে ; তাই ক্রশের উপাসক হইয়া নির্য্যাতন অত্যাচারের গৌরব-মুকুট শিরে পরিয়া আমরাই ত্যাগলিঙ্গ ক্রশের উপাসনা প্রচলন করিব। ত্যাগলিঙ্গ এই ক্রশের মহাত্ম্য তোমরা, হে খৃষ্টানরাজ, জান না। "In the Cross is salvation, in the Cross is life, in the Cross is protection against our enemies, in the Cross is infusion of heavenly sweetness, in the Cross is strength of mind, in the Cross is joy of spirit, in the Cross is the height of virtue, in the Cross the perfection of sanctity."—Of the Imitation of Christ, Chapter XII, II, 2nd Book. ক্রশ ত্যাগের চিহ্ন, লিঙ্গ। রঙীন ফিতায়, রজত শয্যায়, মণি-মাণিক্য খচিত হইয়া এক 'দণ্ডের' উপর আর এক 'দণ্ড' রচনা করিয়া ক্রশ বিনির্ম্মিত হয় না। চিহ্নমাত্র সার মূর্খ পূজারী তাহাতে ক্রশের অবমাননা মাত্র করে। সেই-ই প্রকৃত ক্রশের পূজারী, উপাসক যে সমগ্র জীবনটাকে ত্যাগের অমৃতত্বে নিষিক্ত করিয়াছে। ত্যাগেই মুক্তি, ত্যাগেই জীবন, ত্যাগেই আমাদিগের শত্রু হইতে রক্ষা, ত্যাগেই স্বর্গীয় মাধুর্য্যের অনুপ্রবেশ,

ত্যাগেই মনের শক্তি, ত্যাগেই আধ্যাত্মিক আনন্দ, ত্যাগেই পুণ্যের চরম, ত্যাগেই পবিত্রতার পরিপূর্ণতা। খৃষ্টানরাজ ক্রশ পূজারী ; তাই অত্যাচার নির্য্যাতনে জর্জ্জরিত করিয়া তাঁহারা আমাদিগকে এই ক্রশ, এই ত্যাগ দান করিবে। ভারত, তুমি গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হও। এই জীবন বলির জন্য তুমি অগ্রসর হও। তোমার ডাক পড়িয়াছে, তোমার আহ্বান আসিয়াছে। "প্রযায়তাং কিমাস্যতে সমুত্থিতং মহদ্ভয়ম্। অতি প্রমাথি দারুণং সুখস্য সংবিধীয়তাম্॥" "প্রয়াণ কর (অগ্রসর হও), কেন বসিয়া আছ? অতিপ্রমাথি, দারুণ, মহাভয় সমুপস্থিত, সুখের সাধন কর।"—আরণ্য। "উট্ঠানেন ’প্পমাদেন সঞ্ঞমেন দমেন চ। দীপং কয়িরাথ মেধাবী যং ওঘো নাভিকীরতি॥"—ধম্মপদ, অপ্পমাদবগ্গো, ৫। উত্থান, অপ্রমাদ, সংযম এবং দমের দ্বারা মেধাবী পুরুষ এরূপ দ্বীপ (রক্ষাস্থল) করিবেন যাহাকে বন্যা প্লাবিত করিতে না পারে। পল্লীবাসী, ভারতবাসী, প্রস্তুত হও; উদ্যোগী ও কার্য্যতৎপর হও। "অস্সো যথা ভদ্রো কসা নিবিট্ঠো। আতাপিনো সংবেগিনা ভবাথ॥"—ধম্মপদ, দণ্ডবগ্গো, ১৬। উত্তম অশ্ব কশাহত হইলে যেরূপ হয় সেইরূপ তোমরা বীর্য্যবন্ত ও সংবেগী হও।

"অবনত ভারত চাহে তোমারে
এস সুদর্শন ধারী মুরারি!
নবীন তন্ত্রে, নবীন মন্ত্রে
কর দীক্ষিত ভারত নরনারী।
মঙ্গল ভৈরব শঙ্খ নিনাদে,
বিচূর্ণ কর সব ভেদ বিবাদে,
সম্মান শৌর্য্যে, পৌরুষ বীর্য্যে,
কর পূরিত, নিপীড়িত ভারত তোমারি।"
—কামিনী ভট্টাচার্য্য।

হিন্দু সংগঠনে 'আর্য্য-সঙ্ঘ'

আপনি হিন্দু, হিন্দুকে রক্ষা করুন

সহস্র সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও ধর্ম্মনৈতিক ঘাতপ্রতিঘাতে আর্য্য হিন্দুর যে অঙ্গচ্ছেদ ও অবনতি হইয়াছে তাহার বিষয় একবার চিন্তা করুন। আজ হিন্দুস্থানে হিন্দুর নাম বিলুপ্তপ্রায়, শ্রেণী-বিভাগে হিন্দু আজ 'অমুসলমান' শ্রেণীতে পরিণত। আর্য্য-হিন্দু নানাভাবে নানাদিক হইতে আক্রান্ত। তবু এখনও তাহারা আত্মরক্ষায় সচেতন হইল না! এখনও তাহারা মোহনিদ্রায় মগ্ন, ঐক্য সংগঠনে উদাসীন!

প্রাচ্য-পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, মহাসাধক আচার্য্য **শ্রীমৎ স্বামী সমাধিপ্রকাশ আরণ্য মহারাজ** (বিনোদপুর ও বালিয়াকান্দি হাইস্কুলের ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক শ্রীনরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়) আজ হিন্দুকে এই জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে উপস্থিত দেখিয়া হিন্দু-সংগঠনে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। তিনি কয়েক জন ত্যাগী কর্ম্মীর সহযোগে… **'আর্য্য সঙ্ঘ'** নামে আশ্রম স্থাপন করিয়াছেন। হিন্দুর তথাকথিত অনুন্নত সম্প্রদায়কে বাদ দিলে বৃহত্তম অংশটিই বাদ পড়িয়া যায়, হিন্দু তাহা হইলে বাঁচিতে পারে না। তাই তিনি সকল বৈষম্য দূর করিয়া হিন্দুর নিপীড়িত বিরাট অংশকে আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ করিয়া হিন্দু-সংগঠনে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছেন।…

কিন্তু উপযুক্ত অর্থাভাবে তাঁহাদের উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণতি ও প্রসার লাভ করিতে পারিতেছে না। যে সমস্ত ত্যাগী কর্ম্মী এই সব মহান্ প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়াছেন তাঁহাদের বাসোপযোগী কয়েকখানি ঘরের

এবং চিকিৎসালয়ের (ও বিদ্যালয়ের) ঘরের অভাব অত্যন্ত। আমরা তাঁহার কর্ম্মধারার সঙ্গে সুপরিচিত হইয়া সহৃদয় হিন্দু নরনারীগণকে হিন্দুর এই জাতীয় দুর্দ্দিনে হিন্দু-সংগঠন কার্য্যে সহায়তা করিতে অনুরোধ করিতেছি। তাঁহার রচিত **'জাতি কথা'*** প্রভৃতি গ্রন্থমালা গ্রহণ করিলেও হিন্দু সংগঠন কার্য্যে সহায়তা করা হইবে। ইতি—৬ই মাঘ, ১৩৪৫ সাল।

বিনীত নিবেদকগণ :—

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (হিন্দু মহাসভার ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট)।
শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী (প্রাদেশিক হিন্দু সভার ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেণ্ট)।
শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক)।
শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ (অমৃতবাজার পত্রিকা)।
শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ (সম্পাদক, দৈনিক বসুমতী)।
শ্রীহরিদাস মজুমদার (অমৃত সমাজ)।
শ্রীসরসীলাল সরকার (অবসর প্রাপ্ত সিভিল সার্জ্জন)।
শ্রীবিশ্বেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী, হরিপুর রাজর্ষি ভবন (দিনাজপুর)।
শ্রীঅনঙ্গ মোহন লাহিড়ী (অবসর প্রাপ্ত ডিষ্ট্রীক্ট জজ)।
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (ইন্‌করপোরেটেড অ্যাকাউণ্টেণ্ট)।
শ্রীকেশবচন্দ্র লাহিড়ী, প্রতিষ্ঠাতা, জীব-শিব-মিশন।
শ্রীমহেন্দ্রকুমার সাহা চৌধুরী (রাজসাহী)।
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মৈত্র, শীতলাই (পাবনা)।
শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত (বেদান্তরত্ন)।
শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইস্‌চ্যান্সেলর)।
শ্রীসনৎকুমার রায় চৌধুরী (কলিকাতা কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব্ব মেয়র)।
শ্রীমাখনলাল সেন (আনন্দবাজার পত্রিকা)।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, অধ্যাপক, বিদ্যাসাগর কলেজ।

শ্রীবিমলানন্দ তর্কতীর্থ, অধ্যক্ষ, শ্যামাদাস বৈদ্যশাস্ত্রপীঠ।

প্রভুপাদ শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী।

শ্রীআশুতোষ লাহিড়ী, সম্পাদক, বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দুসভা।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার (আনন্দবাজার পত্রিকা)।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মৈত্র (ভাইস-প্রেসিডেণ্ট, ফরিদপুর সেবা-সমিতি)।

শ্রীকিশোরী মোহন চৌধুরী (রাজসাহী)।

স্বামী সত্যানন্দ (সভাপতি, হিন্দুমিশন)।

ভাই পরমানন্দ (সহকারী সভাপতি, নিখিল-ভারত হিন্দু মহাসভা), লাহোর।

মিঃ এস. এন. দাসগুপ্ত (প্রফেসর ইমেরিটাস, ফর্ম্যান ক্রিশ্চিয়ান কলেজ, লাহোর)।

শ্রী মেহেরচাঁদ খান্না (রায় বাহাদুর, এম. এল..এ., পেশোয়ার)।

মিঃ কে. পি. সাহা, এম. এস্-সি., এম. বি.।

* **শ্রীমৎ স্বামী সমাধিপ্রকাশ আরণ্য মহারাজের লিখিত পুস্তকাবলী** :—(১) জাতি-কথা—৩য় সং, দুই টাকা, (২) পরশমণি—৩য় সং, দশ আনা, (৩) শুদ্ধামাধুরী—২য় সং, এক টাকা, (৪) বিদ্যালয়ে প্রাথমিক ধর্ম্মশিক্ষা—২য় সং, দুই টাকা, (৫) Gandhi-Samadhi Correspondence (ইংরাজী)—২য় সং, এক টাকা, (৬) গান্ধী-সমাধি পত্রাবলী (ঐ বাংলা)—২য় সং, এক টাকা, (৭) শ্রীশ্রীজগবন্ধু দর্শন—২য় সং, দুই টাকা, (৮) ব্রহ্মচক্র—২য় সং, দুই টাকা, (৯) পল্লী-বোধনে অন্নসমস্যা—দেড় টাকা, (১০) হিন্দু সংগঠন—দেড় টাকা, (১১) পল্লীবোধন—চারি টাকা।

প্রাপ্তিস্থান :—'সমাধিমঠ', পোঃ—ভূপালপুর, জিঃ—পশ্চিম দিনাজ-পুর (পশ্চিম বঙ্গ)।

অভিমত

"এই প্রসঙ্গে আমরা বর্ত্তমান অগ্রহায়ণের 'প্রবর্ত্তকে' প্রকাশিত স্বামী সমাধিপ্রকাশ আরণ্যজীর 'গৌতম বুদ্ধদেবের ঈশ্বরবাদ ও দেববাদ' শীর্ষক নিবন্ধের প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। স্বামিজী উপলব্ধিবান সাধক। তাঁর পাণ্ডিত্যও অগাধ। তিনি সমস্ত প্রামাণ্য বৌদ্ধশাস্ত্র নির্ঘণ্ট করিয়া প্রমাণসহ প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, হিন্দুর ঈশ্বরবাদ ও দেববাদ হয় হুবহু নয়তো সামান্য নামান্তরিত হইয়া বৌদ্ধবাদে গৃহীত হইয়াছে। বস্তুতঃ ভাষা, উচ্চারণ, আচরণ ও প্রকরণ বিভেদ ভিন্ন বৌদ্ধধর্ম্মের মৌলিকতা অতি সামান্যই। বর্ত্তমানের ভারতীয় লৌকিক (Secular) রাষ্ট্রে হিন্দু তথা হিন্দুধর্ম্ম যেভাবে অবহেলিত তাহাতে এই সত্যজ্ঞান বহুল প্রচারিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। বিশেষভাবে বৌদ্ধশাস্ত্র গ্রন্থসমূহের ভারতীয় ভাষায় অনুবাদিত ও পঠিত হইলে এই মিথ্যা ধারণা দূর করার পক্ষে সহায়ক হইবে। এদিকে তৎপর হইতে আমরা সমাধিপ্রকাশ আরণ্যজীরও দৃষ্টি আকর্ষণ করি।" —**সম্পাদকীয়, প্রবর্ত্তক**, অগ্রহায়ণ, ১৩৫৯, ৩৪৬-৩৪৭ পৃঃ।

"আজকাল সন্ন্যাস ও নৈষ্কর্ম্মকে একই পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া কটাক্ষ করা একশ্রেণীর রাজনীতিক শুধু নয়, তথাকথিত ধর্ম্মধ্বজীদেরও স্লোগানে দাঁড়াইয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। বাংলার বাহিরের কথা আমরা বলিতেছি না। অন্ততঃ বাংলায় নিষ্কাম সেবার ক্ষেত্রে, জনসাধারণের নৈতিক ও আত্মিক মানোন্নয়ন করিতে বিবেকানন্দোত্তর যুগে সন্ন্যাসীর অবদানের তুলনা এখনও পর্য্যন্ত মেলে না। ভোগবাদকে অবজ্ঞা করিলেও, নিত্য দিনের ব্যবহারিক জীবন ও সমাজসংহতিকে আমাদের শাস্ত্র কোথাও অস্বীকার করে নাই। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—ব্যষ্টি ও সমষ্টির সুমঞ্জস আত্মবিকাশের এই চতুর্ব্বর্গ সাধনায়

যখনই মানুষ প্রথম ও চতুর্থ বর্গকে বাদ দিয়া কেবলমাত্র অর্থ ও কামকে লইয়াই মাতিয়াছে তখনই সমাজ আরণ্য হিংস্রতায় পরিণত হইয়াছে যাহা বর্ত্তমানের পৃথিবী সম্বন্ধে বলা যায়। এইরূপ সঙ্কটে প্রতিবাদের গৈরিক উড়াইয়া সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর দলই সাধারণ মানুষের চেতনাকে বরাবরই ফিরাইয়াছে এ নজীর কাহারও অবিদিত নহে। নিষ্কাম সন্ন্যাসীর জীবনের আদর্শ 'আত্মনঃ মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'। এই আদর্শের একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পরমহংস পরিব্রাজক আচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী সমাধিপ্রকাশ আরণ্য মহারাজ। শ্রীমৎ স্বামিজী আর্য্যসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি এবং উপলব্ধিবান সাধক। উত্তরবঙ্গে কয়েকটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া তিনি ব্যাপকভাবে পল্লীর উন্নয়ন ও সংস্কার কার্য্য করিয়া আসিতেছিলেন। স্বামিজী অত্যন্ত নীরব কর্ম্মী। সহরের বুকে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া কাজের চেয়ে প্রচারের জয়ঢাক পিটাইয়া তিনি কোন দিন আত্ম-প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা করেন নাই। বাংলা বিভাগের পর স্বামিজী তাঁর পূর্ব্ব পাকিস্তানের রাজসাহী-কাশিমপুর আশ্রমে রাজবন্দী হন এবং প্রায় আড়াই বৎসর কারা-ভোগান্তে কিছু দিন হইল মুক্তিলাভ করেন। অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, কুটির শিল্পের প্রবর্ত্তন, স্বাবলম্বন সাধনা, ভাগবৎ-চেতনার উপর সামাজিক জীবনের প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কর্ম্মের মধ্য দিয়া স্বামিজী বিশৃঙ্খল হিন্দুদের সংহত করিয়া তুলিবার অপরাধে কারারুদ্ধ হন। এই গঠনমূলক কর্ম্ম-সম্পর্কে 'পল্লীবোধন' শীর্ষক কয়েকখানি মৌলিক চিন্তাগর্ভ পুস্তকও তিনি প্রণয়ন ও প্রকাশ করেন। স্বামিজীর ক্ষুরধার প্রতিভা ও মনীষার বিষয় তাঁহার রচিত ও বিভিন্ন মাসিকে প্রকাশিত রচনা হইতে বুঝা যায়। বিশেষভাবে পালি ভাষা ও বৌদ্ধদর্শনে স্বামিজীর দখল উল্লেখযোগ্য। প্রবর্ত্তকের পাঠকপাঠিকার নিকট শ্রীমৎ আরণ্যজী সুবিদিত।

……সহর হইতে দূর দূরান্তরে অবহেলিত পল্লীতে স্বামিজীর এই সনাতন ধর্ম্মসম্মত সমাজ ও গ্রামোন্নয়ন এবং অধ্যাত্ম ভিত্তির উপর বিশুদ্ধ জাতীয়তার অভ্যুত্থান প্রয়াস লক্ষ্য করিয়া আমরা আনন্দিত ও আশান্বিত হইয়াছি। এই উপলক্ষে আমরা স্বামিজীর জগদ্ধিতায় উৎসর্গীকৃত মর্ত্ত্যজীবনের শতায়ু কামনা করিয়া সহৃদয় দেশ-বাসীকে তাঁর এই মহতী প্রচেষ্টার সহযোগিতায় মুক্তহস্ত হইতে প্রার্থনা করিব।”—**সম্পাদকীয়—প্রবর্ত্তক,** ফাল্গুন, ১৩৫৯, ৪১৮-৪১৯ পৃঃ।

অভিমত

সমাধি-গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে

পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক, আন্তর্জাতিক ও স্বকীয় আধ্যাত্মিক মুক্তিলাভের বিজয়বৈজয়ন্তী প্রাণদ ভাষায়, দীপক রাগে, মরমীর প্রাণ বেদনায়, প্রাচ্য-পাশ্চাত্য শাস্ত্রে অভিজ্ঞ, মহাদার্শনিক, মহাসাধক আচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী সমাধিপ্রকাশ আরণ্য [পূর্ব্বনাম শ্রীনরেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিনোদপুর ও বালিয়াকান্দি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক, কাপিল মঠের (মধুপুর, সাঁওতাল পরগণা) ভূতপূর্ব্ব সন্ন্যাসী সভ্য, ফরিদপুর জিলা রাষ্ট্রীয় সম্মিলনীর সভাপতি (১৯৩২), ফরিদপুর জিলা অস্পৃশ্যতা নিবারণী সমিতির ভূতপূর্ব্ব সভাপতি, প্রাদেশিক (বাঙ্গালা) হরিজন-সেবক-সঙ্ঘের ভূতপূর্ব্ব সংগঠক-সম্পাদক, বঙ্গীয় হিন্দু মহাসভার ভূতপূর্ব্ব সংগঠক-সম্পাদক, আর্য্য সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি, ইত্যাদি] কৃত অভিনব গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করিয়া ও করাইয়া মুক্তিসংগ্রামে জয়লাভ করুন। সাম্যবাদের পাঞ্চজন্য নিনাদে মহামানবতার দিব্য অভিযানে ব্রাহ্মণত্ব ও ব্রহ্মত্ব লাভের পূর্ণ অধিকার গ্রহণ করুন প্রতি জনে জনে। প্রতি গ্রন্থে অজস্র ধারায় গভীরতম গবেষণা, অগাধ পাণ্ডিত্য, অখণ্ডনীয় যুক্তি, ঋষি-মহর্ষি-রাজর্ষি-ব্রহ্মর্ষি সেবিত মহাপথের নবাবিষ্কার। "ফলেন পরিচীয়তে।"

নিম্নলিখিত প্রথম এগারখানি **'সমাধি' গ্রন্থাবলী** প্রকাশিত হইয়াছে এবং অবশিষ্ট ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে।

(১) **জাতিকথা**।—৩য় সং ; পরিবর্দ্ধিত। (প্রকাশিত)। সাহায্য দুই টাকা। বেদ, উপনিষদ, স্মৃতি, পুরাণ, ত্রিপিটক, ইতিহাস প্রভৃতি

বহু গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত বাক্যে ও যুক্তি জালে স্বীয় মত সমর্থিত। কয়েক বৎসরেই দুই সংস্করণ চারি হাজার পুস্তক নিঃশেষিত। পরিবর্দ্ধিত তৃতীয় সংস্করণে আরও বহু নূতন তথ্য যোজিত হইয়াছে।

..."I am simply struck with wonder at the scholarship the author has evinced in every page of the pamphlet. He has surveyed the whole field of the Hindu Shastras from the Vedic times downwards and the skill with which he has marshalled his authorities and advanced his arguments is well calculated to elicit admiration from all lovers of learning. The pamphlet is a feat which would have done honour to a Ph. D. of any University of the world. But great as is the author's learning greater still is his quality of heart. He feels for the 'untouchables' passionately and concludes with an appeal that thrills our soul......recommend his treatise to the reading public with all the earnestness I can command......" **Kamakhya Nath Mitra, Principal, Rajendra College, Faridpur.** 5. 2. 33.

"বাংলায় যে সকল ব্রাহ্মণ কায়স্থ আছেন, তাঁহাদের আদিপুরুষ কাহারা, কি ভাবেই বা বাংলার বিভিন্ন জাতি সৃষ্টি হইয়াছে ইহা দেখাইয়া তিনি জাতি অভিমান ত্যাগ করার অকাট্য যুক্তি দিয়াছেন। ......ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানিতে গ্রন্থকারের হিন্দু সাহিত্য ও দর্শনের সহিত পরিচয়ের আভাস পাওয়া যায়। যে সকল বিদেশী পণ্ডিত হিন্দুশাস্ত্র পড়িয়া উহার সমালোচনা করিয়াছেন, গ্রন্থকার তাঁহাদের সহিত সুপরিচিত।...পুস্তক বিক্রয়লব্ধ আয় হইতে তিনি যে সকল সেবার কাজ লইয়াছেন তাহার সাহায্য হইবে।"

সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত, হরিজন, ৫ই ভাদ্র ১৩৪০।

"......আজ জাতির বহু প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত বহু শাস্ত্র পাঠ করিবার সৌভাগ্য ও সুযোগ লাভ করিয়া প্রাণে যে শান্তি ও প্রেরণা লাভ করিয়াছি তাহা বর্ণনাতীত। আশা করি প্রত্যেকে অমূল্য গ্রন্থ পাঠ করতঃ জাতীয় ভাবে প্রভাবিত হইয়া ঋষিযুগের উদারভাবে জাতীয় জীবন গঠনের দৃঢ়সঙ্কল্প গ্রহণ করিবেন।"

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার সরকার, কবিরাজ, রাজবাড়ী। ২৫।৯।১৩৩৯

"বান্ধববরেণ্য প্রাণধন দাদু! তোমার পূত লেখনীপ্রসূত **জাতিকথা** পড়ে মনে হল এত শুধু জাতিকথা নয়, এ যে মধুর প্রেম-মৈত্রীগাঁথা! মরি! মরি! এমন নন্দনপারিজাতমালা বঁধুর গলে দোল্‌বার যোগ্যই বটে। আশা করি এর মাধুরীগন্ধে অস্পৃশ্যতা রূপ দুর্গন্ধ-বিষ্ঠা দূর হয়ে তাপিত জগৎ শীতল করবে।"......**মতিচ্ছন্ন মহেন্দ্র, শ্রীশ্রীধাম শ্রীঅঙ্গন, ফরিদপুর,** ১৯।১০।১৩৩৯।

"......তিনি পুস্তক মধ্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্য দর্শনের আলোচনা করিয়া ইহার প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি করিয়াছেন।...লেখক তাঁহার প্রগাঢ় চিন্তাশীলতা ও শাস্ত্রের গভীর দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন।... সকলেরই পড়িয়া দেখা উচিত।"– **কায়স্থ পত্রিকা,** পৌষ ১৩৪০।

"জাতির চিত্তশুদ্ধির উপর ভিত্তি করিয়া শাস্ত্র ও ধর্ম্মের দিক দিয়া অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন প্রয়াসই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়। গ্রন্থকারের আন্তরিকতা ও ব্যথার আভাস গ্রন্থের মধ্যে পরিস্ফুট।"—**প্রবর্ত্তক,** ফাল্গুন ১৩৪০।

"গ্রন্থকার নানা শাস্ত্র প্রমাণে তাঁহার বক্তব্য বিষয় সুন্দরভাবে পরিস্ফুট করিয়াছেন।"— **স্বরাজ,** ২১শে আশ্বিন ১৩৪১।

"......বইখানা সত্যিই সুন্দর হ'য়েছে। বৈদিক যুগে জাতিভেদ ছিল না। বুদ্ধ জাতিভেদ মানতেন না, বৌদ্ধ সমাজে জাতিভেদ প্রথা নাই। বৌদ্ধ যুগেও হিন্দু সমাজে জাতিভেদ প্রথা এরূপ বীভৎস

আকার ধারণ করে নাই, চৈতন্যদেব জাতিভেদের বিরোধী ছিলেন, তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মে বর্ণাশ্রমের স্থান নাই—এসব কথা আপনার পুস্তকে অতি সুস্পষ্ট ভাষায় ফুটে উঠেছে।......আপনি ত্যাগী, কর্ম্মী। আপনি জাতিভেদ প্রথা, শুধু অস্পৃশ্যতা নয়, দূর করার চেষ্টা করলে সহজে সফল হবেন ব'লে আমার বিশ্বাস। আপনার বক্তৃতা-ক্ষমতাও এ বিষয়ে সহায় হবে। আপনার বইখানা পড়ে খুব সুখী হয়েছি। এই বই আমার ভবিষ্যতে অনেক উপকারে আসবে।"—**ডাঃ সুরেশ-চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়,** 'বিশোকা', ডাউহিল, (কার্শিয়াং) ২০।১১।৩৩ ইং।

"This is a very timely publication by one eminently fitted for the task···The erudition of the writer is palpable and sincerity evident. Those who are working for the Harijan cause will be much heartened by such publications"—Advance. 5-21-33.

"......জাতিভেদ প্রথার অসারতা ও কৃত্রিমতা গ্রন্থকার বেদ, পুরাণ, ইতিহাস হইতে নানা যুক্তি ও উদাহরণ সহায়ে প্রমাণ করিয়াছেন। হিন্দু সমাজে কোন্ রন্ধ্রে শনি প্রবেশ করিয়া জাতিকে দুর্ব্বল ব্যাধিগ্রস্থ করিয়াছে, অস্পৃশ্যতার পাপ কি গভীর অজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত এ গ্রন্থে তাহা অতুলনীয় যুক্তিজাল বিস্তার করিয়া বুঝান হইয়াছে। গ্রন্থকার স্বয়ং শাস্ত্রের গূঢ়ার্থদর্শী এবং সমাজপ্রেমিক। এই গ্রন্থখানি প্রত্যেক সমাজসংস্কারক, হরিজন সেবক এবং সামাজিক কদাচার মোচনে উদ্গ্রীব ব্যক্তিমাত্রেরই পাঠ করা কর্ত্তব্য।"—**আনন্দ বাজার পত্রিকা,** ১৬ই কার্ত্তিক, ১৩৪০।

......"বর্ত্তমান যুগের মরমের ধ্বনি **জাতিকথা** পাঠ করিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি।···স্বামীজীর অপরিসীম সাধনা, শাস্ত্রের সমুদ্র মন্থন করিয়া তাহার প্রতিকারোপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন দেখিয়া আমরা আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। স্বামিজীর মনীষা ও অদ্ভূত

শাস্ত্র-জ্ঞান ভারতের এই দুর্দ্দশাময় মুহূর্ত্তে জাতিকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। অনন্যসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন স্বামী মহারাজ জাতিকথার মধ্য দিয়া অতীতের অমূল্য সম্পদের সন্ধান দিয়া জাতিকে রক্ষা করিবার আয়োজন করিয়াছেন। আমরা এই অমূল্য গ্রন্থ 'জাতিকথা' প্রতি ঘরে রাখিতে অনুরোধ করি।"—**মর্ম্মবাণী**,—১৬ই কার্ত্তিক ১৩৪০।

'Jati-Katha' puts the case for untouchability on the authority of the Hindu Sastras in a most cogent and convincing manner. No one who reads the pamphlet with an open mind can fail to realise that the spirit of Hindu Sastras is all against the existing practices. It would moreover be apriori evident that these are entirely inconsistent with those rational laws on which a normal society can alone be constructed."—D. N. Mallik, D. Sc., F. R. S. E., I. E. S., (Retired) Principal, Carmichael College, Rangpur. 14-9-34

'জাতিকথা' আদ্যন্ত বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট ও আশান্বিত হইলাম। অস্পৃশ্যতারূপ পাপ দানব নিধনে প্রত্যেক সমাজ-কল্যাণকামী মনস্বী ব্যক্তির যথাশক্তি সহায়তা করা উচিত। এই পুস্তকের প্রচারদ্বারা অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন কার্য্যে অনেকখানি সাহায্য হইবে। ইনি সাংসারিকগণের ভোগবাসনা ও আসক্তিকামনায় জলাঞ্জলি দিয়া ত্যাগব্রত গ্রহণপূর্ব্বক দেশের নির্য্যাতিত অপমানিত ও দলিত নরনারী ভাই-ভগিনীগণের মনুষ্যত্বের উদ্বোধনে ও অন্তর দেবতার আত্মপ্রকাশে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছেন। পুস্তকে বহু গ্রন্থ ও বহু শাস্ত্র পাঠের ফল দেদীপ্যমান। পাঠকগণও ইহা পাঠে প্রভূত উপকার ও জ্ঞান লাভে সমর্থ হইবেন। বাংলার জেলায় জেলায় গ্রামে গ্রামে ইহা

বিশেষভাবে প্রচারিত ও পঠিত হইলে হিন্দু সমাজের দলিত ও দলনকারী উভয়বিধ সম্প্রদায়েরই কল্যাণ সাধিত হইবে।"—**শ্রীদিগিন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য্য**, ১।১১।১৯৩৩

"পল্লীসমাজহিতৈষিণা মহাপ্রাণ সন্ন্যাসীনা শ্রীমতা সমাধিপ্রকাশারণ্য মহাশয়েন প্রণীতাং **জাতিকথা** নাম্নীং পুস্তিকামবলোক্য নিতরাং প্রীতোঽভবম্। পুস্তিকেয়ং জাতিভেদ বিষয়াকানি স্পৃশ্যাস্পৃশ্যত্বঘটিতানি চ বহূনি ভ্রান্তমতানি দূরীকৃত্য হিন্দুসমাজস্য মহোপকারং সাধয়িষ্যতি। অপি চ সা জাতীয়োন্নতিকামিনাং সমাজসংস্কারকর্ত্তৃণাঞ্চ সমাদরনীয়া ভবিষ্যতীতি।"—**শ্রীললিতকুমার সাংখ্যবেদতীর্থস্য**, ২৭।৬।১৮৫৫

আপনার '**জাতিকথা**' বইখানি সময়োপযোগী ও সমাজহিতকর বই হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। বইখানি পড়িয়া বিশেষ প্রীত হইয়াছি।"—**শ্রীকিরণশঙ্কর রায়**, ৪।৩।৩৪

'**জাতিকথা**' পড়িয়া বিশেষ আনন্দ পাইলাম। বর্ত্তমান হিন্দুসমাজে প্রচলিত অস্পৃশ্যতা ও অনাচরণীয়তা যে প্রাচীন প্রামাণ্য হিন্দুশাস্ত্রের অনুমোদিত নহে, স্বামীজী শাস্ত্র-সমুদ্র মন্থন করিয়া অতি সুন্দররূপে তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। পুস্তকখানি সময়োপযোগী হইয়াছে। আমার বিশ্বাস, এই পুস্তকখানির বহুলপ্রচারের দ্বারা সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে।"—**শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ**, M.A., Principal, Comilla Victoria College, 12. 10. 36.

'**জাতিকথা**' গ্রন্থ পাঠ করিয়া অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও উদারতার পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইলাম। গ্রন্থের প্রত্যেকটি পংক্তি সঙ্কীর্ণতার মূলোচ্ছেদ করিতে প্রয়াস পাইতেছে। গ্রন্থকারের অপরাপর গ্রন্থেও তাঁহার রচনাভঙ্গীর বিশেষত্ব ও নির্ভীকতা, রসজ্ঞতার পরিচয় প্রকটিত হইতেছে।" —**স্বামী স্বরূপানন্দ**, ৫ই আষাঢ়, ১৩৪৩। পুপুনকী অযাচক আশ্রম, পোঃ চাশ, মানভূম।

"জাতিবিভাগ ও অস্পৃশ্যতা হিন্দুধর্ম্মের ও সমাজের গ্লানি ও কালিমা। বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রগুলি মানব-ধর্ম্মশাস্ত্র, কোন সাম্প্রদায়িক শাস্ত্র নহে। ব্রাহ্মণেরা পতিত হইয়া কতকগুলি কৃত্রিম শাস্ত্র ও পুরাণাদি প্রণয়নে মানবসমাজের উপর প্রভুত্ব করিবার জন্য বর্ত্তমানে জাতিবিভাগ ও অস্পৃশ্যতা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। আরণ্য মহাশয় ধর্ম্মের মলিনতা ও সমাজের গ্লানি ও কালিমা দূর করিবার জন্য ঐ পুস্তক লিখিয়াছেন। সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবানের ইচ্ছায়ই তাঁহার ঐ ভাবধারাগুলি সাময়িক ভাবধারার সহিত মিলিত হইয়া সেই মানবধর্ম্মশাস্ত্রগুলির ঐশ্বর্য্য মানবসমাজে বিস্তৃত করিয়া মানবসমাজের প্রভূত মঙ্গল সাধন করিবে ইহাই আমাদের বিশ্বাস। আরণ্য মহাশয় ক্ষণজন্মা পুরুষ, তাঁহার অগাধ শাস্ত্রজ্ঞান বিস্তারে লোক-সেবা-কার্য্য সম্পূর্ণ সাফল্যমণ্ডিত হইয়া মানবসমাজের কল্যাণ সাধিত হউক, ইহাই আমার ঐকান্তিক কামনা।"—**শ্রীহরদয়াল নাগ**, চাঁদপুর, ৫ই শ্রাবণ; বাং ১৩৪৩ সন।

'**জাতিকথা**' পাঠ করিয়া আনন্দ লাভ করিলাম। অস্পৃশ্যতা যে মহাপাপ তাহা স্বামীজী এই গ্রন্থে হিন্দুশাস্ত্র এবং যুক্তিতর্কদ্বারা বিশদরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। শাস্ত্রের দোহাই ছাড়া যারা এ বিষয়ে যুক্তিতর্ক বা ধর্ম্মের মূলনীতি গ্রহণ করিবেন না তাহাদের জন্য এই গ্রন্থ বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়।"—**শ্রীঅখিলচন্দ্র দত্ত**, M. L. A. (Advocate), Deputy President, Indian Legislative Assembly, কুমিল্লা, দত্তকুটীর, ১৮।৬।৩৬ ইং।

"আপনার **জাতিকথা** পড়িয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। একে তো আমার শরীর অপটু এবং প্রত্যহ এত লোক আসিয়া ধাক্কাধাক্কি করে যে প্রাণ ওষ্ঠাগত—বিশেষতঃ গেরুয়াধারী স্বামীজী দেখিলে আতঙ্ক হয় কারণ এই মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অনেকেই আজকাল বেকারসমস্যার সমাধান

করে। কিন্তু আপনি দেখিলাম সে শ্রেণীর নন এবং আপনার উদ্দেশ্য মহৎ। সম্ভবতঃ Decemberএর প্রারম্ভে আমি ফরিদপুর যাইব তখন যদি সুবিধা হয় আপনার সঙ্গে দেখা করিবার চেষ্টা করিব।" বিনীত—**শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়**, কলিকাতা কলেজ অভ সায়েন্স, ১৬।১১।৪৩।

"জাতিভেদ সম্বন্ধে বহু দার্শনিক ও ঐতিহাসিক আলোচনা করিয়া স্বামীজী দেখাইয়াছেন—জাতিভেদ মিথ্যা।—**প্রবাসী**, ফাল্গুন, ১৩৪২।

"...জাতির কথা পড়ে আনন্দিত হলেম। প্রাচীনপন্থী একজন সন্ন্যাসীর নিকট হতে জাতিভেদ সম্বন্ধে এত উদার সিদ্ধান্ত বোধ হয় এই প্রথম শুনলেম। ভারতবর্ষে জাতিভেদকে অনেকে ধর্ম্ম বলেই গ্রহণ করেন। এবং এই ধর্ম্ম তাদের মতে সনাতন। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের একটুও সংশোধন করতে তারা রাজী নন। আমার বিশ্বাস এই জাতিভেদ প্রথা হিন্দুজাতির অভ্যুদয়ের পরিপন্থী হয়েছে। স্বামীজী দেখাইয়াছেন, কিরূপে এই প্রথা কত অত্যাচারের কারণ হয়েছে।

সমষ্টি মানবত্বকে হিন্দু দার্শনিক চোখে শ্রদ্ধা দেখাইলেও, বস্তুতঃ কার্য্যক্ষেত্রে এই বোধকে প্রতিষ্ঠা করতে পারে নি, বরং নীচজাতিকে নীচ বলেই ঘৃণা ও অবজ্ঞা করেছে। আধুনিক চিন্তাশীলেরা শূদ্রজাতিকে কিছু কিছু অধিকার দিতে সম্মত হলেও তাহাদিগকে ব্রাহ্মণত্বে প্রতিষ্ঠা করিতে অনিচ্ছুক। কারণ তারা বলেন, উচ্চ সংস্কৃতিসম্পন্ন হলেও রক্তের ভেতর এমন কিছু থেকে যায়, যাহা শূদ্রকে কখনও ব্রাহ্মণসুলভ স্বভাব ও গুণের অধিকার দিতে পারে না। স্বামীজী এই মত বিশেষ নিপুণতার সহিত খণ্ডন করেছেন। প্রকৃতির বিবর্ত্তনে দেখতে পাওয়া যায় উচ্চজাতির নিম্নগ ও নিম্নজাতির ঊর্দ্ধগ পরিণতি। প্রকৃতি সঙ্করণশীল, তাহার গুণধর্ম্মের পরিবর্ত্তন ও পরিণতি হয়; প্রকৃতি প্রকাশাভিমুখী হলেই, স্বচ্ছতা, ঋজুতা, ইত্যাদি সাত্বিকী ভাবসম্পদ লাভ হয়। মানব মাত্রেরই স্বভাব নির্ণয় করে এই প্রকৃতি। তাহার

শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা হলে শূদ্র কেন শূদ্র চিরকালই থাকবে, তাহার কোন হেতু খুঁজে পাওয়া যায় না। ব্রাহ্মণ্য সংস্কার অভাব হলে কেন ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ হবে তাহার কোন কারণ দেখতে পাওয়া যায় না। তথাপি কেন যে হিন্দুজাতি এরূপ অভ্যুদয় পরিপন্থী জাতিভেদকে অবলম্বন করে রেখেছে তাহা নির্ণয় করা কঠিন। ইহাতে জাতিই গতিমান না হয়ে পঙ্গুই হইতেছে। স্বামীজীর যে সিদ্ধান্ত সকলকেই ব্রাহ্মণ স্বভাব সম্পন্ন করে উদ্বুদ্ধ করা ইহা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। যদিও ইহা অত্যন্ত সাধনা সাপেক্ষ, তাই জাতির নামেই মানুষের পরিচয় হওয়া উচিত নয়। ইহা মানবধর্ম্মে আঘাত করে। এই জাতিবোধ নীচবর্ণের অভ্যুদয়ের পথে বাধা হয়েছে। যোগ্যতা অর্জ্জন করার পথেও শত বাধা উপস্থিত করেছে।

সকলকে ব্রাহ্মণ কর্‌বার পথে বাধা হতে পারে কারণ সকলেই সমান সংস্কার-সম্পন্ন নহে। কিন্তু সেই সংস্কার-সম্পন্ন করবার প্রচেষ্টা জাতিভেদ থাকতে হতে পারে না। ব্রাহ্মণ চিন্তা ও কর্ম্মশক্তিতে হয় পূর্ণ। যদি এই দুই শক্তি অর্জ্জন কর্‌বার পথ উন্মুক্ত না হয় তবে কিরূপে মানুষ অগ্রসর হবে! জাতিভেদের কথা ছেড়ে দিলেও, আমার ভাবতে আনন্দ হয় যে একটা সমাজের সব মানুষের এরূপ অধিকার ও সংস্কার-সম্পন্ন হবার পথ মুক্ত। ভারতবর্ষে মানবত্বের এরূপ মহিমাময় ভাব প্রতিষ্ঠিত হলে মানব জাতির অশেষ কল্যাণ সাধন হবে। আশা করি এ পুস্তকের বহুল প্রচার হবে।" **শ্রীমহেন্দ্রনাথ সরকার** এম. এ., পি. এইচ. ডি., কলিকাতা, ২।১।১৯৩৮

"......Swamiji has done a great service to the society by dispelling the idea that caste has the sanctions of the Shastras. The book (জাতিকথা) should be read and reread by the orthodox section of

the people."—J. N. Hore, [M. A., B. L., B. C. S. (Judicial)] Munsif, First Court, Serajgunge. 3. 11. 1941.

(২) **শুদ্ধামাধুরী** –২য় সংস্করণ (প্রকাশিত)। সাহায্য এক টাকা। কৃষ্ণলীলা, গৌরাঙ্গলীলা ও জগদ্বন্ধু লীলা ও অরূপ লীলার মাধুর্য্য-রসে ভাবরাগ ভরা! ভাব ও ভাষা কবিত্বময়। আঙ্গিনা পত্রিকায় প্রকাশিত। বহু ভক্তকর্ত্তৃক উচ্চকণ্ঠে প্রশংসিত। দিনাজপুরের মাকৈল গ্রামের বদান্য জমিদার, কালিয়াগঞ্জ পার্ব্বতী সুন্দরী স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর রায়চৌধুরী মহাশয়ের অর্থ-সাহায্যে ১ম সংস্করণ প্রকাশিত।

"স্বামীজি কামকলাবর্জ্জিত রসতত্ত্ব তাঁহার স্বভাবসুলভ কবিত্বময় ভাষায় এই পুস্তকে বর্ণনা করিয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীজগবন্ধুর জীবনের দৃষ্টান্ত আহরণ করিয়া তাঁহার বক্তব্য সমর্থন করিয়াছেন। বাঙ্গালার বৈষ্ণবসমাজ এই পুস্তকের দৃষ্টিতে রসতত্ত্বের বিচার করিলে আমরা সুখী হইব।"—**হিন্দুমিশন,** আষাঢ় ১৩৪২।

"লেখক শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থ বর্ণিত কৃষ্ণলীলা ও গৌরাঙ্গ লীলার সাহায্যে শুদ্ধ মধুর ভাবের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রসঙ্গত গ্রন্থ শেষে ফরিদপুরের সাধক প্রবর জগদ্বন্ধুর মধুররস-সিক্ত জীবনও আলোচিত হইয়াছে। পুস্তকের ভাষা গদ্য হইলেও কবিত্বময় ও মাঝে মাঝে বৈষ্ণব পদাবলীর ছাঁচে ঢালা। ভক্তিমার্গী সাধকগণের নিকট যে বইখানি সমাদৃত হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কাগজ ও ছাপা ভাল।"—**প্রবাসী**, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৪।

"লেখকের ভাষায় শ্রীকৃষ্ণলীলার মাধুর্য্য রস আস্বাদনের ভাবটাকে একটা নূতন পরিকল্পনা দিয়া সাধকদের সামনে ধরিয়া দিবার চেষ্টাই এই 'শুদ্ধামাধুরী'। বৈষ্ণব দর্শন, বেদান্ত দর্শন ও সাংখ্য-যোগ দর্শনের মূল কথা লইয়াই শুদ্ধামাধুরী রচিত, কিন্তু দার্শনিক পরিভাষার ব্যবহারের

পরিবর্ত্তে ইহাতে সাহিত্যিক ভাষা ব্যবহার হেতু বিষয়টি সকলের পক্ষেই সহজ হইবে, বিষয় আলোচনায় লেখকের 'গোঁড়ামী'ও কিছু নাই। শুদ্ধামাধুরী পাঠে আমরা তৃপ্তিলাভ করিয়াছি, পাঠকপাঠিকাও করিবেন আমাদের বিশ্বাস।"—**প্রবর্ত্তক**, আশ্বিন, বাং ১৩৪৩।

"কামনাহীন রসতত্ত্ব এই পুস্তকে আলোচিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ, গৌরাঙ্গ ও জগদ্বন্ধু জীবনের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া লেখক তাঁহার নিজের মত সমর্থন করিয়াছেন। বৈষ্ণব পাঠক এ গ্রন্থ পাঠে উপকৃত হইবেন, ইহাই আমাদের বিশ্বাস।"—'**দেশ**' পত্রিকা, ১৬ই শ্রাবণ, বাং ১৩৪৩।

"তোমার **শুদ্ধামাধুরী** ও **পরশমণি** পড়িয়া ভালই লাগিল। আরও পড়িতে ইচ্ছা করে। লাইব্রেরীতে বইগুলি রাখা উচিত।"—**শ্রীহেমন্তকুমার মজুমদার**, প্রধান শিক্ষক, বসন্তকুমার হাইস্কুল, বিনোদপুর পোঃ, যশোহর, ২১।৭।৩৬।

'**শুদ্ধামাধুরী**' আমার বড় ভাল লাগিয়াছে। তজ্জন্য স্বামীজী ও তোমরা, যগভাই, সনৎ ও তুমি—সকলের নিকটই আমি সত্য সত্যই ঋণী। আমার অন্তরের কথাই উহাতে প্রতিধ্বনিত হইতেছে, মনের কথাটি যেন মূর্ত্ত হইয়া দেখা দিতেছে। ধ্বনি অপেক্ষা প্রতিধ্বনি সুমধুর, ভাব অপেক্ষাও মূর্ত্তি সুন্দর, আমার মন প্রাণ মুগ্ধ হইয়াছে, বড় প্রয়োজনীয় বইখানি ; প্রিয়জনের উপহার বলিয়া বড় বেশী মূল্যবান। "গাছি" ব্রহ্মচারীকে আমার "প্রাণ ভরা আশীর্ব্বাদ"। উপযুক্ত গুরুলাভ করিয়াছ—"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।" **শ্রীভারতবন্ধু পাট্টাদার**, সহকারী প্রধান শিক্ষক, নঘরিয়া হাইস্কুল (মালদহ), ১৭।৮।৩৫।

"রাসলীলার সহিত সাধারণ জীবের কামভোগের যে কোন সম্বন্ধ নাই এবং কৃষ্ণলীলা যে বিশুদ্ধ প্রেম মাধুর্য্যের চরম এবং পরম দৃষ্টান্ত, লেখক এই গ্রন্থখানিতে তাহা নানা গ্রন্থ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া

সুন্দর ভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। গ্রন্থখানিতে রস সাধনার দৃষ্টি ফিরাইয়া রসিক সাধক এবং তপস্বী যোগীর সাধনার মধ্যে সামঞ্জস্য সাধনের চেষ্টা করা হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি শুধু সাধক সাধিকাদের নহে, সাধারণ পাঠক পাঠিকাদের নিকটও সমাদৃত হইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।"—**কেশরী** (দৈনিক), ১২ই পৌষ, ১৩৪৪।

"**শুদ্ধামাধুরী**র প্রথম ৪০ পৃষ্ঠায় স্বামীজি প্রেম ভক্তি সম্বন্ধে অনেকগুলি সুন্দর কথা বলিয়াছেন। ইংরাজী শিক্ষিতেরা ঐ অংশ পাঠ করে আমার ইচ্ছা।"—**শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত** ১৩৯ বি, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

"...স্বামীজি বৈষ্ণব মতের আলোচনা করেছেন এবং দেখিয়েছেন কিরূপে শুদ্ধ অন্তঃকরণে ভাগবত মাধুর্য্য প্রকাশ হয়। তিনি সাংখ্য যোগী হয়েও বৈষ্ণবের শুদ্ধা ভক্তিকে সাধনার জীবনে স্থান দিয়েছেন। অবশ্য তাঁহার মতে ভক্তি প্রকৃতির সত্ত্বশুদ্ধির বিকাশ এবং তাহার দ্বারাও মানুষ পরম কল্যাণে উপনীত হতে পারে। একজন সাংখ্য যোগী ভক্তির কিরূপ ব্যাখ্যা করেন তাহা জানতে কৌতূহলী পাঠক এই পুস্তক পড়ে আনন্দ পাবেন।" **শ্রীমহেন্দ্রনাথ সরকার** (এম. এ, পি-এইচ. ডি.) কলিকাতা, ২৬।১২।১৯৩৭

আপনার **'শুদ্ধামাধুরী'** পাঠ করে আনন্দিত হইলাম। ভাগবতের শুদ্ধা ভক্তি, কামগন্ধহীন প্রেম, গোপীভাব একটা অলীক অথবা অশ্লীল ব্যাপার—খৃষ্টান মিশনারীদের নিকট একথা শুনে শুনে অনেক শিক্ষিত বাঙ্গালীও তাহা বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছে। দরিদ্রনারায়ণ সেবাই এখন শ্রীকৃষ্ণ সেবার স্থান অধিকার করছে। এ সময় অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মানবাত্মার বিশুদ্ধ প্রেমযোগের সম্ভাবনা শাস্ত্র ও দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রতিপন্ন করে আপনি বৈষ্ণব ধর্ম্মের যথেষ্ট উপকার করেছেন। আমার বিশ্বাস আপনার 'শুদ্ধামাধুরী' দ্বারা শিক্ষিত নাস্তিক এবং

কদাচারী আস্তিক উভয় দলই বিশেষ উপকৃত হইবে। ভগবান্ আপনার ধর্ম্ম সংস্কার প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত করুণ তাঁর চরণে এই প্রার্থনা।"—**শ্রীক্ষীরোদ গুপ্ত** (বিদ্যাসাগর কলেজের অবসর প্রাপ্ত অধ্যক্ষ), কলিকাতা, ১।১।৩৮

"বৈষ্ণব শাস্ত্রে বর্ণিত কৃষ্ণলীলার প্রকৃত তত্ত্বোপলব্ধি করিতে না পারিয়া অনেকে উহাকে কদর্য্য ব্যভিচার বলিয়া ঘৃণার চক্ষে দেখেন। আবার তথাকথিত বহু সাধক ও সন্ন্যাসী ও বৈষ্ণব তান্ত্রিক সাধনার নামে ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া কামলীলাকে রাসলীলা আখ্যা দিয়া শিষ্য সেবিকাদের চিত্তও কলুষিত করিয়া তোলেন। কৃষ্ণলীলা যে বিশুদ্ধ প্রেম মাধুর্য্যের চরম দৃষ্টান্ত—স্বামীজি নানা শাস্ত্রীয় গ্রন্থের বচন উদ্ধৃত করিয়া 'শুদ্ধামাধুরী'তে তাহাই প্রমাণ করিয়াছেন। সাধক সাধিকাদের ন্যায় সাধারণ পাঠক পাঠিকা মহলে ইহার যথেষ্ট সমাদৃত হওয়া বাঞ্ছনীয়।"—**বন্দেমাতরম্** (দৈনিক), ১৯শে পৌষ, ১৩৩৮।

"খাঁটী দুগ্ধ মথিয়া
দেখি যেমতি নবনী।
"শুদ্ধা মাধুরী" পড়িয়া
পাই তেমতি লাবণী॥
এ যে অবনী সম্পদ
লীলা রসের পাথার।
ওরে, ও-প্রেম-পিপাসু
বুঝিবি দিলে সাঁতার॥"

—দীন মতিচ্ছন্ন (মহেন্দ্র)—শ্রীশ্রীধাম শ্রীঅঙ্গন, ফরিদপুর।

(৩) **পরশমণি**। (প্রকাশিত)। ৩য় সং, সাহায্য—দশ আনা। সমাজের অবিচার, অত্যাচার পোড়াইয়া বর্ণলৌহকে স্বর্ণে পরিণত করিবার জ্বালাময় মন্ত্র শাস্ত্রজ্ঞানহীন জনসাধারণের জন্য। অস্পৃশ্যতা

বর্জ্জনের আর একরূপ প্রকাশিত। গল্পচ্ছলে লেখা। বালক-বালিকারাও ইহা পড়িয়া আনন্দ পাইবে।

"প্রতি পত্রে ইহার যৌক্তিকতা মনকে আলোড়িত করে। বক্তব্য বস্তুকে দৃঢ় ভাষায় বলিবার ক্ষমতা লেখকের অসাধারণ। মানব মনের উদার পরশমণির স্পর্শে অস্পৃশ্যতা বিদূরিত হউক এই কামনা করিয়াই লেখক ইহা লিখিয়াছেন। আমরা জনসাধারণকে ইহা পড়িতে অনুরোধ করি।"—**বঙ্গলক্ষ্মী,** ভাদ্র, ১৩৪২।

"লেখকের দরদী হৃদয়ের পরিচয় ও মহামানবতার ইঙ্গিত সময়োপযোগী।"—**প্রবর্ত্তক**, ভাদ্র, ১৩৪২।

"সামাজিক অনাচার দূর করার উদ্দেশ্যে লিখিত। লেখকের ভাষা জোরালো, তার উপর আন্তরিকতায় পূর্ণ হওয়াতে সুখপাঠ্য হইয়াছে। জনসাধারণ এই পুস্তিকা পাঠে উপকৃত হইবে।"—**'দেশ'**, ১৬ই শ্রাবণ, বাং ১৩৪৩ সাল।

"বইখানি ছোট হইলেও অনেকগুলি উচ্চ চিন্তা এই পুস্তকের ভিতর আছে, গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তকের মত এই পুস্তকখানিও আমাদের ভাল লাগিল।"—**হিন্দুমিশন,** ভাদ্র, ১৩৪৩ সাল।

"সকল জাতির এই প্রগতির যুগে পথভ্রষ্ট যে জাতি জাতির হাদিশ টানিয়া মরে এবং স্বীয় অন্তরাত্মাকে অভিমানের কারাগারে বন্দী রাখিয়া মানুষের অধিকার অগ্রাহ্য করে, স্বামীজির 'পরশমণি'র স্পর্শে তাহার চিত্ত শুদ্ধ হইবে।"—**মোহাম্মদ মোকর্‌রম হোসেন বি-এ,** কশবা মাজাইল (ফরিদপুর) ৬।১০।৩৬।

"...অস্পৃশ্যতা পরিহার আন্দোলনে যাঁহারা ব্রতী হইয়াছেন এই গ্রন্থখানি তাঁহাদের সাধনা পথে আলোকপাত করিবে এবং শাস্ত্রীয় প্রেরণা যোগাইবে। পুস্তকখানি যুগোপযোগী, ইহার বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।"—**কেশরী** (দৈনিক), ১২ই পৌষ, ১৩৪৪।

"গীতায় আছে, ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার সর্ব্বোত্তম সুখ। সর্ব্বজীবে যিনি ব্রহ্ম বা আত্মদর্শনে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারই ব্রহ্মদর্শন সার্থক হইয়াছে। নিরাকার ব্রহ্মের পরিবর্ত্তে সজীব সাকার ব্রহ্মের সেবা করিবার উপদেশ দিতে গিয়া স্বামীজিও তাই বলিতেছেন—"বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর।" হিন্দু সমাজের বর্ত্তমান অধোগতির মূল যে, এই ব্রহ্মদর্শনের অভাব ও কুসংস্কার প্রসূত ছুঁৎমার্গ, স্বামীজি এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানিতে তাহা বিশদরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন। অস্পৃশ্যতা বর্জ্জন আন্দোলনে যাঁহারা আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, তাঁহাদের ন্যায় গোঁড়া সংস্কারবাদীদেরও এই পুস্তকখানি অবশ্য পাঠ্য। আমরা এরূপ যুগোপযোগী পুস্তিকার বহুল প্রচার কামনা করি।"—**বন্দেমাতরম** (দৈনিক), ১৯শে পৌষ, ১৩৪৪।

" 'পরশমণি' গ্রন্থখানিও স্বামিজীর আর একখানি ধর্ম্ম ও সমাজ দর্শন সম্বন্ধীয় মূল্যবান গ্রন্থ। উচ্চ ও নীচ জাতি বৈষম্য এবং অস্পৃশ্যতা, ছুঁৎমার্গ প্রভৃতি বিষয়গুলি নিয়ে আজও মানুষে মানুষে যে বিরোধ, সেই সকল বিষয়ের সুন্দর প্রতিচ্ছবি ও প্রতিকারের উপায় প্রদর্শিত হয়েছে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানির মধ্যে। বহু উপমা ও উদ্ধৃতির দ্বারা তিনি প্রাঞ্জল ভাবে তাঁর মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেছেন ও পথপ্রদর্শন করেছেন আমাদের। এই সকল গ্রন্থ জনসাধারণের পাঠ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।"
—দৈনিক বসুমতী, রবিবার, ১৯।৭।৫৩।

"পরশ মাণিক পরশে শুনি
সত্যি লৌহ হয় সোণা।
প্রত্যক্ষ এ "পরশ মাণিক"
পড়ে দেখ্ ভাই সোণা॥"

—দীন মতিচ্ছন্ন (মহেন্দ্র), শ্রীশ্রীধাম, শ্রীঅঙ্গন, ফরিদপুর।

(৪) **বিদ্যালয়ে প্রাথমিক ধর্ম্মশিক্ষা।** ২য় সং, (প্রকাশিত)। সাহায্য—দুই টাকা। বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক লাইব্রেরী পুস্তকরূপে অনুমোদিত। (Vide the Calcutta Gazette, 29th July, 1937)। ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদিগের শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কল্যাণের দিক দিয়া সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির উপায় লিখিত গ্রন্থকারের ১৫ বৎসরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা হইতে। বহু বহু অভিজ্ঞ শিক্ষক কর্ত্তৃক উচ্চকণ্ঠে প্রশংসিত। শিক্ষাদোষ সংশোধনে ও ছাত্রসমস্যা পূরণে অভিনব। ফরিদপুর ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড টিউবওয়েল ইন্‌স্‌পেক্টর শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয়ের অর্থ সাহায্যে প্রথম প্রকাশিত হয়।

"It is a well-written and thought provoking book written from a religious point of view. It will prove very useful to our student community. The book is really a valuable addition to our educational literature. —**Ram Chandra Chakravarty,** *Head Master, Ishan Institution, Faridpur, 8-5-34.*

"......প্রবন্ধটি পড়িয়া আনন্দিত হইলাম। ছাপা হইয়া পুস্তক আকারে প্রকাশিত হইলে ইহা একখানি সুগ্রন্থের মধ্যে পরিগণিত হইবে। এখনকার অশ্লীলভাবপূর্ণ নাটক নভেলের দিনে তরুণ বয়স্কগণের পাঠোপযোগী সুগ্রন্থ যাহা তাহাদের হিত কামনায় লিখিত এবং যাহা পাঠে তাহাদের প্রকৃত মঙ্গল সাধিত হইতে পারে এইরূপ সুগ্রন্থ বড়ই কম বাহির হয়। পুস্তকখানি সে অভাব কতক পূরণ করিবে। নানা স্থান হইতে সংগৃহীত মহাজনগণের বাণী ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের অভিমত উপযুক্ত স্থানে সুবিবেচনার সহিত সন্নিবেশিত হওয়ায় প্রবন্ধটী বাস্তবিক সুপাঠ্য হইয়াছে।" * * * **শ্রীযতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অবসরপ্রাপ্ত হেডমাষ্টার, কুমিল্লা জিলা স্কুল,** ৩।৮।৩৪।

"......The writer has a very noble object in view. Being full of practical suggestion the book will help the physical, intellectual, moral and spiritual advancement of our boys. There is a crying necessity for a book like this in the present condition of our country. The author has rightly said that a man must be a 'Brahmajnani' first and then he will be successful in whatever he undertakes. His conception of Brahmanising the world is grand and should inspire our youngmen. The book should be printed and widely circulated. —**Amrita Lall Lashkar.** *Head Master, Faridpur Zilla School.* 6-5-53.

"......It is an opportune publication, as Bengal has forgotton the true meaning of education and the high ideals of Hindu culture. This essay deals with all the aspects of education—physical, intellectual, moral and spiritual. Students as well as teachers will derive great benefit by the perusal of his booklet. I hope, this booklet will be prescribed by the authorities for moral and religious teaching, which is very necessary in these days of loose thinking and false ideals.'—**Surendra Nath Mukherjee.** *Head Master, The Dinajpur Academy (H. E. School).* The 27th Sept., 1935.

"আলোচ্য পুস্তকে লেখক ছাত্রগণকে ধর্ম্মশিক্ষা ও ব্রহ্মচর্য্য পালনের উপকারিতা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। পুস্তকটি সুলিখিত। স্কুল কলেজের ছাত্রেরা লেখকের উপদেশ মানিয়া চলিলে উপকৃত হইবে।"
—**আনন্দবাজার পত্রিকা।** ১৩।৮।৪৩।

"I have been highly impressed with its lofty tone and temper. Within a short compass we find a

masterly exposition of the wholesome tenets of self control and a ruthless exposure of the moral defects of the present-day education. This our earth of clay would have been turned into a veritable paradise if only some of the principles enunciated by the learned Swamijee could effectually be put into practice. But we can't deny the existence of an atmosphere which, instead of promoting the healthy growth of these noble ideas along fruitful channels, serves to retard their onward march almost at every step. Nevertheless this excellent treatise deserves a careful study by our young hopefuls who will undoubtedly discover in it a rich mine of information."—**Haripada Chakravarty,** *M. A., Head Master, Karakdi Govt. aided R. B. H. E. School,* 4-8-36.

"ধর্ম্মশিক্ষার যে প্রয়োজনীয়তা আছে পুস্তকখানি পড়িয়া পাঠক ইহা স্বীকার করিবেন। শুদ্ধভাবে জীবন যাপন করার জন্য ব্রহ্মচর্য্যের প্রয়োজন ও তাহার স্থান সম্বন্ধে স্বামিজী যে সকল সদুপদেশ দিয়াছেন তাহাতে জিজ্ঞাসুর উপকার হইবে।

বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষা তখনই দেওয়া যাইবে যখন শিক্ষকের আচরণে ধর্ম্ম কি তাহা ছাত্রেরা স্বতঃই বুঝিবে। ধর্ম্ম বা নীতিপুস্তক কেবল পড়াইলে ছাত্রেরা বর্ত্তমানে যাহা পায় তাহার অধিক কিছু পাইতে পারে না। সেই জন্যই এই ধরণের পুস্তক শিক্ষকদিগের জন্য কর্ত্তব্য উন্মেষের সহায়ক বলিয়া গ্রহণ করিলে ও সেই কর্ত্তব্যবুদ্ধি ব্যবহারে পরিণত করার চেষ্টা করিলে ইহার সফলতা হইবে।"—**সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত** কলিকাতা, ২৭।১।৩৭।

"ইহাতে প্রজ্ঞাবান্ লেখক যে সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণরূপে তাঁহার উপযুক্ত ও দেশের পক্ষে মঙ্গলকর হইয়াছে।

অকাট্য যুক্তি যোজনা দ্বারা তিনি বর্ত্তমান শিক্ষার গলদ চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়াছেন এবং প্রতীকার কোন্ পথে তাহাও নিঃসংশয়িতরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পুস্তকখানি সর্ব্বাংশে সময়োপযোগী হইয়াছে এবং আমি আশা করি যে বাংলা দেশের প্রত্যেক বিদ্যালয়ে উহা পঠিত ও আলোচিত হইবে এবং উহাতে নিবদ্ধ সিদ্ধান্তনিচয়ানুযায়ী কার্য্যপদ্ধতি দেশের ও দশের প্রকৃত কল্যাণের জন্য অনতিবিলম্বে অবলম্বিত হইবে। —**শ্রীভুবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায়** প্রধান শিক্ষক, ওড়াকান্দি মীড হাই স্কুল, ফরিদপুর। ২৪শে জুন, ১৯৩৬।

"......I can not but too strongly emphasise the necessity of imparting some moral training and religious education on non-denominational lines in the Primary, Secondary and Collegiate institutions. This point deserves best consideration in the hands of authorities and the book appearing at this moment supplies a real want regarding primary book for primary institutions on religious education. I wish the young children would appreciate and improve by the same."—**B. C. Sen Gupta** *Munsif, Rajbari. 13-10-36.*

"বিদ্যালয়ে প্রাথমিক ধর্ম্মশিক্ষা' পাঠ করিয়া প্রীতিলাভ করিলাম। আধুনিক শিক্ষার ব্যর্থতার দিকটা তিনি যেমন সুনিপুণভাবে প্রকটিত করিয়াছেন ইহাকে সুসংস্কৃত করিয়া ভারতীয় আদর্শের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিবার নির্দ্দেশও তেমনি বিচক্ষণতার সহিত প্রদান করিয়াছেন। পূর্ব্বাশ্রমে গ্রন্থকার দীর্ঘকাল শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত থাকায় বর্ত্তমান শিক্ষা পদ্ধতির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ পরিচয়ের সুযোগ ঘটিয়াছিল। আর তাঁহার বর্ত্তমান সন্ন্যাস জীবনে ভারতের সনাতন শিক্ষা ও সাধনার সহিত প্রত্যক্ষ যোগ থাকায় তিনিই শিক্ষা সংস্কার সম্বন্ধীয় আলোচনার

যথার্থ অধিকারী এবং তাঁহার এই আলোচনা বিশেষভাবে সার্থক হইয়াছে। এই পুস্তকের বহুল প্রচারের দ্বারা দেশের কল্যাণ হইবে বলিয়া বিশ্বাস করি।"—**শ্রীরাসমোহন চক্রবর্ত্তী**, প্রধান তত্ত্বাবধায়ক রামমালা ছাত্রাবাস, কুমিল্লা ৫।৩।৪৩।

"তাঁহার পাণ্ডিত্য অশেষ, বলিবার শক্তিও উত্তম। তাঁহার প্রণীত **বিদ্যালয়ে প্রাথমিক ধর্ম্মশিক্ষা** অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। এই রকম বক্তৃতা শুনিলে এবং এই শ্রেণীর বহি পড়িলে ছেলেমেয়েরা শারীরিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বল লাভ করিয়া মনুষ্যপদবাচ্য হইবার সুযোগ লাভ করিতে পারে। এই বহিখানা বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তকরূপে ব্যবহার করিলে ধর্ম্মহীন শিক্ষা দেওয়ার অখ্যাতি দূর হইতে পারে।"

—**শ্রীঅখিলচন্দ্র দত্ত** M.L.A., Advocate, Dy. President, Indian Legislative Assembly, Comilla. ও **শ্রীজানকীনাথ সরকার**, হেডমাষ্টার ঈশ্বর পাঠশালা, কুমিল্লা। ১৭।৬।৩৬।

"......পুস্তকখানি সময়োপযোগী ও বালকগণের ধর্ম্ম-জ্ঞান-লাভের অনুকূল হইয়াছে।" ...**শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন**, কুমারখালী মথুরানাথ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, ১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৩ সাল।

"বহির্ম্মুখতাকে প্রশমিত করিয়া অন্তর্ম্মুখতা সম্পাদন এবং হৃদয়ে ভগবদ্ ভাবের উন্মেষই ছিল প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য। তটস্থভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে ভারতীয় কেন সকল দেশের সকল জাতির শিক্ষার উদ্দেশ্যই তাহা হওয়া উচিত; কারণ, দেশকাল নির্ব্বিশেষে জীবমাত্রের মধ্যেই যে একটা চিরন্তনী সুখবাসনা বিদ্যমান রহিয়াছে—যাহার তাড়নায় জীব ইতস্ততঃ ছুটাছুটী করিয়া কেবল ক্ষত-বিক্ষতই হইতেছে,—অন্তর্ম্মুখতা এবং ভগবদুপলব্ধি ব্যতীত তাহার চরম পরিতৃপ্তি অসম্ভব। শিক্ষার এই আদর্শ হইতে আমরা দূরে সরিয়া গিয়াছি। আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতিতে বহির্ম্মুখতাই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত

হয়। ফলে নানাবিধ অসুখ অশান্তির উদ্ভব হইয়াছে ; আমরা দৈহিক, নৈতিক, সামাজিক ও পারমার্থিক অধঃপতনের পথেই অগ্রসর হইতেছি। আমাদের শিক্ষার সহিত ধর্ম্মের কোনওরূপ যোগ না থাকাই ইহার কারণ বলিয়া মনে হয়।

কেহ কেহ মনে করেন, বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী বালকবালিকা যে দেশে একই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে আসে, সে দেশে শিক্ষার সহিত ধর্ম্মের যোগ রাখিবার চেষ্টায় নানাবিধ অনর্থের সৃষ্টি হইতে পারে। কিন্তু আমাদের মনে হয়, সকল ধর্ম্মের মধ্যেই কতকগুলি সাধারণ সত্য আছে, সেই সত্যের উপলব্ধির অনুকুল কতকগুলি মূলতঃ সাধারণ আচরণও আছে। এ সমস্ত সাধারণ সত্য ও আচরণের উপর প্রতিষ্ঠিত শিক্ষায় কোনওরূপ অনর্থের আশঙ্কা থাকিতে পারে না ; বরং তাহাতে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত প্রভূত মঙ্গলেরই সম্ভাবনা।

স্বামীজী তাঁহার সুচিন্তিত ও সুলিখিত পুস্তকে বিশদভাবেই এ সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। ছাত্রদের দৈহিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির অনুকূল কতকগুলি কার্য্যকরী সার্ব্বজনীন পন্থারও নির্দ্দেশ দিয়াছেন। এ জাতীয় পুস্তক আজকাল অতি দুর্লভ। স্বামীজী দেশের একটী বিশেষ অভাব দূর করিয়াছেন। প্রত্যেক ছাত্রের এবং প্রত্যেক শিক্ষকেরও এই পুস্তকখানি পাঠ করা উচিত।"—**শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ এম. এ.**। প্রিন্সিপ্যাল, কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ। ২১।১০।৩৬

"Swami Samadhi Prakash Aranya's brochure on the very important question of moral and religious education is a thoughtprovoking contribution to its solution. Every educational institution should have copies in its Library and should adopt the method of Saturday

meetings advocated in the book for the discussion of the view set forth. It will serve to create an atmosphere that I am afraid is somewhat lacking in our educational institutions generally to the detriment of the true interests of education.—D. N. Mallik Sc. D., F. R. S. E., I. E. S. (Rtd.) Principal, Carmichael College, Rangpur. 11. 10. 36

"……There are practical suggestion in the book for the physical and moral development of boys. I believe it will be a useful reading for the boys of the top classes of High Schools as well as for College students. The book may be prescribed as a prize and Library book."—**Khan Sahib Maulvi Daliluddin Ahmed** B. E. S., Retired District Inspector of Schools. Faridpur. 26. 9. 36.

"ধর্ম্মজ্ঞান ও ধর্ম্মভাবের অভাবে দেশের বালক ও যুবকগণ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া যাইতেছে। ইহার ফলে মাতৃভূমির অবস্থাও ক্রমশঃ শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে। প্রাথমিক ধর্ম্মশিক্ষা পুস্তকখানির মত পুস্তকের অভাব অনেকদিন অনুভব করিতেছিলাম। গ্রন্থকার আমাদের একজন ভূতপূর্ব্ব সহকর্ম্মী। এই বইখানা লিখিয়া ও প্রকাশ করিয়া গ্রন্থকার দেশের একটী প্রকৃত অভাব দূর করিয়াছেন। শিক্ষকগণ ও অভিভাবকগণ যদি অনুগ্রহ করিয়া এই বইখানির সদ্ব্যবহার করেন ও বালকগণকে পাঠ করান আমার মনে হয়, বালকগণের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে। প্রত্যেক বিদ্যালয়ের পুস্তকালয়ে এই পুস্তকখানির স্থান হওয়া সঙ্গত। অনুরোধ ও আশা করি যে এই জেলার সমস্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকগণ এই পুস্তকখানি তাঁহাদের পুস্তকালয়ের জন্য অনুগ্রহ করিয়া কিনিবেন।"—**শ্রীহেমন্তকুমার মজুমদার**, প্রধান শিক্ষক, বসন্তকুমার

হাই স্কুল, বিনোদপুর, (যশোহর) ও সভাপতি, যশোহর জিলা শিক্ষক-সম্মিলনী। ১।৮।৩৬

"Found it very interesting and instructive. There are no two opinions about the unsatisfactory nature of the present system of education in the country. The general complaint is that it has no relation to the needs of life; neither does it help its recipients in forming a character and a physique which may stand in good stead in adverse circumstances. For some time past the authorities have been trying to find out a remedy but not even the fringe of the question has yet been touched. The Swamiji's book contains practical hints about education on the basis of Brahmacharjya which, I am sure, will be found greatly helpful by the teachers and the taught alike in mitigating the evils of the present system. I recommend the book to the general public and to the Provincial Text Book Committee for considering its suitability for use in libraries of all educational institutions. A perusal of the book is sure to pay."—**Musharraf Hussain.** B.E.S., Inspector of Schools, (Retired) and Chairman L.B. (Rajbari). Kosbamajiail, 28th Sept. 1936.

"আমাদের দেশে বর্ত্তমানের শিক্ষাপদ্ধতিতে ধর্ম্মশিক্ষার কোন ব্যবস্থাই নাই। লেখক দীর্ঘকাল শিক্ষকতা করায় এ বিষয়ের অভাব অনুভব করিয়া আলোচ্য পুস্তকখানি রচনা করিয়াছেন যাহাতে আমাদের দেশের ছাত্রবৃন্দ বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক জীবনে সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি লাভ করিতে পারে তাহাই লেখকের উদ্দেশ্য এবং আমাদের বিশ্বাস তাঁহার সে উদ্দেশ্য

সফল হইবে। গ্রন্থের ভাষা সরল হওয়ায় বুঝিতে কোন কষ্ট হইবে না।"—'**দেশ**' (পত্রিকা) ১৬ই শ্রাবণ সন ১৩৪৩ সাল শনিবার।

"পুস্তকখানা পড়িয়া সুখী হইলাম। ধর্ম্মহীন আধুনিক শিক্ষা যে মানব সমাজের অধঃপতন করিতেছে তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই স্বীকার করিবেন। **"বিত্তালয়ে প্রাথমিক ধর্ম্মশিক্ষা"** পুস্তকখানাতে বহুল পরিমাণে প্রাথমিক ধর্ম্মোপদেশ আছে। *** যাঁহারা মানব জীবনের সেই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের এবং তাঁহাদের পুত্রকন্যা শিক্ষার্থীদের জন্য ঔ পুস্তকখানা বিশেষ মূল্যবান।

—**শ্রীহরদয়াল নাগ**, চাঁদপুর, ৫ই শ্রাবণ ১৩৪৩ সাল।

"The book has been well-written and is well calculated to supply a desideratum. The style is simple and the instructions are valuable. It is intended for the Students of the top classes of High English schools who, I am sure, will be immensely benefited by it. I shall be glad to see the book prescribed as a text book and recommended as a prize and library book."—K. N. Mitra, M.A. B. L. Principal, Rajendra College, Faridpur 25th Sept. 1936.

"ইহাতে অনেক অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য অনুসন্ধানের ফল একত্র সন্নিবেশিত হওয়ায় পুস্তকখানি বর্ত্তমান যুগের উপযোগী হইয়াছে সন্দেহ নাই। কতকগুলি বিধিনিষেধ আমাদের কঠোর মনে হইতে পারে, কিন্তু আদর্শ মহান্ হওয়াই সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়। এ গ্রন্থের বহুল প্রচার হইবে আশা করি। ইতি—"নিবেদক—**যজ্ঞেশ্বর ঘোষ** M. A., Ph. D., Late Principal, Ananda Mohan College, Mymensing.

"শ্রদ্ধাভাজন শ্রীমৎ স্বামী সমাধিপ্রকাশ আরণ্য মহারাজের তেজস্বিনী লেখনীপ্রসূত **"বিদ্যালয়ে প্রাথমিক ধর্ম্মশিক্ষা"** নামক সদ্‌গ্রন্থখানা পাঠ করিয়া অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিলাম। গ্রন্থকার বিলাসিতার, অন্ধ অনুকরণপ্রভাবে তৃণখণ্ডবৎনীয়মান এবং পাপপঙ্কনিমজ্জিত ছাত্রছাত্রী বৃন্দকে আত্মদৃষ্টি সম্পন্ন করিয়া সত্য, পবিত্রতা ও পূর্ণতার পথে ফিরাইয়া আনিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। যোগযুক্ত পুরুষের এই প্রশংসনীয় প্রয়াস সম্পূর্ণরূপে সার্থকতাপ্রাপ্ত হউক, এই প্রার্থনা করি। দেশহিতকামী সজ্জনগণ এইরূপ সদ্‌গ্রন্থের প্রচারে মুক্তহস্তে সাহায্য করিলে অর্থের সদ্‌ব্যবহার হইবে এবং সমাজের মঙ্গল সাধিত হইবে।" **স্বামী স্বরূপানন্দ,** পুপুনকী অযাচক আশ্রম, পোঃ চাশ, মানভূম। ৫ই আষাঢ়, ১৩৪৩।

"I have much pleasure in certifying that the book is one of the type that is most needed now to improve the tone and discipline of our boys. Written as it is, by a veteran Head master, who has led the life of a saint all along the book can safely be placed in the hands of our boys, who will, I think amply profit by its reading *** I wish the book all success."— **Trailokya Nath Bhattacharya,** Head Master, R. S. K Institution, Rajbari. 17. 7. 1936.

"শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ স্বামী সমাধিপ্রকাশ আরণ্য প্রণীত **"বিদ্যালয়ে প্রাথমিক ধর্ম্মশিক্ষা"** শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করিয়া অতিশয় সন্তুষ্ট ও উপকৃত হইলাম। অধুনা বিদ্যালয়ে নৈতিক শিক্ষার কোন প্রচলন নাই, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ এখন শিক্ষায় নৈতিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বোধ করিতেছেন। এই ভীষণ দুর্দ্দিনে এই পুস্তকের সারগর্ভ প্রবন্ধগুলি জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর সে অভাবগুলি পূর্ণ করিবে

বলিতে পারি।”—**স্নেহলতা চৌধুরী**, এম. এ. ৯।৪।৩৭ [প্রধানা শিক্ষয়িত্রী ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল গার্লস্ স্কুল, পোঃ বগুড়া (বগুড়া)।

“I feel infinite pleasure in certifying that the book is unique in its kind. I can strongly recommend it to boys *** Such a book should be treated as one of their constant companions.” —**Jatindra Nath Majumder** Head Master, Khoksa Janipur H. E. school. 23. 8. 1936.

“বর্ত্তমান ধর্ম্মশিক্ষাহীন শিক্ষাব্যবস্থায় এই পুস্তকখানি বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকাভুক্ত হইলে একটি বিশেষ অভাব দূর হইবে। ইহার প্রচার দ্বারা ছেলেমেয়েদের মনে ধর্ম্মের প্রতি আস্থা স্থাপিত হইবে এবং সমাজের কল্যাণ হইবে।”—**শ্রীসুবর্ণকুমার চৌধুরী**, হেডমাষ্টার কুমিল্লা ইউসুফ হাইস্কুল, ২০।৬।৩৬

“ধর্ম্মহীনের যদি ধর্ম্মপুস্তক সম্বন্ধে কোন অভিমত দিবার সামান্য অধিকারও থাকে তবে এই বলিতে পারি যে এই নীতি ও ধর্ম্মবিবর্জিত যুগে ও মোহকরী দুর্নীতিপূর্ণ পারিপার্শ্বিকের মধ্যে এই প্রকারের ধর্ম্ম পুস্তক ভ্রান্ত ও উন্মার্গগামী শিক্ষার্থীদিগকে অন্ততঃ তটস্থ করিতেও সক্ষম হইবে।”—**রায়সাহেব দামোদর প্রামাণিক**, প্রধান শিক্ষক, রাইগঞ্জ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় (দিনাজপুর) ১০।১।৩৭

“I have great pleasure in recommending it to the students. It contains some valuable instructions which if followed, will certainly go to a great way towards imparting a healthy tone to their character in all its aspects physical, mental, moral, and even spiritual. I wish the book a wide circulation.”—**Nagendra Nath Pal,** Offg. Head Master, Kushtea H.E. School 18. 8. 36.

“পুস্তকখানি পড়িয়া বিশেষ প্রীতি লাভ করিলাম। এই জ্ঞানগর্ভ, সুচিন্তিত ও উপদেশাত্মক নিবন্ধ পাঠে আমার স্বতঃই মনে হইতেছে—

আমাদের দেশের বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতির অনেক দোষ ত্রুটীর মধ্যে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষাহীনতার যে বিষাক্ত আবহাওয়ায় আমাদের আশা ভরসাস্থল স্কুল কলেজের ছাত্র ছাত্রীগণ স্ফুটনোন্মুখ যৌবনেই আপাততঃ সুখকর ইন্দ্রিয়বৃত্তির ক্ষণিক পরিতৃপ্তিতেই মানবজীবনের চরিতার্থতা খুঁজিতে যাইয়া পরিণামে অন্তঃসারশূন্য হইয়া স্বখাত সলিলে সমাধিশয্যা রচনা করিতেছে এবং যে উৎকট জাতীয় জীবন ধ্বংসকারী রোগের নিদান নির্ণয় করিতে আজ মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ সর্ব্বজনবরেণ্য মনীষীবৃন্দ বিশেষ ব্যগ্র, শ্রদ্ধেয় স্বামী সমাধি প্রকাশজীকে তাঁহাদের মধ্যে একজন বিজ্ঞ 'চিকিৎসক' আখ্যা দিলে অত্যুক্তি দোষে দোষী হইব না। পুস্তকের প্রতি পত্রে ও ছত্রে ছত্রে বর্ত্তমান Godless educationই যে আমাদের ছাত্রজীবনের অবনতির মুখ্য কারণ তাহা স্বামীজী উদাত্ত স্বরে ঘোষণা করিতেছেন। শিক্ষার্থীদের নিকট এই পুস্তকের মূল্য আর এক হিসাবে অসাধারণ—কারণ স্বামীজী দীর্ঘকাল প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত থাকিয়া ছাত্রদের দরদী বন্ধুরূপে নিজ অভিজ্ঞতা হইতে তাহাদের উদ্দ্যেশ্যে এই যুগ সন্ধিক্ষণে বোধনের তূর্য্যধ্বনি করিতেছেন। সুতরাং দেশের জন্য উৎসর্গীকৃত এই আজীবন শিক্ষাব্রতী সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর উপদেশ "আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়" এই মহতী বাণীর অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্তরূপেও দেশের সকল শিক্ষা-মন্দিরে সমাদৃত হওয়ার যোগ্য। আশা করি বাংলা দেশের প্রত্যেক উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহোদয় নিজ নিজ ছাত্রদের মধ্যে এই যুগোপযোগী গভর্ণমেণ্ট মনোনীত অমূল্য পুস্তকখানি পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত করিয়া ইহার বহুল প্রচারে সহায়তা করিয়া দেশের ভবিষ্যৎ কল্যাণের পথ উন্মুক্ত করিবেন।" **শ্রীতারাপদ দাশ এম. এ., বি. টি.** প্রধান শিক্ষক, মূলটী, প্যারী শ্রীমন্ত ইনষ্টিটিউশন্ পোঃ (২৪ পরগণা)
২৩।১০।৩৭

"যে কেহ এই পুস্তকখানি পাঠ করিলে সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে পারিবেন যে অধুনা নৈতিক শিক্ষার অভাবে প্রতিদিন সমাজ-দেহে অধোগতির যে জীবাণু প্রবিষ্ট হইয়া আমাদের জাতীয় জীবনকে পঙ্গু করিয়া দিতেছে তাহা বিদূরিত করিয়া, ধর্ম্মশিক্ষা বিস্তার দ্বারা মনুষ্যত্বের পূর্ণ পরিণতি না হইলে আমাদের সামাজিক রাষ্ট্রিক অথবা অন্য কোনরূপ আত্মকর্তৃত্ব লাভের প্রচেষ্টাই সফল হইবে না। জাতির ভবিষ্যৎ জীবন গঠন যে ছাত্র ছাত্রীদের উপর সম্যক্ নির্ভর করিতেছে স্বামীজীর এই পুস্তকখানি তাহাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির সহিত শারীরিক, মানসিক, পারিবারিক প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার উন্নতির পথ সহজ করিয়া দিবে। ইহার বহুল প্রচারে সুফল ফলিবেই।"—**মোহাম্মদ মোকার্‌রম হোসেন, বি. এ.** কশবা মাজাইল (ফরিদপুর), ৬।১০।৩৬।

"I have gone through the book with the highest delight possible and I am sure it is an excellent book of its kind. It will do much good to the moral improvement of the young boys and girls if read carefully. Indeed we are grateful to Swami Samadhi Prakash Aranya for this book."—Miss PREM SADHANA RAY, Head Mistress, Brojobala Girls' School, Ranaghat. 6. 10. 27.

"It is an excellent book of its kind and I am sure that a careful study of this book should be insisted upon young boys. This will surely uplift the morals of young learners."—KUNJABIHARI BASU, Head Master, Lalgopal H. E. School, Ranaghat. 6. 10. 1637.

"……সুন্দররূপে লিখিয়াছেন। শিক্ষাদোষ সংশোধনে বইখানি অভিনব সন্দেহ নাই। কোমলমতি বালক বালিকাদের পক্ষে বইখানি বেশ সুন্দর, সহজ ও সুখপাঠ্য হইয়াছে। লেখকের ভাব ও ভাষা বেশ সরল। বইখানি প্রত্যেক বালক বালিকারই পড়া দরকার। ছাপা

ঝকঝকে। কাগজও সুন্দর অথচ দাম কম। আমরা বইখানির বহুল প্রচার কামনা করি।"—**দীপিকা**, ৭ই আশ্বিন, ১৩৩৪।

(A letter to Mushareff Hossein, B. E. S.)

"He has produced one of the best books, "বিদ্যালয়ে প্রাথমিক ধর্ম্মশিক্ষা". The book is full of instruction which may be safely administered to boys of all caste and creed without a distinction. Such a book seems to be a crying need of the day. Religion, very near to morality, nay another name of the same is now-a-days a thing of the past with our boys. The mind can be remodelled by a study of the book like this. I think you will be pleased to think with me to consider the book to be of immense value to the boys.

I shall deem it a favour if you will kindly move to see the book receiving recognition of the Department and the Text Book Committee. Thanks,

Yours affectionately

AHMED ALI MRIDHA, B.L., M.L.A. 28. 5. 36.

"The book contains useful instructions which are in some respects fairly discussed and given practical hints as to how they should be put into operation in daily life. The author quotes from scriptures and eminent writers of Hindu, Islamic and Christian religions in support of his views. An attempt has also been made to show that the fundamental principles of all religions regulating the moral life of man are almost the same. The author aims at basing education on morality and religion which is a crying need of the day. The book is expected to remove this drawback of the present system of education to a great extent. It may be

recommended for study of elderly boys of top classes of secondary schools."

—B. SOME. Circle Officer, Rajbari.

......"বর্ত্তমান গ্রন্থখানিতে বিদ্যালয়ে প্রাথমিক ধর্ম্মশিক্ষা সম্বন্ধে সুচিন্তিত আলোচনা করা হইয়াছে এবং শিক্ষার্থীদের পক্ষে আহার বিহারে সংযম বিশেষতঃ প্রাচীন ভারতের আদর্শ ব্রহ্মচর্য্য পালন সম্বন্ধে সকলের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট করা হইয়াছে। বইখানির নাম 'বিদ্যালয়ে প্রাথমিক ধর্ম্মশিক্ষা' হইলেও ইহার ভিতরে শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী অভিভাবক এবং পিতামাতা প্রত্যেকেই প্রাথমিক ধর্ম্মশিক্ষার একটি উচ্চ আদর্শ পাইবেন। এই পুস্তকখানি শিক্ষার্থীদের যে অশেষ কল্যাণ-সাধন করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আনন্দ লাভ করিয়াছি এবং ইহার বহুল প্রচার কামনা করি। জড়বাদ-প্লাবিত বর্ত্তমান যুগে এইরূপ মূল্যবান পুস্তকের প্রয়োজনীয়তা দেশের সর্ব্বত্র অনুভূত হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।"—**কেশরী** (দৈনিক), ১৯শে পৌষ, ১৩৪৪।

"......ধর্ম্মশিক্ষার অভাবে মানুষ যে অমানুষ হয় এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে আমাদের বিদ্যালয়ে যে ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা নাই তাহা প্রতিপন্ন করিয়া শাস্ত্রজ্ঞ লেখক ত্রুটী সংশোধনের উপায় সম্বন্ধে উপদেশ করিতেছেন। লেখক ছাত্র সমাজের দুর্দ্দশা বিষয়ে সচেতন এবং দুর্দ্দশা দূরীকরণে সচেষ্ট। পুস্তক পাঠে তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞতা, মর্ম্মজ্ঞতা এবং প্রাণবত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাথমিক ধর্ম্মশিক্ষার অভিনব ব্যবস্থা করিয়া গভর্ণমেণ্টও তাঁহার মতের পোষকতা করিয়াছেন। লেখকের রচনা শৈলী গম্ভীর; তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থের আরও প্রকাশন বাঞ্ছনীয়।—**প্রবাসী**, চৈত্র, ১৩৪৪ সাল।

"......স্বামীজী ধর্ম্মশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এবং ধর্ম্মহীন শিক্ষার

কুফল 'প্রাথমিক ধর্ম্মশিক্ষা' গ্রন্থে বেশ নিপুণভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "godless and immoral system of education" বা অনীশ্বর ও অনৈতিক শিক্ষা প্রণালীর আমূল সংস্কার করা প্রয়োজন। এ সম্বন্ধে আমি স্বামীজীর সহিত একমত। বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীর তিনি যে সকল প্রধান দোষের উল্লেখ করিয়াছেন সে বিষয়ে বোধ হয় বিশেষ মতভেদ হইবে না; কিন্তু কি উপায়ে শিক্ষা-ব্যাধির উপশম হইতে পারে এবং বর্ত্তমান অবস্থায় ঐরূপ প্রতিকার সম্ভব কি না এ সম্বন্ধে আমি নিঃসংশয় নহি।"—**শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত,** ১৩৯বি, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

"......এই পুস্তক সময়োপযোগী হয়েছে। এই পুস্তকে ব্রহ্মচর্য্যের উপকারিতা নানা বিজ্ঞব্যক্তির মতের উদ্ধার করে প্রতিপন্ন করা হয়েছে। পুস্তকখানি এ দেশের ছেলেরা পড়লে অনেক উপকার পাবেন। Libraryতে এই পুস্তক রাখা যেতে পারে।"—**শ্রীমহেন্দ্রনাথ সরকার** (এম. এ., পি-এইচ. ডি.), কলিকাতা, ২৫।১২।১৯৩৭।

"......it is an excellent Treatise on education what it should be. The present-day education has been given its trial, it has been found lacking in many respects. The students of schools ought to read such a book and follow the path as prescribed by Swamiji who has a vast experience in this line. I hope the teaching community of Bengal will show their respect to our ancient ideals of education by large introduction of this book amongst their students."—**Sashi Bhusan Tarafdar.** M. A., B. T., Head Master, Nabadwip Bakultala H. E. School and Hony. Magistrate, Nabadwip Bench. 11. 11. 1937.

"প্রায় ৪০ বৎসরকাল শিক্ষকতা করে সম্প্রতি অবসর গ্রহণ করেছি।

আপনিও শিক্ষকতা করে পবিত্র সন্ন্যাস আশ্রমে প্রবেশ করেছেন। বর্ত্তমানে দেশের শিক্ষার ব্যবস্থা ও অবস্থা দেখে আপনার সন্ন্যাসী হৃদয় কেঁদেছে। কালের স্রোত ফিরাইবার জন্য আপনি লেখনীও ধারণ করেছেন। সুখের বিষয়। বিষয়ের গুরুত্ব, লিখিবার ভঙ্গি ও ভাষার লালিত্য বিবেচনা করে আমি বলিতে বাধ্য আপনার 'প্রাথমিক ধর্ম্মশিক্ষা' একখানা সুন্দর গ্রন্থ হয়েছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনীষিগণের বাণী পাতায় পাতায় উদ্ধৃত থাকায় পুস্তকখানার মূল্যও অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে।"—**শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র গুপ্ত** (বিদ্যাসাগর কলেজের অবসর-প্রাপ্ত অধ্যক্ষ), কলিকাতা, ১৮।১২।৩৭।

"...স্বামীজী যে বহুজ্ঞ ও চিন্তাশীল ইহা তাঁহার প্রত্যেকখানি বই হইতে বুঝা যায়। বেদান্তী বা যোগীরও যে বৃন্দাবনের ব্রজভাবে সাধনায় বাধা থাকে না, স্বামীজী ইহা "শুদ্ধা মাধুরী"তে বৈষ্ণব ভাবানুকূল ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। শিক্ষক মহাশয়েরা "বিদ্যালয়ে প্রাথমিক ধর্ম্মশিক্ষা"র অনুসরণে যদি ছাত্রগণকে পরিচালনা করিবার চেষ্টা করেন তবে তাহাদের অনেক উপকার হইবে। "জাতি কথা"য় গ্রন্থকার অস্পৃশ্যতার অযৌক্তিকতা হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্র, সাহিত্য, ইতিহাস ও ব্যবহার প্রভৃতি নানা দিক্ হইতে দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। এইরূপ বিষয়ে সকলের এক মত হওয়া সম্ভব হয় না। তাহা হইলেও পাঠকেরা ইহাতে ভাবিবার অনেক কথা পাইবেন। ইহা সময়োপযোগী।" (**মহামহোপাধ্যায়**) **শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য** (**শাস্ত্রী**), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২৩শে পৌষ, ১৩৪৪।

"পুস্তকখানিতে অনেক প্রয়োজনীয় কথা আছে। ব্রহ্মচর্য্যের সবিশেষ প্রশংসা আছে। লেখকের বহুদর্শিতা এবং বিদ্যাবত্তার পরিচয় আছে। সব চেয়ে ভাল ভাবে আছে তাঁহার civilization-এর comparison। পাশ্চাত্য শিক্ষা জীবনকে commercialize ও

militarize করিতে চাহে। ভারতশিক্ষা উহাদিগকে তুচ্ছ করে নাই অথচ তাহার উদ্দেশ্য সকলকে spiritualize করা। এই জাতীয় গ্রন্থ প্রচারের জন্য লেখকের নিকট সকলের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।"—**সঞ্জীব চৌধুরী** (সাহিত্যে 'নোবেল' প্রাইজ প্রার্থীরূপে মনোনীত হন), ঢাকা, ১৬।১১।৩৯।

"......শ্রদ্ধাসহকারে পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিলাম। এই প্রকার পুস্তকের অভাব অনেক দিন হইতেই অনুভব করিতেছিলাম। স্বামীজী পূর্ব্বাশ্রমে দীর্ঘকাল শিক্ষকতা কার্য্য করিয়া ধর্ম্মহীন শিক্ষা মানব সমাজের কল্যাণকর নয় বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতে পারিয়া আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার সহিত তাঁহার বর্ত্তমান শুদ্ধ সিদ্ধ জীবনের লব্ধ জ্ঞান ও ব্রহ্মচর্য্য সাধনার তত্ত্ব ও উপায়গুলি এই পুস্তকে সন্নিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহার অনুসরণে সমাজের ভবিষ্যৎ আশা ভরসার স্থল ছাত্র ছাত্রীগণের অন্তঃকরণে দৈহিক মানসিক নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির ও বলের সঞ্চার করিবে ও কর্ত্তব্যের শক্তিশালী প্রেরণা যোগাইয়া দিবেক ইহা আমার সরল বিশ্বাস। এইরূপ সদ্‌গ্রন্থের বহুল প্রচার একান্ত বাঞ্ছনীয়।"—**শ্রীভুবনেশ্বর ভট্টাচার্য্য** (ভূতপূর্ব্ব) স্কুলসমূহের সবডিভিসনাল ইন্‌স্পেক্টর, বগুড়া, ২২।১।১৩৪৭।

"......বইখানা পড়িয়া অত্যন্ত আনন্দিত ও উপকৃত হইয়াছি। যে ধরণের বই এই জাতীয় দুর্দ্দিনে দেশে, বিশেষ করিয়া ছাত্রসমাজে প্রচারিত হইবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতে ছিলাম ঠিক সেই সময় এ বইখানা হাতে পাইয়া আমি আরও বেশী আনন্দিত হইয়াছি। জাতির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য এই বইখানি প্রতি ঘরে ঘরে প্রতি বিদ্যালয়ে ছাত্র ছাত্রীদের হাতে দেওয়া উচিত, এবং যাহাদের হাতে দেওয়া হইবে তাহারা শ্রদ্ধার সহিত বইখানা পড়ে কি না এবং সেইভাবে চলে কি না তাহা অভিভাবকগণ একটু দেখিলে ফল আরও ভাল হইবে।

ব্যক্তিগত ও জাতীয় চরিত্রগঠনে বইখানি যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় তাহা যে কেহ পড়িলেই বুঝিতে পারিবেন। বইখানির বহুল প্রচার আমি আন্তরিকভাবে কামনা করি।"—**শ্রীস্নেহলতা দেবী** (বি. এ., বি. টি.), প্রধানা শিক্ষয়িত্রী, ভি. এম. উচ্চ ইংরাজী বালিকা বিদ্যালয়, বগুড়া, ২৮।১।১৩৪৭।

"……ইহা মাধ্যমিক শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীর সর্ব্বাংশে উপযোগী হইয়াছে। আরও একটু বেশী বলিলে বলিতে পারি ইহা মাধ্যমিক প্রাথমিক সকল শ্রেণীর বিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষকগণের একান্ত পঠিতব্য।……বইখানি পরম উপকারী সন্দেহ নাই। উহার বহুল প্রচার কামনা করি।"—**শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ,** প্রধান শিক্ষক, স্মৃতি ভি. এম. হাইস্কুল, গোপালপুর পোঃ, (ময়মনসিংহ)।

"……**'জাতি কথা', 'জগবন্ধু দর্শন', 'বিদ্যালয়ে প্রাথমিক ধর্ম্মশিক্ষা', 'শুদ্ধামাধুরী', 'পরশমণি', 'গান্ধী-সমাধি পত্রাবলী'**— এই কয়েকখানা গ্রন্থই পাঠ করিয়া আপনাকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাইতেছি। প্রত্যেকখানি গ্রন্থেই গ্রন্থকারের অসাধারণ পাণ্ডিত্য, অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টি ও ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা, অসাধারণ সৎসাহস, ও ভাবপ্রবণতা, অসাধারণ দেশপ্রেম ও বিপ্লবী মনোবৃত্তি প্রকাশ পাইয়াছে। বর্ত্তমান যুগের বহু নরনারী নিজ নিজ প্রাণের গভীর স্তরের ভাবরাশি এই সব গ্রন্থের মধ্যে সুস্পষ্ট যুক্তিযুক্ত শাস্ত্রসমর্থিত শক্তিসমন্বিত ভাষায় অভিব্যক্ত দেখিতে পাইবেন।

'বিদ্যালয়ে প্রাথমিক ধর্ম্মশিক্ষা'য় যে সব শিক্ষা প্রদত্ত হইয়াছে, যদিও বিদ্যালয়ের সব ছাত্রেরই তাহা জানা ও জীবনে অনুশীলন করা উচিত, তথাপি আমাদের জাতীয় দুর্ভাগ্যবশতঃ স্কুলকলেজের অধিকাংশ শিক্ষকেরই তাহা অপরিজ্ঞাত, জীবনে অনুশীলনের ত কোন কথাই নাই। বর্ত্তমান শিক্ষার সমস্যাগুলি আপনি সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত

করিয়াছেন, এবং সেগুলির সমাধানের পথও প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু যে vicious circle চলিতেছে, তাহাতে ভগবানের বিশেষ কৃপা ব্যতীত, একটা শক্তিশালী ভাবতরঙ্গের উন্মাদনা ব্যতীত, এই circle হইতে অব্যাহতির পথ দেখা যায় না। প্রচলিত অশিক্ষা ও কুশিক্ষারই সমুজ্জল ঘনীভূত বিগ্রহস্বরূপ আমাদের শিক্ষকগণ, এবং তাঁহারা তাঁহাদের মতই আবার ছাত্র তৈয়ারী করেন। ধর্ম্মকে আপনি যে ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাই যে বস্তুতঃ সনাতন ধর্ম্ম এবং সনাতন ধর্ম্ম যে অসাম্প্রদায়িক ও সার্ব্বজনীন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অথচ কুসংস্কার যায় না ম'লে। যাহারা ধর্ম্মধ্বজী, তাহাদের ধর্ম্মমত ও আচরণের সংকীর্ণতা দেখিয়া সাধারণ লোকে—বিশেষতঃ যুবকগণ ধর্ম্মের নামেই আতঙ্কিত হয়। যাহারা ধর্ম্মবিমুখ, তাহাদের উচ্ছৃঙ্খল জীবনধারা জাতি ও সমাজের সর্ব্বনাশ করিতেছে। এ সময়ে ত্যাগী, উদার, প্রেমিক, শাস্ত্রমর্ম্মাভিজ্ঞ, ধর্ম্মানুষ্ঠাননিরত, গোড়ামিবর্জ্জিত dynamic personalityর কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ নিতান্ত আবশ্যক। আপনার mission জয়যুক্ত হউক, ইহাই প্রার্থনা করি।"

—**শ্রীঅক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়,** M. A., Professor of Philosophy, A. M. College, Mymensing, ১৮।১২।১৯৪১।

"………I am very glad to find that it has been approved by the Government of Bengal as a Library book. In my opinion the book should be introduced as a text book into the first four classes of every H. E. School where the education imparted to boys has all along been a Godless one. The book clearly teaches what Dharma is and a close study of the book will enable every student to form his moral character —a foundation on which alone the superstructure of

self-realization can be built. Swamiji has done immense good to the student community by writing such a valuable book" —**Bholanath Saha**, M. A., Head Master, Habashpur Kasimbazar Raj H. E. School. 1. 3. 43.

"স্বামিজী তোমার "বিত্যালয়ে প্রাথমিক ধর্ম্মশিক্ষা" বইটি পড়িয়া নিজেকে ধন্য মনে করিলাম। বুঝিলাম এতদিন আমি কি সর্বনাশের পথে চলিয়াছিলাম। ······স্বামিজী তোমার পায়ে পড়ি তুমি আমাকে রক্ষা কর। আমাকে তোমার হাতে সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া দিলাম। আমাকে তুমি রক্ষা কর। তুমি ছাড়া আমাকে কে রক্ষা করিবে।"

—**শ্রীবিশ্বনাথ খাঁ**, ৩।১।১৯৪৭।

(৫) **Gandhi-Samadhi Correspondence** (ইংরাজী ; প্রকাশিত)—২য় সং, সাহায্য এক টাকা। নিখিল জাতির, মানবের ব্রাহ্মণকরণের শাস্ত্র, ইতিহাস ও যুক্তির চুম্বক। স্পষ্ট উত্তর দানে গান্ধীজীর পরাঙ্মুখতা ও হরিজন সেবক সঙ্ঘের সঙ্কীর্ণতা খণ্ডন করিয়া সমস্ত জাতির সামাজিক ও আধ্যাত্মিক মুক্তিকথা দৃঢ় ও অকপট ভাষায়। দৈনিক 'এ্যাড্‌ভান্সে' (July 9, 1935) ও 'হিন্দু রিভিউ'তে (Nov., 1935) অনেকাংশ প্রকাশিত।

"······The Swamiji has dealt with the subject in a learned manner but he should not expect Mahatmaji to comprehend learned knowledge of the Hindu Philosophy and the Dharma Shastra, which, perhaps, Mahatmaji has not studied so widely and critically as Swamiji has done.

Swamiji is right if he maintains that originally there was only one Varna which afterwards developed into four Varnas and various castes later on.

If the domestic problem of the Hindus would be satisfactorily solved, there is, I also think, no Dharma Shastra objection to revert to one Varna, by popularizing interdining and intermarriage."—**B. S. Moonje.**

(General Secretary, The Central Hindu Military Education Society and the Bhonsala Military School and Vice-President, All India Hindu Maha Shabha), 1. 1. 1940.

(৬) **গান্ধী-সমাধি পত্রাবলী** (ঐ বঙ্গানুবাদ—প্রকাশিত) ২য় সং, এক টাকা। ইংরাজী সংস্করণ অপেক্ষা পরিবর্দ্ধিত ভূমিকা ও পরিশিষ্ট সম্বলিত।

"বান্ধববরেণ্য প্রাণধন দাদু,

তোমার "গান্ধী-সমাধি পত্রাবলী" নামক স্থলিত পুস্তিকা পাঠ করিলাম। ইহাতে হিন্দুধর্ম্মের চতুর্ব্বর্ণাশ্রমের সংস্কারকল্পে যে প্রাণস্পর্শী মনোরম বিবৃতি প্রদত্ত হইয়াছে তাহা সুধীসজ্জনের বিচার্য্য ও উপভোগ্য বটে।

তোমার চির আদরের

বিশ্রী মহেন দা

"I have the honour to submit that I have read your "Gandhi-Samadhi Patrabali" accidentally fallen in my hand. I am much impressed by his cogent arguments, courage of conviction and vast knowledge in our scriptures. I am, therefore, extremely curious to read his other books to see as to what use I can make of them." —**Trilokesh Bhattacharjee,** Head Master, Jangram H. E. School, Burdwan.

"গান্ধী-সমাধি পত্রাবলী" বইখানি পড়িয়াই স্বামীজীর অন্যান্য বইগুলি পড়িবার আকাঙ্ক্ষা আমার প্রবল হইয়াছে।......উপরিউক্ত গ্রন্থে

স্বামীজী যে তথাকথিত নিম্ন জাতিগুলিকে "ব্রাহ্মণ করণ" দ্বারা উন্নয়নপূর্ব্বক সামাজিক সাম্য বিধানের কথা উল্লেখ করিয়াছেন উহাই আমার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। তাড়াতাড়ি শিক্ষা সংস্কৃতির উন্নতি করিয়া নিম্নতর বর্ণগুলিকে ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত করা সম্ভব না হইলেও সামাজিক ভেদ বৈষম্যগুলি এখনই তুলিয়া দেওয় আবশ্যক।"—**অম্বিকা দাস,** ৩।৫।১৯৪৭।

"..... "জাতিকথা" ও "গান্ধী-সমাধি পত্রাবলী"—পুস্তকদ্বয় আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিলাম। এরূপ পুস্তক ইতিপূর্ব্বে কখনও পাঠ করি নাই। ব্রাহ্মণ বংশে জন্মে ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে বাক্যবাণ নিক্ষেপ করিতেও দেখি নাই। উহার বহুল প্রচারে সমাজ মধ্যে নবযুগের সঞ্চার আনয়ন করিবে। আভিজাত্যের দুর্গ ভূমিসাৎ ও বৃথা জাত্যাভিমান চূর্ণ বিচূর্ণ করিবে।"—**শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মাহাত,** মোক্তার, ঝাড়গ্রাম, ৯।১২ ১৯৪৩।

(৭) **শ্রীশ্রীজগবন্ধুদর্শন**। (প্রকাশিত) ২য় সং, সাহায্য—দুই টাকা। পুরীধাম শ্রীজগন্নাথাদি দর্শনের অভিনব ও সরস ভ্রমণ-কাহিনী ; ভাবরসের সাধন কথায় ভরপুর। ভাব ও ভাষা কবিত্বময় ; মরমী ভক্তজনের আস্বাদ্য।

"শ্রীশ্রীজগবন্ধু দর্শন" বইখানা সাগ্রহে পড়িয়াছি। মানসিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্বন্ধে বেশ সহজ এবং সরল ভাষায় আলোচন করিয়াছেন। এই বই পড়িয়া বেশ একটা উচ্চ প্রেরণা পাওয়া যায়। আজকালের এই যুগে এই বইখানার বহুল প্রচার কামনা করি।"—**শ্রীস্নেহলতা দেবী,** B.A., B.T., Headmistress, V. M. Girls' H. E. School, Bogra. ২৯।৮।১৩৪৮।

"......শ্রীশ্রীজগবন্ধু দর্শন" পরম প্রীতিসহকারে পাঠ করিলাম। এই বইখানির "গৌরচন্দ্রিকা" শীর্ষক প্রাথমিক প্রবন্ধ প্রত্যেক

সুধীজনের পাঠযোগ্য। ইহাতে গ্রন্থকার প্রাচ্য পর্য্যটন বিধির আভ্যন্তরীণ ভাব ও বর্ত্তমান সাধারণ প্রচলিত ভ্রমণ বিবরণের সহিত গ্রন্থকারের প্রদর্শিত ভ্রমণ বিবরণের মূল পার্থক্য প্রকটিত করিয়াছেন। এইটুকু না পড়িয়া মূল গ্রন্থ পাঠ করিতে গেলে বিড়ম্বিত হইবার আশঙ্কা আছে।

এই ভ্রমণ-বিবরণ বস্তুতঃ ভ্রমণকাহিনী মাত্র নহে। ইহা পাঠ করিতে করিতে ভাবুক পাঠক ভাবরাজ্যে তন্ময় হইয়া যায়। একাধারে দর্শন, ভক্তিশাস্ত্র ও ভূ বিবরণের সহিত ভারতীয় সাধনার বিভিন্ন ধারা ধরিয়া দেশকালের গণ্ডী ছাড়াইয়া যায়। এইরূপ বই পাঠে ছাত্রগণকে উৎসাহিত করা প্রত্যেক শিক্ষকের কর্ত্তব্য। ইহাতে সাম্প্রদায়িকতা বা জাতিবিভেদরূপ সঙ্কীর্ণতা স্থান পায় নাই। ইংরাজ কবি, জার্ম্মান দার্শনিক, মোছলেম ফকির সকলেরই মহামূল্য উক্তি সাদরে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই প্রকার পুস্তক যত বেশী প্রচারিত হয় ততই মঙ্গল।"
শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ, প্রধান শিক্ষক, স্মৃতি ভি. এম. হাই স্কুল, গোপালপুর (ময়মনসিংহ), ২৯।১০৪১।

"I have gone through the book, "শ্রীশ্রীজগবন্ধুদর্শন"...... from cover to cover the book is permeated with the religious fervour of the author who is a great Sadhak and vastly learned in Hindu Shastras. Those of us who will read the book with a critical mind will be delighted to find in it the true inner spirit of Hinduism clearly and lucidly explained and interpreted by the author. Further Hinduism is not religion alone, it is cultural, art and every thing denoted by the term "human life". The author has tried to bring out this side of the Hindu religion also in its

true perspective. The book deserves a place without doubt in a public library, as also in the home library of a lover of books."—**Narendra Mohan Chowdhury** (B. A. B. T., Headmaster, Coronation Institution, Bogra) 14. 10. 1941.

"পুরী, ১২ই জুলাই ১৯৪৫

আচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী সমাধিপ্রকাশ আরণ্য প্রণীত 'শ্রীশ্রীজগবন্ধু দর্শন' নামক গ্রন্থখানি পুরীতে বসিয়া পাঠ করিয়া পরম প্রীতি ও শান্তি লাভ করিলাম। লেখক জ্ঞানী, শাস্ত্রজ্ঞ, ভক্ত, কর্ম্মবীর, সাধক ও সমাজ-সংস্কারকরূপে বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার প্রত্যেকখানি গ্রন্থেই পাঠকের প্রাণে বিদ্যুৎ সঞ্চার করে। বর্ত্তমান গ্রন্থখানি ভক্তিভাবের উদ্দীপক। তিনি প্রাচীন ভারতের আদর্শে প্রাণ মনকে অনুপ্রাণিত করিয়া পরিব্রাজকরূপে জগৎপ্রসিদ্ধ পুরীতীর্থ দর্শন করিয়াছিলেন। পুরী ঐতিহাসিক তথ্যে ভরপুর। তাঁহার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বর্ণনা তীর্থযাত্রীর পক্ষে অতীব সহায়ক। ভাস্কর্য্য ও শিল্পকে তিনি আধ্যাত্মিকতার অন্তর্দৃষ্টি লইয়া সন্দর্শন করিয়াছেন। ঐতিহাসিকের নীরস তথ্যকে তিনি সরস করিয়াছেন এবং বিভিন্ন সাধুসঙ্গের অভিজ্ঞতা বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। ভক্ত, সাধু, মহাপুরুষ, সাধক ও সন্তদের সংগৃহীত বাণীগুলি গ্রন্থের মর্য্যাদাকে শতগুণে বর্দ্ধিত করিয়াছে।"— **শ্রী দীনবন্ধু বেদশাস্ত্রী,** সম্পাদক, আসাম আর্য্যধর্ম্ম সেবা-সঙ্ঘ, আর্য ধর্ম মন্দির, শিলং।

"শ্রীশ্রীজগবন্ধু দর্শন······পুস্তক আমার এক বন্ধুর নিকট পেয়েছিলাম ও পাঠ করে খুবই শান্তি পেয়েছিলাম। তাই অর্ডার দিচ্ছি।"······ **গৌরচন্দ্র বিশ্বাস,** ভেড়ামারা (নদীয়া), ৯।৮।৪৭।

"বরেণ্য আরণ্য স্বামীজী শ্রীশ্রীজগবন্ধু দর্শনান্তে সেই আরসি বানিয়ে দিয়েছেন। অনুরাগী, অনুসন্ধানী ভক্তের মনকে যা ধীরে ধীরে

দেখবার উপযুক্ত ও প্রস্তুত করে নিয়ে চলে। বিস্তৃত সমর্থক শাস্ত্রবাক্য দ্বারা বক্তব্যটির পাকা গাথঁনি শেষ করেছেন। যেন সমুদ্র মন্থন করে সুধা-সঞ্চয় করে দিয়েছেন। আমি তাঁকে বারবার নতি নিবেদন করি।……বইখানি শ্রীশ্রীজগবন্ধু দর্শনার্থীদের directoryর কাজও করবে।"— **শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,** পূর্ণিয়া, ২২।১।৪৪।

"শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী সমাধি প্রকাশ আরণ্য বাঙ্গলা দেশের আধ্যাত্মিক জগতের একজন স্বনামখ্যাত বরেণ্য নেতা। তাঁহার পরিচয় নূতন করিয়া দিবার প্রয়োজন নাই। তাঁহার গ্রন্থগুলি এত উৎকৃষ্ট তথ্যে পূর্ণ এবং তাঁহার প্রকাশের রীতি ও ভাষা এত সরল যে সকল শ্রেণীর পাঠককেই মুগ্ধ করে। তৎপ্রণীত "শ্রীশ্রীজগবন্ধু দর্শন" নামক পুস্তকখানিতে ঐ সকল গুণ পূর্ণ মাত্রায় বিরাজিত। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মধ্য দিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম এক বিশেষ রূপ প্রাপ্ত হইয়াছিল। গৌড়ীয় ভক্তিতত্ত্বের সেই নিগূঢ় ভাব এই গ্রন্থে অতি দক্ষতার সহিত রূপায়িত হইয়াছে। আমি এই উপাদেয় গ্রন্থখানির বহুল প্রচার কামনা করি।"…… **শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেন,** 'বগুড়ার ইতিহাস' আদি প্রণেতা ও উকীল, বগুড়া, ৮।৬।১৩৪৯।

"শ্রীশ্রীজগবন্ধু দর্শনে" যদি
ওগো! থাকে কারো অভিলাষ।
"শ্রীগ্রন্থরূপী এ জগবন্ধু"
হ'ক তাঁদের প্রেম বিলাস॥"

—দীন মতিচ্ছন্ন (মহেন্দ্র), শ্রীশ্রীধাম, শ্রীঅঙ্গন, ফরিদপুর।

(৮) **পল্লীবোধনে অন্নসমস্যা**—দেড় টাকা।

"সাধুসন্ন্যাসীরা সাধারণতঃ স্বীয় আত্মশুদ্ধি বা আত্মোন্নতির জন্য পরমার্থতত্ত্ব নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকেন ; সাধন ভজন করে থাকেন বলেই আমাদের বিশ্বাস। বিষয়ভোগে অনাসক্তিহেতু রাষ্ট্র, সমাজ বা দেশ-

বাসীর প্রতি কর্ত্তব্যবোধবিমুখতায় অনেকে তাঁদের আত্মপরায়ণ বল্‌তেও কুণ্ঠিত হন না, কিন্তু একথা সত্য নয়। এই আত্মোপলব্ধি বা আত্মোন্নতির দ্বারাই তাঁরা দেশের ও দশের কল্যাণ সাধিত করে থাকেন এবং ঐহিক সুখভোগের উর্দ্ধে সাধারণ মানুষের মনকে পরমার্থিক চিন্তারাজ্যে আকৃষ্ট করার সহায়ক হন। কিন্তু বর্ত্তমান কালে এমন অনেক আশ্রম মঠ আছে ও সাধু সন্ন্যাসী আছেন, যাঁরা সমাজ ও রাষ্ট্রের হিতার্থেও আত্মনিয়োগ করে থাকেন,—আধ্যাত্মিক চিন্তার সঙ্গে ব্যবহারিক ভাবে দেশের দুঃখ-দারিদ্র্য, অশিক্ষা-কুশিক্ষা দূরীভূত করার জন্যই সচেষ্ট হন। স্বামী সমাধি প্রকাশ আরণ্য লিখিত 'পল্লীবোধনে অন্নসমস্যা' নামক গ্রন্থখানি পাঠ করে আমাদের উপর্য্যুক্ত ধারণা আরও বদ্ধমূল হয়। এই গ্রন্থের মধ্যে সন্ন্যাসী লেখক পল্লীবাসীর নানা দুঃখ-দারিদ্র্য, অভাব-অভিযোগ, অন্নবস্ত্রাদি সমস্যার কারণ ও প্রতিকারের উপায় প্রভৃতি বহু বিষয় বিশদ আলোচনা করেছেন এবং প্রাচীন কাল থেকে বর্ত্তমান কালের জটীল সমস্যাবহুল অবস্থা সম্পর্কে বহু গবেষণামূলক তথ্য উদ্ঘাটিত করেছেন এই গ্রন্থের মধ্যে। পল্লী-গ্রামের নানা সমস্যার সঙ্গে অন্নসমস্যা নিয়ে যাঁরা চিন্তা করেছেন, এই গ্রন্থখানি তাঁদের প্রভূত উপকার সাধন করিবে।"—**দৈনিক বসুমতী**, রবিবার, ১৯।৭।১৯৫৩।

"পরিব্রাজক শ্রীমৎস্বামী সমাধি প্রকাশ আরণ্য মহারাজ প্রণীত "পল্লীবোধনে অন্নসমস্যা" নামক পুস্তকখানি আগ্রহের সহিত আদ্যন্ত পাঠ করিয়া আমি কেবল পরিতৃপ্ত হই নাই, অতিশয় লাভবান হইয়াছি। একজন সাধন স্বাধ্যায়াদিতে নিবিষ্টচিত্ত সন্ন্যাসীর পক্ষে এই জাতীয় পুস্তক প্রণয়ন অতি বিস্ময়কর ব্যাপার। সন্ন্যাসী গ্রন্থকার বলিয়াছেন, যাঁহাদের উপর রাষ্ট্র চালনের দায়িত্ব তাঁহাদের চারিত্রিক উন্নতি না ঘটিলে জনসাধারণের যথার্থ কল্যাণ করা যাইবে না—ইহা

একটুও অত্যুক্তি নহে। আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি তিরোহিত হইয়া যতদিন না তাঁহাদের হৃদয়ে দেশপ্রেম, সেবাভাব জাগিবে ততদিন সর্ব্বহারা কোটি কোটি পল্লীবাসীর উন্নতির সকল প্রয়াস ব্যর্থ হইবে। পল্লীর জটিল ও ব্যাপক অন্নসমস্যা সমাধানের উপায়গুলি দৃঢ়ভাবে নির্দ্দেশ করিয়া গ্রন্থকার দেশের প্রকৃত কল্যাণ করিয়াছেন।

স্বামিজীর ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী অত্যন্ত প্রশংসনীয়। গ্রন্থকারের আন্তরিকতায় ও রচনার কুশলতায় আলোচিত বিষয়গুলি পাঠকের মনে গভীর রেখাপাত করিবে। এই জাতীয় পুস্তকের প্রচার যত বেশী হইবে দেশের পক্ষে ততই কল্যাণ।"—**শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,** M. A. (Lecturer in English, Bijoygarh College, Jadavpur ; formerly of Netaji Subhas College, City College (S/Cal Branch), ৮।৭।১৯৫৩।

"এখানে "পরশমণি" ও "পল্লীবোধনে অন্নসমস্যা" বই দুইখানা পাঠ করিয়া অত্যন্ত সুখী, আহ্লাদিত ও উপকৃত বোধ করিলাম। আপনার সব বইই মূল্যবান, বহু তত্ত্ব ও তথ্যসম্বলিত।......শীঘ্র কলিকাতা আসিলে আপনার শ্রীচরণধূলি লইয়া কৃতার্থ হইতে পারিব।"—**শ্রীদিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য,** ৩।৯।১৯৫২।

(৯) **ব্রহ্মচক্র** (প্রকাশিত) সাহায্য—এক টাকা।

"আলোচ্য গ্রন্থখানিতে উপনিষদের ব্রহ্মচক্র ধর্ম্মচক্রে প্রবর্ত্তিত হইয়া যে শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শন চক্রে রূপায়িত হইয়াছে এবং ঔপনিষদিক সেই দার্শনিক সত্য পৌরাণিক ও তান্ত্রিক চক্র ও বৌদ্ধদের ধর্ম্মচক্রের মূলে আছে, বিভিন্ন শাস্ত্র সিদ্ধান্তের দ্বারা তাহা প্রতিপাদন করা হইয়াছে। ভারতীয় জাতীয় পতাকার প্রাণকেন্দ্রে সনাতন ব্রহ্মচক্রের

আদর্শ দৃঢ় থাকে গ্রন্থকারের ইহাই কামনা।"—**আনন্দবাজার পত্রিকা**, ৮।৮।১৯৪৮।

"পরমহংস পরিব্রাজক আচার্য্য শ্রীমৎস্বামী সমাধি প্রকাশ আরণ্য প্রণীত "ব্রহ্মচক্র" পাঠে ধর্ম্মব্যাখ্যানের এক অভিনব আলোক পাইয়া আমি নিজেকে অতিশয় লাভবান মনে করিতেছি। যে দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া স্বামীজী ব্রহ্মবিদ্যার ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহাতে বর্ত্তমান যুগের বিবিধ জটিল সমস্যায় দিশেহারা মানুষ আলোকময় শান্তির পথ পাইয়া ধন্য হইবে। ব্রহ্মচক্র, ধর্ম্মচক্র, ষট্‌চক্র, রাসচক্র, সুদর্শনচক্র প্রভৃতি পারিভাষিক দার্শনিক শব্দের সহজ সাবলীল ব্যাখ্যায় ভক্তজ্ঞানী কর্ম্মী তত্ত্বজিজ্ঞাসু সকলেই আকৃষ্ট হইবেন সন্দেহ নাই। দেশের পথভ্রান্ত যুবক সম্প্রদায়ের সম্মুখে স্বামীজী সত্য সত্যই এক আশার বাতি জ্বালিয়া দিশারীরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। পুস্তকখানির বহুল প্রচার সমাজের কল্যাণদায়ক হইবে—ইহা আমি নিঃসংশয়ে বলিতে পারি।"—**শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়** এম. এ., Lecturer in English, Bijoygarh College, Jadavpur, formerly of Netaji Subhas College, City College (S/Cal. Branch), ১২।৫।৫৩।

"পরম শ্রদ্ধাভাজন শ্রীমৎ স্বামী সমাধি প্রকাশ আরণ্য মহারাজ আজ ৪ দিন ব্যাপী সুললিত ভাষায় বক্তৃতার দ্বারা অত্রত্য জনসাধারণকে ভারতীয় সাধনা কৃষ্টি ও সমাজ সম্পর্কীয় আলোচনাপূর্ব্বক আর্য্যধর্ম্মের উদারতা বুঝাইয়া দিয়া কৃতার্থ করিয়াছেন। তিনি একাধারে কর্ম্মযোগী জ্ঞানীভক্ত এবং সাধনসম্পন্ন। তৎপ্রণীত 'জাতিকথা', 'জগবন্ধু দর্শন' ও 'ব্রহ্মচক্র' গ্রন্থত্রয় পাঠে তাঁহার সুবিশাল ঔপনিষদিক জ্ঞান ও উচ্চ দার্শনিক বিচারসহ অন্তর্নিহিত প্রেমভক্তির পরিচয় পাইয়া আনন্দিত হইয়াছি। তিনি কতিপয় স্থানে (অধুনা পাকিস্তানভুক্ত) আশ্রম

প্রতিষ্ঠা করিয়া ও দেশে দেশে প্রচার দ্বারা আর্য্যধর্ম্মের প্রকৃত আদর্শ প্রকটিত করিতেছেন। এরূপ সদ্‌গ্রন্থগুলির বহু প্রচার আবশ্যক। কিমধিকমিতি—শ্রদ্ধাবনত **শ্রীনলিনীকান্ত অধিকারী,** বি. এল, প্রেসিডেণ্ট, বালুরঘাট, ৬।৬।১৯৪৮।

(১০) **হিন্দুসংঠনে** (প্রকাশিত) সাহায্য দেড়টাকা।

আর্য্য হিন্দুদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া শক্তিশালী করিবার আয়োজন। পূর্ববঙ্গ পাকিস্তান সরকার কর্ত্তৃক বাজেয়াপ্ত।

(১১) **পল্লীবোধন** (প্রকাশিত) সাহায্য চারি টাকা। পল্লীসমস্যা মীমাংসার উপায় ; জাতীয়তার দিব্য আদর্শে লেখা। অন্ন, অর্থ, বেকার সমস্যাদি পূরণের সহজ কার্য্যকর পন্থা নির্দ্দেশ। ভাষা তেজোগর্ভ, উদ্দীপক ; ভাব অকপট, প্রাণস্পর্শী। পল্লীভারতের সামাজিক, রাষ্ট্রিক, অর্থনৈতিক, স্বাস্থ্যনৈতিক, আধ্যাত্মিক কথায় পল্লীবোধন মনে প্রাণে 'বোধন' আনে জাতীয় জাগরণের দীপক রাগ গাহিয়া। উচ্চকণ্ঠে প্রশংসিত।

(১২) **বুদ্ধের আভাষ**। বুদ্ধদেব সম্বন্ধে নূতন নূতন আবিষ্কার মূল পালি ত্রিপিটক ও বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহ হইতে। গভীর গবেষণা ও সাধন তত্ত্বজ্ঞানের পরিচয়। ভাব ও ভাষা কবিত্বময়। 'ভারতের সাধনা'য়, 'ভারতবর্ষে' (ফাল্গুন, ১৩৪৪) ও 'শ্রীভারতী'তে (কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ ১৩৪৫), কলিকাতায় ২য় ভারতীয় সংস্কৃতি সম্মেলনে (ডিসেম্বর, ১৯৩৭) কতকাংশ পঠিত ও প্রকাশিত। বুদ্ধদেব আর্য্য-হিন্দু-আত্মবাদী এবং দেবতা-ঈশ্বর-বাদী ছিলেন—নিঃসংশয়ে প্রমাণিত। "Super excellent" (অত্যুত্তম)—**শ্রীমৎ সত্যপ্রকাশ ব্রহ্মচারী।**

(১৩) **বিদ্যা—শিক্ষা ও সাধনা।** প্রকৃত বিদ্যালাভের বর্ত্তমানোপযোগী উপায়। পাশ্চাত্য শিক্ষার মোহ, ভারতীয় শিক্ষার দিব্যোদার

পরিকল্পনা, শরীর, মন ও আধ্যাত্মিক জীবন গঠনের প্রয়োজনীয়তা, বহু মনীষীর উদ্ধৃত বাক্য ও যুক্তির দ্বারা আলোচিত। শরীর গঠন, মনঃসংযম, ইন্দ্রিয়দমন, অসাধারণ শক্তি লাভ প্রভৃতির উপায় নির্দ্দেশের সঙ্গে চরম সাধনার বিবরণ। ভাষা সহজ, সরল; ভাব নির্ম্মল, স্বচ্ছ, রসায়নস্বরূপ।

(১৪) **পুরুষ বা আত্মা—শূন্য, এক বা বহু।** সাংখ্য, যোগ, বেদান্তাদি ষড়দর্শন ও বৈষ্ণব, বৌদ্ধ, জৈন দর্শনাদি সাগর মন্থন করিয়া পুরুষ বা আত্মা সম্বন্ধে অভিনব গবেষণা ও অভূতপূর্ব্ব তত্ত্বাবিষ্কার। নিবিড় ধ্যানোপলব্ধির গভীরতম প্রদেশ হইতে উঠিয়া আসিয়া লেখা। শাস্ত্রানুসন্ধান, যুক্তিবিচার ও ধ্যানোপলব্ধির ত্রিবেণী সঙ্গম। নির্ব্বাণ বা মোক্ষ সাধনার প্রাণকথা; সহজ সরল ভাষা; দার্শনিক জগতে যুগান্তর আনিবে আশা।

"সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বে ইনি এক হাই স্কুলের হেড মাষ্টারের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। ইনি অসাধারণ বিদ্বান ও মনীষাসম্পন্ন ব্যক্তি। বিদ্যার সহিত চরিত্র মাধুর্য্যের সংমিশ্রণে ইহার জীবন পরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। ইনি অনেকদিন এক আশ্রমে থাকিয়া নির্জ্জনে সাধন করিয়াছেন। সাধনের ও স্বীয় অসাধারণ প্রতিভার বলে ইনি যে সকল সত্য অনুভব করিতে পারিয়াছেন সে সকল সুশৃঙ্খলভাবে একটি প্রবন্ধের আকারে ইনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই প্রবন্ধটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলে ধর্ম্মপিপাসু ও উচ্চাঙ্গের সাধকগণের বিশেষ উপকার হইবে। শাস্ত্রে ঐ সকল বিষয়ের ইঙ্গিতমাত্র আছে, যিনি এ সকল তত্ত্ব স্বয়ং অনুভব করিয়াছেন, তিনি ভিন্ন ইহা বুঝিতে বা বুঝাইতে অপরে সক্ষম নহে। যাঁহারা ইহা প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছেন তাঁহাদের ভিতরেও অনেকেই ইহা অপরকে বুঝাইতে অসমর্থ বা অনিচ্ছুক। কাজেই স্বামীজীর ঐ প্রবন্ধটি আমি বিশেষ

মূল্যবান মনে করি।”—**শ্রীযতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়**, কুমিল্লা জিলা স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক। ৫।৮।৩৪।

(১৫) **বর্ণবাদ।** প্রচলিত পুরাণ সংহিতাদির ও মহাত্মা গান্ধীর চারিবর্ণবাদ খণ্ডন ; শাস্ত্র-সাগর-তরঙ্গে চারিবর্ণবাদের সলিল সমাধি। গভীর গবেষণা, নৈয়ায়িক ও দার্শনিক যুক্তিজাল দিয়া বর্ণ বা জাতির মূল তত্ত্বোদ্ঘাটন পূর্ব্বক চারিবর্ণবাদ খণ্ডন। মহাত্মা গান্ধী, 'সনাতনী' ও গোঁড়া চারিবর্ণবাদীকে সমরে আহ্বান করিয়া 'বর্ণবাদ' ব্রহ্মাস্ত্রে পরাজিত করুন।

(১৬) **Swarajya cum Truth**—ইংরাজী প্রবর্ত্তকে (Feb, March, April, 1937) অনেকাংশ প্রকাশিত। ভারতীয় আদর্শে সত্য স্বরাজ সাধনার অভিনব রূপ।

(১৭) **Synthetical Ideology of Hindu Cults**—৯ই ডিসেম্বর, ১৯৩৭, কলিকাতায় প্রথম ধর্ম্মসম্মেলনে হিন্দুধর্ম্ম শাখায় পঠিত।

(১৮) **Yoga or Nirvana**—নিখিল ভারত বিজ্ঞান সম্মেলনের হায়দারাবাদ (দাক্ষিণাত্য) অধিবেশনে (জানুয়ারী ১৯৩৭) ও কলিকাতা অধিবেশনে (জুবিলী-সেসন, জানুয়ারী, ১৯৩৮) অধিকাংশ পঠিত। অনেকাংশ Indian Journal of Psychologyতে (July, 1938) প্রকাশিত।

(১৯) **Glimpses of the Buddha**—'বুদ্ধের আভাষের' ইংরাজী। কলিকাতার ১ম ধর্ম্ম সম্মেলনীতে (ডিসেম্বর, ১৯৩৭) বুদ্ধধর্ম্ম শাখায় কিয়দংশ পঠিত।

(২০) হিন্দুসঙ্ঘ গঠন, (২১) সাম্যবাদ—রুশীয় ও ভারতীয়, (২২) মুক্তিসন্ধান (উপন্যাস), (২৩) কোরবানীর কথা, (২৪) মানুষের তৈরী নরক, (২৫) প্রণবে সাধনা, (২৬) গুরুতত্ত্ব দীক্ষা ও সাধনা,

(২৭) সমাধি পত্রাবলী, (২৮) সমাধি বাণী, (২৯) সমাধি মর্মর, (৩০) সাধনপথে।

প্রাপ্তিস্থান

(১) প্রকাশক, 'সমাধি' গ্রন্থাবলী
ও সম্পাদক, আর্য্যসঙ্ঘ
'সমাধিমঠ', পোঃ—ভূপালপুর
জিঃ—পশ্চিম দিনাজপুর (পশ্চিমবঙ্গ)

(২) আর্যসঙ্ঘ আশ্রম,
পোঃ—কাশিমপুর,
জিঃ—রাজসাহী, (পূর্ব বঙ্গ)

শ্রীসরস্বতী প্রেস লিঃ, কলিকাতা—৯